Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

१/११७ ३/106

সমন্বয়

শ্রীমৎ নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
BHADAINI, VARANASI-1
No. 3/106
Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/106

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর বেনারস আশ্রমে
শ্রদ্ধার সহিত অর্পিত হইল
৪/১২/৬৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাথেয়

3/106

শ্রীমৎ নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী
প্রণীত

১ম হইতে ১০ম বৎসর পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবাবার
"দিব্যদর্শন"এ প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির সঙ্কলন

দেবসঙ্ঘ মঠ
দেওঘর বিহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক :

শ্রীপ্রকাশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

"দেবসঙ্ঘ মঠ"

পোঃ—দেবসঙ্ঘ, দেওঘর,

বিহার।

মহালয়া, ১৩৭৩ সাল

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য—চার টাকা

বাঁধান—পাঁচ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

(১) "দেবসঙ্ঘ মঠ"
পোঃ—দেবসঙ্ঘ
দেওঘর (এস্, পি,)
বিহার।

(২) "দেবসঙ্ঘ মঠ"
পোঃ—বড়বাহেরা,
ভায়া :—নবগ্রাম
কোন্নগর, হুগলী।

(৩) মহেশ লাইব্রেরী
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ও

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়

মুদ্রাকর—অজিত ভট্টাচার্য্য
মণীন্দ্র প্রেস
৮/বি, শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা—৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিকাশ স্মৃতি স্তম্ভ

দেশবন্ধু পার্ক, কলিকাতা

আবির্ভাব—
৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

তিরোধান
১৮ই মে ১৯৬২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসর্গ

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা"

পুত্ররূপে এসেছিলে ঘুচাতে বন্ধন,
তোমা তরে করিব না শোক ও ক্রন্দন।
হৃদয় গুহায় গুরু কহে দিব্য বাণী,
চল ঊর্দ্ধে আরও ঊর্দ্ধে এইমাত্র শুনি।
প্রসাদ পেয়েছি পুত্র পথ ও পাথেয়,
তোমারেও দিনু তাহা গ্রহণ করিও।
সেদিন হবে গো শেষ এ পথ চলার,
মাতা পুত্র দোঁহে মিলি হব একাকার॥

—মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবেদন

প্রত্যেক মানুষেরই পথ ও পাথেয়র প্রয়োজন আছে। দুর্গম সংসারে চলতে চলতে একদিন অন্তরের কপালকুণ্ডলাকে প্রশ্ন করেছিলাম—পথিক, তুমি পথ হারিয়েছ ?

এ প্রশ্ন নিত্যকালের। আছে পথ ;—আছে পাথেয়। কিন্তু মোহগ্রস্ত জীব আমরা সহসা সে পথে চলি না। নামরূপময় বিশ্বে মোহমুগ্ধ থাকি। জীবনে যাকে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তাকেই সব চেয়ে বেশী দূরে ঠেলে রাখি। রোগ শোক দুঃখ দৈন্যের কঠিন কষাঘাতে চেতনা জাগে। সুখের দিনে যাকে ভুলে থাকি জীবনের ঘোর দুর্দ্দিনে তাকেই সবচেয়ে বেশী কাছে পাই। অলক্ষ্যে অজানা পথে অন্তরে এসে আসন পেতে বসে। এ গ্রন্থে অন্তরের সে প্রিয়তমকে ;—অন্তরের সে প্রাণতমকে কোন পথে পাব ;—কি পেয়ে অভয় ও অমৃত হবো তারই সন্ধান মিলে।

ষোল বছরের একমাত্র পুত্র বিকাশকে একদিন হারাতে হলো। জলমগ্ন একটি বালককে উদ্ধার করতে গিয়ে আত্ম বিসর্জ্জন দিল। সে নিজেকে পরার্থে বিলিয়ে দিয়ে আমাদের অন্তরে দিব্যচেতনার উন্মেষ করে দিল। সুপ্ত চেতনা জেগে উঠলো। অন্তরের আলো জ্বলে উঠলো। সে প্রদীপখানি হাতে নিয়ে জীবনের পথে পাথেয়র সন্ধানে বের হলাম।

অশ্রু তখনও শুকায়নি। বেদনার কষাঘাতে অন্তর জর্জ্জরিত। তীর্থে তীর্থে, মন্দিরে মন্দিরে, আশ্রম ও মঠে ঘুরতে লাগলাম। বহু সন্তজনার কাছে পাথেয় খুঁজলাম। তারপর একদিন দেওঘর সহরের একপ্রান্তে এ তপোবনে এসে উপস্থিত হলাম। মন্দিরে প্রবেশ করেই মনে হয়েছিল—এ যেন সব চেয়ে আলাদা। সব চেয়ে স্বতন্ত্র। প্রতিষ্ঠিত দেবীকে প্রণাম করে উপস্থিত বৃদ্ধ ভদ্রমহোদয়কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—এ বিগ্রহে যিনি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর দর্শন পাব কিনা।—পেয়েছিলাম।

শুভ্র বস্ত্র পরিহিত এক সৌম্য তপস্বী ধীর পদক্ষেপে সামনের এক বনস্পতির তলায় এসে বসলেন। জানলাম ইনিই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও বিগ্রহের প্রাণদাতা। আশ্রম এঁরই তপস্যায় সঞ্জীবিত শান্ত ও মধুর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুমতি নিয়ে তাঁর সান্নিধ্যে গিয়ে প্রণতি জানালাম। আমার অশ্রুসিক্ত মুখমণ্ডল, তাঁর শান্ত করুণ হৃদয়ে আলোড়নের সৃষ্টি করলো। চোখে অশ্রু দেখা দিল। অলক্ষ্যে আমার শোকের ছায়া তাঁর অন্তরে টেনে নিলেন। অন্তরের সকল জ্বালা মুছিয়ে দিলেন। সেই আমার প্রথম দেখা।

পরবর্ত্তী জীবনে তাঁরই পায়ে জীবনার্ঘ্য অর্পণ করে দিয়ে পথ চলেছি। পাথেয় তাঁরই জীবন ও বাণী। এ গ্রন্থ আশ্রম পত্রিকা 'দিব্য দর্শনে' প্রকাশিত তাঁরই লেখার প্রথম দশ বৎসরের বিভিন্ন প্রবন্ধের সঙ্কলন। বিচ্ছিন্ন শতদলের পাপড়ীগুলোকে একত্র করার প্রচেষ্টা। যা আমার জীবনে নিদাঘের দিনে এনে দিয়েছে শ্যাম স্নিগ্ধ ছায়া।

বিকাশ আজ কাছে নেই। মরেও সে আজ অমর। প্ল্যান্‌চেটে (Planchate) তাকে ডাকলে সে এসে বলে—আমি ঊর্দ্ধলোকে পরম শান্তিতে আছি। এ জগৎ অপেক্ষা সে জগৎ অনেক সুন্দর ও উজ্জ্বল। সে আরও বলে—তোমরা তপস্যায় ব্রতী হয়েছ। ব্রহ্মজ্ঞ শ্রীগুরু লাভ করেছ। যাকে জানলে সব জানা যায়, যাকে দেখলে সব দেখা যায়, তার সাধনায় নিরত হয়েছ। পথ ও পাথেয় পেয়েছ। সে পাথেয় সকলের হাতে বিলিয়ে দাও। তারাও কল্যাণের পথে চলে মঙ্গলতমকে লাভ করুক।

একদিন শিশুপুত্ররূপে যাকে ক্রোড়ে তুলে নিয়েছিলাম, ঊর্দ্ধলোক হতে সেও আজ অন্তরে প্রেরণা জোগায়। আমার জীবনে সেই আজ পথের দিশারী। আজ শোকাতীত হয়েছি। দিব্য পথের আলো দেখতে পাচ্ছি। যে পাথেয় পেয়ে শোক দুঃখ সব ভুলে অমৃতত্ত্বের দিশারী হয়েছি, সেই পাথেয় বহুরূপধারী নরনারায়ণের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গ করলাম।

১১, মোহনবাগান রো
কলিকাতা-৪

শ্রীমতী সুশীলা দেবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

১।	মা অন্নপূর্ণা দর্শন	১
২।	দিব্য দর্শন	৬
৩।	জন্মতিথির উৎসব	১০
৪।	আধ্যাত্মিক প্রশ্ন ও উত্তর	২১
৫।	দিব্য চেতনার কথা	২২
৬।	গুরু পূর্ণিমা	২৭
৭।	এসেছে আমার মা	৩৪
৮।	দিব্য চেতনার কথা	৩৮
৯।	মন্দিরে কোন্ দেবতা ?	৪২
১০।	দুর্দ্দিন	৪৭
১১।	এস দনুজদলনী	৫৩
১২।	সঙ্কল্প	৫৬
১৩।	গোবিন্দজী ও শিবরাত্রি	৬২
১৪।	এস আমার কন্যা	৭৮
১৫।	ভাল্‌কা (প্রভাস)	৮৪
১৬।	শুভ শ্রাবণ শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি	৮৯
১৭।	পবিত্র গুরু-পূর্ণিমা তিথি	৯২
১৮।	দে মা আমায় দক্ষিণ পা খানা	৯৭
১৯।	আহার শুদ্ধি	১০১
২০।	দেবসঙ্ঘে মা অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান	১১২
২১।	সন্ধি পূজা	১২০
২২।	গুরু পূর্ণিমা	১২৬
২৩।	দেবসঙ্ঘে মা অন্নপূর্ণা	১৩৫
২৪।	দেবসঙ্ঘ আশ্রমের মত ও পথ	১৪৭
২৫।	মা অন্নপূর্ণা ও বুভুক্ষু পুত্র	১৪৯
২৬।	গুরু পূর্ণিমা	১৫৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৭।	এবার মা বলিয়া দুর্গা বলিয়া সাধ মিটাও	...	১৬২
২৮।	দক্ষেশ্বর শিব ...	...	১৬৭
২৯।	অন্ন দাও মা অন্নপূর্ণা ...	...	১৭৯
৩০।	গুরু ও শিষ্য ...	...	১৮৭
৩১।	মা অত্তা-ভোক্তা ...	...	১৯৩
৩২।	ব্রহ্মময়ীর উপাসনা ...	...	২০২
৩৩।	আমি থাকি গৃহহীনের ঘরে ...	...	২০৮
৩৪।	গুরু পূর্ণিমা তিথিতে শিষ্যের কর্ত্তব্য	...	২১৫
৩৫।	বুদ্ধ মতবাদের সংক্ষিপ্ত কথা ও সত্য প্রতিষ্ঠা	...	২১৯
৩৬।	'নারায়ণি নমোঽস্তুতে' ...	...	২২২
৩৭।	আবার বাজাও পাঞ্চজন্য ...	...	২৩১
৩৮।	মা অন্নপূর্ণার সাধনা ...	...	২৩৫
৩৯।	শ্রীগোবিন্দের মহিমা ...	...	২৪১
৪০।	গুরু সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম ...	...	২৪৩
৪১।	আমি দুর্গা বলে ডাকি যাঁকে	...	২৫১
৪২।	মন্দিরের প্রয়োজন ...	...	২৫৬
৪৩।	ভবসমুদ্র ও দ্বীপ ...	...	২৫৯
৪৪।	ঋষি রবীন্দ্রনাথের ভিতর ও বাহির	...	২৬৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীবাবা নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাথেয়

মা অন্নপূর্ণা দর্শন

(১৩৫৭)

দেখা বহু প্রকারের হয়। চোখ দিয়া দেখা, মন দিয়া দেখা ও হৃদয় দিয়া দেখা। চোখ ও মন দিয়া অনেক লোকই দেখিয়া থাকে কিন্তু হৃদয় দিয়া দেখিবার লোক বিরল।

একই গঙ্গানদীকে তোমরা বিভিন্নভাবে দেখিয়া থাক—কেহ বা দেখ গঙ্গা একটি নদী, তাহার জল থাকে অধিকাংশ সময়ই ঘোলা—অপরিষ্কার। জল অপরিষ্কার হইলেও তাহাতে ষ্টীমার ও নৌকা চালাইয়া বাণিজ্য করিবার সুবিধা আছে। ইহার ঘোলা জলে স্নান করিলে কাপড় ময়লা হয়, ঘোলা জল পান করিলে অসুখ হয়। কেহ বা দেখ গঙ্গা 'সদ্যঃপাতকসংহন্ত্রী সদ্যঃ দুঃখবিনাশিনী' এই গঙ্গা জলে স্নান করিলে বা গঙ্গাকে স্পর্শ করিলে বিনষ্ট হইবে জীবনের শত দুঃখ ও পাপ। পরিণামে পাইবে সুখ ও মোক্ষ। তাই গঙ্গাস্নানের লালসায় প্রতিদিন ও বিশিষ্ট বিশিষ্ট তিথিতে লক্ষ লক্ষ লোক দূর দূরান্তর হইতে ছুটিয়া আসিতেছে এই সুখদা ও মোক্ষদা গঙ্গায় অবগাহন করিয়া ত্রিতাপ-জ্বালা জুড়াইবার জন্য। আবার কেহ কেহ বা দেখ—'গঙ্গা যমুনা বিগলিত করুণা'। প্রেমময় ভগবানই করুণায় বিগলিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন গঙ্গা ও যমুনা নাম ধারণ করিয়া। গঙ্গা ও যমুনা ভগবানেরই স্নেহ বিগলিত বাস্তব মূর্ত্তি। তিনি অরূপ হইতে রূপে, ভাবাতীত হইতে ভাবে করুণার প্রস্রবণ রূপে আসিয়া দেখা দিয়াছেন। এ সাধারণ জল মাত্র নহে, প্রেমময় ভগবানেরই করুণারসমূর্ত্তি। একই গঙ্গাকে তোমরা বিভিন্ন জন এইরূপে বিভিন্নভাবে দর্শন করিয়া স্ব স্ব বাঞ্ছিত ফল লাভ করিতেছ। কেহ বা বাণিজ্য করিয়া অর্থবান হইতেছ কেহ বা অন্তর রাজ্যে এক দিব্য চেতনার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ধান পাইতেছ। যে ঘোলা জল দেখিয়া তাহাতে বাণিজ্যের নৌকা চালাইতেছে তাহাকেও গঙ্গা বলেনা—'তুমি আমাকে শুধু সামান্য নদীরূপে দেখিতেছ, আমি তোমাকে আমার বুকের উপর দিয়া নৌকা চালাইতে দিব না।' আবার যে সাধক অন্তররাজ্যে দিব্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া গঙ্গাকে সুখদা ও মোক্ষদা রূপে দেখিতেছেন তাহার অন্তরকে তিনি পবিত্রতায় ও প্রেমে অভিসিঞ্চিত করিতেছেন। দৈহিক পিপাসায় তিনি সুমিষ্ট পানীয়, অন্তরের পিপাসায় তিনি শান্তিপ্রদায়িনী করুণার প্রস্রবণ। আবার দিব্য ভাবাপন্ন সাধকের নিকট বিগলিত করুণারসমূর্ত্তি। সাধক দেখেন, জল শুধু জল মাত্র নহে, চিন্ময়ীর এক স্থূল অভিব্যক্তি এই জল। তাই তিনি যুক্ত করে বলেন 'আপোশুদ্ধন্তু মৈনসঃ', 'উশতীরিব মাতরঃ', স্নেহশীলা জননীর ন্যায় তুমি আমার সমস্ত পাপ বিনষ্ট করিয়া শুদ্ধ কর, নির্ম্মল কর, নিষ্পাপ কর। তিনি যুক্তকরে বলেন—'ভবায় ভবানন্দায় নমস্তে জল চিন্ময়'। যিনি জ্ঞানময় শিব তিনিই চিন্ময় জল। মনের উর্দ্ধলোকে এই দর্শন ঘটে। জ্ঞানময় শিবের অষ্টমূর্ত্তির মধ্যে চিন্ময় জলও একটি মূর্ত্তি। তাই জল দেখিয়া সাধক বলিয়া থাকেন—'বিগলিত করুণা গঙ্গা যমুনা'।

মা অন্নপূর্ণাকে দর্শন করিতে আসিয়াও তোমরা বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে দর্শন করিয়া থাক। কেহ দেখ মা অন্নপূর্ণার নিকট শিব অন্ন ভিক্ষা চাহিতেছেন। শিব শ্মশানে মশানে থাকেন, ভূত প্রেত নিয়া তাঁহার খেলা, কোথায় পাইবেন তথায় অন্ন; তাই ক্ষুধার্ত্ত হইলেই আসেন মায়ের কাছে অন্ন চাহিতে। মাও তাঁহাকে হৃষ্টচিত্তে অন্ন প্রদান করেন যখনই তিনি আসেন। এমন যে ধৈর্য্যের ও করুণার মূর্ত্তি মা, তাঁহাকে আমরা পূজা ও প্রণাম করিতেছি। মা তুমি যখন শ্মশানবাসী শিবেরও অন্নদায়িনী তখন আমাদিগকেও তুমি অন্নদান করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। অন্নপূর্ণা তোমার নাম, তুমি প্রসন্ন হও, আমাদিগকে যথেষ্ট অন্ন প্রদান কর। ইহাই ভাব-বিবর্জ্জিত শূদ্র ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের দর্শন। এখানে হৃদয়ের কোন সংযোগ নাই।

কেহ বা দেখ তিনি এই বিশ্বকে সুন্দর সাজে সাজাইয়া আমাদের ক্ষুধার চতুর্বিধ অন্ন প্রদান করিয়া তৃপ্তি বিধান করিতেছেন। চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় এই চতুর্বিধ রসের একমাত্র মালিক এই মা অন্নপূর্ণা। তিনি নির্গুণা কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সগুণা তাহা জানি না, তবে তিনি ক্ষুধায় অন্ন ও তৃষ্ণায় জল প্রদান করিয়া জীবের জীবন রক্ষা করিতেছেন; স্বয়ং শিবও তাঁহার নিকট অন্ন ভিক্ষা চাহিতেছেন। তাই এই মায়ের পূজা করিলে তোমাদের সন্তান-সন্ততিগণের অন্ন-বস্ত্রের অভাব হইবে না। 'বুভুক্ষানল তপ্তানাং পুত্রাণাং হর দুর্গতিম্' বলিয়া তাই প্রার্থনা কর আমার মায়ের ঐ রাতুল চরণে। এইরূপ দর্শনের সঙ্গে মনের সংযোগ আছে কিন্তু হৃদয়ের সংযোগ এখানেও নাই।

কেহ বা দেখ এই বিশ্ব তাঁহারই রূপ। চিন্ময়ী প্রকৃতি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহের অন্নরূপে সাজিয়া জীবের তৃপ্তি-বিধান করিতেছেন। এক বিরাট ঐশী শক্তি এই বিশ্বের অধীশ্বরী। শুধু অধীশ্বরী নহেন তিনি বিশ্ব বৈচিত্র্য-সাজে সাজিয়া নানা রূপে, বর্ণে, গন্ধে জীব ও জগতের পঞ্চ কোষের অন্নদায়িনীরূপ ধারণ করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন। জন্ম জন্মান্তর ব্যাপিয়া, যুগ যুগান্তর ধরিয়া তিনি রূপ, রস, শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি বিভিন্নরূপে তৃপ্তি বিধান করিতেছেন। তিনি যেমন ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসায় জল সেইরূপ তিনি মনের সংকল্প বিকল্প, তিনিই বুদ্ধির ধী, তিনিই প্রাণের প্রাণ। তখন সাধক অন্তরে ও বাহিরে তাঁহাকে অধিষ্ঠিত দেখিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া বলিতে থাকেন—মা তুমি রক্তবর্ণা অর্থাৎ রজগুণ সম্পন্না ক্রিয়াশীলা ঐশীশক্তি তুমি। কি সুন্দর বিচিত্র বসন তুমি পরিধান করিয়াছ অর্থাৎ বিশ্বের বৈচিত্র্য তোমারই অঙ্গের ভূষণরূপে শোভা পাইতেছে। তুমি নব চন্দ্র ধারণ করিয়াছ অর্থাৎ অব্যক্তা প্রকৃতি হইয়াও তুমি আমাদের মনের নিকট মনোময় স্থূলমূর্ত্তিতে আসিয়া ধরা দিতেছ। এই বিশ্বই যে তোমার মনোময় স্থূলরূপ। সেই স্থূলরূপকে আরও সুস্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য তুমি ধরিয়াছ আজ পূজাক্ষেত্রে এই মৃন্ময়রূপ। বিশ্ব বৈচিত্র্যের কেন্দ্রস্বরূপ তোমার এই স্থূল মাতৃরূপ আমার মনের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল মৃন্ময়ীর মধ্যে চিন্ময়ীরূপে। সম্মুখে তুমি চিন্ময়ী মূর্ত্তিমতী মা, চতুর্দ্দিকে তুমি বিশ্ব-বৈচিত্র্য সাজে সজ্জিতা মূর্তিমতী মা। পরিবর্ত্তনরূপে নিত্য নূতন সাজে তুমি লীলায়িত হইতেছ! আবার তুমি অন্নপ্রদানের জন্য স্নেহে নতা (স্তনভার নম্রা)। তুমি কারণ হইতে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে পর্য্যন্ত অবতরণ করিয়াছ আমাদের মনের ও দেহের ক্ষুধায় তৃপ্তি বিধানের জন্য। ক্ষুধাতে তুমি চতুর্বিধ অন্ন সাজিয়া আমাদের তৃপ্তি বিধান করিতেছ যুগযুগান্তর ব্যাপী। আবার তুমিই চক্ষুর দৃক্শক্তি, মনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনন শক্তি। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তোমার এই চিন্ময় রূপের স্পর্শ পাইয়াই গাহিয়াছিলেন 'বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি'। বাহির বিশ্বে তুমি সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা, আবার অন্তর্জগতে তুমি শক্তি, ভক্তি, মুক্তি। তোমারই দিব্যরূপ ও প্রকাশ যিনি দেখিয়াছেন অন্তরে ও বাহিরে তিনিই নিমগ্ন হইয়াছেন সবিকল্প সমাধিতে, তোমার স্নেহময় অমৃতময় বক্ষে। যে সাধক তোমাকেই স্থূলে, সূক্ষ্মে ও কারণে মহেশ্বরী রূপে দেখিয়াছেন, যে সাধক তোমাকেই অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষের অধীশ্বরীরূপে দেখিয়াছেন, অনুভব করিয়াছেন তিনিই আনন্দে পরিপূর্ণ। কি বাহিরে কি অন্তরে তাঁহার অভাববোধ কোথাও নাই। এমন যে ভগবতী তিনিই ভবের দুঃখ একমাত্র মোচন করিতে পারেন। তাই তোমরা 'ভজে ভগবতীম্ ভবদুঃখহন্ত্রীম্'—'ভবদুঃখ হন্ত্রীম্,' 'মম দুঃখ হন্ত্রীম্' বলিয়া আমার মায়ের রাতুল চরণে প্রণত হইতেছ।

আবার কোন কোন সাধক দেখেন—আমিই অন্ন। মৃত্যুঞ্জয় মহাকাল মহেশ্বর গুরুরূপে আমাকেই ভিক্ষা চাহিতেছেন স্বীয় প্রকৃতি অন্নপূর্ণার নিকট। যুগ যুগান্তর জন্ম জন্মান্তর ব্যাপিয়া আমি নিষ্পেষিত হইতেছি কালের তপ্ত কটাহে, জন্ম মৃত্যুর আবর্ত্তন বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া। যতদিন আমি প্রকৃতির অধীন থাকিব ততদিনই জন্মের পর মৃত্যু ও মৃত্যুর পর জন্ম হইবে।

'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুর্বং জন্ম মৃতস্য চ'।

এই যে জন্ম-মৃত্যুর অপরিহার্য্য গতি ইহার হাত হইতে অব্যাহতির একটি মাত্র পথ আছে। যে পথের কথা বলিতে যাইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

'মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে'।

আমাকে লাভ করিলে, আমাতেই পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিলে আর জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত্তনে বিবর্ত্তনে নিষ্পেষিত হইতে হয় না। সেই গোপীনাথ মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণই মহাকাল মহেশ্বর মূর্ত্তিতে স্বীয় প্রকৃতিকে বলেন, হে প্রকৃতি, বহু যুগ খেলিয়াছ এই সন্তানকে নিয়া তুমি!

'মম যোনির্মহদ্দ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত।'॥

তুমিই মহতী প্রকৃতি। অসংখ্য জীবজগতের একমাত্র পিতা আমি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমারই নির্দ্দেশে, ঈক্ষণে পরিচালিত হইতেছ তুমি। আমি লীলা পরবশ হইয়া প্রকৃতি বা মায়ারূপিণী তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি। অনন্তভাবের অনন্তরূপের বীজ বা আধার আমি। আমিই দান করিয়াছিলাম তোমার গর্ভে এই জীবজগৎ। আবার আমি মহাকাল মহেশ্বররূপে তোমার নিকট চাহিতেছি আমার মুমুক্ষু সন্তানকে কৈবল্য দান করিবার জন্য। খেলার সাধ মিটিয়াছে আমার ও তোমার মুমুক্ষু পুত্রের। তোমার লীলা-নাটকের যবনিকাপাত হউক এইখানে। আরও ত রহিয়াছে লক্ষ লক্ষ জীব-পুত্র তোমার লীলার সহচররূপে। দাও এ পুত্রকে—দাও এ মুমুক্ষু পুত্রকে দাও, আমাকে ভিক্ষা দাও। কালেরও উর্দ্ধে কৈবল্যধামে হইবে ইহার গতি। তাই ত তোমার মুখপানে চাহিয়া এ মুমুক্ষু পুত্র কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করিতেছে—

ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী লীলানাটক-সূত্রভেদনকরী বিজ্ঞানদীপাঙ্কুরী।
মোক্ষদ্বার-কপাটপাটনকরী ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥

আর্ত্ত, ভীত, সংসারতাপে বিদগ্ধ, কালের কবলে নিষ্পেষিত ঐ মুমুক্ষু জ্ঞানী পুত্র ডাকে তোমাকে 'মা' 'মা' বলিয়া। সে চাহে না তোমার ধন, চাহে না বৈভব, চাহে না আয়ু চাহে না মান। মিটিয়াছে তাহার ভোগের তৃষ্ণা, পূর্ণ হইয়াছে তাহার যত কামনা বাসনা। বুঝিয়াছে সে যতদিন থাকিবে প্রকৃতির অধীন, ততদিন হইতে হইবে নিষ্পেষিত জরা, মৃত্যু ও ব্যাধির করাল কবলে। বিশ্বেশ্বরী তুমি, তোমার অনন্ত বিশ্বের অসংখ্য বৈভব ঢালিয়া দিলেও দুঃখত্রয় হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় তাহার নাই। হইতে পারে তোমার আশীর্বাদে সে রাজরাজেশ্বর কিন্তু মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে না সে তোমার মায়াময় অঙ্কে বসিয়া। তাই এই মুমুক্ষু পুত্র চাহে কালেরও উর্দ্ধে কৈবল্যধামে যাইতে। আমি তোমার এই মুমুক্ষু পুত্রকেই মহাকাল মহেশ্বররূপে—গুরুরূপে ভিক্ষা চাহিতেছি। অমৃতের প্রত্যাশী এই পুত্র—তোমার ত রহিল আরও লক্ষ লক্ষ পুত্র ভোগের অভিনয় করিবার জন্য। খোল দ্বার, মোক্ষের কপাট কর উন্মোচন, তোমার লীলা-নাটকের যবনিকাপাত হো'ক এইখানে!

পিতা মহাকাল মহেশ্বর ও মাতা মহেশ্বরীর এই লীলাভিনয় দেখিয়া কৈবল্যকামী মুমুক্ষু সাধক ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে, ক্ষণে করে আর্ত্তনাদ। প্রিয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধক, প্রিয় পাঠক, বুঝিবে কি এই মুমুক্ষু সাধকের আর্ত্তনাদের গূঢ় রহস্য, যদি বুঝিতে পার তবেই আচার্য্য শঙ্করের সুরে সুর মিলাইয়া উদাত্তকণ্ঠে গাহিবে—

"দৃশ্যাদৃশ্য প্রভূতবাহনকরী ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী
লীলানাটক সূত্রভেদনকরী বিজ্ঞানদীপাঙ্কুরী
শ্রীবিশ্বেশমনঃ প্রসাদনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী"
অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্কর প্রাণবল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্য সিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি মে পার্বতি ॥
ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ ॥

দিব্য দর্শন

(১৩৫৭)

যিনি সুন্দর—যিনি চির সুন্দর, যাঁহাতে দুঃখ নাই, বেদনা নাই, যাঁহার হ্রাস নাই, ক্ষয় নাই যিনি প্রেমময় আনন্দময়, যিনি জীবের জগতের অন্তরে বাহিরে, দূরে নিকটে অবস্থান করিতেছেন, যিনি সর্ব্বদা স্নেহশীলা জননীর ন্যায়, প্রেমময় পিতার ন্যায় আমাদিগকে কোলে করিয়া বুকে করিয়া জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া রাখিয়াছেন, যিনি নয়নের মণি যিনি শ্রবণের শ্রুতি যিনি প্রাণের প্রাণ যিনি তাঁহার ঈক্ষণে আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া (এক তিনি বহু সাজিয়া) নির্ণিমেষ লোচনে আমাদের মুখের দিকে তাকাইয়া একবার আমরা মা বলিয়া পিতা বলিয়া বান্ধব বলিয়া আশ্রয় বলিয়া বিদগ্ধ প্রাণ জুড়াইবার জন্য তাঁহার গলাটি জড়াইয়া ধরিব বলিয়া প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন, সেই চিন্ময় বিভুকে দেখার নাম পাওয়ার নাম তাঁহার প্রেমে নিমজ্জিত হওয়ার নাম 'দিব্য-দর্শন'। দিব্য-চক্ষু না হইলে দিব্য দেহ ও ইন্দ্রিয় না হইলে এ দিব্য দর্শন হয় না এ কথা সত্য বটে কিন্তু পরশমণির পরশে যেমন লোহা সোনা হয় সেইরূপ এই প্রেমময় দিব্য পুরুষের একটু স্পর্শ লাভ করিলেই ত দিব্যচক্ষু হইবে দিব্যজীবন হইবে। তাঁহার স্পর্শ না পাইলে দিব্যভাব আসিবে কিরূপে বল। তিনি একদিন নিকটে আসিয়া মোহমুগ্ধ তোমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চক্ষু স্পর্শ করিয়া বলিবেন—এই নাও বৎস দিব্যচক্ষু দিব্যদৃষ্টি, আর দেখ আমি আসিয়াছি। ওরে, আসিয়াছি নয়, আমি রহিয়াছি। তোমাদিগকে বুকে করিয়া রহিয়াছি। কত দিন গেল বৎসর গেল যুগ গেল কত জন্ম মৃত্যুর প্রবাহ গেল তোমাদের কত পিতা মাতা বন্ধু ভ্রাতা আসিল ও গেল কিন্তু আমি স্থির রহিয়াছি। তোমাদিগকে দৃঢ়ভাবে কোলে বেষ্টন করিয়া আমি রহিয়াছি। সচ্চিদানন্দময়ী জননী রূপে যুগ যুগান্তর, শুধু তোমরা একটিবার আমাকে দেখিবে বলিয়া তোমাদের মনের সাজে সাজ ধরিয়া কত রূপ নিয়া কত নাম নিয়া কত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া কত গন্ধে সুবাসিত হইয়া আমি আসিয়াছি ও আসিতেছি। কিন্তু আমাকে দেখিলে না আমাকে 'মা' বলিলে না। দেখিলে নাম রূপ, দেখিলে পরিণাম বিকার ও বিকল্পশীল এক জগৎ। বহুরূপে বহুসাজে বহুবর্ণে গন্ধে আমাকে না দেখিয়া মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে নিপতিত হইলে। "মৃত্যো স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি"—চিন্ময়ী মাকে—আত্মাকে না দেখিয়া বহুরূপে বিশ্বরূপে তিনিই যে রূপময় হইয়া রহিয়াছেন ইহা না দেখিয়া যে শুধু জগৎই দেখে নাম রূপই দেখে সেই মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে পতিত হয়। দিব্য-দৃষ্টি হইলে এই বহুর মধ্যেই এককে দেখা যায়। সূত্রে যেমন মালা গাঁথা থাকে সেইরূপ এই নামরূপময় জগৎ এক দিব্য চিন্ময় সূত্রে গাঁথা রহিয়াছে দেখা যায়, আরও দেখা যায় সেই চিন্ময়ই নাম রূপের সাজে সাজিয়া তোমাদের সাথে খেলা করিতেছেন, ইহা দেখিবার নামই "দিব্য-দর্শন।"

ওগো ভাগ্যবান লেখক ও পাঠক পাঠিকাগণ, এবার তোমাদিগকে দিব্যচক্ষু দিবেন বলিয়াই এ আয়োজন তাঁহার, তোমরা তাঁহার দিব্য পরশে কেহ কেহ চিন্ময় রাজ্যের সন্ধান পাইয়াছ। তাই তোমাদের মধ্য দিয়া তিনিই তাঁহার অভয় বাণী শুনাইবেন ও শুনিবেন বলিয়া, তাঁহার দিব্যরূপ দেখাইবেন ও দেখিবেন বলিয়া এ আয়োজন তাঁহারই।

"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

ভগবান বলিয়াছেন—যাহারা মদ্গত হৃদয় ও মদ্গত প্রাণ তাহারা পরস্পর আমার বিষয়ে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক আমারই গুণকীর্ত্তনাদি করিয়া পরিতুষ্টি লাভ করিয়া থাকে এবং পরমগতি লাভ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমরাও নিমিত্তমাত্র হইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইতেছ। তিনিই ভক্ত সাজে প্রকটিত হইয়া তোমাদের দ্বারা তাঁহার মহিমা ও লীলা প্রচার করিবেন। তোমাদের দ্বারা তাঁহার সেবা করাইয়া লইবেন বলিয়া এ আয়োজন তাঁহারই। তাঁহার দিব্যভাবের কথা তিনিই তোমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া লিখিবেন, তোমরা নিমিত্ত মাত্র। তিনিই আবার তাঁহার মহিমার কথা বহুরূপ ধরিয়া শুনিবেন ও তাঁহাকে একান্তভাবে পাইবার জন্য লালায়িত হইবেন। তোমরা নিমিত্ত মাত্র। তোমাদের মধ্যে আজ যাহারা তদ্গত হৃদয় হইয়াছ, তাঁহার দিব্য পরশ পাইয়া দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছ, সেই পরম সৌভাগ্যবান তোমাদিগকে নিমিত্ত করিয়াই তিনি তাঁহার মহিমার কথা কীর্ত্তন করিবেন। সেই পুরাতন যুগের কথা উপনিষদের কথা গীতার কথা তন্ত্রের কথা দর্শনের কথা তিনিই তোমাদের মধ্য দিয়া আর এক নূতন সুরে গাহিবেন বলিয়াই এ আয়োজন তাঁহারই। তাই স্বমত প্রতিষ্ঠার ও পরমত খণ্ডনের বা সাম্প্রদায়িকতার কোন প্রয়াস তোমাদের লেখায় থাকিবে না। ঋষি প্রদর্শিত পথে পূর্ব্বাচার্যগণ যে ভাবে চলিয়া গিয়াছেন ও তোমরাও চলিতেছ বা চলিতে প্রয়াসী হইয়াছ সেই কথাই এই 'দিব্য দর্শনে' তোমরা প্রকাশ করিবে। ক্ষণে ক্ষণে স্বকর্ম্মদোষে জীবনের পঙ্কিল পথে চলিতে চলিতে কোথায় বিচ্যুতি হইয়াছিল এবং জীবনের সেই ঘোর দুর্দ্দিনে তাঁহার পতাকা লক্ষ্য করিয়া তাঁহারই কৃপায় বিপাক হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছ সেই কথাই পরস্পরকে জানাইয়া তোমরা পরস্পরের সহায়তা লাভ করিবে। নিজের জীবত্বের গরিমা প্রচারের বিন্দুমাত্র অহঙ্কার যদি তাহাতে থাকে তবেই ব্যর্থ হইবে সব আয়োজন। তোমরা অনেকেই শ্রীগুরুর প্রদর্শিত পথে চলিয়াছ পাথেয়ও পাইয়াছ। তবুও জন্ম জন্মান্তরীয় নিম্ন সংস্কার বশতঃ ক্ষণে ক্ষণে ভ্রান্তি ও সংশয় আসিয়া তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিতেছে। আবার পরক্ষণেই তাঁহার দিব্য পরশ তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিতেছে। তাঁহার কৃপা আসিয়া জীবনকে প্রেমে পুলকে জ্যোতিতে ও স্বর্গীয় সঙ্গীতে মুগ্ধ করিয়া পরিপূর্ণ করিয়া বহন করিয়া নিয়া যাইতেছে এক দিব্য ধামে। আজ সমাজে রাষ্ট্রে শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্ম্মে সর্বত্রই এক তামসিক ভাব আসিয়া মানুষকে সুখের লালসায় গভীরতম দুঃখ ও সন্তাপে টানিয়া নিয়া যাইতেছে।

"লক্ষ্য শূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই অন্ধকার দেখিয়া ভীত হইলে চলিবে না। আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ ও ব্রহ্মর্ষি সত্যদেব এই ঘোর দুর্দ্দিনেও তোমাদিগকে এক আদর্শ পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ, ঋষি শ্রীঅরবিন্দ কঠোর সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ না করিয়াও কিরূপে সেই দিব্য পুরুষের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় সেই পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। অবশ্য সমষ্টিগত ভাবে সমস্ত দেশ ও জাতি মুক্তির পথে চলিতেছে এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু ইহা সত্য, ব্যষ্টিগত ভাবে আমরা তাঁহার সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারি। তিনি দুর্লভ, তাঁহার আশীর্বাদ দুর্লভ, তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে বনবাসী হইতে হইবে এ কথা আমরা মানিয়া লইতে পারি না। থাকিয়া থাকিয়া মনে পড়ে বীর তপস্বী বিবেকানন্দের কথা—

"জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"

মনে পড়ে তপস্বী ও কবি রবীন্দ্রনাথের কথা—

"যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে
মুক্ত কর হে বন্ধ"

সকলের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া কিরূপে বিমুক্ত হওয়া যায়, সকল কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া কিরূপে নির্লিপ্ত কর্ম্মযোগী হওয়া যায়, সেই আদর্শ পথের কথাই তোমরা বলিবে। তোমরা স্ব স্ব জীবনেও কর্ম্মের মধ্য দিয়াই দিব্যধামের পথে চলিয়াছ। শুধু কল্পনায় নহে। রূপান্তরিত হইতেছে তোমাদের জীবন, স্বর্গীয় আলোক ও প্রেরণা আসিয়া দিব্য পথ দেখাইতেছে। তাঁহার স্পর্শে—নিবিড় স্পর্শে পুলকিত হইয়া উঠিতেছে। অথচ তোমরা এ যুগেরই মানুষ আবার মানুষের মধ্যেই বসবাস করিতেছ। সন্ন্যাসী হইয়া বনবাসী হও নাই।

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়"

তোমরা গুরু শক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়া ঋষি প্রদর্শিত পথে দিব্য শক্তি ও প্রেরণা লাভ করিয়াছ ও করিতেছ তাই তাঁহার মহিমার কথা, আশীর্বাদের কথা অভীপ্সিত বিভিন্নরূপে তাঁহার দর্শন দানের কথা আবার সেই রূপ হইতে রূপবিবর্জ্জিত সচ্চিদানন্দময়রূপে সমাহিত করিবার কথা তোমরাই বলিবার অধিকারী। অবশ্য নির্ব্বিকল্প অবস্থায় প্রবেশের বা অবস্থানের আশীর্বাদ এখনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেকেই লাভ কর নাই। আনন্দানুগত ও অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগের অবস্থা কেহ কেহ লাভ করিয়াছ। বিভিন্নরূপে (দুর্গা, কালী, শিব, কৃষ্ণ, রাম, বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতিরূপে) তাঁহার দর্শনলাভ অনেকেই করিয়াছ ও করিতেছ। শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনও অনেকে লাভ কর এবং তাঁহাদের নিকট হইতে প্রেরণাও পাও। তাই তাঁহার দিব্য দর্শন দানের কথা তোমাদের অনুগামী তরুণ বন্ধুদের নিকট বলিবার অধিকার তোমাদের আছে। তোমাদের দিব্য দর্শনের প্রেরণা হইতে তোমাদের অনুগামিগণ এই দুঃখপূর্ণ জগতে নূতন পথের ও আলোর সন্ধান লাভ করুক ইহাই তাঁহার নিকট প্রার্থনা। "মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ অনিরাকরণমস্তু। ওঁ শান্তিঃ।"

জন্মতিথির উৎসব

ওঁ

সময়—পূর্ব্বাহ্ন ৮ ঘটিকা
তারিখ—১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭
স্থান—শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর
টিব্রেওয়ালার বাটী
বড়বাজার।

স্নেহের সন্তান ও বান্ধবগণ!

তোমরা আজ আমার জন্মতিথি পূজা ও উৎসব করিতে যাইতেছ। পাঞ্চভৌতিক দেহ নিয়া এই পাঞ্চভৌতিক অনিত্য ও দুঃখকর জগতে ভূমিষ্ঠ হওয়াকেই ব্রহ্মনিষ্ঠ তপস্বিগণ যথার্থ জন্মধারণ মনে করেন না। বরং ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট যেদিন দিব্যচক্ষু লাভ ঘটে, সমস্ত দুঃখ ও বিপাক হইতে বিমুক্ত হওয়ার পথ ও পাথেয়র সন্ধান পাওয়া যায় সেই দিনই হয় মুমুক্ষু সাধকের যথার্থ জন্মদিন। নিজের স্বরূপ লাভের জন্য, সমস্ত দুঃখ ও সন্তাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এক চিন্ময় দিব্য জীবনের সন্ধান যেদিন পাওয়া যায় সেই দিনইত যথার্থ উৎসব ও আনন্দের দিন। অবশ্য দেহধারণ করিয়াই এই দিব্যজীবন লাভ সম্ভব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে জন্মান্তরীয় কর্ম্মফলের গুণে কাহারও কাহারও দেহধারণ এমন একটি শুভক্ষণে ঘটে যাহার জন্য সাধকোচিত ভাব অন্তরে জাগে এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর আশীর্ব্বাদ ও প্রেরণায় দিব্য জীবন লাভ ঘটে। তাই জন্মক্ষণের সঙ্গে দিব্য জীবন লাভের একটা সংযোগ রহিয়াছে বলিতে হয়। এই যুক্তিকে একেবারে অস্বীকার করিবারও উপায় নাই। তাই আমার ব্যক্তিগত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমাদের অতি আগ্রহ, শ্রদ্ধা ও স্নেহের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া এই উৎসবে যোগদান করিতে আসিয়াছি। কিন্তু আমি ব্যক্তিগত ভাবে এখনও তোমাদিগকে বলিব ও অনুরোধ করিব যে ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধকের জন্মতিথি উৎসব না করিয়া যে দিব্য তিথিতে গুরুশক্তি সাধকদের অন্তরে অবতরণ করে সেই পুণ্য তিথিতে তোমরা উৎসব করিলে অধিকতর লাভবান হইবে। বিভিন্ন তিথিতে বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষের এইরূপ জন্মতিথি পালন করিতে গেলে সাধক সমাজে বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে। ব্রহ্মচিন্তার নিকট—ব্রহ্ম পরায়ণদের নিকট ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠার গণ্ডী না থাকাই বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠা দিতে যাইয়া তোমরা তোমাদের আদর্শ হইতে—লক্ষ্য হইতে বহু নীচে নামিয়া আস, আত্মবিকাশের পথে আসিয়াও ব্যক্তিত্বের মধ্যে—সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে আবদ্ধ হও। তাই আমি তোমাদিগকে শুদ্ধ দৃষ্টি নিয়া এ পথে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিব। সেই শুদ্ধ দৃষ্টির নিকট ঋষিদের প্রদর্শিত সঙ্কল্পিত একটি শুভ তিথি পাইবে যে তিথিতে ব্রহ্মশক্তি দেহধারী গুরুর মধ্য দিয়া জগতে অবতরণ পূর্ব্বক মুমুক্ষুদের কল্যাণ সাধন করে। সেই তিথি হইল গুরুপূর্ণিমা তিথি। গুরুর—ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর—তপস্বী গুরুর আবির্ভাব তিথি এই পুণ্য তিথিতে করিলে যেমন সাম্প্রদায়িকতার দোষ ঘটে না তেমনই ব্যক্তিত্বের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ হইয়া পড়িবার আশঙ্কাও থাকে না। এই শুদ্ধ তিথিতে তোমরা যেমন পাইবে তোমাদের গুরুকে—তেমনই জাগ্রত গুরুশক্তির সঙ্গে পাইবে পরম গুরু পরাপর গুরু ও সকল মতের সকল পথের গুরুশক্তিকে এবং সকলের পশ্চাতে দেখিতে পাইবে—"জনন-মরণ-ভ্রংশি" সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মগুরুকে। তোমরা যখন ব্রহ্ম পথানুগামী হইতে আসিয়াছ, কোন মতবাদ বা সাম্প্রদায়িকতার দোহাই দিয়া দল গড়িতে আস নাই, তখন তোমাদের ঋষি প্রদর্শিত পথেই চলা উচিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা যাহারা চাহে, রাজনীতি ও সমাজনীতি নিয়া যাহারা যশস্বী হইতে চাহে, পাঞ্চভৌতিক জগৎই যাহাদের নিকট সর্ব্বস্ব তাহাদের জন্মতিথি এই পাঞ্চভৌতিক জগতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার তিথি হওয়াই ঠিক। কিন্তু মুমুক্ষু সাধকের দৃষ্টিভঙ্গী অন্যরূপ। ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠার মোহ থাকিলে ব্রহ্মচিন্তনে ব্যাঘাত ঘটে। ব্যক্তিত্বের বিসর্জ্জন—সমর্পণ—আহুতিপ্রদানই ব্রহ্ম-চিন্তনের—ব্রহ্ম যজ্ঞের প্রধান উপচার। ব্যক্তিত্বকে অর্পণ করিলে—জীবত্বকে উৎসর্গ করিলেই ব্রহ্মসারূপ্য ঘটে। ব্রহ্ম দিবাকর সদৃশ, জীব তাহার তুলনায় শশধর অপেক্ষাও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। ব্রহ্মের আলোতে, দীপ্তিতে আলোকিত ও দীপ্তিমান হইয়া গুরু জীবকে প্রজ্ঞা দান করেন। দিবাকর উদিত না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন শশধরের প্রয়োজন বোধ থাকে সেইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ তপস্বীর, ব্রহ্মসারূপ্য লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত দেহধারী গুরুর প্রয়োজন বোধ থাকে। গুরুর দেহই গুরু নহে। দেহকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মশক্তি অবতরণ করেন দেহধারী জীবের নিকট গুরুরূপে। দেহ রথ, গুরুশক্তি রথী। তোমরা রথীর দিকে দৃষ্টি রাখিও, রথকে রথী ভাবিও না।

পৃথিবীর তথা ভারতের বড় দুর্দ্দিনে আমরা এই জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এখানে ব্যক্তিগত জীবনের আগমনবার্ত্তা প্রচার করিয়া আদৌ গৌরববোধ করিতে পারি না। পৃথিবীর ইতিহাসে বা জ্যোতিষশাস্ত্র মতে এইরূপ অগৌরবময় সময় বোধ হয় আর আসে নাই। লজ্জায় মাথা নত হয়, দুঃখে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভূমিকম্প, বন্যা, রাষ্ট্রবিপ্লব, যুদ্ধ, মানুষে মানুষে বন্য পশু অপেক্ষাও নৃশংসভাবে হানাহানি, কতই না বীভৎস চিত্র দেখিতে হইতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা পীড়াদায়ক নারীর উপর—মাতৃজাতির উপর দলবদ্ধ হইয়া পশুদের—নরদেহধারী পশুদের অত্যাচার। সময় সময় মনে হয় আমরা যেন মানুষের সমাজে বাস করিতেছি না। নরদেহধারী কতগুলি হিংস্র জীবের জগতে বা আততায়ীর জগতে বাস করিতেছি। পৃথিবীর রাষ্ট্র নায়কগণই এই নারকীয়, বীভৎস মনোবৃত্তির জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী। অন্ধ তাহারা অবিদ্যা শক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া তাহারাই হানাহানির জন্য ইন্ধন যোগাইতেছে। কেহ বা নিজের দেশের নাম করিয়া কেহ বা নিজের প্রদেশের নাম করিয়া কেহ বা নিজের জাতির নাম করিয়া এই হানাহানির অগ্নিকুণ্ড জ্বালিতেছে। সমগ্রভাবে মানব সমাজের কল্যাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিধানের চিন্তা তাহাদের আসে না। ব্রহ্মচিন্তার কথা, আত্মচিন্তার কথা তাহাদের তামসিক মস্তিষ্কে স্থান পায় না। কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে বাদ দিয়া, ধর্ম্মকে বাদ দিয়া শুধু আহার, নিদ্রা, মৈথুনের মাপকাটিতে জাতির জীবন যাহারা গড়িতে যায় তাহারা ত পশুত্বকেই প্রতিষ্ঠা দিতেছে। আহার, নিদ্রা, মৈথুন পশুর যেমন আছে মানুষেরও ঠিক তেমনই আছে। মানুষে ও পশুতে পার্থক্য হইল ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিদ্বারা। ধর্ম্ম হানাহানি শিক্ষা দেয় না। যে ধর্ম্মেতে হানাহানির কথা আছে, পরস্বাপহরণ ও পরনারী ধর্ষণের ইঙ্গিত আছে তাহা অসুরের ধর্ম্ম হইতে পারে মানুষের নহে। অসুরের ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্মকে বিচার করিলে চলিবে না। মানুষের মধ্যেও শিশুর ও উন্মাদের ধর্ম্মবুদ্ধি থাকে না।

নিজের অজ্ঞতা সম্বন্ধে যাহারা অজ্ঞ তাহারা ক্ষমার পাত্র। কিন্তু যাহারা নিজের অজ্ঞতাকে জানিয়াও তাহা সত্য বলিয়া সমাজের বুকে চাপাইয়া খ্যাতিমান হওয়ার প্রবৃত্তি পোষণ করে সেই প্রবৃত্তির ন্যায় জঘন্য অন্যায় প্রবৃত্তি বোধহয় আর নাই। রাষ্ট্রই সমাজের প্রতিপালক। সমাজ প্রতিপালনের জন্যই রাষ্ট্র। কিন্তু যে দেশে যে কালে রাষ্ট্র-ধুরন্ধরগণ অপরিণামদর্শী ও অদূরদর্শী হইয়া স্বীয় অজ্ঞানতাকেই সমাজের বুকে চাপাইয়া সমাজকে দিন দিন ধ্বংসের পথে নিয়া যায় সে কাল যে বড় ভীষণ কাল। কালপ্রবাহে ঐরূপ অপরিণামদর্শী রাষ্ট্র-ধুরন্ধরগণই সংখ্যাধিক্যবশতঃ বিভিন্ন দেশের সমাজে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। কাল তাহাদের অনুকূল। তাই মুষ্টিমেয় সত্যান্বেষী ব্রহ্মনিষ্ঠ তপস্বী রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় বর্ত্তমান জগতে ও সমাজে অবস্থান করিতেছেন। যতদিন রাষ্ট্র তথা সমাজের মঙ্গল বিধায়ক ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা বশিষ্ঠাদি ঋষির ন্যায় ঋষিগণ ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় অতিমানবগণ ছিলেন ততদিন ভারতীয় সমাজে এরূপ পশুভাবের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। বর্ত্তমান রাষ্ট্র নায়কগণের নিজের জীবনই গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। ঋষি প্রদর্শিত পথের আলো তাহাদের ঘোর তমসাচ্ছন্ন জীবনে বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে জলিয়া উঠিলেও উজ্জ্বল আলো দান করিতে পারিতেছে না। তাই বর্ত্তমানে সমাজের অবস্থা হইয়াছে—

'অন্ধেন নীয়মানা যথান্ধাঃ'

অন্ধ দ্বারা পরিচালিত হইয়া যেমন অন্ধ কূপে পতিত হয় তেমনই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃথিবীময় মানুষ আজ গভীর দুঃখকুপে নিমগ্ন হইতেছে। চাহিয়া দেখ— তোমার অতি সন্নিহিত এই ভারত ও বাংলার প্রতি। কি ভয়াবহ! কি বীভৎস দুঃখপূর্ণ আজ বাঙ্গালীর জীবন! রাষ্ট্র-ধুরন্ধরগণের অজ্ঞানতার জন্যই ত এই পরিণাম ঘটিল। দুঃখবহুল জীবনে মানুষ পশু অপেক্ষাও হীন হয়। দাঁড়াবার যাহার স্থান নাই, রৌদ্রতাপে যাহার মাথা গুঁজিবার আশ্রয়স্থল নাই, উদরান্নের যাহার সংস্থান নাই, মাতা, স্ত্রী, ভগ্নী, কন্যা যাহাদের লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা, পিতা পুত্র বন্ধু ভ্রাতা যাহাদের আততায়ীর হাতে নিহত তাহাদের নিকট ধর্ম্মের কথাও স্থান পায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ধর্ম্ম মানুষের জন্য, মানব সমাজের জন্য। পশুর বা অসুরের ধর্ম্ম নাই। বালকের ও উন্মাদেরও ধর্ম্মবুদ্ধি নাই। অদূরদর্শী রাষ্ট্রনায়কগণ—আত্মযশলিপ্সু রাষ্ট্রনায়কগণ আজ বাংলার সমাজকে বাঙ্গালীকে পশু অপেক্ষাও হীনস্তরে ঠেলিয়া দিয়াছে। সিদ্ধ তপস্বী কপিলের তপোভূমি বাংলা, শক্তি উপাসনার পীঠভূমি, দনুজদলনীর উপাসনার ক্ষেত্র বাংলা, প্রেমের অবতার শ্রীগৌরাঙ্গের বাংলা, বীর প্রতাপাদিত্যের বাংলা, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের বাংলা, শ্রীরবীন্দ্রনাথের ও শ্রীসুভাষচন্দ্রের বাংলা নরক অপেক্ষাও হীনভূমিতে পরিণত হইয়াছে। স্বাধীনতার অগ্রদূত বাংলা আজ পথের কাঙ্গাল হইয়াছে। বাংলায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি ভাবিয়া কোন্ মুখে আজ গৌরব করিব বল।

রাজনীতি আমার নীতি নয় তাহা একদিন বর্জ্জন করিয়া আসিয়াছি। ধর্ম্মই আমার নীতি ও আশ্রয়। ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রের প্রয়োজন সমাজের জন্য। বাঙ্গালী তথা ভারতবাসী আজ এক নারকীয় সমাজে পরিণত হইয়াছে। ধর্ম্ম, সমাজের শাসনকর্ত্তা ধারক অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সদায়ক। ধর্ম্ম পিতা, রাষ্ট্র মাতা, সমাজ তাহাদের সন্তান। যে রাষ্ট্র ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে প্রয়াস পায় না সেই রাষ্ট্রই উচ্ছৃঙ্খল সমাজরূপ সন্তানের প্রসূতি হয়। উচ্ছৃঙ্খল সন্তানের কোন আদর্শ নাই। তাই তাহারা রাষ্ট্রের হয় প্রতিদ্বন্দ্বী, ধর্ম্মেরও হয় বিদ্বেষী। উচ্ছৃঙ্খল সন্তান কখনও জননীকে সম্মান করে না, পিতাকেও করে না। উঃ! এই অজ্ঞ রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ সমাজকে, মানব জাতিকে কোথায় ঠেলিয়া দিতেছে! চাহিয়া দেখ—দুর্নীতি এখন নীতি হইয়াছে। উৎকোচ গ্রহণ, চোরা কারবার করা এখন নিন্দার বস্তু নহে। আরও কত বীভৎস চিত্র। থাক্ সে কথা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘোর অমানিশা জাতির জীবনে আজ। নাহি সূর্য্য, নাহি শশাঙ্ক, নাহি পাবক। ক্ষণে ক্ষণে দূর হতে চমকি উঠে খদ্যোতের ন্যায় মৃদুমন্দ নক্ষত্রের আলো। ঐ আলো লক্ষ্য করিয়া চল। ভারতের মহামানবের আপ্তকামী-ঋষিদের ঐ আলো। ঐ ক্ষীণ আলো লক্ষ্য করিয়াই চল। পিতার আশ্রয় গ্রহণ কর, ঊর্দ্ধে তাকাও। ঐ ক্ষীণ আলোরেখাকেই আশ্রয় করিয়া তোমরা যেমন চলিতেছ তেমনি চল। পিতা—পরম পিতা তোমাদের আশ্রয়। বাঙ্গালী তুমি ভুলিও না—তুমি পরম পিতার আশ্রয়ে আশ্রিত। তাই পরম পিতার পরাশক্তি দনুজদলনী দুর্গতিহরা দুর্গার উপাসক তুমি। তাই শক্তির মূর্ত্ত প্রতীক সুদর্শনধারী বিষ্ণু ও ত্রিশূলধারী রুদ্রের উপাসক তুমি। জানি অশন বসনের অভাবে, রোগে শোকে জর্জ্জরিত তুমি, জানি বাস্তহারা পথের কাঙ্গাল তুমি আজ পথে বসিয়াছ। মৃত্যুও তোমায় ঘৃণায় স্পর্শ করে না। তিলে তিলে লাঞ্ছিত, নিষ্পেষিত, বিদগ্ধ তুমি। দেহ মন প্রাণ তোমার শত বৃশ্চিকের দংশনে জর্জ্জরিত। অকুল সাগরে ভাসিতেছে তোমার জীবন তরী। কেন হইল এমন অবস্থা? শুধু কি রাষ্ট্রনায়কদেরই দোষ? তোমাদের মানসিক ও চারিত্রিক কোন ত্রুটি নাই কি? থাক্ সে কথা এখন।

তুমি শুধু বাঙ্গালী নহ—তুমি আপ্তকাম ঋষির বংশধর। ব্যাস, বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য, ভরদ্বাজ, কশ্যপ, শাণ্ডিল্যের রক্তধারা এখনও তোমার শিরায় শিরায় বহিতেছে। তুমি সমস্ত ভারতের সমস্ত বিশ্বের। ফিরে এস, ফিরে এস। ভারতের মহামানবের তীরে ফিরে এস। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'। তোমার বাঁচিবার—হে বাঙ্গালী, হে ভারতবাসী, হে আর্য্যঋষির বংশধর তোমাদের বাঁচিবার অন্যপথ নাই। "পরধর্ম্ম ভয়াবহ," পাশ্চাত্য আদর্শে গড়া রাষ্ট্র ও সমাজ তোমাকে মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে টানিয়া নিবে। ফিরে এস, ফিরে এস, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ
স্ত্রিয়ঃ বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপিযান্তি পরাংগতিম্॥

পরা গতি শ্রেষ্ঠ গতি তোমারই জন্য। এ শুধু আশ্বাসের বাণী নহে। তোমরা ঊর্দ্ধে তাকাও। হতাশ হইয়া নহে, বীর্য্যহীন নিষ্প্রভ হইয়া নহে। যেমন অসুর কর্ত্তৃক ভ্রষ্টরাজ্য দেবতাগণের তেজ হইতে দনুজদলনীর আবির্ভাব হইয়াছিল সেইরূপ তোমাদের তেজ হইতে 'দৈত্যানাং দেহনাশায় ভক্তানাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভয়ায় চ' মা আবির্ভূর্তা হইবেন। আবির্ভূত হইবেন দুষ্কৃতিশীলদের বিনাশের জন্য, ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ঐ সুদর্শনধারী নারায়ণ। তোমরা ম্লেচ্ছাচার ত্যাগ কর, অবৈধ রুচি ও ভাব সংযত কর। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'। বল—

'যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।'

এই দুর্দ্দিনের মধ্যেও, এই ঘোর ঘনঘটার মধ্যেও একটি শুভলক্ষণ এই দেখিতেছি তোমরা ঐশীশক্তির সঙ্গে যোগহারা এখনও হও নাই। হৃদয়ের সঙ্গে নাড়ীর সংযোগ ছিন্ন হওয়াকেই মৃত্যুর পূর্ব্বাভাস বলে। সেইরূপ ঐশীশক্তির সঙ্গে যোগহারা হইলেই আপ্তকাম ঋষিদের বংশধর ভারতবাসী তোমাদের মৃত্যু হইবে। কিন্তু তাহা হইবে না। ক্ষয় রোগীর ন্যায় দুরবস্থা হইলেও পিতার আশীর্ব্বাদ তোমাদের উপর রহিয়াছে। সমগ্রভাবে জাতির মৃত্যুর চরম দুর্দ্দিন এখনও আসে নাই। চাহিয়া দেখ—ঐ ক্ষীণ রেখার মধ্য দিয়া চাহিয়া দেখ—বাংলার তথা ভারতের বুকে এখনও বহু তপস্বী রহিয়াছেন। হইতে পারে রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় তাহাদের দুরবস্থা কালপ্রভাবে, কিন্তু এ রাহু ত চিরদিন শশধরকে গ্রাস করিয়া বসিয়া থাকিবে এ বিধান তাঁর নয়। তোমরা সুপ্তি হইতে উত্থিত হও, তন্দ্রা ত্যাগ কর।

আমরা এই দুর্দ্দিনে শুধু নিরপেক্ষ দ্রষ্টারূপে বসিয়া পুণ্যভূমি ভারতে কাল গণিবার জন্য আসি নাই। ছিন্নমস্তা ও ধূমাবতীর তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া ভীতিবিহ্বল হইয়া থাকিতে আসি নাই। আসিয়াছি ঐ বগলাকে, ঐ কমলাকে আবার প্রতিষ্ঠা দিবার জন্য। এই সত্যের আলো তোমাদের জীবনকেও কথঞ্চিৎ আলোকিত করিয়াছে। তোমরা আমার কাছে পার্থিব কোন স্বার্থের আকাঙ্ক্ষা লইয়া আস নাই। আসিয়াছ দিব্য জীবনের পথের সন্ধান জানিতে ও পাথেয় লইতে, অমিত শ্রদ্ধা ও প্রেম লইয়া। সংসার মরুতে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া তোমরা পথ খুঁজিতেছিলে। সেই পথের সন্ধান পাইয়াছ, পাথেয়ও কিছু সংগ্রহ করিয়াছ। তাই আমার জীবন তোমাদের নিকট এত প্রিয়।

আমি ভগবান নহি, অবতারও নহি। বাংলায় তথাকথিত বহু অবতার রহিয়াছে। আর অবতারের প্রয়োজন নাই। তোমাদের মধ্যে যেমন কাম ক্রোধের বেগ হয়, শোক, দুঃখের ঘাত প্রতিঘাত হয়, আমার দেহ ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনকেও সেইরূপ আক্রমণ করিতে এই দুর্লঙ্ঘ্য অসুরগণও ভাবসমূহ চেষ্টা কম করে নাই। কিন্তু জীবনের পুর্ব্বাহ্নেই—শৈশবেই চিন্ময়ী স্নেহশীলা জননী অলক্ষ্যে হাত ধরিয়া চলিলেন। প্রত্যয় তবু আসে নি, এক বস্ত্রে, অনাহারে অনিদ্রায় শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষায় জীবনের পথ প্রদর্শকের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। যৌবনের প্রারম্ভেই ব্রহ্মময়ী মা—গুরুরূপে দেখা দিলেন, প্রাণে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন। চিন্ময়ী জননী নর নারায়ণ মূর্ত্তিতে ধরা দিলেন। দিব্য জীবন দান করিলেন। অভিস্নাত হইলাম সেই প্রেমময়ীর পুণ্য আলোকে। তাঁহার আলোকে উদ্ভাসিত জীবনই আমার যথার্থ জীবন। এ জীবনে যেটুকু সত্যের আলো দেখিয়া তোমরা শ্রদ্ধা করিতেছ, মধুকরের ন্যায় মধু আহরণ করিতে আমার জীবন চক্রের চারিধারে গুঞ্জন করিতেছ তাহা আমার জৈব আলো নহে, সেই দিব্য পুরুষেরই আলো। এ দীপ্তি, এ সুধা, স্বীয় দেহ ইন্দ্রিয়ের দীপ্তি নহে, সেই প্রেমময়ের দীপ্তি। আমার ন্যায় শত শত দিব্য জীবনকে বেষ্টন করিয়া এখনও তোমাদের ন্যায় যোগ জিজ্ঞাসুর দল দিব্যজীবন লাভের জন্য ভারতের দিকে দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের সংখ্যা আজও কম নহে। কিন্তু ক্ষুরের ধারের ন্যায় দুর্গম এ পথ, তাই—"যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তিতত্বতঃ!" ভরসার কথা এই যাহারা এই কল্যাণকর পথে একবার অগ্রসর হয় তাহাদের আর দুর্গতি নাই। 'নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'। আছে আলো আছে শান্তি। তোমরা যাহারা এ পথের যাত্রী হইয়াছ, আমার দিব্যজীবনের সঙ্গে জীবনকে যুক্ত করিয়াছ, তাহারা দৃঢ় মুক্তকণ্ঠে নিশ্চয়ই বলিবে—আমরা পথ পাইয়াছি, এই অনিত্য ও দুঃখপুর্ণ জগৎ হইতে উর্দ্ধলোকে যাইবার পথ পাইয়াছি। প্রেমময়ের আলো ক্ষণে ক্ষণে আলোকিত করিতেছে জীবনের তমসাকে।

আমি দেখিতেছি তোমরা ক্রমে ক্রমে তাঁহার সন্নিহিত হইতেছ। সংসার, স্ত্রী, পুত্র, পরিজনকে উপেক্ষা করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিয়া তথাকথিত সন্ন্যাসী হইবার নির্দ্দেশ আমাদের নাই। যে যেখানে যে অবস্থায় রহিয়াছ সেখান হইতেই যোগ জিজ্ঞাসু হইবার যোগযুক্ত হইবার অধিকার তোমাদের রহিয়াছে। আমরা জগৎকে অনিত্য ও অসুখকর বলিলেও—প্রবাহরূপে সত্য বলিয়া স্বীকার করি। স্বীকার করি জগৎ তাঁহারই

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিব্যক্তি, লীলা। শুধু তোমরা যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া ইন্দ্রিয়ের ও দেহের দাসানুদাস হইয়া সংসারে বিচরণ করিতেছ সেই দৃষ্টিকে শুদ্ধ করিতে হইবে। যাহারা শুদ্ধ চিত্ত নিয়া যোগযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতেছ তাহারা এই সংসারের মধ্যে সকল কর্ত্তব্যের মধ্যে অবস্থান করিয়াও তাঁহার পুণ্যালোকে জীবনকে উজ্জ্বলতর বোধ করিতেছ। শুধু আমিই দেখিতেছি না, তোমরাও অনুভব করিতেছ তোমাদের জীবনতরী অন্ধকার হইতে আলোর দিকে, মৃত্যু হইতে অমৃতের দিকে অগ্রসর হইতেছে। দেহ তোমাদের ভাগবতী তনু হইতেছে। ইন্দ্রিয়গণ তোমাদের ঊর্দ্ধ জগতের দিকে দল মেলিতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় দেহে তোমাদের কামের বিকার নাই। ক্রোধও আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। দৈহিক কামভোগে যে সুখ ও তৃপ্তি পাইয়াছ তাহা অপেক্ষা শত সহস্রগুণ সুখ ও তৃপ্তি পাইতেছ সেই প্রেমময়ের দিব্য পরশে। দেহের অণুতে অণুতে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে, প্রাণের ছন্দে ছন্দে, মনের চঞ্চলতায় পাইয়াছ পাইতেছ সেই প্রেমময়ের দিব্য পরশ। তাই কবির সুরে সুর মিলাইয়া তোমরাও বলিতেছ—

"ভরি এ দেহ মন প্রাণ
কি অমৃত চাহ তুমি করিবারে পান।"

রসগোল্লার সন্ধান পাইলে যেমন চিটাগুড়ে আর রুচি থাকে না, সেইরূপ ভূতে ভূতে প্রতিভূতে, রূপে রূপে প্রতিরূপে, প্রতি গন্ধে বর্ণে ছন্দে সেই প্রেমময়কে দেখিয়া অনুভব করিয়া তোমাদের এই জগৎ সম্ভোগের স্পৃহা দিন দিন শিথিল হইতেছে। এ জগতের মধ্যে অবস্থান করিয়াও এক দিব্য জগতের স্পর্শ পাইতেছ। এ ত কল্পনার কথা নয়। তোমরা স্ব স্ব জীবনে ইহা অনুভব করিতেছ। অনুভব করিতেছ—তাঁহার দিব্য আলোকে যতক্ষণ জীবনকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিতে পার, ততক্ষণ রোগ, শোক, দুঃখ-দৈন্যের জ্বালাও তোমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। কাল যতই প্রতিকূল হোক, সমাজ যতই বিদ্রোহী হোক, পাপলালসা চারিদিকে যতই পুঞ্জীভূত হইয়া উঠুক্ তোমরা এই জগতে থাকিয়াও এ সকল হইতে অপরামৃষ্ট। যোগঅবস্থা হইতে যখন বিচ্যুতি ঘটে তখনও একেবারে দিগ্‌ভ্রান্ত হও না। তাঁহার দিব্য পরশের পুণ্য ও মধুময় স্মৃতি অন্তরে ক্ষীণ রেখারূপে থাকিয়া পথ দেখায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার দেহ বাঙ্গালীর দেহ হইলেও আজ শুধু বাংলার মধ্যেই আমার এই দিব্য চেতনা ও প্রেরণা সীমাবদ্ধ নহে। শত শত মাড়োয়াড়ী সন্তান আজ বাঙ্গালী তোমাদের ন্যায়ই আমার প্রাণের সঙ্গে যুক্ত হইতেছে। তোমরা যেমন আমার প্রাণের অংশ, তোমাদের রোগ, শোক, দুঃখ, সন্তাপ যেমন আমাকে ব্যথিত করে সেইরূপ আমার প্রিয় সন্তান মাড়োয়ারীদের জন্যও আমি কিছু কম ব্যথা অনুভব করি না। বাঙ্গালী, মাড়োয়ারীর ভাষাগত ভেদ থাকিলেও সংস্কৃতিগত কোন ভেদ নাই। বিশেষতঃ যে দিব্যজীবন লাভের জন্য তোমরা মিলিত হইতেছ সেখানে দেহের ও ভাষার তথা প্রদেশের কোন প্রশ্নই উঠে না। তাই তোমাদের পাশে আজ একই সুরে সুর মিলাইয়া, একই দিব্য পুরুষকে লাভ করিবার জন্য মাড়োয়ারিগণও দলে দলে আসিতেছে। বিহারী যুক্তপ্রদেশী আসামী ও গুজরাটীরাও আজ তোমাদের সহযাত্রী হইতেছে। চিরদিনই সহযাত্রী ছিল। আর্য ঋষিগণ একই সুরে ভারতের সকল প্রদেশের সন্তানগণকে বাঁধিয়াছিলেন। সাত শত বৎসরের পরাধীনতায়, বিধর্ম্মীর অত্যাচারে ভারতের জীবন বীণার তার শিথিল হইলেও একেবারে ছিন্ন হয় নাই। আজ ভারত স্বাধীন হইলেও অঙ্গহীন হইয়াছে। সেই অঙ্গহীন ভারতে এখন স্বধর্ম্মদ্রোহীরা আসুরিক পরধর্ম্মকে প্রশ্রয় দিতে যাইয়া ভারতের জীবন বীণার তারে বৈতালিক ছন্দ তুলিতেছে। তাই উজ্জ্বল সংস্কৃতি ও সাধনার কথা ভুলিয়া ভারতবাসী প্রাদেশিকতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইতেছে। জীবনের উচ্চ আদর্শ যাহাদের নাই, পশুর ন্যায় অশন এবং রুচি যাহাদের জীবনের সারবস্তু, তাহাদের নিকট প্রাদেশিকতা আসা বা তাহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র চিন্তা আসা সম্পূর্ণ সম্ভবপর। থাক্ সে কথা।

আমরা দিব্যপথে দিব্য জীবনের যাত্রী! আমাদের উপাস্য এক। আমাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এক। আমরা ভোগময় জগৎ হইতে এক অমৃতময় জগতে চলিয়াছি। তাই সঙ্কীর্ণতা আমাদের মধ্যে নাই। তোমরা এই সঙ্কীর্ণতা ভুলিয়া পরস্পর পরস্পরকে হৃদয় দিয়া ভালবাসিতে পারিতেছ। পরস্পর পরস্পরের দুঃখ-শোকে, দুর্ভিক্ষে মহামারীতে এক সাথে দাঁড়াইতে পারিতেছ। ইহা আমার পক্ষেও পরম প্রীতিপ্রদ।

শুধু আধ্যাত্মিক জগতে নহে পার্থিব দুঃখেও তোমরা পরস্পর পরস্পরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। ১৯৫০ সনের দুর্ভিক্ষে, পাকিস্তানের অমানুষিক অত্যাচারে বাস্তুহারাদের পাশে তোমাদের মাড়োয়ারী ভ্রাতা-ভগ্নিগণ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ও দাঁড়াইতেছে। শুধু উৎসবে ও ব্যসনেই নহে, দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব ও শ্মশানেও তাহারা আসিয়া পরম বান্ধবরূপে তোমাদের পাশে দাঁড়াইতেছে। ইহা যে হৃদয়েরই সংযোগ।

মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্যিকারের মিলন তখনই সম্ভব হয় যখন জীবন বীণা একই সুরে বাজিয়া উঠে। ভোগের পথে ইহা সম্ভব নহে। তোমাদের লক্ষ্য এক, উদ্দেশ্য এক, যাত্রাও একই পথে তাই মিলন এত সহজ হইতেছে। এই বিশ্বপতির বিশ্বে আসিয়া তোমরা তাঁহাকে ভুলিয়া অকৃতজ্ঞ ও দিগ্-ভ্রান্তের ন্যায় জগতে আর বিচরণ করিতেছ না। দিন দিন তাঁহারই অমৃতময় রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছ। দেশের নানাবিধ অশান্তির জন্য সময় সময় গতি তোমাদের মন্থর হয়। এবার পুনঃ তোমরা দৃঢ় সংকল্পবান হও। আরও দ্রুত হউক তোমাদের গতি। আরও উর্দ্ধে, আরও গভীরে বৈচিত্র্য হইতে একত্বের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও। তাঁহার আশীর্ব্বাদে পথ আরও সুগম হউক, দৃষ্টি আরও শুদ্ধ হউক। প্রাণ নাচিয়া উঠুক, জীবন পুলকিত হউক, তাঁহার দিব্য বাঁশীর মধুর সুরে! চল—আরও উর্দ্ধে চল। তোমাদের জীবনের দিব্য আলোকে ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করুক। ধর্ম্মের জয় হউক, অধর্ম্মের নাশ হউক। তোমরা বৈদিক ঋষির সুরে সুর মিলাইয়া সমস্বরে বলিয়া ওঠ—

আবিরাবির্ম্ময়েধি।
ধিয়ো য়োনঃ প্রচোদয়াৎ।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ
হরিঃওঁ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আধ্যাত্মিক প্রশ্ন ও উত্তর

(প্রথম সংখ্যায় শ্রীমান্ অখিলচন্দ্র সাহা যে প্রশ্ন করিয়াছিল তাহার উত্তর)

অখিল, তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া তোমাকেই প্রশ্ন করিতে হইতেছে—আচ্ছা এই যে তুমি তোমার ইষ্টমূর্ত্তিতে ও বিভিন্নরূপে সত্যপ্রতিষ্ঠা করিতেছ তাহাতে তাহারা কি Vanished হইয়া অর্থাৎ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে? কই তাহা ত লুপ্ত হয় নাই। তুমি যে মূর্ত্তিটিতে যে প্রতিমাতে বা যে বৃক্ষটীতে সত্যপ্রতিষ্ঠা করিয়াছ তাহা ত এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তোমার প্রশ্ন শুনিয়া মনে হয়—তুমি সত্যপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও রহস্য সম্যক্ বুঝিতে পার নাই। সত্যপ্রতিষ্ঠা কথাটীর মানে প্রথম ভালভাবে জানা দরকার। সত্য-প্রতিষ্ঠা মানে—এই যে বিভিন্ন বস্তু ও জীব দেখিতেছ ইহাদের নাম ও রূপের বৈচিত্র্য থাকিলেও সকলেই একই সত্তায় প্রতিষ্ঠিত, একই সত্তা হইতে জাত অর্থাৎ ইহাদের আধার ও উপাদান একই—সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ আত্মাই, ইহা দেখিবার নাম সত্য প্রতিষ্ঠা। তোমার আত্মীয় স্বজন ও তুমি সেই একই সত্তা হইতে জাত এবং একই সত্তায় বিধৃত। সেই সত্তাকে না দেখিয়া তুমি যে তোমার বলিয়া ভাবিতেছ ইহাই মোহ। সাধারণতঃ তোমরা জগতকে ইন্দ্রিয় দিয়া মন দিয়া দেখ। ইন্দ্রিয়ের ও মনের সঙ্গে যতটুকু সম্বন্ধ ততটুকু স্বার্থ সম্বন্ধ নিয়াই বিচার কর তাহাদের রূপ গুণ ও ভাবের। এই ইন্দ্রিয় ও মনের সম্বন্ধ ছাড়াও তাহাদের সঙ্গে—এই বিশ্বের সকল বস্তুর সঙ্গে রহিয়াছে প্রাণের নিবিড় সম্বন্ধ।

সূত্রে যেমন মালা গাঁথা থাকে সেইরূপ প্রত্যেক বস্তু ও জীব এক চিন্ময় প্রাণসত্তায় গাঁথা আছে। সাধারণ চক্ষু ও মন দ্বারা তাহা দেখিতে পাও না। সত্যপ্রতিষ্ঠার সাহায্যে দিব্যচক্ষু ও দিব্যচেতনা লাভ হয়। তখন দেখা যায়—"মধ্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং। আমাতেই—আমার আত্মাতেই প্রাণেই সব জাত ও আমাতেই স্থিত। আমাতে মানে—আমার দিব্য প্রাণে! এই দিব্য প্রাণে নাম রূপময় জগতকে অবস্থিত দেখিতে পাইলে আর হারাইবার ভয় থাকে না, বরং আরও নিকট হইতে নিকটে পাওয়া যায়। ইহাই যোগযুক্তের দৃষ্টি। সকলের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়াও বন্ধন হইতে মুক্ত। এই দিব্য প্রাণের সন্ধান পাইলেই মোহবিমুক্ত হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মীয় স্বজনের ও বিশ্বের কল্যাণকর কার্য্য করা যায়। আত্মীয়গণকে রক্তের বা ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কযুক্ত শুধু না ভাবিয়া তাহারা প্রাণেরই অংশ ইহা দেখা যায়। হারাইবার ভয় এখানে নাই, বরং নিকট হইতে নিকটে পাওয়ার সুযোগ ঘটে। নিজের ক্ষুদ্র প্রাণকে ঐ মহান্ প্রাণে মিলাইয়া দাও। রূপে রূপে, ভাবে প্রতি ভাবে, চিন্তায়, কর্ম্মে সেই মহাপ্রাণের সঙ্গে যুক্ত হও। তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হইয়া প্রতি কর্ম্ম করার নামই সত্যপ্রতিষ্ঠা, তখন রবীন্দ্রনাথের সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে ইচ্ছা হইবে—

"যা আছে আমার সবই যদি দিই সঁপিয়া তোমায়
নাহি তাহে ক্ষয় সবই জেগে রয় তব মহা মহিমায়"

তোমার বলিয়া আগলাইয়া না রাখিয়া তাঁহার বলিয়া দেখ, তাঁহার চরণে সমর্পণ কর। অল্প লইয়া থাকিলেই জ্বালা—সব তাঁহার চরণে অর্পণ করিলেই শান্তি। নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীটী ভাঙ্গিয়া জীবনের প্রতি স্তরে আসিতে দাও সেই বিরাটের আনন্দময় ও মধুময় স্পর্শ। অল্প লইয়া থাকিবার বুদ্ধি ত্যাগ কর। ক্ষুদ্রত্বই দুঃখ, বিরাটত্বই শান্তি। তাঁহার কোলে নিজেকে অর্পণ করিয়া শান্তি লাভ কর। ইতি—

দিব্য চেতনার কথা

(চিঠিপত্র)

(পুরীধাম হইতে শ্রীযুক্তা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিকট লিখিত শ্রীশ্রীবাবার একখানি চিঠি)

"রঘুনন্দন ভবন" চক্রতীর্থ,
পুরী, ১৩।৫।৪৮ ইং

স্নেহের ধন মা বিষ্ণুপ্রিয়া,

আশীর্ব্বাদ লও। মঙ্গলবার বেলা প্রায় ৯টায় মঙ্গল মতেই মঙ্গলময় জগন্নাথের পাদপদ্মে পৌঁছিয়াছি। উঃ কি আকর্ষণ তাঁহার! দেওঘর থাকিতেই তাঁহার মধুর আকর্ষণ অনুভব করিতেছিলাম। পাখীর ন্যায় ডানা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিলে ঐখান হইতেই উড়িয়া আসিতাম। চূড়ামণিযোগে কলিকাতায় মা জাহ্নবীতে স্নান করিয়া দেহ আরও শুদ্ধ হইল। ভাগবতী-তনু না হইলে ভগবানকে পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। তাই আমার দেহকে আরও শুদ্ধ করিয়া আমাকে পূর্ণভাবে গ্রহণের যোগ্য করিয়া আমায় প্রাণনাথ এখানে আনিলেন। হাওড়ায় ট্রেণে উঠিয়াই তাঁহার মধুময় আকর্ষণ তীব্রতর অনুভব হইতে লাগিল। শত সহস্র লোকের মধ্যে, শত সহস্র কথার মধ্যে, আমি শুধু আমার প্রাণনাথের দিব্যরূপই দেখিতেছিলাম। প্রাণনাথের মধুর কণ্ঠস্বর শুনিতেছিলাম। বিরহ-ব্যথায় শুধু আমিই ব্যথিত ছিলাম না, তিনিও যেন সহস্র বাহু বাড়াইয়া আমার প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া আমাকে ডাকিতেছিলেন। আমার ত শুধু ইহজন্মের প্রতীক্ষা। তিনি যে যুগ যুগ ধরিয়া আমারই প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া রহিয়াছেন। ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার দিব্য মধুর স্পর্শ আমাকে বিহ্বল করিতে লাগিল। প্রাণে বাণ ডাকিল, চোখে অশ্রু বহিতে লাগিল। সহস্র বাহু বাড়াইয়া প্রাণনাথ তাঁহার বুকে—তাঁহার মধুময় বুকে যেন আমাকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। দেহের প্রতি শিরায় শিরায় চুম্বন, অণুতে অণুতে চুম্বন। মন অসাড় হইল। ট্রেন যত তাঁহার পুণ্য ধামের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল ততই যেন আত্মহারা আপনভোলা হইতে লাগিলাম। মনে মনে গাহিতে লাগিলাম—

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥"

সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি কি ঘন এই আনন্দময় সত্তা। সকল চিন্তা, সকল রূপ সকল দেশকালকে আচ্ছাদিত করিয়া, ভেদ করিয়া তাঁহার চিন্ময় সত্তা আমাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। শুধু দাঁড়াইল না একেবারে স্নেহশীলা জননীর ন্যায় নিজের বুকে তুলিয়া প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়িতে লাগিল যাহারা সঙ্গে রহিয়াছে তাহারা ত নূতন লোক, তাহারা কি মনে করিবে? তখন আমার কাছে যুগলবাবু, চিমনবাবু ছিলেন। ট্রেনের কামরাটি যেন জগন্নাথ দয়া করিয়া আমার জন্যই রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছিলেন। দুইটি মাত্র বার্থ তাহাতে ছিল। সমস্ত রাত্রিটি আমার প্রিয়তমের প্রেমালিঙ্গনে মধুর পুলকে পুলকিত হইতে হইতে অবসান হইতে লাগিল। ট্রেন খড়্গপুর ছাড়িয়া চলিল। কতক্ষণ বাদে মনে পড়িল আমার জন্য যুগল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবুদের ঘুমের ক্ষতি হইতেছে। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে মনে হইলেও মনকে সামলাইবার অধিকার তখন আমার ছিল না, আমি তখন সম্পূর্ণ পরবশ, সেই পুরুষোত্তমের বশ। আমার দেহ, মন, প্রাণ আমার 'আমি' তখন তাঁহার হইয়া গিয়াছিল। ক্ষণে ক্ষণে আত্মস্মৃতি জীবত্ববোধের স্মৃতি জাগিলেও সেই জীবত্ব তাঁহারই অংশ, কোন স্বাতন্ত্র্য আমার সেখানে নাই এইরূপ অনুভব হইতেছিল। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার প্রেমালিঙ্গনে তন্ময় হইয়া নিজেকে একেবারে হারাইয়া ফেলিতেছিলাম। আবার ক্ষণে ক্ষণে আত্মস্মৃতি জাগিলে সিন্ধুর বুকে বিন্দুর ন্যায় তদ্গত হইয়া অবস্থান করিতেছিলাম। তাঁহার প্রেমালিঙ্গনে শরীর যত বিবশ হইতে লাগিল ততই স্থিরভাবে বসিয়া থাকিবার সামর্থ্য হারাইলাম। বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। চিমনলালজী ও যুগলবাবু পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। তখন তাহাদের ছোঁয়া ভাল লাগিতেছিল না। কিন্তু তাহাদের মনে কষ্ট হইবে ভাবিয়া কিছু বলি নাই। কামগন্ধ বিবর্জ্জিত দেহ না হইলে সে সময় কাহারও স্পর্শ ভাল লাগে না। যাক্ ভাবিয়া লইলাম সাগরের জল কি কখনও মলিন হয়? আমি—আমার দেহ-মন-প্রাণ এখন প্রেমময়ের চিন্ময় সিন্ধুতে নিমজ্জিত। তাই কাহারও কোন মলিনতা এখন আমাকে মলিন করিতে পারে না। আমার প্রিয়তমই যে আমাকে বেষ্টন করিয়া সব গ্রহণ করিতেছেন।

দেখিলাম তাহাদের চোখেও অশ্রু বহিতেছে। আহা, আমার প্রিয়তমের একটু স্পর্শ যাহারা পায় তাহারা কি স্থির থাকিতে পারে? সমস্ত রাত্রিটা এইভাবেই কাটিল। ভোরে ট্রেন আসিয়া কটক পৌছিল। বিছানায় বসিলাম কিন্তু শরীর তখনও স্ব-বশে আসে নাই। তখনও প্রিয়তম জগন্নাথ শরীরের প্রতি পরমাণুতে বসিয়া রস সম্ভোগ করিতেছিলেন। বলিতেছিলাম—

ওগো প্রিয়, ভরি এ দেহ-মন-প্রাণ, কর তুমি অমৃত পান। বেলা ৮৷৷০ টায় ট্রেন পুরী ষ্টেসনে আসিল। যে বাড়ীটি আমাদের জন্য স্থির হয়েছিল তাহাতে পৌছিলাম বেলা প্রায় ৯৷০ টায়। সমুদ্রের ধারে একটি ছোট বাড়ী। (এই বাড়ী ভক্ত যুগলবাবু পূর্ব্বেই গোবিন্দবাবুকে পাঠাইয়া ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন)। আর একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। সঙ্গে অন্য কামরায় পুরণমল রাজগেরিয়া, সন্তোষ, যুগলবাবুর বন্ধুর একটি ছেলে ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর চাকর ছিল। তাহারাও একসঙ্গে আসিয়া বাসায় পৌছিল। জিনিষ-পত্র সব রাখিয়া সকলেই সমুদ্রে স্নান করিতে গেল।

সমস্ত সংসার পিছনে রহিল, বিশাল সাগর নাচিতে নাচিতে সামনে আসিল মহামিলনের ধ্বনি তুলিয়া। বৈচিত্র্যময় সংসার-সমুদ্র দূরে সরিয়া গেল, এক একরসময় বিরাট সমুদ্র সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। বহুত্বের বিসর্জ্জন, একত্বের প্রাপ্তি। এই দুইএর মিলনক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া ক্ষণকালের জন্য কত কথাই না অন্তরে জাগিল। কিন্তু কোন রেখাপাত, তাহারা করিতে পারিল না। একদিকে বহু অন্য দিকে এক—"একং নিত্য বিমলং অচলম্।" পৃথিবীর বহুত্বকে বেষ্টন করিয়া যেমন চারিদিকে নীল অম্বুরাশি নাচিতেছে সেইরূপ আমাদের জীবত্বের বহুত্বকে বেষ্টন করিয়া সেই প্রেমময় অহরহ নাচিতেছেন। একদিন বহুর শেষ হয় এই একে। যে রস, যে সুখ মানুষ বহুকে নিংড়াইয়া নিংড়াইয়া আহরণ করে তাহা অপেক্ষাও সহস্রগুণ সুখ মানুষ পায় এই "একং নিত্যং বিমলং অচলম্" প্রেমময়কে লাভ করিয়া। বহুত্বপূর্ণ জগৎ ও চিন্ময় সাগরের মাঝখানে রহিয়াছেন জগন্নাথ দেব। ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত অথচ ইন্দ্রিয়ধর্ম্মশীল, নির্গুণ হইয়া গুণময়, অদ্বয় সত্তা ও বহুর মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন এই জগন্নাথ রূপ। এই পুরুষোত্তমের মধ্যেই সগুণ ও নির্গুণের সমাবেশ। সংসারের সকল কথা পিছনে ফেলিয়া তাপহারী-সমুদ্রে স্নান করিয়া প্রেমময় পুরুষোত্তমের দর্শন লালসায় বাসায় ফিরিলাম। মন্দির বাসা হইতে প্রায় ৩ মাইল দূর। যুগলবাবু গাড়ী (সাইকেল রিক্সা) ডাকিতে পাঠাইলেন। বেলা প্রায় ১২টা বাজিয়া গেল কোন গাড়ী তখনও পাওয়া গেল না, তাহারা আহার করিয়া বিশ্রাম অন্তে বৈকালে মন্দিরে যাওয়ার কথা বলিতে লাগিল। এ পরামর্শ ভাল বোধ হইল না, আমার অন্তরের ব্যথা জাগিল। মন বলিল—তোমার কোলে আনিয়া—এত কাছে আনিয়াও দেখা দিবে না নাথ! পেটের ক্ষুধা অন্তরের ক্ষুধা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে আজও? এই তিন মাইল রাস্তা শরীরকে বহন করিয়া নিয়া যাইবার ক্ষমতা যে লোপ করিয়াছ প্রভু! প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়া কিরূপে যাই বল? এত আকর্ষণ করিয়া শত শত মাইল দূর হইতে টানিলে, এবার এত নিকটে আনিয়াও শেষে দেখা দিবে না নাথ! একটু ভাবিতে ভাবিতেই গাড়ী আসিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দিরে—আমার প্রিয়তমের মন্দিরে—আমার হৃদয় মন্দিরে—আমার আমির মন্দিরে যাইয়া প্রিমতমের বিরহ ব্যথিত চিন্ময় অন্তরে আমার বিদগ্ধ অন্তরকে মিলাইলাম। লোকচক্ষুতে ব্যবধান থাকিলেও আমার সঙ্গে সত্য সত্যই তাঁহার আর কোন ব্যবধান রহিল না। চিন্ময় জগন্নাথ সহস্র বাহুতে তাঁহার মধুময় বুকখানায় আঁকড়াইয়া ধরিলেন। চিন্ময় প্রাণনাথ প্রস্তর নির্ম্মিত বেদী হইতে, দারুময় মুর্ত্তি হইতে নামিয়া ছুটিয়া আসিয়া আমার হৃদয় বেদীতে বসিলেন। আমার চোখে চোখ দিলেন, বুকে বুক দিলেন, মুখে মুখ দিলেন। পাণ্ডারা দূরে রাখিলেও প্রিয়তম জগন্নাথ আর দূরে রাখিলেন না। মনে পড়িল—কবির একটি গান—

"তোমার মাঝে এমনি করে
নবীন করি লও হে মোরে
এ জীবনে ঘটাও হে নাথ জন্ম জনম অন্তর।"

অগণিত গুণময় পুরুষোত্তমের—ঈশ্বরের সমষ্টি চৈতন্যের এই লীলা এই খেলা। ব্যষ্টি-চৈতন্য—জীবচৈতন্য এই ঈশ্বরত্বের মধ্যেই হারায়। ঈশ্বর ভাগ্যবান সাধককে সমাহিত করেন নিগুর্ণ তত্ত্বে। এই পুরুষোত্তমের কৃপা না হইলে নির্ব্বিকল্প ভূমিতে সমাহিত হওয়া যায় না। তাই আজ প্রিয়তমকে কাছে পাইয়া তাঁহার কানে কানে বলিতে লাগিলাম—বহুত্বের খেলা ত অনেক হল নাথ! এবার খোল কপাট, কর সমাহিত তোমার ঐ নির্ব্বিকল্প স্বরূপে! তারপর কি হল কতক্ষণ ঐ অবস্থায় কাটিল জানি না। বাসায় যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন বেলা অপরাহ্ণ প্রায়। তুমি আমার যোগ্য কন্যা, তোমরাও আমার প্রিয়তমকে বলিও—আমার এবারের যাত্রা যেন জয়যুক্ত হয় মা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
তোমার বাবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরু-পূর্ণিমা

(১৩৫৯)

প্রিয় সন্তান ও সুহৃদগণ,

তোমরা আজ এই পুণ্য তিথিতে আশীর্ব্বাদ ও প্রেমালিঙ্গন গ্রহণ কর। যে পুণ্য পূর্ণিমা তিথিকে স্মরণ করিয়া তোমরা আজ এখানে সমবেত হইয়াছ সেই তিথির বিষয়েই তোমাদিগকে কয়েকটি কথা বলিব। তোমরা প্রথম আমার জন্মতিথি উৎসব করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ। ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষদের জন্মতিথি উৎসব করিতে গেলে ধর্ম্মজগতের কি অনিষ্ট সাধিত হয় তাহা গত বৎসর তোমাদিগকে বলিয়াছি। তাই তোমরা সেই উৎসব ত্যাগ করিয়াছ; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে এই গুরুপূর্ণিমা তিথিতে সমবেত হইয়া উৎসব ও পূজা করিতে সঙ্কল্পবান হইয়াছ। এ সঙ্কল্প শুদ্ধ সংকল্প। তাই আমিও তোমাদের এ পূজায় অংশ গ্রহণ করিবার জন্য তোমাদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছি। কিন্তু মনে রাখিও এই পুণ্যতিথির আদর্শ হইতে যদি তোমরা বিচ্যুত হও তাহা হইলে তোমাদের সংকল্প ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। পূজার নামে শুধু উৎসবই হইবে। আর সেই বাহ্য আমোদপ্রমোদমূলক উৎসব তোমাদের জীবনে আনন্দের পরিবর্ত্তে অবসাদই আনিয়া দিবে। উৎসবের কোলাহল নিভিয়া গেলে স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যখন বিচার করিবে তখন দেখিবে আত্মতৃপ্তির পরিবর্ত্তে পাইয়াছ আত্মগ্লানি। হিসাব করিয়া দেখিবে তোমার কত কথা ও ব্যবহার তোমার মনকে গ্লানিযুক্ত করিয়াছে। তাই প্রথমেই এই পুণ্যতিথির আদর্শ সম্বন্ধে তোমাদের জাগ্রত হইতে আহ্বান করিতেছি—যেমন ঐশ্বরিক সংকল্পে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ঋতু যথা নিয়মে তাহাদের নিজ নিজ গুণ ও ধর্ম্ম নিয়া এই পৃথিবীতে আসে সেইরূপ আপ্তকাম ঋষিদের বা তপস্বীদের সঙ্কল্পে এই জগতে নানিয়া আসে কোন কোন পুণ্যতিথিতে দিব্য শক্তি নানাগুণে ও ভাবে সমন্বিত হইয়া তোমাদের কল্যাণের তরে। তাই সম্বৎসরের সমস্ত তৃতীয়া হইতে আমরা বাছিয়া লই অক্ষয় তৃতীয়া বলিয়া একটি পুণ্য তিথি, সমস্ত পঞ্চমী তিথি হইতে বাছিয়া লই শ্রীপঞ্চমী বা বাসন্তী পঞ্চমী তিথিকে, সমস্ত অষ্টমী তিথি হইতে বাছিয়া লই মহাষ্টমী বা অশোকাষ্টমী তিথিকে, সমস্ত চতুর্দ্দশী হইতে বাছিয়া লই শিবচতুর্দ্দশীকে, সমস্ত পূর্ণিমা হইতে বাছিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লই দোল; রাস বা এই গুরু পূর্ণিমা তিথিকে। যে কোন তৃতীয়াই অক্ষয় তৃতীয়া নহে, সেইরূপ যে কোন একটি পূর্ণিমাকেই গুরুপূর্ণিমা বলা যায় না। এই আষাঢ় মাসে যে পুণ্য পূর্ণিমা তিথি আসে তাহাকেই পূর্ব্বাচার্য্যগণ, তপস্বিগণ সমস্বরে গুরু-পূর্ণিমা তিথি বলিয়া গিয়াছেন। যেমন মহাষ্টমী তিথিতে ভগবান রামচন্দ্র সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন এক মহাশক্তির যাঁহার নাম হইল দুর্গতিহরা দুর্গা। সেই দিন হইতেই ভগবান রামচন্দ্রের সঙ্কল্পপ্রভাবে এই মহাষ্টমীর সঙ্গে মহাশক্তির এমন এক যোগসূত্র রচনা হইল যে যোগ-সূত্রের প্রভাবে আজও বর্ষে বর্ষে দনুজদলনী দুর্গা আবির্ভূতা হন এই মহাষ্টমীতে। তেমনই দুঃখত্রয়ে বিদগ্ধ কোন এক বীর্য্যবান তপস্বী এই পুণ্য পূর্ণিমা তিথিতে সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন দুঃখত্রয় হইতে বিমুক্তি পাওয়ার জন্য মূর্ত্তিমান গুরুশক্তির। এই পুণ্য তিথিতে আত্মা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর গুরুরূপে ধরা দিয়াছিলেন কোন ভাগ্যবান তপস্বীর অন্তরে ও দৃষ্টিতে। তারপর সপ্তলোকের ঊর্দ্ধ হইতে সেই নির্ব্বাণ ক্ষেত্র হইতে এক চিন্ময় সোপান তৈয়ারী হইল এই পুণ্য তিথির জন্য আর্ত্তজীব ও জগতের কল্যাণের তরে।

মুমুক্ষু ও সাধকবর্গ তাই উদগ্রীব হইয়া বসিয়া থাকে একটু আলোর সন্ধানে এই পুণ্য তিথির প্রতীক্ষায়। বৎসরান্তে পুণ্য তিথি ফিরিয়া আসে, দিব্য আলোর সন্ধান তাহারা পায়, সোপান দেখিতে পায়, প্রতীক্ষা সার্থক হয়। প্রতি সাধক আলোকে, প্রেমে, পবিত্রতায় অভিস্নাত হয় আবার গন্তব্য পথে চলিতে থাকে। কিন্তু কর্ম্মকোলাহলময় জগতের আবর্ত্তন বিবর্ত্তনে পড়িয়া দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া যায়, দৃষ্টিতে কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি হয়। শ্রান্তমনে আবার প্রতীক্ষার পথে বসিয়া পড়ে তপস্বীর দল এই পুণ্য তিথির আলোর সন্ধানে। সম্বৎসর পরে আবার আলো জ্বলিবে, আবার সোপান দেখিতে পাইবে, আবার পুণ্য গন্ধ তাঁহার আগমনবার্ত্তা বহিয়া আনিবে। এই প্রতীক্ষায় প্রতিবৎসরই নির্ণিমেষলোচনে বসিয়া থাকে সাধকবর্গ। আজ তোমরাও ঋষিদের, তপস্বীদের প্রত্যাশিত এই পুণ্য তিথিতে সমবেত হইয়াছ শুধু উৎসব করিবার জন্য নহে; জীবনের পথ আবার নূতন করিয়া দেখিবার লইবার জন্য ও পাথেয় সংগ্রহের জন্য। দুর্গম এই পথ—"ক্ষুরস্য-ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্ পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি" তাই বলি এই পথে সঙ্কল্পে শিথিল হইলে চলিবে না। দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া প্রতিপদক্ষেপে কর যোড়ে বলিতে হইবে—সেই পরম পিতাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতে হইবে—"পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি।" হে পরম পিতা, তুমি যে রহিয়াছ, আমারই প্রতীক্ষায় রহিয়াছ। এবার তুমি তোমার দিব্য বাণী দিয়া, দিব্য আলো দিয়া, দিব্য প্রেরণা দিয়া আমাকে জাগাও পথ দেখাও। "হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা আমি ত পথ চিনি না"। আমি দুর্ব্বল অসহায় তবু আজ আসিয়াছি তোমারই দুয়ারে তোমার দর্শন প্রত্যাশায়, আসিয়াছি তোমার পদধূলি চিহ্নিত এই পুণ্য তিথিকে লক্ষ্য করিয়া। আসিয়াছি তোমার অঙ্গগন্ধ সৌরভিত মঙ্গলকর পথের দ্বারে। কথা আছে—ঋষিদের কথা আছে—প্রতিজ্ঞা আছে আজ এই পুণ্য তিথিতে তুমি অবতরণ করিবে আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারে এই বাস্তবে, আমাদের হৃদয় মন্দিরের প্রাঙ্গনে, আমাদের চোখের মণিতে। তুমি আরও ঘন আরও প্রেম পূর্ণ হইয়া আসিবে—বসিবে—কথা বলিবে হাসিবে চোখের মণিতে, বক্ষে ললাটে সহস্রারে! তোমার দিব্য আলো আলোকিত করিবে আমাদের যুগ যুগান্তরের তমসাচ্ছন্ন মনগুহাকে, তোমার দিব্য চেতনা আজ সহস্র জন্মের পুঞ্জীভূত মালিন্যকে বিধৌত করিয়া তুলিয়া লইবে তোমার প্রেমময় সুশীতল বক্ষে। আজ এই পুণ্য তিথিতে তুমি যে গুরুরূপে আসিবে, আমার হাত ধরিবে, পথ দেখাইবে, সংসার তাপে বিদগ্ধ ক্ষত বিক্ষত অঙ্গে তোমার কোমল হাত বুলাইবে। স্নেহশীলা জননীর ন্যায় বক্ষে তুলিয়া চুম্বন করিবে। তাই আজ তোমার দিব্য পরশের প্রত্যাশায় সংসারের সকল ছোট বড় প্রশ্নকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি তোমার মন্দির দ্বারে। হে নাথ! হে পিতা! আজ বল কোন পথে কি উপায়ে তোমার প্রাণে প্রাণ মিলাইয়া নিজেকে হারাইয়া বলিতে পারিব,—

"মৎপ্রাণঃ শ্রীগুরোঃ প্রাণো মদ্দেহো গুরুমন্দিরম্।
পূর্ণমন্তর্বহির্যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"

এইবার শুন—ওহে নির্ভীক পথিক, ওহে মুক্তিকামী জিজ্ঞাসু সাধক একটি কথা শুন। তোমার পাথেয় কি হইবে—তোমার সঙ্কল্পের নিগূঢ় তত্ত্ব কি হইবে সেই কথা শুন। সেই কথাকে উপেক্ষা করিয়া তোমার পথচলা দুরূহ হইবে। তোমরা আজ এখানে আসিয়া আমাকেই আমার দেহকেই গুরু ভাবিও না। যে ঋষিবাক্য, যে মহামন্ত্র, যে আদর্শ এই দেহকে আশ্রয় করিয়া মূর্ত্ত ও জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে তাঁহাকে তোমরা গুরু ভাবিও। মানুষ গুরু নহে, মানুষের দেহ গুরু নহে। তোমরা সংসার বুদ্ধিতে স্ত্রী পুত্রের দেহ নিয়া যেমন মুগ্ধ হও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেমনি সাধনা করিতে আসিয়াও গুরুর দেহ নিয়া মুগ্ধ হও ইহা ঠিক নহে। গুরু সেই সত্যবাণী, বেদ বাণী, যে বাণীকে অবলম্বন করিয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া বহু তপস্বী অতিক্রম করিতেছে এই অনিত্য ও দুঃখকর জগৎ; সেই বাণী সেই মহামন্ত্র তোমাদের গুরু। ঋষি গুরু নহেন, ঋষির মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে অপৌরুষের বাণী সেই বাণী তোমাদের গুরু। সেই বাণী যুগে যুগে যে মানবদেহকে অবলম্বন করিয়া রূপ নিতেছে তিনিই সেই বাণীর ধারক ও বাহকরূপে গুরু বলিয়া পরিচিত হন প্রথম প্রবেশার্থী সাধকের নিকট। দেহধারী ঐ ধারক বা বাহক গুরু নশ্বর, বাণী অবিনশ্বর। তোমরা ধারক ও বাহককেই যদি গুরু বলিয়া বাণীকে ভুলিয়া যাও তাহা হইলে অবিনশ্বরকে ছাড়িয়া সংসারী বস্তুর ন্যায়, স্ত্রী-পুত্র টাকা পয়সার ন্যায় আর একটি নশ্বর বস্তুরই সাধনা করিলে বলিব, ইহাতে সাময়িক আমোদ পাইবে, দল গড়িয়া তুলিতে পারিবে। কিন্তু কল্যাণ ও শান্তি পাইবে না।

গুরুর দেহকে অবম্বন করিয়া যে বাণী মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে দিব্য আলোর বর্ত্তিকা নিয়া, সেই বাণীর উপাসনা করিলে তোমরা গুরুর সঙ্গে পাইবে তোমাদের পরম গুরুকে পরাপর গুরুকে পরমেষ্টি গুরুকে! তোমরা বাণীকে গ্রহণ করিতে পারনা বলিয়াই পরম গুরু পরাপর গুরুকে ভুলিয়া কেবল নিজের গুরুর মূর্ত্তিটী বা ছবিটী নিয়া মাতামাতি কর। ইহাতে দলের সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু মুক্তির পথ রুদ্ধ হয়। নির্ম্মল খরস্রোতা স্রোতস্বিনীকে তোমরা গুরুবাদের পঙ্কিলবদ্ধ জলাশয়ে পরিণত করিয়া নিজেও বদ্ধ হও। ভবিষ্যতের যাত্রীদিগকেও দিগ্‌ভ্রান্ত কর। তাই বলি তোমরা আমাকে—আমার দেহকে গুরু ভাবিও না, আমার মধ্যে যে সত্য বাণী রূপ নিয়াছে তাহাকে গুরু ভাব, তাঁহার পূজা কর। সেই বাণীকে গ্রহণ কর সেই বাণীকে স্বীয় জীবনে রূপদান কর। জীবন্ত বাণীর মধ্যে যদি আমাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাও এবং আমার মধ্যে যদি বাণীকে মূর্ত্ত দেখিতে পাও তবেই তোমরা আমার অনুবর্ত্তন করিবে, তবেই তোমাদের কল্যণ সাধিত হইবে। সত্য বটে নাম ও নামী অভিন্ন। (নামী বলিতে দেহীর দেহ নহে।) নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়াই বৈষ্ণব সাধকগণ বলিয়া গিয়াছেন "যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি।" দেহবান ব্যক্তি দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি দেহধারী গুরুকে বাদ দিয়া শুধু বাণী উপাসনা করিতে সক্ষম হয় না। একথা খুবই সত্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।"

তাই দেহধারী গুরুর আশ্রয় প্রবেশার্থী সাধককে গ্রহণ করিতে হইলেও তাহার লক্ষ্য থাকিবে ঐ দিব্য বাণীর উপর। দিব্য বাণী যে দেহে মূর্ত্ত হইয়াছে তিনিই গুরু। বাণী বিবর্জ্জিত দেহধারী ব্যক্তি গুরু নহেন। তোমরা বাণীর উপাসক হইলে গুরুর সঙ্গে পাইবে পরম গুরু ও পরাপর গুরুকে, পাইবে ব্যাস, বশিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যপ্রমুখ প্রণম্য ঋষিবর্গকে! পাইবে বুদ্ধ, শঙ্কর ও গৌরাঙ্গকে। তোমরা বাণীর উপাসক হও, মহামন্ত্রের উপাসক হও, দেহীর উপাসক হও। (গুরু গ্রন্থসাহেব শিখদের গুরু, গুরু গোবিন্দ সিংহ বা নানক গুরু গ্রন্থসাহেবেরই ধারক মাত্র।) শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ, ভগবান বুদ্ধ, আচার্য্য শঙ্কর, ব্রহ্মর্ষি সত্যদেব সেই সচ্চিদানন্দকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়াই গুরুপদবাচ্য হইয়াছেন। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' সেই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মই বিশ্বের গুরু, তোমাদের গুরু, আমার গুরু। তাঁহার সত্তায় নিজের জীবত্বের সত্তাকে যিনি ডুবাইতে পারিয়াছেন, জীবত্বের খণ্ড জড় বুদ্ধিকে তাঁহার অখণ্ড চৈতন্যে যিনি প্রতিষ্ঠা দিতে পারিয়াছেন, তিনিই তাঁহার আনন্দময় স্বরূপে নিজেকে হারাইয়া সেই আনন্দময়ের ধারক ও বাহকরূপে গুরু বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। যিনি বহুর মধ্যে এককে দেখিয়াছেন, সীমার মধ্যে অসীমকে পাইয়াছেন, প্রবাহের মধ্যে শাশ্বতকে দেখিয়াছেন, তিনিই যুক্ত, তিনিই যথার্থ আত্মবিদ্।

সেই আত্মবিদ্ পুরুষের দেহটিকে আশ্রয় করিয়া আবাঙ্মনসোগোচর ব্রহ্মতত্ত্বের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তোমরা নব জন্ম লাভ করিবে বলিয়া গুরুর দেহটিও শ্রদ্ধার পাত্র। সাধ্বী নারী যেমন তাহার প্রিয়তম স্বামীর জামা কাপড়, গামছাটিও অতি প্রিয় বস্তু ভাবিয়া সযত্নে রক্ষা করে সেইরূপ মুমুক্ষু সাধকের নিকট গুরুরী দেহও প্রিয় বস্তু।

গুরুগীতায় তাই গুরুকে দেখিবার ৩টি স্তরের উল্লেখ আছে। প্রথম স্তরের সাধক গুরু ও ব্রহ্মকে পৃথকরূপে দেখেন তাই গুরুকে প্রণাম করিতে যাইয়া বলেন—"তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

সেই পরমপদ—অখণ্ড মণ্ডলাকার ব্রহ্মপদ যিনি দেখাইয়াছেন সেই গুরুকে প্রণাম করি। এখানে পরম পদ ও গুরু পৃথক পৃথক বস্তু। আরও একটু অগ্রসর হইলে দ্বিতীয় স্তরে সেই সাধকই বলিতে থাকে—গুরু র্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। এই ২য়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্তরে উপনীত হইলে সাধকের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সমস্ত সংশয় বিদূরিত হয়। তখন গুরুকেই পরব্রহ্মরূপে দেখেন। এখানে গুরু বলিতে শুধু দেহধারী গুরু নহেন। তারপর তৃতীয় স্তরে সাধক অনুভব করে সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপকে। তাই ৩য় স্তরের প্রার্থনায় সাধকগণ গাহিয়া গিয়াছেন—"ভাবাতীতং ত্রিগুণ-রহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি।" এখানে শিষ্যের হৃদয়ে গুরুর স্থূল দেহবোধ থাকা দূরের কথা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও নাই। সে বড় ভীষণ ঠাঁই গুরু শিষ্যে ভেদ নাই। ভাবের অতীত, গুণের অতীত দৃশ্যাদৃশ্যের অতীত সেই ক্ষেত্র। এই ত্রিবিধ স্তরের সন্ধান পাইয়াই ভক্ত মহাবীর রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—

"দেহ বুদ্ধিতে দাস তব হই।
জীব বুদ্ধিতে হই তব অংশ ।
আত্মবুদ্ধি উপজিলে অভেদ প্রতীতিলব্ধ হই।"

সাধক মাত্রেরই এই কথা। তাই তপস্যাপরায়ণ সাধক গুরুর দেহকে গুরু বলিয়া ভগবান বলিয়া অবতার বলিয়া তপস্যা জগতে কলঙ্ক লেপন করে না। ভগবান বহু নাই তিনি এক, অবতারও ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘরে ঘরে হয় না। তোমরা সতর্ক হও, ধর্ম্মকে শিখণ্ডী করিয়া দলবদ্ধ হইয়া যাহারা তোমাদিগকে প্রবঞ্চনা করিতেছে তাহাদের নিকট হইতে সতর্ক হও। ঐরূপ অবতারের বা ভগবানের উপাসনা করিয়া তোমরা নরকগামী হইবে। আজ তোমরা যদি আমার দেহের বা আমার জীবত্বের পূজা করিতে আসিয়া থাক এবং আমাকে অবতার সাজাইতে চেষ্টা কর তাহা হইলে আমি দৃঢ় কণ্ঠে বলিব তোমরা ধর্ম্ম জগতের শত্রু, আমার প্রতি বিশ্বাস ঘাতক। আর আমার মধ্যে যদি সেই পর ব্রহ্মের পদচিহ্ন দেখিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিতে আসিয়া থাক তাহা হইলে আমিও তোমাদিগকে সস্নেহে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া তোমাদের পূজার সহযাত্রী হইব। এই দিব্য পথে চলিলেই তোমরা পাইবে মঙ্গলকে মঙ্গলতরকে সেই শুদ্ধ পরব্রহ্মকে।

আমি গুরুরূপে তোমাদের পূজা গ্রহণ করিতে আসি নাই, আসিয়াছি তোমাদের সঙ্গে আমিও সেই সচ্চিদানন্দ পরমগুরুর পূজায় যোগদান করিয়া তোমাদের অর্ঘ্য, তোমাদের হৃদয়ের ব্যথা ও কথা সেই পরম গুরুর পরম পিতার কানে পৌঁছাইয়া দিতে। ঋষিদের—পূর্ব্বাচার্য্যদের সঙ্কল্পে শুদ্ধ সংকল্পে এই পুণ্য তিথিতে সেই দিব্য গুরুশক্তি আমাদের একান্ত সন্নিহিত। তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধুময় স্পর্শ আজ আমাদের সর্ব্ব অঙ্গে লাগিতেছে। তাঁহার দিব্য আলো আজ শুধু অন্তরে নহে, অন্তর ও বাহির পরিপূর্ণ করিয়া এই গৃহকে এই আকাশ বাতাসকে শুদ্ধ করিয়া চিন্ময় দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে। দেহে মনে প্রাণে তাঁহার ছোঁয়া লাগিয়া আজ বিবশ করিয়া দিতেছে। 'ধূলি তৃণ জল গিরি বনতল' সব জুড়িয়া আজ সেই সুন্দর চিন্ময় নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছেন। এই যে তিনি অতি সন্নিহিত হইয়া তোমাদের বুকে আসিয়া বসিলেন, পূজক-রূপে তিনিই তাঁহার পূজা করিবেন বলিয়া—

মৎপ্রাণঃ শ্রীগুরোঃ প্রাণো মদ্দেহো গুরুমন্দিরম্

বলিয়া স্বীয় প্রাণে, দেহে চিন্ময়কে প্রেমময়কে দেখিয়া কেহ কেহ স্থির সমাহিত হইতেছ। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার দিব্য পরশের আনন্দে, ক্ষণে ক্ষণে বা তাঁহার বিরহে চমকিয়া উঠিতেছ। সেই সত্য সেই চিন্ময় আজ তোমাদের চোখের মণি বহিয়া রূপে রূপে প্রতিরূপে চিন্ময় হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছেন, তাই ত পরক্ষণেই ভাব গদগদকণ্ঠে তোমরাও বলিয়া উঠিতেছ—

"পূর্ণমন্তর্বহির্যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"

অন্তরে বাহিরে, রূপে অরূপে, প্রতিরূপে প্রতিভাবে, বিশ্বের প্রতি অণুতে অণুতে, দেহের প্রতি পরমাণুতে পরমাণুতে, মনের প্রতি ছন্দে ছন্দে হে সত্য, হে চিন্ময়, হে আনন্দময়, হে সচ্চিদানন্দ পরমপিতা, হে পরমবান্ধব তোমাকে আজ পুনঃ পুনঃ প্রণাম। আর প্রণাম দিব্যধামের বার্ত্তাবাহক দিব্য পথের পথ প্রদর্শক সত্যদর্শী ঋষি তোমাদের। হে স্বপ্রকাশ! আজ আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াও। আবিরাবির্ম্ময়েধি, অব ত্বং মাম্, অব বক্তারম্, অব দাতারম্, অবানূচানম্ অব শিষ্যম্। নমো নমস্তে নমো নমস্তে। ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এসেছে আমার মা

(১৩৫৯)

ওগো, তোমরা দেখেছ আমার মাকে, আমার দুর্গতিহরা দুর্গাকে, আমার উমাকে, গৌরীকে, শঙ্করীকে, যে আসে প্রতিবর্ষে আমার এই পূজাক্ষেত্রে, এই বিল্ববৃক্ষমূলে, এই নবপত্রিকায়, এই মৃন্ময় মূৰ্ত্তিতে চিন্ময়ী হইয়া আমার পূজা গ্রহণ করিতে, তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে, বাঞ্ছিত বর দিতে? তোমরা দেখেছ কি সেই সৌম্যা হইতেও অতিসৌম্যা, সুন্দরী হইতেও পরমাসুন্দরী সেই পরাকে, পরমেশ্বরীকে যে আমার হৃদয়কে স্বর্গে পরিণত করে, দিব্য আলোকে পূজাক্ষেত্রকে আলোকিত করে, তোমাদের সন্তাপ হরণ করে, ধনে ধান্যে পুত্রে বিত্তে পরিপূর্ণ ক'রে দেয় তোমাদের গৃহ! তোমরা দেখেছ কি মন্ত্রের তালে তালে, উপকরণের রূপে রূপে, পঞ্চপ্রদীপের শিখায় শিখায়, শঙ্খের পূত বারিতে যে নেমে আসে অরূপ হইতে রূপে, ভাব হইতে ভাষায়, নির্গুণ হইতে গুণে, সেই মঙ্গলাকে, শোভনাকে শুদ্ধাকে? সে আসে, সত্যিই আসে হেলিতে হেলিতে, দুলিতে দুলিতে, ক্ষণে আমার অঞ্চল ধরিয়া, ক্ষণে আমার হৃদয় ভরিয়া, ক্ষণে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপ্লুত করিয়া আলোকে সৌরভে, পুণ্যে পবিত্রতায় অভিস্নাত করিতে করিতে, অভিস্নাত হইতে হইতে আমার এই পূজাক্ষেত্রে, এই বেদীতে। যে ক্ষণে আমার অঞ্চল ধরিয়া উমারূপে, গৌরীরূপে পিতা বলিয়া সম্ভাষণ করে, যে ক্ষণে তাঁহার স্নেহময় বিরাট বক্ষে আমাকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া পুত্র বলিয়া চুম্বন করে, যে আমাকে নিয়া হাসে, কাঁদে, চলে, বলে সেই অম্বাকে সেই ঈশানীকে, সেই বৈষ্ণবীকে দেখেছ কি? সম্বৎসর তোমাদের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া যে নানা রঙ্গে ভঙ্গে জীবন নাট্যে নটী সাজিয়া অভিনয় করে সেই রুদ্রাণীকে, ভীমাকে, ভৈরবীকে দেখেছ কি? ক্ষণে সুখের স্পর্শে অহঙ্কারের উচ্চ শিখরে যে আরোহণ করায়, ক্ষণে দৈন্যের নিষ্পেষণে যে দীনাতিদীন সাজায়, ক্ষণে যে সুখের মরীচিকার পিছনে তীরবেগে ছুটাইয়া নিয়া চলে, ক্ষণে নিরাশার কশাঘাতে ধূলায় বিলুণ্ঠিত করে, তাঁহাকে—সেই তারাকে, সেই শিবানীকে, সেই সর্ব্বার্থ-সাধিকাকে দেখেছ কি? ওঃ! কি ভয়ঙ্করী নির্দ্দয়া পাষাণী সে! আঃ! কি সুন্দর সুকোমল স্নিগ্ধ স্নেহময়ী সেই দেবী! সে যে করুণাঘন বিগ্রহ, সে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া। যে সাম্‌নে আসিয়া মায়ারূপে ব্রহ্মচেতনাকে জীব চেতনায় পরিণত করে; দেহে ইন্দ্রিয়ে, মনে, ক্ষুধায়, পিপাসায়, ঘৃণায়, লজ্জায়, রাগে, দ্বেষে নিবদ্ধ করে; যে সুখের লালসা দিয়া পুত্র কলত্রে মায়া মরীচিকার ফাঁদ পাতে, যে সোহাগ করিয়া পরিণামী পরিচ্ছিন্ন সংসারে সুখের খেলাঘর সাজায়, তাঁহাকে—সেই রমাকে, সেই সর্ব্বাণীকে দেখেছ কি? যে মা হইয়াও রমণী সাজে, যে স্নেহশীলা হইয়াও মায়াবিনী হয়, যে মোক্ষদায়িনী হইয়াও অস্থি মাংসের পিঞ্জরে নিক্ষেপ করে, তাহাকে—সেই মায়াবিনীকে, সেই মায়ানাশিনীকে দেখেছ কি? যে ক্ষণে সুখের অঙ্কে তুলিয়া চপল চাহনিতে মনকে ভুলায়, যে দুঃখের বিপাকে ফেলিয়া খিল খিল করিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসে, যে দক্ষিণে বামে, ঊর্দ্ধে অধে মনোলুব্ধকর মনোক্ষুব্ধকর নানা সাজে সজ্জিত হইয়া অহর্নিশ লীলা নিরত, সেই লীলাময়ীকে, ভবানীকে দেখেছ কি? সে যে লুব্ধ করে, সে যে প্রলুব্ধ করে, সে যে বিষকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। সে যে ছিন্নমস্তা ও ধূমাবতীরূপে অন্তরে বাহিরে দৈন্যের তুষানল জ্বালে। উঃ! কি ভয়ঙ্করী তাহার সে রূপ! যে পুত্রহারা হইয়া পুত্রকে খুঁজে, যে পতিহারা হইয়া, বিশ্বপতিকে ভুলিয়া পতির সন্ধানে হাহাকার করে, যে ক্ষুধার জ্বালায় তাহার অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিকে ভুলিয়া দস্যু তস্করের মূর্ত্তি ধারণ করে, যে এতবড় বিশ্বে আসিয়াও বাস্তুহারা হইয়া কাকধ্বজ রথে ছিন্নমস্তার বাহন হইয়া দিগ্‌দিগন্তে ঘুরিয়া বেড়ায়, আবার যে রুদ্রাণী যে প্রলয়ঙ্করী, বগলা ও কমলা মূর্ত্তিতে তাঁহার স্নেহমাখা বক্ষে তুলিয়া লইয়া সুশীতল অঞ্চলে চোখের জল মুছাইয়া দেয়, তোমরা মায়ের আমার এই বিশ্বসাজের অনন্ত লীলা বিলাস দেখেছে কি? তোমরা মোহগ্রস্ত হইয়া তাঁহাকে দেখ আর নাই দেখ, বুঝ আর নাই বুঝ, সেই ঈশানী, সেই জননী ক্ষণকালের তরেও তোমাদিগকে তাঁহার বিশাল কোল হইতে দূরে নিক্ষেপ করে নাই। এ ভয়ঙ্করী, এ প্রলয়ঙ্করী সব পারে কিন্তু একটি কাজ করিতে পারে না। ঐ একটি স্থানে তার পরাজয় ঘটিয়াছে। ঐ একটি স্থানে সে জীবের কাছে, পুত্রের কাছে ধরা পড়িয়াছে। সে পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘাইতে পারে, করীকে পাঁকে বদ্ধ করিতে পারে, সৃষ্টি স্থিতি লয় সব করিতে পারে কিন্তু একটি কাজ করিতে পারে না। সেইখানে সে বড় অসহায়ার ন্যায় ধরা পড়িয়াছে, সেইখানে সে প্রেমের নিগড়ে বাঁধা পড়িয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই দুর্ব্বলতা, এই কোমলতা, এই ভক্তবৎসলতা তাঁহার মধ্যে আছে বলিয়াই তিনি মা। এই দুর্ব্বলতা আছে বলিয়াই তিনি বিশ্বেশ্বরী হইয়াও, রাজরাজেশ্বরী হইয়াও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবেরও মা। এই রাজরাজেশ্বরী সব করিতে পারে, কিন্তু একটি কাজ পারে না। সেই কাজটী হইল—তাঁহার বিশাল কোল হইতে, তাহার স্নেহঘন বক্ষ হইতে তোমাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিতে পারে না। সুখেই রাখুক্ আর দুঃখেই রাখুক্, ভিখারীরূপেই রাখুক্, আর রাজরাজেশ্বরীরূপেই রাখুক্ তাহার বিশাল বুক হইতে কাহাকেও ফেলিবার উপায় তাহার নাই। তাই ভক্ত প্রহ্লাদ ফটিকস্তম্ভে, অনলে, সলিলে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহারই বর ও অভয় লাভ করিয়াছিল।

সেই দেবীকে, সেই ঈশানীকে, সেই বৈষ্ণবীকে আজ আবার মূর্ত্ত করিয়া রূপময়ী করিয়া আমার পূজাক্ষেত্রে দেখিব বলিয়া আমরা সমবেত হইয়াছি। দেখিব—তাঁহাকে দেখিব, পাইব—তাঁহাকে পাইব, যেমন করিয়া মাতাপিতা তাহার কন্যাকে পায়, যেমন করিয়া প্রেমাস্পদ তাহার প্রেমিকাকে পায়, যেমন করিয়া পুত্র তাহার স্নেহশীলা জননীকে পায় তেমনি ভাবঘন বিগ্রহরূপে,—চিদঘন বিগ্রহরূপে আমার মানসপটে, শুধু মানসপটে নহে আমার এই পূজাক্ষেত্রে তোমাদের এই মানসচক্ষে আজ সেই দেবীকে পাইব। যেমন করিয়া সাধক রামপ্রসাদ পাইয়াছিলেন, যেমন করিয়া প্রেমিক রামকৃষ্ণ পাইয়াছিলেন, যেমন করিয়া ভাবোন্মত্ত সত্যদেব পাইয়াছিলেন, তেমনি করিয়া এই প্রতিমায়, এই পূজাক্ষেত্রে আমার দেবীকে, আমার উমাকে আমি পাইব। আমি পাইব, ভাগ্যবান তোমরাও, আমার হৃদয়ে হৃদয় মিলাইয়া, আমার চক্ষুতে চক্ষু মিলাইয়া, আমার এই দেবীকে—এই চিদঘন দেবীকে—এই স্নেহঘন দেবীকে পাইবে, দেখিবে। দেখিবে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় সে দনুজদলনী হইয়া কেমন সৌম্যমূর্ত্তিতে আসিয়া দাঁড়ায়। দেখিবে পীনোন্নতপয়োধর হইয়া কেমন করুণাঘনবিগ্রহরূপে দাঁড়ায়, দেখিবে তাঁহার সুচারু দশন, দেখিবে তাঁহার ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র—প্রজ্ঞার দীপশিখা, ত্রিনয়না, ত্রিভঙ্গময়ী, ত্রিকালাতীতা স্বরূপ হইতে এই পূজাক্ষেত্রে তোমাদের বুকে, চোখে, ঊর্দ্ধে, অধে, রূপে, ভাবে মন্ত্রে সঞ্জীবিত হইয়া কিরূপে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করে, তাহাও আজ দেখিবে। 'এহেহি ভগবত্যম্ব' বলিয়া সেই দেবীকেই ত আমার মন্ত্রের তালে তালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিবার সোপান রচনা করিতেছি। হৃদয় হ'তে, ভাব হ'তে, ভাবের অগাধ সমুদ্র হ'তে এই দেবী, এই ঈশানী, এই অম্বা তালে তালে নাচিয়া মূর্ত্তিমতী হইয়া আসিয়া দাঁড়াইবে আমার এই মন্ত্রের ঝঙ্কারে। ঐ যে তোদের হৃদয়ে আমার মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র ঝঙ্কার দিল, ঐ যে তোদের জীবন বীণার মরচেধরা তারে ছন্দ তুলিল, ঐ যে তোদের আঁখিতে অশ্রু বর্ষিত হইল ঐ যে তোরা পুলক কণ্টকিত হ'লি এ ত আমার মায়েরই দিব্য চরণস্পর্শে, স্নেহ কোমল করুণ দৃষ্টিতে। আর থেকো না বৎস এমন স্তব্ধ হ'য়ে, এমন শিথিল হ'য়ে, এমন দিগ্ভ্রান্ত হ'য়ে। দেখ, দেখ, দেখ আসিতেছে রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে হিল্লোল তুলিয়া, স্নায়ুতে স্নায়ুতে বীচিমালা রচিয়া। ঐ যে ঝঙ্কারে হুঙ্কারে নাচে, নাচে, নাচে আমার শ্যামা, আমার দুর্গা, আমার দুর্গতিহরা উমা। ঐ আমি 'এহ্যেহি' বলিলেই আমার মন্ত্রের তালে তালে করতালি দিয়া হাসে, হাসে, হাসে। আঃ! একটু আদরের প্রতীক্ষায় সম্বৎসর বসিয়াছিল পথের প্রান্তে, আমারই প্রতীক্ষায়, তোদেরই প্রতীক্ষায় আমার এই মা। 'এহ্যেহি' বলিয়া যেই চোখের আবরণ, মনের আবরণ, হৃদয়ের আবরণ খুলিয়া দিলে, 'এহ্যেহি' বলিয়া যেই পদধ্বনি শুনিতে শুনিতে উৎকর্ণ হইয়া ঐ বিল্ব বৃক্ষের দিকে তাকাইলে অমনি দেখিতে পাইলে আমার উমাকে, গৌরীকে আমার রমাকে। 'এহ্যেহি' বলিয়া যেই অধিবাসের বরণডালা তুলিয়া ধরিলে হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে আমার কন্যা আসিয়া দাঁড়াইল মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ী হইয়া তোদের বরণ গ্রহণ করিতে। 'এহ্যেহি' বলিয়া যেই মঙ্গলশঙ্খ বাজাইলে অমনি আমার কন্যা বলিয়া উঠিল—"আসি", "আসি" "যাই যাই"। "এহ্যেহি" বলিয়া শীলা, ধান্য যেই তাঁহার অঙ্গে স্পর্শ করাতে গেলে, সিন্দুর, কজ্জল দিতে গেলে, অমনি আমার উমা হাসিয়া হাসিয়া, নাচিয়া নাচিয়া বলে…। কি বলে? বৎস! পুত্র! তোমরা এখনও শুন নাই কি ঐ আমার কন্যার, ঐ আমার স্নেহের দুলালীর কণ্ঠস্বর, শুন নাই কি? আমি 'এহ্যেহি' বলিলেই, তুমি এহ্যেহি বলিলেই আমার কন্যা নাচিতে নাচিতে কি বলে তাহা শুন নাই কি? উৎকর্ণ হইয়া থাক, নির্ণিমেষ লোচনে তাকাইয়া থাক ঐ প্রতিমার দিকে, ঐ বিল্ব বৃক্ষে।

সেই রমাকে—সেই সৌম্যাকে—সেই প্রেমঘন আদরিণী কন্যাকে আমি আজ বসাইব—প্রতিষ্ঠা দিব। প্রাণে প্রাণ প্রতিষ্ঠা দিব, অঙ্গে অঙ্গ প্রতিষ্ঠা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিব, চোখে চোখ প্রতিষ্ঠা দিব, মুখে মুখ প্রতিষ্ঠা দিব। ভাবে, বাক্যে, রূপে ত্রিভঙ্গিমায় মহিষাসুরমর্দ্দিনীকে প্রতিষ্ঠা দিব। হৃদয়ে, বাক্যে, চোখে প্রতিষ্ঠা দিব। এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা দিব, এই মৃন্ময়ীতে প্রতিষ্ঠা দিব। 'এহেহি' বলিয়া বলিয়া হৃদয় হইতে মন্ত্রে, মন্ত্র হইতে রূপে আমার কন্যাকে প্রতিষ্ঠা দিব। ভাবাতীতাকে একেবারে স্থূলে, একেবারে এই খড়মাটীর পুতুলে প্রতিষ্ঠা দিব। আয়, তোরাও আয় আমার মাকে প্রতিষ্ঠা দিবি! আমার কন্যাকে দেখ্‌বি, আমার উমাকে বরণ কর্‌বি। দে বরণডালা তাঁহার অঙ্গে অঙ্গে ঠেকিয়ে দে, দে তাঁর শিরে, ললাটে ঠেকিয়ে দে। 'এহেহি' বলিতে বলিতে 'এহেহি' শুনিতে শুনিতে, 'এহেহি' গাহিতে গাহিতে দে ঠেকিয়ে দে। ঐ এলো মা, ঐ এলো দুর্গা, ঐ এলো শিবানী, 'স্থাং স্থিং স্থিরা ভব।' 'গৃহাণ পুজনং মম', 'যাবৎ ত্বাং পুজয়িষ্যামি তাবৎ ত্বং সুস্থিরা ভব' "স্থিরা ভব, স্থিরা ভব, সুস্থিরা ভব।" ওঁ দক্ষযজ্ঞবিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনী কোটী পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্রীং মাহেশ্বর্য্যৈ স্বাহা।

"ওঁ প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্য বাসিনামীড্যে পুত্রাণাং বরদা ভব॥

দিব্য-চেতনার কথা

(চিঠিপত্র)

কলিকাতা

কল্যাণীয়া মা বিষ্ণুপ্রিয়া, ৩০।১২।৩৭ ইং

আশীর্ব্বাদ লও। তোমার চিঠি পাইয়াছি। এখন শরীর আশাকরি অপেক্ষাকৃত ভাল আছে। ঔষধ নিয়মমত যথাসময়ে খাইও। শরীরের প্রতি অবহেলা করিও না। এই শরীরকে অবলম্বন করিয়াই, এই শরীরকে তাঁহার মন্দির করিয়াই তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে। শরীর রুগ্ন থাকিলে সাধনার বিঘ্ন হয়। প্রত্যহ সূর্য্য প্রণাম ও রবিবারে সূর্য্যার্ঘ দান করিও। "আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি" এই মন্ত্রটী পুনঃ পুনঃ পড়িও। বেশ বোধ নিয়া, ভাব নিয়া পড়িও। শরীর সুস্থ হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধনায় মধ্যে মধ্যে প্রতিক্রিয়া সকল সাধকেরই আসে। যতদিন না বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় ততদিনই প্রতিক্রিয়া আসে। অন্য সাধকের তুলনায় তোমার ত প্রতিক্রিয়া খুবই কম হয়। এত হতাশ হইও না! সরস্বতী পূজায় আসিবে না বলিয়া কেন ভাব? বরং আসিবার পথে যত বাধা সব দূর হউক, অনুকূল অবস্থারূপে মা আবির্ভূতা হউন এইরূপ প্রার্থনা করিও। বিরুদ্ধ ভাবনা করিও না। "ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ" সব ভাল দেখিব, সব সুন্দর দেখিব, সব অনুকূল দেখিব এইরূপ প্রার্থনা রাখিবে। মা সুন্দর, চক্ষু সুন্দর, দর্শন সুন্দর, অন্তরে বাহিরে ফুটিয়া উঠুন ঐ চির সুন্দর এইরূপ প্রার্থনা কর। 'সুন্দর তুমি ভরে আছ ধরা, ভরে থাক মম অন্তর।' এই গানটাকে মা তুমিই গাহিয়া থাক। তাহা হইলে হতাশ হও কেন? অন্তরের সকল কালি, জন্ম জন্মান্তরের সকল মলিনতা ধুইয়া মুছিয়া দিব্য কান্তি নিয়া মা আবির্ভূতা হইবেন তোমার অন্তরে।

মলিনতারূপে, দুঃখরূপে হতাশারূপে যাহা আসে তাহাকেও বল মা। তাঁহার চরণ জড়াইয়া ধরিয়া, তাঁহাকে বুকে আলিঙ্গন করিয়া বল মা। দেখিবে তাঁহার ছদ্মসাজ দূর হইয়া গিয়াছে। তুমি আমার তপস্বিনী কন্যা, তুমি হতাশ হইলে চলিবে কেন? ভাঙ্গ কারা, ভাঙ্গ দুর্ব্বলতা, ভাঙ্গ ঐ মোহের গ্রন্থি। বল মা, বল মা।

ওখানে ত যথেষ্ট সময় পাও। এবার খুব সাধনা কর। প্রতি রূপে, প্রতি গুণে প্রতি চিন্তায় মনে, প্রাণে, দেহে মাকে জীবন্ত করিয়া জাগাইয়া তোল। তুমি ত সেই কৌশল জান, তুমি ত বহুবার মায়ের চরণ-ধ্বনি শুনিয়াছ। বহুবার তাঁহার দিব্য আলো দেখিয়াছ। তবু আজ আবার হতাশ হও কেন? তুমি যে তোমার মায়ের ক্রোড়েই অবস্থান করিতেছ বিশ্বাস কর, চেয়ে দেখ। এ ত কল্পনা নয়, সত্যই বলছি, ওগো সত্যই বল্‌ছি মা তোমাকে বুকে নিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তুমি ঐ স্নেহময়ী মাকে দেখ, আদর কর, প্রণাম কর।

মধ্যে মধ্যে হোম করিও 'সাধন-সমর' ও গীতা পড়িও। আমি পচম্বা যাইব ভাবিয়াছি কয়েকদিন পর। তুমি সরস্বতী পূজার জন্য প্রস্তুত হও। সকলকে আশীর্ব্বাদ জানাইও। সুখে থাক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
তোমার বাবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(আর একটী চিঠি)

খানিপুর, ঢাকা।
১১।৪।৪২ ইং।

স্নেহের ধন মা বিষ্ণুপ্রিয়া,

আশীর্ব্বাদ লও। তোমার চিঠি পাইয়াছি। এবার শরীর সুস্থ বোধ করিতেছ জানিয়া সুখী হইলাম। যিনি সুস্থ করিয়া দিয়াছেন এইবার তাঁহার ধ্যানে ও চিন্তায় বেশী সময় দাও। তাঁহাকে চোখে চোখে, প্রাণে প্রাণে রাখ। সে যে তোমার নয়নের মণি, প্রাণের প্রাণ।

এবার বিরাট প্রাণে অবস্থানের জন্য সাধনা কর। একবার তোমার ছোট প্রাণক্ষেত্র হইতে সেই মহাপ্রাণে যাইবে, আবার প্রাণে ফিরিয়া আসিবে। অনাহতকে কেন্দ্র করিয়া এই সাধনা করিও। তোমার প্রাণ ও ঐ মহাপ্রাণের মধ্যে যে আসিয়া ব্যবধান রচনা করিবে—বাধা দিবে তাহাকে ধরিয়া ঐ মহাপ্রাণে অর্ঘ্য দিও। বাধাকে, বিক্ষেপকে দূর করিতে চেষ্টা না করিয়া ঐ মহাপ্রাণে আহুতি দিও। তুমি দূর করিয়া দিলে আবার তাহারা ফিরিয়া আসিবে, তুমি পাশ কাটিয়া চলিতে চেষ্টা করিলে তাহারা অন্যপথে আসিয়া আক্রমণ করিবে। মনের বহু ছিদ্র, বহু পথ। তাই বিক্ষেপকে তাড়াইবার চেষ্টা না করিয়া ঐ মহাপ্রাণে পাদ্য অর্ঘ্যরূপে ঢালিয়া দিবে। বিক্ষেপের দিকে লক্ষ্য করিও না। তুমি স্থির লক্ষ্য রাখিবে ঐ চৈতন্যসত্তায়, প্রাণসত্তায়। তুমি দেখিবে ঐ চিন্ময়ী স্নেহময়ী জননীকে। তাঁহার দিকে লক্ষ্য স্থির রাখিলে মনের কোন শত্রুই কিছু করিতে পারিবে না। তুমি তাঁহার বুকে রহিয়াছ ইহা অনুভব করিলে শত্রুগণ তোমাকে প্রণাম করিয়া দূর হইতে লজ্জায় পলায়ন করিবে। কতবার, কতদিন তাঁহার স্নেহময়, প্রেমময় স্পর্শ তুমি পাইয়াছ। একটু স্থির হইয়া চক্ষু মেলিলেই ত তাঁহাকে দেখিতে পাও। আমার মা যে আর তোমার কল্পনার বস্তু নহেন। তুমি যে আমার মায়ের স্পর্শ বহুবারই পাইয়াছ।

মা আসে, কাছে আসে। কোলে তুলিয়া লয়, আবার দূরে সরিয়া যায়। মায়ের এই কৌতুক দেখিয়া ভয় পাইও না। শীঘ্রই এমন দিন আসিবে মা তোমাকে ক্ষণকালের জন্য তাঁহার কোলহারা করিবেন না। মায়ের কৌতুক দেখিয়া, মায়ের খেলা দেখিয়া, মায়ের উগ্র মূর্ত্তি দেখিয়া সন্তানের আবার ভয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি? তুমি যে মায়ের অন্তর চিনিয়াছ। তাই মায়ের কৌতুক দেখিয়া, রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া তুমি ভীত না হইয়া ঐ কৌতুকময়ীকে, ঐ রুদ্রাণীকে প্রণাম কর, পূজা কর। দেখিবে মা নিজেই তাঁহার ছদ্মসাজ খুলিয়া তাঁহার সুশীতল বুকখানায়, উন্মুক্ত বুকখানায় সহস্র বাহু বাড়াইয়া তোমাকে তুলিয়া লইবেন। ভয় নাই মা, ভয় নাই। ঐ ভয়ঙ্করী, অভয়া মূর্ত্তিতে দাঁড়াইবেন। তুমি প্রণাম কর, প্রণাম কর। পূজা কর, পূজা কর। বল—

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তি সমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে॥"

অক্ষয় তৃতীয়ায় ও বুদ্ধ পূর্ণিমায় হোম করিও। বুদ্ধদেবের ধ্যান গম্ভীর মূর্ত্তিকে চিন্তা করিলেও মন শান্ত হয়। তোমাদের জ্যাঠামহাশয় ১০।১২ দিন হইল উত্তরপাড়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শরীর এখানে বেশ সুস্থ হইয়াছিল। এখানে এখন সরোজিনী মা ও ছেলেরা ৬।৭ জন আছে। রান্নার ঠাকুর অক্ষয় তৃতীয়ার পর বিদায় চাহিতেছে।

বড়মা, স্নেহ মা, জ্যোতি মা প্রভা ও অন্যান্য মেয়েরা নিজ নিজ বাড়ীতে সকলেই ভাল আছে। জ্যোতি মা দেশে যাইয়া তাহার ছেলের পৈতা দিয়াছে। অন্নপূর্ণা পূজায় ও দোলে এখানে কয়েকজন দীক্ষা নিয়াছে। ২।৩টী ছেলেমেয়ে বেশ ভাল মনে হইল। নৃসিংহকে আশীর্ব্বাদ জানাইও। তাহার সাধনার আকাঙ্ক্ষা খুবই আছে। তোমাদের জীবন জয়যুক্ত হো'ক। ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া তোমরা আদর্শ সংসারী হও। সুখে থাক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
তোমার বাবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দিরে কোন্ দেবতা ?

(১৩৫৯)

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।"

দেওঘর আশ্রমে যে নূতন মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাতে কোন্ দেবতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে এই প্রশ্ন আমাদের আশ্রমসন্তানগণের মধ্যেও অনেকে করিয়া থাকে, আগন্তুকগণ ত করেনই। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার সময় এ বিষয় একটু আলোচনা হইয়াছিল। বলিয়াছিলাম—এই মন্দিরে বৈদিক আদর্শের এক অসাম্প্রদায়িক মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। পৃথক পৃথক ভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। তাই সকলের অবগতির জন্য আমি আমার অন্তর্নিহিত ভাবটি প্রকাশ করিতে এই প্রবন্ধ লিখিতেছি।

উপনিষদ বলিয়াছেন—আত্মাকে রথী এবং শরীরকে রথ বলিয়া জানিবে। জীবের দেহই লইল রথ বা মন্দির, আর এই রথে বা শরীরে যিনি আত্মারূপে থাকিয়া নানা ভাবের অভিনয় করিতেছেন তিনিই হইলেন রথের দেবতা। আমার এই দেহরূপ রথেও যিনি থাকিয়া তোমাদিগকে স্নেহ করেন, কল্যাণের পথ দেখাইয়া দেন, তোমাদের রোগে, শোকে, দুঃখে, দৈন্যে করুণার অঞ্চল দিয়া অশ্রু মুছাইয়া যেন, তিনিই হইলেন এই রথের রথী—দেহরূপ মন্দিরের দেবতা। তোমাদের প্রত্যেকের দেহেই এই দেবতা রহিয়াছেন। কিন্তু তোমরা তাঁহাকে দেখিতে পাও না। তোমাদের অনেকেরই প্রবৃত্তি বহির্মুখী বুদ্ধি কামনা বাসনার জালে আচ্ছন্ন। সেই জালকে ভেদ করিয়া অন্তরের দেবতাকে দেখিবার দিব্যচক্ষু তোমাদের অনেকের নাই। তাই নিকট হইতেও অতি নিকটে স্থিত এই আত্মাকে—এই দেবতাকে তোমরা দেখিতে পাও না। অর্থ, মান, যশ প্রভৃতির জন্য লালায়িত হইয়া সংসার আবর্ত্তে লক্ষ্যহারা হইয়া বিচরণ করিতেছ। তোমাদের চক্ষু বাহিরের বিশ্বকে দেখে, শরীরকে দেখে, ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বস্তুসকলকে দেখে কিন্তু আত্মাকে দেখে না। যে আত্মার সাহায্যে চক্ষু দেখিতে পায়, শরীরকে জীবন্ত বোধ হয়, ইন্দ্রিয়বর্গ ক্রিয়াশীল থাকে সেই আত্মাকে তোমরা দেখিতে পাও না। মন ও ইন্দ্রিয় বাহিরের বিষয় আহরণেই ব্যস্ত, আত্মাকে দেখিবার কথা, পাইবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা ভাবিতেই পারে না। যে বুদ্ধির দ্বারা, ধী এর দ্বারা তাঁহাকে অনুভব করিবে সেই বুদ্ধি কামনার জালে আচ্ছাদিত। বুদ্ধিতেই এই আত্মার বিম্ব প্রতিফলিত হয়। বুদ্ধির এক পৃষ্ঠে ইন্দ্রিয়বর্গ ও বিষয়সমূহ অন্য পৃষ্ঠে আত্মা। ঋষিগণ বুদ্ধিকে বলিয়াছেন সারথি। সারথির পিছনেই রথী বসিয়া আছেন। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি" এই বুদ্ধি, এই সারথি কামনার জালে আচ্ছাদিত হইলেই ইন্দ্রিয়বর্গ দুষ্ট অশ্বের ন্যায় পরিচালিত হয়। তখন দুষ্ট অশ্ব, বিবেকবিহীন অশ্ব প্রকৃত পথ ছাড়িয়া বিপথে চলিতে থাকে। তাহাতে রথী ও রথ উভয়েই বিপদগ্রস্ত হয়। পরিণামে সর্ব্বনাশও ঘটে। তাই ঋষিগণ সমস্ত বস্তুর আকাজ্ক্ষা ছাড়িয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ" হে বিশ্বপ্রসবিতা! আমাদিগকে ধী দাও, বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি দাও, ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা দাও। উপকরণবন্ত হওয়ার আকাজ্ক্ষা তাঁহাদের ছিল না। উপকরণই আকাজ্ক্ষিত হইত সেই ঋষিদের সেবার জন্য। তোমাদের মধ্যেও যাহারা ধীমান্ হইয়াছ বা হইতেছ তাহারা সম্যক উপলব্ধি করিতেছ—বুদ্ধি হইল দর্পণস্বরূপ। আত্মা বিম্ব, বিষয়বর্গ প্রতিবিম্ব মাত্র। বিম্বকে না দেখিয়া জগতের অধিকাংশ জীব প্রতিবিম্বের দিকে ধাবিত হইতেছে। পায়, হারায়। বহু উপকরণ আহরণ করে, আবার হারাইয়া আর্ত্তনাদ করে। উপকরণকে আপন বলিয়া জানে, যিনি যথার্থ আপন তাঁহাকে দেখিতে পায় না।

যুগে যুগে ঋষিগণ, আচার্য্যগণ, অবতার ও মহাপুরুষগণ এই আত্মাকে, এই রথীকে, এই দেহমন্দিরের দেবতাকে দেখিবার কথাই, পাইবার কথাই বলিয়া গিয়াছেন। এই রথীকে পাইলেই মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারে—

"পেয়েছি আমার শেষ
আমার জীবনে লভিয়া জীবন,
জাগরে সকল দেশ।"

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ" এই আত্মাকে পাইয়াই, এই রথীকে দেখিয়াই যুগে যুগে তপস্বিগণ বলিয়া গিয়াছেন—"তৃপ্তোঽস্মি", তৃপ্ত হইলাম। যাহা পাইতে আসিয়াছিলাম, যাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম, এ জীবনে—এ দুর্লভ জীবনে তাঁহাকে পাইয়াছি, তাঁহাকে দেখিয়াছি, ধন্য হইয়াছি, তৃপ্ত হইয়াছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"কি ধন পাইয়া ধনী, মণিরে মান না মণি?" এই প্রশ্নের মীমাংসা যুগে যুগে কেবলমাত্র আত্মাকে পাইয়াই হইয়াছে। এই আত্মধনকে এই রথীকে লাভ করিলে দেখা যায় বিশ্বের সমস্ত ঐশ্বর্য্যে এই আত্মাই ঐশ্বর্য্যবান। বিশ্বের উপাদান, বিশ্বের নিমিত্ত, বিশ্বের করণ কারণ, অধিকরণ, সম্প্রদান এই আত্মা।

এই আত্মা—এই রথী যাহার জীবনে যতটুকু প্রকট হইয়াছেন তিনিই তত বেশী সুখী। তোমরা ধনে, জনে, পার্থিব বিদ্যায়, পার্থিব উপকরণে অনেকে বলবান হইয়াও আমার কাছে ছুটিয়া আস ঐ আত্মধনকে পাইবার জন্য। তোমাদের বহু ধন আছে, আমার আছে একটি ধন। তোমাদের বহু বান্ধব আছে, আমার আছে একটি বান্ধব। এই একেরই সন্ধানে জীবনের প্রভাতে সংসারমরুতে নিরাশ্রয়ের ন্যায় পথে বাহির হইয়াছিলাম। এই একেরই সন্ধানে গভীর নিশীথে অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে বহুবার তাকাইয়াছি। এই একেরই সন্ধানে অরণ্যে, প্রান্তরে পর্ব্বতে ঘুরিয়াছি। এই একেরই সন্ধানে যেদিন বাহির হই সেদিন বহুলোক কত তিরস্কার করিয়াছে। পরম আত্মীয়গণও বিদ্রূপের হাসি হাসিয়াছে। তোমরা —আজ যাহারা আমাকে বেষ্টন করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছ তাহারাও কোথায় ছিলে জানি না। জানার প্রয়োজন বোধ হয় নাই। সারথি তীরবেগে রথ চালাইয়া চলিল। দিক নির্ণয়ের একটি মাত্র যন্ত্র ছিল। তাই দিগ্ভ্রান্ত হই নাই। একটি যন্ত্র হইতে—হৃদয়-যন্ত্র হইতে ধ্বনিত হইতেছিল—"আগে চল্, আগে চল্।" ধ্বনিত হইতেছিল—"ন কর্ম্মণা, ন প্রজয়া ন ধনেন", "আগে চল্, আগে চল্।" দুর্গম পথে যৌবন, যশ, মান কত প্রলোভনের রঙীন দোকান সাজাইয়াছে, মনকে, ইন্দ্রিয়কে ভুলাইতে। কিন্তু কি দুর্নিবার তাঁহার আকর্ষণ—সেই রথীর আকর্ষণ। কোন কথা ভাবিতে, কোন দৃশ্য দেখিতে, ক্ষণকালের জন্যও আনমনা হইতে দেয় নাই। চলিল—তীর বেগে চলিল।

অন্তরে ছিল একটি কথা, একটি মন্ত্র—

"ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব।" হে রথী, হে দুর্জ্জেয় রথী—তোমাকে শুধু তোমাকেই জীবনের সর্ব্বস্ব জানিয়া তোমারই সন্ধানে চলিয়াছি। বিষয়লুব্ধ মানুষ যেমন প্রবঞ্চিত হয় তুমি আমাকে সে ভাবে প্রবঞ্চিত করিবে না এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বাস নিয়াই চলিয়াছি। ঋষিবাক্যে, গুরুবাক্যে তোমার পরিচয় পাইয়া অন্তর তোমারই লক্ষ্যে ছুটিয়াছে।

হে নাথ! বঞ্চিত হই নাই—প্রবঞ্চিত হই নাই। হে নাথ! তুমি বন্ধু-রূপে আসিয়াই গোপালবেশে মধুর মুরলীধ্বনি করিতে করিতে দুর্দ্দিনে পাশে দাঁড়াইয়াছ। হে নাথ, তুমি জননীরূপে অভয়া বরদা মূর্ত্তিতে দুর্গমপথে দুর্গতিহরা দুর্গারূপে বুকে তুলিয়া লইয়াছ, সমস্ত অঙ্গে, সুশীতল হাত বুলাইয়া দিয়াছ। হে নাথ, তুমি সখারূপে আসিয়া তপস্যাস্থলে লুকোচুরি খেলিতে খেলিতে চিদ্‌ঘনরূপে কতবার হাসিতে হাসিতে হৃদয়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছ। হে নাথ, তুমি কন্যারূপে উমার বেশে অন্তরের বাৎসল্য ভাবকে উজ্জীবিত করিয়াছ। হে নাথ, তুমি রূপে রূপে প্রতিরূপে নামরূপের অবগুণ্ঠন খুলিয়া একই অন্তঃসূত্রে এই বিশ্ব চিন্ময় মণিরূপে গ্রথিত রহিয়াছ, এই বিশ্বরূপ দেখাইয়াছ। হে নাথ, তুমি রূপ হইতে অরূপে, ভাব হইতে ভাবাতীতে আমার দেহ, মন, প্রাণ সকলকে নিমজ্জিত করিয়া—তোমার মধুর রসে নিমজ্জিত করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ রস আস্বাদন করিতেছ ও করাইতেছ। নিজেকে ঢালিয়া দিয়াছ অমৃতের ঝরণারূপে, ঢালিয়া দিয়াছ আমার মনে প্রাণে পরিদৃশ্যমান দৃশ্যে; অভিসিঞ্চিত করিয়াছ—নিমজ্জিত করিয়াছ। এই দেহকে নিয়া, এই মনকে নিয়া, এই বুদ্ধিকে নিয়া তুমি তোমারই খেলার সাধ মিটাইয়াছ। অন্তরে পরিপূর্ণ তৃপ্তির রস ঢালিয়া কণ্ঠে বসিয়া বার বার বলিয়াছ—"তৃপ্তোঽস্মি।" তোমার মধুময় পরশে, তোমার প্রেমময় আলিঙ্গনে, তোমার স্নেহময় চুম্বনে দেহ, মন, প্রাণ বার বার বলিয়াছে "তৃপ্তোঽস্মি।" তোমার দিব্য চরণে লুটাইয়া, তোমার চৈতন্যঘন সুশীতল বক্ষে ঝাঁপাইয়া, তোমার আনন্দময় স্বরূপে হারাইয়া, তুমিই আবার অভেদেতে ভেদ রচনা করিয়া কণ্ঠে বসিয়া বলিতেছ—"তৃপ্তোঽস্মি।"

এই দেহের খেলা সাঙ্গ হওয়ার সময় আগতপ্রায়। দেহীর দেহ চিরদিনই নষ্ট হয়। তাই তুমি এই দেহেরই প্রতীকরূপে মন্দির নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিলে। ভারতে এত মন্দির থাকিতেও বৈদিক আদর্শের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিলে। তুমি শুধু পৌরাণিক যুগের শিব, দুর্গা, কালী, বিষ্ণুরূপে আবির্ভূত হইয়াই ভক্তকে দর্শন দাও নাই। তুমি বৈদিকযুগেও দেবতাদের গর্ব্ব দূর করিতে যক্ষরূপে তথা হৈমবতীরূপে, উমারূপে, ব্রহ্মময়ীরূপে, আবির্ভূত হইয়া বলিয়াছ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি পরাশক্তি, তুমি পরাবিদ্যা। তুমি ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রুদ্রাণী, তুমি দুর্গতিহরা দুর্গা। তুমি সুদর্শনধারী, তুমি বৃন্দাবনবিহারী তুমি ত্রিপুরারি, বৈদিক যুগ হইতে, সৃষ্টির আদি হইতে তুমি নানা রঙ্গে ভঙ্গে রূপায়িত হইয়া—নানা রঙ্গে ভঙ্গে মূর্ত্ত হইয়া নানা লীলা করিয়াছ ও করিতেছ। এই দেহকে আশ্রয় করিয়া তুমি যেমন ব্রহ্মময়ীরূপে প্রীতি ও করুণায় অভিসিঞ্চিত করিতেছ সেইরূপ এই মন্দিরে বসিয়া তুমি করুণাময়ী মূর্ত্তিতে যুগ যুগ ধরিয়া সকলের মঙ্গল বিধান করিবে। দেহ নষ্ট হইবে কিন্তু এই মন্দির দেহ অপেক্ষা—হাড়মাংসের দেহ অপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে। দেহেরই প্রতীক এই মন্দির। আর দেহী তুমি, প্রেমময় তুমি, করুণাময় তুমি এই মন্দিরের দেবতা হইয়া চিন্ময়ী মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত হইবে এই মন্দিরে। বিভিন্ন পথের বিভিন্ন ভক্ত তোমাকে তাহাদের অভীপ্সিত মূর্ত্তিতে দর্শন করিয়া বরলাভ করিয়া ধন্য হইবে। তুমি শাক্তের শক্তিরূপে, শৈবের শিবরূপে, বৈষ্ণবের বিষ্ণুরূপে, বৌদ্ধের বুদ্ধরূপে দর্শন দিয়া অভীপ্সিত বর প্রদান করিবে। কেহ তোমাকে দেখিবে নটরাজরূপে, কেহ দেখিবে বৃন্দাবন-বিহারী, কেহ দেখিবে ভাবন্মোত্ত চৈতন্যরূপে। আমাকে বক্ষে ধরিয়া বহুদিন অভিনয় করিলে তাই তুমি আমার জননীরূপে—ব্রহ্মময়ী জননীরূপে অধিষ্ঠিত থাকিবে। তুমি আমার হৃদয় হইতে, অন্তর হইতে, মন হইতে, প্রাণ হইতে আবির্ভূতা হইলে তাই তুমি আমার মানস কন্যারূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বহু ভক্তের হৃদয়ে বাৎসল্য ভাবের উদ্দীপনা জাগাইবে। সমস্ত ভাবের সমস্ত রূপের উৎস হইবে তুমি। তুমি রামকৃষ্ণ, চৈতন্য, শঙ্কর, নানক, যীশু, তুমি বিজয়কৃষ্ণ, সত্যদেব, লোকনাথ, জগদ্বন্ধু।

এই দেহের খেলা সাঙ্গ হইলে মন্দিরে তুমি পরিপূর্ণরূপে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইবে। তাই এই মন্দির হইল দেহেরই প্রতীক, তুমি হইলে আমার প্রাণেরই প্রতীক। মন্দিরের নাম হইবে **'মোক্ষধাম'**। তোমার নাম হইবে মোক্ষদায়িনী **'হৈমবতী'**।

তোমার এই শুদ্ধ সংকল্পকে রূপদান করিতে তোমার যে সকল সন্তান অর্থ ও সামর্থ্য দান করিতে অগ্রসর হইতেছে তুমি তাহাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত হইয়া করুণাময়ীরূপে দেখা দিও জননি। তুমি আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী সকল ভক্তেরই জননীরূপে অধিষ্ঠিত হও জননি। কাহাকেও বিমুখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিও না, কাহাকেও বঞ্চিত করিও না। ধন্য হো'ক ধন্য হো'ক কৃতকৃত্য হো'ক তোমাকে দর্শন করিয়া, তোমাকে পাইয়া, তোমাকে প্রণাম করিয়া।

"প্রণতাণাং প্রসীদ ত্বং দেবি! বিশ্বার্ত্তিহারিণি!
ত্রৈলোক্য বাসিণাং ঈড্যে লোকানাং বরদা ভব।"

দুর্দ্দিন

(১৩৬০)

প্রিয় সন্তান ও সুহৃদগণ,

আজ বড়ই দুঃখের দিনে তোমরা এখানে সমবেত হইয়াছ। জগতে (বিশেষতঃ বর্ত্তমান জগতে) জন্মধারণ অত্যন্ত দুঃখের জন্যই হইয়া থাকে। আত্মীয় পরিজন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কোন অপরাধের জন্য দ্বীপান্তরে বাস যেমন কেহ সুখের মনে করে না সেইরূপ জাগ্রত বিবেকশীল ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি নিজের আনন্দস্বরূপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই জগতে বাস করা সুখের ভাবিতে পারে না। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত কোন ব্যক্তিকে তাহার আত্মীয়গণ সুন্দর গৃহে উত্তম পালঙ্কের উপর শয়ন করাইয়া রাখিলেও যেমন সে নিজেকে স্বাস্থ্যবান ও সুখী ভাবিতে পারে না সেইরূপ দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনরূপ ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত আত্মজ্ঞানলিপ্সু পুরুষ নিজেকে পৃথিবীর কোন সুখভোগের মধ্যেই স্বস্থ ও সুখী ভাবিতে পারে না। আত্মজ্ঞানলিপ্সু সাধকের নিকট দেহ ও ইন্দ্রিয়বর্গ ক্ষত রোগের ন্যায়ই প্রতিভাত হয়। স্বাভাবিক শান্তি হইতে ব্রহ্মস্বরূপ হইতে ইন্দ্রিয় ও দেহই সাধককে নিম্নে আকর্ষণ করে।

'স এব মায়া পরিমোহিত আত্মা।
শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্॥'

আত্মাকে শরীরের মধ্যে যে বদ্ধ করিল তাহার নাম হইল 'মায়া'। এই মায়া কবে, কেন, কোন দোষে আত্মাকে আকর্ষণ করিয়া শরীর ও ইন্দ্রিয়ের জালে বদ্ধ করিয়াছিল তাহা বলা সুকঠিন। কিন্তু ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই শরীর ও ইন্দ্রিয় জালে বদ্ধ হইয়া নানা ভোগ তৃষ্ণায় আত্মা সুখের লালসায় অনন্ত দুঃখকে বরণ করিতেছে। এই মায়া কি, কোথা হইতে তাহার উৎপত্তি, তাহার কি কাজ, দর্শিগণ উপনিষদে, দর্শনে ও বিভিন্ন ভাষ্যে তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা এখানে আর মায়ার বিচার করিতে যাইব না। মায়া আত্মাকে পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া কি অশেষ কষ্ট দিতেছে তাহা দেখিয়া, সেই কষ্ট হইতে অব্যাহতির কি উপায় আছে তাহাই আজ গ্রহণ করিব। জন্মধারণ হইতে সমস্ত জীবনকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখ যথার্থ সুখ এক-দিনের জন্যও কেহ কোথাও পাইয়াছ কিনা। আমি বলিব না সুখ পাই নাই। সুখের ছদ্মবেশে দুঃখকেই পাইয়াছি। বাল্য, কৈশোর, যৌবন কোন কালেই কোন অবস্থাতেই সুখ বলিয়া কিছু পাই নাই। ক্ষয় ও অতিশয় যুক্ত যত বস্তু কাছে প্রলুব্ধ করিতে আসিয়াছে তাহাদের পরিণাম ভাবিয়া অন্তর হইতে এক-জন প্রতিদিনই বলিয়াছে—যাহা পাইতে আসিয়াছ ইহা তাহা নহে। আরও ঊর্দ্ধে, আরও ঊর্দ্ধে। প্রতিদিন কাণে কাণে একজন প্রতি মুহূর্ত্তে বলিয়াছে—

"অনিত্যমসুখং লোকম্ ইমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্" অনিত্য ও দুঃখ পূর্ণ এই পৃথিবী, তুমি ইহাতে মজিও না, তুমি আমার দিকে দৃষ্টি রাখ। তিক্ত হইয়া, ক্ষিপ্ত হইয়া মন প্রশ্ন করিয়াছে—যদি ইহা অনিত্য ও দুঃখপূর্ণই হয় তবে এখানে নিয়া আসিলে কেন? কেহ নিয়া আসিল, না স্বেচ্ছায় আসা হইল। মায়ায় আচ্ছাদিত করিয়া নিয়া আসিল, না মায়াকে আশ্রয় করিয়া অবতরণ করিল? এ প্রশ্নের উত্তর যাহার যেমন খুসী দিয়াছেন। সত্য কথা হইল আমরা দেহ ও ইন্দ্রিয়ে বদ্ধ হইয়া এই বিশ্বে আসিয়াছি। যেখানে আসিয়াছি তাহা অনিত্য ও দুঃখপূর্ণ, ক্ষয় ও অতিশয় যুক্ত। পথের ভিখারী হইতে রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত কেহই বলিতে পারে নাই—আমি এখানে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি পাইয়াছি। অশেষ দুঃখের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে সুখের ছোঁয়া কেহ কেহ পাইলেও তাহা বিদ্যুৎনিমেষবৎ ক্ষণস্থায়ী। দুঃখকে অশান্তিকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তোমাদের প্রত্যেকের জীবনেই একটি কুখ্যাত দিন রহিয়াছে, যে দিন পিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া এই অনিত্য ও দুঃখপূর্ণ জগতে আসিয়াছ। কেহ তাহা অনুভব কর, কেহ অনুভব করিতে পার না। অনুভব করিতে পার আর নাই পার, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের পিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া আসিয়াছ ইহা নিগূঢ় সত্য। আসিয়া দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় এক বিজন বনে পথ খুঁজিতেছ এবং সর্প বৃশ্চিকের দংশনে দংশিত হইতেছ ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। একটু স্থিরচিত্তে নিজের অবস্থা ভাবিতেও পারিতেছ না। উঃ! কি দুর্দ্দিন তোমাদের!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোন পথিক, শোন মোহগ্রস্ত পথিক, শোন লাঞ্ছিত পথিক, শোন পথহারা পথিক, এই দুঃখ হইতে, এই লাঞ্ছনা হইতে কি উপায়ে পরিত্রাণ পাইবে সেই কথাই বলিব। 'ভজস্ব মাম্'—আমার ভজনা কর। 'অনিত্যম অসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্'। যাহা পাইয়াছ সেই অনিত্য ও দুঃখপূর্ণ বস্তুকে নিয়াই খুসী থাকিও না। 'ভজস্ব মাম্', আমার ভজনা কর, আমার দিকে চক্ষু ফিরাও, হৃদয়ের দ্বারকে উন্মুক্ত করিয়া ধর। তাহাতে কি পাইবে? —'পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে' 'মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে'। আমাকে বরণ করিলে, আমাকে আত্মনিবেদন করিলে, আমার প্রেমময় বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলে অমৃতময় আমাকে পাইবে। আর অনিত্য ও দুঃখপূর্ণ এই জগতে পুনর্জন্ম হইবে না। জরা, মৃত্যু, ব্যাধির জালায় বিদগ্ধ হইবে না।

'যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে'

ঘোরতর ভীষণ দুঃখও সেইখানে—আমার প্রেমময় বুকে তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। 'তদ্ধাম পরমং মম', 'যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে'—যেখানে গেলে আর ফিরিয়া আসে না, যেখানে অবস্থান করিলে কোন দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না তাহাই আমার নিত্যধাম, তাহাই আমার অমৃতময়ধাম, তাহাই আমার সুশীতল কোল।

জন্ম হইলেই মৃত্যু হয়, মৃত্যু হইলেই আবার জগতে আসিতে হয়। জগতে আসিলেই জরা ব্যাধি ও ইচ্ছা দ্বেষের তাড়না ভোগ করিতে হয়। তাই পরম শান্তি এখানে নাই। মৃত্যুরও পরপারে, জন্মেরও উর্দ্ধে ইন্দ্রিয়বর্গ যেখানে যাইতে পারে না, বুদ্ধি যেখানে নিশ্চেষ্ট হয় তাহাই পরম গতি।

'যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ—
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥'

মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়বর্গ যেখানে ব্যাপারশূন্য হয়, বুদ্ধি যেখানে নিশ্চেষ্ট থাকে তাহাই পরম গতি—তাহাই শান্তিময় ধাম। ইন্দ্রিয়ের উর্দ্ধে, মনের উর্দ্ধে, বুদ্ধিরও অগম্য স্থানে সেই পরম ধাম, সেই শান্তিময় ধাম।

ঐ শান্তিময় ধাম হইতে ঐ পরম ধাম হইতে ইন্দ্রিয়ের পিঞ্জরে বদ্ধ হওয়া আমি কোন দিনই এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুখের ভাবিতে পারি নাই। দেশের উদ্ধারের কথা, জাতির উদ্ধারের কথা যতবার ভাবিতে গিয়াছি ততবারই কানে কানে কে যেন বলিয়াছে 'বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পররাজ, স্বরাজ, স্বাধীনতা, পরাধীনতা, সংগঠন, সংরক্ষণ প্রভৃতি কত প্রশ্নই জীবনের সম্মুখে আসিয়াছে, তোমাদেরও আসে কিন্তু কোন প্রশ্নই মায়ার ন্যায় মোহজালে সমাচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। ঐ কাণে কাণে একটি মন্ত্র ধ্বনিত হইয়াছে—

'বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরামাং গতিম্'

ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ মন, মনেরও উর্দ্ধে হইল বুদ্ধি। সেই বুদ্ধি যেখানে নিশ্চেষ্ট হয়, যাহাকে দেখিলে শান্ত সমাহিত হয় তাহাই আমার পরম ধাম—তাহাই আমার পরম গতি। কোন দুঃখ, জরা, মৃত্যু, ব্যাধি তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। তাহাই মানব জীবনের যথার্থ স্বরাজ।

একদিন কলেজে প্রবেশ করিয়া দেখি (1922) বোর্ডে লেখা আছে—"Swaraj is our birthright." স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার। মনে প্রশ্ন জাগিল এ স্বরাজের মানে কি শুধু শ্বেতবর্ণ ইংরেজদিগকে তাড়াইয়া স্ববর্ণ কুটনীতিজ্ঞদের দ্বারা শাসিত হওয়া। পৃথিবীতে যাহারা স্বাধীন জাতি তাহারা কি সকলেই সুখী? প্রাচীন ভারতে রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে দেখা যায় তখন প্রজাবর্গ ও রাজাধিরাজগণ সুখী ছিলেন না। হিংসা, দ্বেষ, কুটিলতা, পরশ্রীকাতরতা, দাম্ভিকতা তখনও মানুষের মনে নরক সৃষ্টি করিয়াছে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ, প্রজায় প্রজায় বিদ্বেষ, আত্মীয়ে আত্মীয়ে ঈর্ষা তখনও কম ছিল না। তাই শ্বেতকায় ইংরেজকে তাড়াইয়া বিদেশীর লুণ্ঠন হইতে দেশ অব্যাহতি লাভ করিতে পারে কিন্তু স্বরাজ লাভ হইবে কি? মন বলিত বিদেশী দস্যুর হাত হইতে দেশ উদ্ধার করা কর্ত্তব্য বটে কিন্তু তাহাই স্বরাজ নহে। স্বরাজ হইল—বাহির ও ভিতরের সকল শৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত যে আত্মা তাঁহাকে লাভ করা, তাঁহাকে দর্শন করা। তাই কলেজের শিক্ষা আমাকে ভুলাইতে পারে নাই। তাই স্বাধীনতার কর্ম্ম প্রচেষ্টা আমাকে লক্ষ্যচ্যুত করে নাই। স্বরাজ বলিতে আমার মনে ধ্বনিত হইয়াছিল—নিজেকে নিজে জানার নামই স্বরাজ।

তাই বলি—হে প্রিয় সুহৃদগণ, দেহের জন্মধারণ নিয়া আনন্দ করিবার কিছু নাই। যদি আসিয়াছ শান্ত হইয়া উপবেশন কর। শান্ত হইয়া নিজের জীবনেরও ঐ তিক্ত দুঃখের দিনটীকে স্মরণ কর। শান্ত হইয়া ইন্দ্রিয় ও দেহের পিঞ্জর হইতে বিমুক্ত নিজের পরম স্বরূপটী একবার ধরিতে চেষ্টা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর। ঐ মনের তলায় তলায় যে অবস্থান করিয়া মনকে মনন করায়, ঐ বুদ্ধির উর্দ্ধে থাকিয়াও যে বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয়, একবার শান্ত চিত্তে তাঁহার চরণে প্রণতি জানাও। উৎসবের কথা ভুলিয়া যাও। শ্মশানে বসিয়া উন্মাদগণই উৎসবের কল্পনা করে। তোমরা উন্মাদ হইও না, শান্ত হও, সমাহিত হও। শ্মশানবহ্নিকে জ্ঞানবহ্নি ভাবিও না। আঁতুর ঘরের দীপ-শিখাকে, আত্ম দীপশিখা মনে করিও না। প্রচ্ছন্ন আবরণ ছিন্ন করিয়া ফেল, উর্দ্ধে তাকাও, অনন্তের দিকে হাত বাড়াও, হৃদয় উন্মুক্ত কর। বল—'আবিরাবির্ম্ময়েধি'। বল—'তমসো মা জ্যোতির্গময়'! 'মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়'। 'আবিরাবির্ম্ময়েধি'। হে স্বপ্রকাশ, হে প্রেমময় বিভু, তুমি আবির্ভূত হও। মোহজাল ছিন্ন করিয়া তোমার মায়াকে অপসারিত করিয়া আজ আবির্ভূত হও। হে কৌশলী, তুমি দেহ ও ইন্দ্রিয়ের জালে বদ্ধ হওয়ার কৌশল ত্যাগ করিয়া সরল স্বাভাবিকরূপে আজ আবির্ভূত হও। ধিয়ঃ য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ, হে প্রসবিতা, তুমি আমাদিগকে ধী দান কর। সপ্তলোকের উর্দ্ধে তোমার প্রেমময় স্বরূপকে অনুভব করিবার ধী দান কর। তুমি "আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও, হৃদয় পদ্মদলে," সন্নিহিত হও, আরও সন্নিহিত হও। আমার জীবচেতনাকে ব্রহ্মস্বরূপে নিমজ্জিত করিয়া লও।

গত কয়েক বৎসর এই তিথিতে কলিকাতা হইতে দূরেই ছিলাম। অন্তরের আকর্ষণে তথায়ও, সেই দূর দেশেও কেহ কেহ গিয়াছ, আত্মনিবেদন জানাইয়াছ। ঘটনাচক্রে এ বৎসর পুনরায় কলিকাতায় আসিয়াছি। দুই তিন দিন পুর্ব্বে এখান হইতে (দেওঘরে) চলিয়া যাইতে পারিতাম। কেহ কেহ চলিয়া যাওয়ার পরামর্শও দিয়াছিলেন। যেহেতু জন্মতিথি উৎসবকে আমি সমর্থন করিনা এবং গত বৎসর 'দিব্য-দর্শনে' তাহার প্রতিবাদও জানাইয়াছি, সেই হেতু আমি এই তিথিতে কলিকাতায় থাকিলে কাহারও কাহারও সমালোচনার পাত্র হইব ইহাও মনে করাইয়া দিলেন। আবার অনেকে দুই মাস পুর্ব্ব হইতেই আগ্রহ জানাইতেছিল—এবার ঘটনাচক্রে যখন কলিকাতায় থাকিবারই সম্ভাবনা হইতেছে তখন আর একবার যেন কলিকাতাবাসী সন্তানদের সঙ্গে এই তিথিতে মিলিত হই। উৎসবের জন্য নহে, অন্তরে অন্তরে ধ্যান গম্ভীর অবস্থার মধ্য দিয়া সমবেদনা ও পথের বার্ত্তা প্রকাশ করিবার জন্য। উৎসবে ও শ্মশানে, রাজদ্বারে ও ব্যসনে, যাহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে তাহারাই বান্ধব। তোমরা শুধু আমার উৎসবের দিনের বন্ধু নহ, শ্মশানেরও বন্ধু। তাই আবার শ্মশানের বার্ত্তাকে, জীবনের তিক্ত কথাকে নূতন আকারে জানাইবার জন্য এই দুঃখের দিনে তোমাদের হৃদয়ের দ্বারে ভিখারীরূপে আসিয়াছি, গত বৎসর দিব্য-দর্শনে যাহা বলিয়াছিলাম এইবার আরও দৃঢ়কণ্ঠে তাহাই বলিতেছি। যদি কেহ সমালোচনা করিবার পাত্র থাকেন তাঁহার সমালোচনাকে উপেক্ষা করিয়াই আজ চলিতে হইবে। আমি আসিয়াছি দিগ্‌ভ্রান্ত তোমাদের হৃদয়ের দরজায়, আসিয়াছি ভিখারীর বেশে, আসিয়াছি সাশ্রুনয়নে। পুত্রগণ—স্নেহের পুত্রগণ, কন্যাগণ–অতি আদরের কন্যাগণ, সুহৃদগণ, হে প্রাণ প্রিয় সুহৃদগণ, দিবে কি আজ এই ভিখারীকে ভিক্ষা? উৎসব করিতে আসি নাই, আশীর্ব্বাদ করিতে আসি নাই, আলিঙ্গন করিতে আসি নাই, আসিয়াছি ভিক্ষা চাহিতে। দিবে কি আজ ভিক্ষা? তোমাদের দ্বারে তোমাদের হৃদয়মন্দিরের দ্বারে তোমাদের মোহপ্রাচীরবেষ্টিত গৃহের দ্বারে—তোমাদের ঘুমন্ত জীবনের দ্বারে, তোমাদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের দ্বারে, তোমাদের পুত পবিত্র জীবনের দ্বারে আজ আসিয়াছি ভিক্ষা চাহিতে। দিবে কি ভিক্ষা? উৎসবের নামে পরিহাস করিবে না ত? উৎসবের নামে কাণ ঢাকিয়া প্রাণ ঢাকিয়া উপহাস করিতে করিতেই ফিরিয়া যাইবে না ত? হে প্রিয় সন্তানগণ—'এমন সুন্দর আঁখি, মোহেতে রেখো না ঢাকি,' খোল—ঐ দ্বার খোল। একটিবার চেয়ে দেখ, একটিবার আমার আর্ত্তকণ্ঠের ঐ একটী কথা শোন—

'অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্'
(মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।)

তথাকথিত সন্ন্যাসের কথা বলিতেছি না। কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিয়া উন্মার্গ-গামী হইতে বলিতেছি না, বলিতেছি—আত্মনিবেদন করিবার কথা, আত্মসমর্পণ করিবার কথা। 'ভজস্ব মাম্'। আমাকে ভজনা করার কথা। জীবস্বরূপকে ভুলিয়া শিবস্বরূপের ভজনার কথা। বহু কর্ম্ম চাহিও না, বহু পুত্র চাহিও না, বহু ধন চাহিও না। আমাকে চাও, আত্মাকে চাও, মাকে চাও, ব্রহ্মকে চাও।

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
(মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎ পরায়ণঃ॥")

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাকে মন সমর্পণ কর, আমার ভক্ত হও। আমার উদ্দেশে যজ্ঞ কর এবং আমাকেই নমস্কার কর। তবেই অনিত্য ও দুঃখপূর্ণ এই সংসার হইতে অমৃতময় আমাকে প্রাপ্ত হইবে। মায়া অতিক্রম করিবে, দুঃখ অতিক্রম করিবে, জন্ম মৃত্যু ব্যাধিকে অতিক্রম করিবে। অমৃতময় প্রেমময় আমাকে পাইয়া অমর হইবে—অমৃত হইবে। করজোড়ে সেই আমাকে – সেই আমার ব্রহ্মস্বরূপকে প্রণাম করিয়া চল আজ আর একবার সমবেতকণ্ঠে বলি—

নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়,
নমো অদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়।
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥
নমো নমস্তে, নমো নমস্তে।
ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, হরিঃ ওঁ॥

(জন্মতিথি—১৩৬০)

এস দনুজদলনী

(১৩৬০)

আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে পরতে পরতে যে ছিল সমাসীনা, ধ্যানমগ্না, সে আসিল আজ তোদের অবোধ হৃদয়ের বোধনের মন্ত্র শুনে ঐ দনুজদলনী মূর্ত্তিতে। চোখের মণিতে মণিতে বাঁধা ছিল যে হারানিধির মত সেই আমার প্রাণের আদিবাসী তোদের অধিবাসের বরণডালা দেখে দাঁড়াইল এই পূজাক্ষেত্রে দনুজদলনী মূর্ত্তিতে। যে ছিল সম্বৎসর আমার বোধের তলায় তলায় আত্মগোপন করিয়া সে আসিল আজ উদ্বুদ্ধ করিতে ঐ দনুজদলনী মূর্ত্তিতে তোদের হৃদয় বেদীতে। অধিবাসের বরণডালা এখনও সাজাও নাই কি? হৃদয়ের আদিবাসীকে দেখিতে বসিয়া ঐ ছিন্নবাস এখনও ত্যাগ করিবে না কি? আজ ছিঁড়ে ফেল—ছুঁড়ে ফেল তোমার দেহ মনের ঐ শতছিন্ন মলিন বাস। নগ্ন হও—নগ্ন হও, বিক্ষিপ্ত কর্ম্মসূত্রের ঐ মলিন বাস ত্যাগ করিয়া নগ্ন হও, উলঙ্গ হও, শিশু হও। তবেই হইবে আমার মায়ের অধিবাস। জন্মে জন্মে কত মলিন ও কপট বাস পরিয়াছ। এইবার আমার মায়ের অধিবাস কর। এত মলিন বস্ত্র পরিয়া, এত মলিন ভূষণে আচ্ছাদিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া মায়ের রাজ্যের অধিবাসী হইতে পারিবে কি ? যে ছিল জীবনের আদি হইতে জন্ম জন্মান্তরের অধিবাসী তাঁহাকে আবৃত করিল, দূরে ঠেলিয়া রাখিল তোমার ঐ কর্ম্মজালের মলিন ছিন্ন বাসগুলি। ছিঃ! আর কত দিন এইরূপে সমাচ্ছাদিত থাকিবে বৎস! প্রতি বৎসর এমনই ভাবে আস, এমনই ভাবে ছিন্নবাসগুলি পিছনে লুকাইয়া রাখ, আর দুদিন 'মা' 'মা' বলিয়া—পুনঃ ঐ ছিন্ন বাসগুলি অঙ্গে জড়াইয়া—সংসারে লিপ্ত হও। এইবার ছুঁড়ে ফেল—দূরে বহু দূরে ছুঁড়ে ফেল তোমার ঐ কর্ম্মসূত্রে বুনান ছিন্ন বাস। উলঙ্গ হও, নগ্ন হও। ধর, অধিবাসের বরণডালা হাতে ধর। জাগিলে যদি, বোধন করিলে যদি, উদ্বুদ্ধ হইলে যদি, ধর ঐ বরণডালা হাতে ধর। ঐ দনুজ-দলনীকে বরণ কর। ছিঃ ছিঃ, এত দানব বুকে নিয়া এই দনুজদলনীকে বরণ করিতে আসিলে ? নগ্ন হও; দূরে ছুঁড়ে ফেল। এত মলিনতা এত জঞ্জাল নিয়া আমার মায়ের অধিবাস হইবে না। ছিঃ ছিঃ! ঐ না সেদিন এমনই এক শুভ তিথিতে আমার মায়ের সামনে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে—'মাতৃকা পুত্রঃ মাতৃকা গোত্রঃ বলিয়া; তবে এত আবর্জ্জনা কোথা হইতে সংগ্রহ করিলে বৎস!

এস, এস, ফিরে এস। যে পথে চলিতেছ, যে পথে ভাসিতেছ, যে পথে হাবুডুবু খাইতেছ সেই পথ হতে ফিরে এস। ধর, বরণডালা হাতে ধর। বরণডালা নহে, হৃদয়ডালা। সম্বৎসর হৃদয়ে যাহা আহরণ করিয়াছ—সেই বিষের ডালা। আবর্জ্জনায় পরিপুর্ণ ডালা। ভয় নাই, ভয় নাই, কৃত্রিমতার আবরণে আবৃত না থাকিয়া ঐ ডালাই ধর, মায়ের বেদীমূলে ধর। কৃত্রিমতাই দনুজের স্বভাব। আত্মকৃত পাপকে, আত্মকৃত কালিমাকে লুকাইয়া রাখাই দনুজের স্বভাব। বহু জন্ম দনুজ—দৈত্য সাজিয়াছ। এবার কৃত্রিমতা ছাড়। পুত্র হও। উলঙ্গ পুত্র হও, নগ্ন পুত্র হও ও শিশু পুত্র হও। ধর, বরণডালা ধর। হৃদয় ডালা খুলিয়া ধর। বল—

কত কলুষ, কত ফাঁকি,
এখনও যে আছে বাকী
মনের গোপনে
আমায় তার লাগি আর ফিরায়ো না
এবার আমায় লহ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই যে মা। এই যে অভয়া বরদা মা। ভয় কি বৎস? খুলে ধর। অন্তরের সকল কালিমা খুলে ধর। ঐ দনুজদলনী দলন করিবে। ঐ দনুজ-দলনী নিষ্পেষিত করিয়া শুদ্ধ করিবে তোমার শত জন্মের সঞ্চিত, বঞ্চিত যত কামনা রাশি। এই যে মা, ভয় নাই বৎস! দাও, ঢেলে দাও—ঐ তোমার হৃদয়ডালা ঢেলে দাও—আমার দনুজদলনী মায়ের পায়ে ঢেলে দাও।

ঐ যে সুচারু-দশনা, ঐ যে পীনোন্নত-পয়োধরা, ঐ যে ত্রিভঙ্গিমায় লীলা-নিরতা আমার দনুজদলনী মা আসিল আজ পূজার বেদীতে—হৃদয় বেদীতে। ঐ যে দক্ষিণ পা খানা দিল, ঐ যে মঙ্গলময়ী হাসিয়া হাত বাড়াইল। দে দে বরণডালা ঢেলে দে আজ উজাড় করে ঢেলে দে। আর বল—স্থাং স্থিং স্থিরা ভব, সুস্থিরা ভব। যাবৎ ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবৎ ত্বং সুস্থিরা ভব!

দাঁড়াও দনুজদলনী—তোমার এই অজ্ঞ, রিক্ত, কাঙ্গাল পুত্রদের হৃদয় আলো করিয়া দাঁড়াও। 'তিষ্ঠ' 'তিষ্ঠ' চঞ্চলা হইও না। তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, আসিতে আসিতে বিজয়ার ডঙ্কা বাজাইও না। তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, অতিথির মত তিথির দোহাই দিয়া বিজয়ার দুর্জ্জয় যাত্রা করিও না। তিষ্ঠ, তিষ্ঠ—যাবৎ ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবৎ ত্বং সুস্থিরা ভব। নাও, বরণডালা নাও। নাও, এই ছিন্ন বাস নাও। যাও, হৃদয়খানা উন্মুক্ত করিয়া ঐ মায়ের পদমূলে যাও।

মা! তুমি সুচারু হইলেও তোমার সন্তানদের প্রতি অঙ্গ এখনও মলিনতায় ও দুঃখে জর্জ্জরিত। তুমি দনুজদলনী হইলেও বহু দনুজ অনুজ হইয়া নিষ্পেষিত করিতেছে তোমার কাঙ্গাল পুত্রদের হৃদয়, তাই বলি দাঁড়াও, দাঁড়াও। তিষ্ঠ, তিষ্ঠ। লও, একটি প্রণাম লও।

বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তি নম্রাঃ॥
দেবি প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতেঃ
নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ
পাপানি সর্ব্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু
উৎপাতপাক-জনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্কল্পে

(১৩৬০)

পূজার সমস্ত উপচারগুলি—ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যগুলি যেমন মায়ের উদ্দেশে উৎসর্গ করি, তেমনি আজ কয়েক বৎসর যাবৎ বারবার প্রবল ইচ্ছা জাগিতেছে তোমাদিগকেও মায়ের সুশীতল বক্ষে উৎসর্গ করি। তোমরা মায়ের হও, মা তোমাদের জীবনের অচ্যুত সারথি হউন। এবৎসর সেই সঙ্কল্প পূর্ণ করিবার জন্যই মায়ের নবদুর্গার রূপ গঠন করা হয়। সম্বৎসর কর্ম্মকোলাহল ও বিষয় চিন্তার মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া সপ্তমীর দিন যখন তোমরা পূজায় বস, তখন তোমাদের অনেকের জীবনই জগদ্দল পাথরের ন্যায় অত্যন্ত ভারী মনে হয়। তোমাদের জীবনের ভার ও মলিনতা দূর করিতে করিতেই সপ্তমীর পূজা অতিবাহিত হয়। আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় না। মায়ের চরণে তোমাদিকে নিবেদন করিতে পারি না। এবৎসর তাই প্রতিপদ হইতেই পূজার আয়োজন হয়। মায়ের শৈলপুত্রী ও ব্রহ্মচারিণী প্রভৃতি দিব্য রূপ ও ভাব দেখিতে দেখিতে, ধ্যান করিতে করিতে তোমাদের জীবন সমুজ্জ্বল হইবে এবং সপ্তমীতে সঙ্কল্প করিতে কোন বাধা জন্মিবে না ইহাই ভাবিয়াছিলাম। বহু জীবনীশক্তি দিয়া, অন্তরের বহু প্রেম ও স্নেহ দিয়া তোমাদের বুকে বুকে আমার মাকে ফুটাইয়া তুলিতেছিলাম। অনেকের কঠিন জীবনে, মলিন জীবনেও এবার মায়েব দিব্য স্পর্শ লাগিয়াছিল। চন্দ্রঘণ্টা ও কুষ্মাণ্ডার পূজায় অনেকেই বিহ্বল ও আত্মহারা হইয়াছিলে। "পরিস্পৃশতু সততং স্বঙ্‌নঃ সত্যং ব্রহ্ম মধুময়ম্ বলিতে বলিতে সেই মধুময়ের, প্রেমময়ের সুশীতল বক্ষে অবগাহন করিতেছিলে। অত্যন্ত সম্বেগ নিয়া তোমাদিগকে কোলে ধরিয়া ধরিয়া মায়ের দিকে অগ্রসর হই। মধ্যে মধ্যে আমি একটু অলক্ষ্যে থাকিয়া তোমাদের ভাবগতিকে লক্ষ্য করিতেছিলাম। কিন্তু হতাশ হই। দেখিলাম তোমাদের অনেকের অবস্থা 'করীস্নানবৎ'। হাতীকে স্নান করাইয়া দিলেই সে জল হইতে উঠিয়াই ধূলায় গড়াগড়ি যায়। যে স্নান করায় তাহার সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হয়। তোমাদেরও সেই অবস্থা। তোমাদের বহির্মুখীন প্রবৃত্তি দেখিয়া অনেক সময় অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হই। অন্তরে দারুণ ব্যথা লাগে। রাজরাজেশ্বরীর পুত্র যদি ভিক্ষা মাগিতে যায় তাহাতে পিতামাতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণে দারুন ব্যথাই বাজে। গঙ্গাতীরবাসী যদি কুপ খনন করিয়া পুনঃ পুনঃ জলপানের চেষ্টা করে তবে তাহা সন্তাপেরই কারণ হয়। আমি আশ্চর্য্যান্বিত—সত্যই আশ্চর্য্যান্বিত হই—যখন দেখি তোমরা সোনার থালার পবিত্র আহার্য্য মলিন ও পঙ্কিল স্থানে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় তাহা গ্রহণে ব্যস্ত হও। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হই যখন দেখি—সুপ্রশস্ত কুসুমাকীর্ণ সুশীতল ছায়া-সমন্বিত রাজপথকে প্রত্যাহার করিয়া তোমরা স্বেচ্ছায় তোমাদের চির অভ্যস্ত কণ্টকাকীর্ণ পথে সানন্দে চলিতে থাক। ভাবি—কি ভয়ঙ্কর তোমরা! ইহাকেই বলে আত্মপ্রবঞ্চনা। নিজেকে নিজেরা প্রবঞ্চনা কর। নিজেকে নিজে হত্যা কর।

ষষ্ঠীর দিন কাত্যায়নী পূজায় তোমাদিগকে বুকে ধরিয়া মায়ের দিকে অগ্রসর হই। পূজাক্ষেত্রটি আমার বিরাট দেহ ও তোমরা আমারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এই ভাব নিয়া পূজায় বসি। তোমাদের আসনের তলায় তলায় আমার স্নেহমাখা ভাবময় বুকখানা পাতিয়া দিই। তোমাদিগকে নিজের হাড়, মাংস, মজ্জার ন্যায়ই অন্তরের সঙ্গে মিলাইয়া গ্রহণ করি। সমস্ত পূজাক্ষেত্রটী আমার এই বিরাট দেহে পরিণত হয়। ভাবের—প্রেমের সূত্র দিয়া তোমাদের অলক্ষ্যেই তোমাদের অন্তরে অন্তরে এক সুশোভন মালা রচনা করি। তোমরা কে পাপী, কে মলিন, কে বিষয়াসক্ত, কে কামাসক্ত সে বিচার তখন করি নাই। চক্ষু বন্ধ করিয়াই হৃদয়ের দরজা খুলিয়া দিই। তোমাদের জীবন নিয়া বড় সাধের মণিহার রচনা করি। তাই পূজাক্ষেত্রে তোমরা একটু চঞ্চল হইলে, বহির্মুখীন হইলে আমার অন্তরে আঘাত লাগে। পূজা আরম্ভ হইলে বিক্ষিপ্ত মন নিয়া তখন যদি কেহ পূজাক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে যাও তাহা হইলে বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় জ্বালা অনুভব করি। একবার মণিহার রচনা করিয়া বসিলে পারিজাত পুষ্পকেও তখন উদ্বৃত্ত বলিয়া বোধ হয়, মন্দার পুষ্পের আর কথা কি। তাই বারবার প্রতি বৎসর তোমাদিগকে অনুরোধ অরি পূজা আরম্ভ হইবার অন্ততঃ দশ মিনিট পূর্ব্বে তোমরা পূজাক্ষেত্রে স্ব স্ব আসনে বসিয়া একটু স্থির ও শান্ত হইও। এই অনুরোধটিও অনেকে পালন কর না। পূজা আরম্ভ হইলে আমার দৃষ্টিকে ভেদ করিয়া, আমার চিন্তায় বাধা সৃষ্টি করিয়া অতি মলিন বেশে কেহ কেহ পূজাক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া আমার অঙ্গে ও সঙ্কল্পে আঘাত কর। আমার মণিহারের সূত্রকে ছিন্ন করিয়া দাও। তখন আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্ত শরীরে ও স্নায়ুতে কি প্রচণ্ড আঘাত পাই তাহা বলিলেও তোমরা বুঝিবে না। বুঝিলে এই গর্হিত কর্ম্ম পুনঃ পুনঃ করিতে না। তোমাদিগের সঙ্গে অন্তরের যোগসূত্র রচনা না করিয়া যদি পুজা করি তাহা হইলে এই আঘাত পাই না। কিন্তু স্নেহের আতিশয্যে অন্তরের আবেগে তোমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরে রাখিতে পারি না। ইহাই আমার দুর্ব্বলতা। এই দুর্ব্বলতার জন্যই বারবার তোমাদিগকে বুকে তুলিয়া লইতে যাইয়া লাঞ্ছিত হই, অশেষ আঘাত পাই। তোমাদের শরীরে কেহ তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিলে যেমন আঘাত পাও, আমার রচিত এই মণিহারে আঘাত তাহা হইতেও প্রচণ্ড। সেই আঘাত শুধু আমি আমার অন্তরে ও মনেই পাই না, আমার দেহেও আঘাত লাগে। মস্তিষ্ক ও বুকের তন্ত্রীগুলি যেন ছিন্ন হইয়া যায়।

এত আঘাত পাইয়াও, এত ভাবে লাঞ্ছিত হইয়াও আবার তোমাদিগকে বুকে করিয়া ছুটিতে চাই। তোমাদিগকে কোলে লইবার জন্য বারবার হাত বাড়াইয়া দিই। কাত্যায়নী পুজায় প্রবল ভাবাবেগে তোমাদিগকে কোলে নিয়া বন্যায় ভাসমান তৃণের ন্যায় বিদ্যুৎ গতিতে মায়ের দিকে চলিলাম। কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর না হইতেই পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা পড়িল। তোমাদের ও আমার মধ্যে আসিয়া বিক্ষিপ্ত মন নিয়া একজন দাঁড়াইল। মণিহারের সূত্র ছিন্ন করিয়া দিল। অত্যন্ত ব্যথা পাইলাম। মনে হইল আমার অঙ্গ হইতে মাংস স্নায়ুগুলি কেহ তীক্ষ্ণ নখ দ্বারা ছিন্ন করিয়া দিল। বাধা—তীব্র বাধা সৃষ্টি করিল। তখন তোমাদিগকে একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া আমাকে আপন খেয়ালে চলিতে হইল। বন্যার জল যেমন তাহার গতিপথে বাধা পাইলে, তাহার সহজ ছন্দ প্রতিহত হইলে নানা পথে প্রবাহিত হয়, ফেনিয়া, গর্জ্জিয়া বৃক্ষ লতার মূল উৎপাটিত করিয়া নানা পথে প্রবাহিত হয় সেইরূপ আমার অন্তরের প্রবাহ চলিল, কুলভ্রষ্টা গোপাঙ্গনাদের ন্যায় স্বকুল ছাড়িয়া সেই প্রেমাস্পদের অভিসারে। ঐ দিন ঐ শুভ তিথিতে, ঐ শুভ মুহূর্ত্তে সেই প্রাণেশ্বর আমাকে হাতছানি দিয়া বার বার ডাকিতেছিলেন, তাঁহার মোহন বংশী বাজিতেছিল, তাঁহার চোখে আমার বিরহঅশ্রু ঝরিতেছিল। তাই আমিও আর প্রতীক্ষা করিতে পারি নাই। আমার প্রেমনিধিকে—প্রাণনিধিকে বুকে তুলিয়া লই। তোমরা যেমন আকাশকে, বাতাসকে, মাটিকে, জলকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাও আমি আমার প্রেমনিধিকে তাহা অপেক্ষাও বাস্তবরূপে পাই। তাঁহাকে রূপে পাই, অরূপে পাই, ভাবে পাই, অভাবে পাই, স্থূলে পাই, সূক্ষ্মে পাই দেহে পাই, মনে পাই প্রাণে পাই। তাঁহার নিবিড় পরশে, মধুময় পরশে, শুধু পরশে নহে আলিঙ্গনে আত্মহারা হই। তাঁহার মোহন হাসিতে হাসি মিলাই, তাঁহার করুণ ঈক্ষণে দৃষ্টিকে মিলাই। সে যে "আসীনো দূরং ব্রজতি, শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।" সেই বিশালকে সেই ভূমাকে সেই সচ্চিদানন্দকে অতি নিকটে পাইয়া তাঁহার রূপমাধুর্য্যে—তাঁহার প্রেমে অভিস্নাত হই। সমস্ত শান্তির আস্পদ, সমস্ত মাধুর্য্য ও লালিত্যের আস্পদ আমার এই প্রেমনিধি। তাঁহার অফুরন্ত ভালবাসা, তাঁহার অফুরন্ত প্রেম আমার দেহ মন বহন করিতে পারে না। তাই পাগলের ন্যায় বার বার তোমাদের দ্বারে ফিরিয়া আসি। ফিরিয়া আসিয়া ভিখারীর ন্যায় ভিক্ষা চাহি। বারবার কোলে তুলিয়া হাতে ধরিয়া বলিতে থাকি সঙ্কল্প কর—সঙ্কল্প কর। আমার প্রেমময়ী, শান্তিময়ী, কল্যাণময়ী মায়ের কাছে যাবে—সঙ্কল্প কর, সঙ্কল্প কর। নানা জ্বালায় দগ্ধ হইতেছ, সেই জ্বালা চিরতরে দূর হইবে, তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে—সঙ্কল্প কর, সঙ্কল্প কর। বারবার বলি একবার চক্ষু মেলিয়া আমার দিকে তাকাও। একটু হাতখানা বাড়াইয়া ধর—সঙ্কল্প কর, সঙ্কল্প কর। তোমাদের এই মলিন বেশ থাকিবে না, দুঃখ থাকিবে না, সন্তাপ থাকিবে না—সঙ্কল্প কর, সঙ্কল্প কর। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, অর্থ, যশ কিছুই হারাইবে না, আরও পরিপূর্ণরূপে পাইবে—সঙ্কল্প কর, সঙ্কল্প কর।

আমার মাকে পাইলে—আমার সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী মাকে পাইলে—আমার সচ্চিদানন্দময়ী মাকে পাইলে—আমার চিন্ময়ী, প্রেমময়ী মাকে পাইলে—তোমাদের সমস্ত সন্তাপ ঘুচিবে। এই অনিত্য ও দুঃখপূর্ণ সংসারে থাকিয়াও অমৃত সাগরে নিমজ্জিত হইবে। দেহ, মন, প্রাণ আনন্দ রসে আপ্লুত হইবে। তাই বার বার ডাকিয়া বলি—সঙ্কল্প কর, সঙ্কল্প কর।

সপ্তমী তিথিতে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর সামনে বসিয়া তোমাদিগকে নিজ নিজ অভিরুচি অনুরূপে সঙ্কল্প করিতে বলা হইল। তোমাদের পরিচালক হইলেন তোমাদের জ্যেঠামহাশয়। কিন্তু তোমরা ব্যর্থ হইলে। একবার নয়, দুইবার নয়, তৃতীয় বারেও ব্যর্থ হইলে। অন্তরের ভাব ভাষায় প্রকাশ করিতে প্যারিলে না। অন্তর পরিচ্ছিন্ন বহু শাখায় বিভক্ত। তাই অন্তর খুলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাকে একটি কথা বলিতে পারিলে না। তুমি আমার জীবনের অচ্যুত সারথি হও, আমি তোমারই বুকে থাকিয়া তোমার বিশ্বলীলায় তোমার সঙ্গে সুর মিলাইয়া মিলাইয়া জীবনের অবশিষ্ট দিন অতিবাহিত করিব এবং অন্তে তোমারই প্রেমময় বক্ষে নিমজ্জিত হইব, এই কথাটি এই শুদ্ধ সঙ্কল্প বাক্যটী বলিতে পারিলে না। ধন, জন, মানও প্রাণ খুলিয়া চাহিতে পারিলে না। ব্যর্থ হইলে। নিষ্কাম বা সকাম কোন সঙ্কল্পই করিতে পারিলে না। ব্যর্থ হইলে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভিন্ন অধিকাংশই ব্যর্থ হইলে।

আমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইতে পারিলে না। আমার সঙ্কল্পের সুরে তোমাদের সুর মিলিল না। তোমাদের অন্তরের কথাও স্বতন্ত্রভাবে মাকে জানাইতে পারিলে না, মাকে সামনে পাইয়াও মায়ের অধিবাস করিয়া মাকে ঘটে, বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াও চিন্ময়ী মায়ের সামনে আত্মহারা দুলালের মত মায়ের কণ্ঠ জড়াইয়া তোমরা নিজ নিজ কথা বলিতে পারিলে না। তোমাদের এই ব্যর্থতা আমাকে চঞ্চল করিল—ব্যথিত করিয়া দিল। মা বুঝাইয়া দিলেন, এক মুহূর্ত্তে বুঝাইয়া দিলেন—তুমি যাহাদের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিয়াছ তারা আমাকে চাহে না, তোমাকেও চাহে না। তারা দূরে এখনও বহুদূরে। কৈ কাহারও চোখে অশ্রু নাই, কাহারও অন্তরে ব্যথা নাই। আমি বর্ষে বর্ষে আসি। কত ধর্ম্মশালায়, কত বাগানবাড়ীতে, মাঠে, ঘাটে, অস্থানে, বনে, প্রান্তরে আমাকে বর্ষে বর্ষে আহ্বান করিতেছ। আমি আসি, অধিষ্ঠিত হই, প্রতিষ্ঠিত হই, মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে চিন্ময়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হই। আসি, বর দিতে আসি, আশীর্ব্বাদ করিতে আসি, আমার বুকে তুলিয়া লইতে আসি। কিন্তু চাহিয়া দেখ আমাকে কেহই চাহেনা। বড় চঞ্চল, বড় বহির্মুখীন ইহারা।

তোমাদের পংক্তি হইতে, তোমাদের পূজাক্ষেত্র হইতে তাই মা আমাকে নিভৃত-কক্ষে আকর্ষণ করিয়া নিয়া গেলেন, আমি পূজাক্ষেত্র ছাড়িতে, তোমাদিগকে ছাড়িতে বাধ্য হইলাম। আমি একা এই বহু জনতার মধ্যেও আমি একা। নিভৃত কক্ষে আমি আমার মায়ের জন্য একা। বুঝিলাম আমার এ দীর্ঘদিনের স্নেহ—প্রচেষ্টা তোমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে নাই। তোমরা কেহই আমার হইলে না, মায়ের হইলে না। ক্ষণে ক্ষণে মনে হইল এ দোষ ত তোমাদের নহে, এ দোষ আমারই। যত প্রেম হইলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যত অফুরন্ত ভালবাসা হইলে তোমাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারিতাম তাহা আমার নাই। আমিই অযোগ্য। তোমাদিগকে পথ দেখাইতে, তোমাদিগকে শান্তিময়ীর কোলে নিয়া যাইতে আমিই অযোগ্য। চকিতে চাহিয়া দেখি আমার নিভৃত কক্ষে আমি একা নহি। মুখে সঙ্কল্প বলিতে ব্যর্থ হইলেও হৃদয়ের নীরব সঙ্কল্প নিয়া স্নেহের কোন কোন পুত্র কন্যা আকুল হইয়া কাঁদিতেছে। কে ইহারা? আমি যেখানে একা, আমি যেখানে নিঃসঙ্গ সেই কক্ষে, সেই হৃদয়-মন্দিরের দরজায় কে ইহারা? ইহারা কাঁদে কেন? ইহাদের মুখ মলিন কেন? আর্ত্তনাদের ধ্বনি আমাকে আরও চঞ্চল করিল। আমার নীরবতা, নিঃসঙ্গতা ভঙ্গ করিল আর্ত্তনাদ। চাহিয়া দেখি শুধু সূক্ষ্ম দেহে নহে, শুধু মনোময় দেহ নিয়া নহে, স্থূল দেহ নিয়াও কয়েকজন ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। "ক্ষমস্ব পরমেশ্বরী" বুঝিলাম যাহারা এতক্ষণ চায় নাই, তাহারাই এইবার আমার বিশ্বেশ্বরীকে, আমার আনন্দময়ীকে চাহিতেছে। একা চলিতে পারে না, একা তাঁহাকে ধরিতে পারে না তাই ছুটিয়া আমার কক্ষে আসিয়াছে। যাহারা উপেক্ষা করিতেছিল তাহারাই প্রতীক্ষা করিতেছে। যাহারা অন্যমনস্ক ছিল, তাহারা সচেতন হইয়াছে, বুঝিয়াছে—মা ভিন্ন তাহাদের অন্য গতি নাই। দুর্দ্দান্ত মন, তাহাদের বিক্ষিপ্ত দুর্দ্দান্ত মন ক্ষণকালের জন্য আমার মাকে মা বলিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছে।

তখন মন্দির হইতে হাতছানি দিয়া চিন্ময়ীও ডাকিতেছিল। তাই আর ঘরে থাকিতে পারি নাই। নিভৃত কক্ষে নীরবে যে গভীর শান্তিতে ডুবিয়াছিলাম, যে অমিয়ধারায় অভিস্নাত হইতেছিলাম তাঁহাকে ভুলিয়া বৎসহারা গাভীর ন্যায় পূজাক্ষেত্রে ছুটিয়া যাইতে হইল। দেখিলাম আমার মা তোমাদের বিক্ষিপ্ত হৃদয়ের মলিনতাকে অনুতাপের তুষানলে দগ্ধ করিয়া তোমাদিগকে উজ্জ্বলতর করিয়াছে। এইবার অধিকাংশ পুত্রকন্যা যথার্থই মাকে পাইবে বলিয়া লালায়িত হইয়াছ। আমার চোখের জল ব্যর্থ হয় নাই। আবার হাত বাড়াইলাম, আবার তোমাদিগকে কোলে তুলিয়া লইলাম। আবার—

"দুর্গোত্তারিণী দুর্গে ত্বং সর্ব্বাশুভ বিনাশিনী।
ব্রহ্মেশ বিষ্ণু নমিতাং প্রণমামি সদাশিবাম্॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'প্রণমামি সদা শিবাম্' বলিতে বলিতে, গাহিতে গাহিতে, হাসিতে হাসিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে, নাচিতে নাচিতে, আমার অম্বাকে, আমার পর্ব্বতীকে, আমার শিবাকে, আমার হৈমবতীকে বুকে ধরিয়া, হাতে ধরিয়া, কণ্ঠে ধরিয়া অর্চ্চনা চলিল। যাহারা দূরে ছিলে, বিক্ষেপের প্রাচীর তুলিয়া বহু দূরে ছিলে তাহারাও অভিস্নাত হইলে অভিষেকের পূত বারিতে। অভিষিক্ত হইলে, নির্ম্মল হইলে, আমার মাকে মা বলিলে।

স্থির রাখ বৎস এই দৃষ্টি স্থির রাখ। বলিতে পারিলে না তাহা নিয়া দুঃখ করিও না। না বলিয়াও যাঁহাকে পাইয়াছ, না চাহিয়াও যাঁহাকে দেখিয়াছ, নিজের অজ্ঞাতসারেও যে আনন্দসাগরে অবগাহন করিয়াছ সেই স্মৃতিটুকু নিয়া সম্বৎসর জাগ্রত থাক। থাকিয়া থাকিয়া পূজাক্ষেত্রের ঐ মধুময় স্মৃতিকে স্মরণ কর আর বল—'প্রণমামি সদা শিবাম্।' 'ব্রহ্মেশ বিষ্ণু নমিতাং প্রণমামি সদাশিবাম্' 'সর্ব্বাশুভ বিনাশীনম্ প্রণমামি সদাশিবাম্।' এই প্রণতি দ্বারাই তোমরা আমার প্রেমময়ীকে পাইবে। সঙ্কল্প করিবার, শুদ্ধ সঙ্কল্প করিবার সৌভাগ্য হইবে।

গোবিন্দজী ও শিবরাত্রি

(১৩৬০)

এবৎসর শিবরাত্রির দিন ছিলাম রাজস্থানের অন্তর্গত জয়পুরে। শিবরাত্রির পূর্ব্বদিনই আমাদের রিজার্ভ সেলুনটি আজমীর হইতে জয়পুরে পৌঁছে। জয়পুরে গোবিন্দজীর মন্দির প্রসিদ্ধ। বৃন্দাবনে সনাতন গোস্বামী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার ধ্যান হইতে উদ্ভূত গোবিন্দজী ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারের সময় বৃন্দাবন হইতে ভরতপুরে চলিয়া যান। তথা হইতে মানসিংহের রাজধানী অম্বরে যাইয়া কিছুদিন থাকেন। (অম্বরে এখনও যশোহরের অষ্টভুজা শক্তিমূর্ত্তি যিনি প্রতাপাদিত্যের দ্বারা পূজিত হইতেন তিনি মানসিংহ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত আছেন।) জয়পুরে নবনির্ম্মিত রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন এক বিরাট মন্দির নির্ম্মিত হইলে অম্বর হইতে গোবিন্দজী জয়পুরে আসেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দিরের পরিবেশ শান্ত, চারিদিকের দৃশ্য মনোহর। ইনি বৃন্দাবনের আদি গোবিন্দ। কথিত আছে—সনাতন গোস্বামীর ধ্যানে গোবিন্দজী এই রূপ নিয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মানস সন্তানদের মধ্যে—সিদ্ধ তপস্বীদের মধ্যে সনাতন গোস্বামী অন্যতম। আমরা সেই চিন্ময় গোবিন্দজীর বিগ্রহ দর্শন করিতে গেলাম। বেলা তখন প্রায় সাড়ে ন'টা। ষ্টেশন হইতে মন্দির প্রায় তিন মাইল দূরে। গোবিন্দের সেবকগণ ও পরিচালক সকলেই বাঙ্গালী, অল্প বেতনে দূর দেশ হইতে বাঙ্গালী কর্ম্মচারী বর্ত্তমানে আর পাওয়া যায় না বলিয়া অফিসের কতক কর্ম্মচারী বিভিন্ন দেশের আছেন। জানিতে পারিলাম মন্দিরের দরজা পুনঃ দশটায় খুলিবে, আধ ঘণ্টার জন্য। পরে গোবিন্দের ভোগ হইবে। ভোগের পর আবার আরতি হইবে বেলা বারোটায়। সকালে ও সন্ধ্যায় মঙ্গল আরতি ও সন্ধ্যা আরতির সময় একটু বেশী সময় মন্দিরের দরজা খোলা থাকে। অন্যান্য সময় আরও ৪।৫ বার আধ ঘণ্টা বা তাহার কিছু বেশী সময়ের জন্য মন্দিরের দরজা খোলা হয়। প্রশস্ত দরজা, উচ্চ সিংহাসনে গোবিন্দদেব অধিষ্ঠিত, বামে শ্রীরাধিকা। প্রত্যেকে সংযত হইয়া দর্শন করিলে দর্শনের কোনই অসুবিধা নাই। এই চিন্ময় বিগ্রহকে দেখিবার জন্য বহু দিন হইতেই প্রাণে আকুল আকাঙ্ক্ষা ছিল। বৃন্দাবনের নূতন মন্দিরে পরবর্ত্তী কালে প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দজীর দর্শন করিয়া সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। ঐ মূর্ত্তি মানুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, আর এই মুর্ত্তি ধ্যান হইতে আবির্ভূত। বৃন্দাবন হইতে ২।৩ বার ফিরিয়া আসিয়াছি, জয়পুরে যাওয়া হয় নাই। গোবিন্দজীর কৃপায় আজ তাঁহারই মন্দিরের দ্বারে তাঁহার দর্শন প্রতীক্ষায় আসিয়া দাঁড়াইলাম।

"দেখা নাহি পাই,
পথ চাই,
সেও মনে ভাল লাগে।"

কবির একথা সকল সময় মনকে সান্ত্বনা দেয় না। কাছে অতি কাছে আসিয়াও আর যেন প্রতীক্ষা করিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। নয়ন ভরিয়া তাঁহাকে দেখিব, হৃদয়ে হৃদয়নিধিকে বসাইব ভাবিতে ভাবিতে দেহ, মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। গোবিন্দ মন্দিরে, তাঁহার দরজা বন্ধ, আমার অন্তরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকুল আকাঙ্ক্ষা অন্তরে লুক্কায়িত তাঁহার দরজাও বন্ধ। তবু যেন অন্তরে আসিয়া গোবিন্দ স্পর্শ করিতেছিলেন—দোল দিতেছিলেন। কিন্তু নয়নের তৃষ্ণা তাহাতে মিটিতেছিল না।

"খোল দ্বার, খোল দ্বার
এসেছে পূজারী আজ,
তব মন্দির দ্বারে।"

এই কথাই মনে মনে মন বলিতেছিল।

মন্দিরের দরজা খুলিল। বহু দর্শক প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন। 'জয় গোপাল জয়', 'জয় গোবিন্দ জয়' ধ্বনিতে মন্দির প্রাঙ্গন মুখরিত হইয়া উঠিল। গোবিন্দের আরতি হইতে লাগিল। রতিবিহীন—ভাববিহীন—আকর্ষণবিহীন নীরস পূজারীর শুষ্ক আরতি ভাল লাগিতেছিল না। এমন প্রেমনিধির কাছে—চিন্ময় বিগ্রহের কাছে ভাবহীনের অবস্থিতি বড় অশোভন মনে হইল। নিজেকেই নিজে বলিলাম আরতি দেখিতে ত আসি নাই, সমালোচক হইতেও আসি নাই। আজ আসিয়াছি প্রাণনিধি গোবিন্দকে দেখিতে। এবার চক্ষু গোবিন্দের মুখপদ্মে মধুপান করিতে বসিল। মন বাহিরের গুঞ্জন ধ্বনি ছাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে গাহিতে লাগিল—"গোবিন্দং কলবেণু-বাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে"। গোপীদের নয়ন-উৎপলের দ্বারা অর্চ্চিত চিন্ময় গোবিন্দের ধ্যানে চক্ষু, মন ও হৃদয় তন্ময় হইল। ক্ষণকালের জন্য প্রতি অঙ্গ ব্যাকুল হইয়া উঠিল প্রাণনাথকে আলিঙ্গন করিবার জন্য। কিন্তু বাধা বহু। এখানেও যে সেবক বেশে জটিলা কুটিলা রহিয়াছে। তাই মনের আকাঙ্ক্ষা মনেই গোপন রাখিতে হইল।

চিন্ময় বিভু ত ঐ বিগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহেন।

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদংতৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।"

যিনি চিন্ময় তিনিই যে বিশ্বময়। চিৎ সমুদ্রের মধ্যে ঐ বিগ্রহ প্রেমঘন বরফখণ্ড। সকল স্থানে তাঁহার হাত, সকল স্থানে তাঁহার চরণ, সকল স্থানে তাঁহার শির ও মুখ, সকল স্থানে তাঁহার কর্ণ। এমন যে চিন্ময় বিভু তিনিই ত প্রেমে ঘন হইয়া গোবিন্দ বেশে দাঁড়াইয়া আছেন চিৎ সমুদ্রের এক প্রান্তে। ভাবিতে ভাবিতে স্পর্শ লাগিল—তাঁহার দিব্য স্পর্শ লাগিল। শ্রীক্ষেত্রে যিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্গা পূজায় রত শ্রীশ্রীবাবা

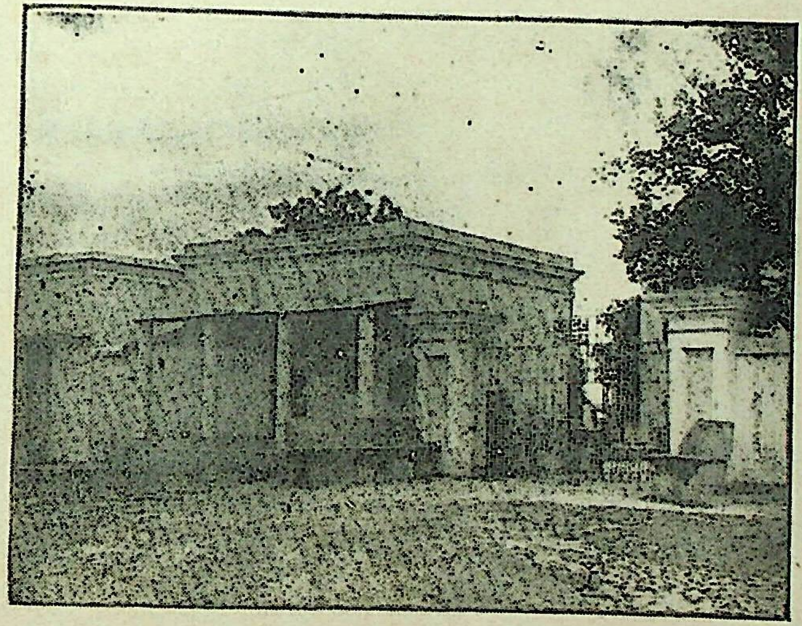

প্রবেশ দ্বার, দেবসঙ্ঘ মঠ, দেওঘর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীজগন্নাথ, জয়পুরে তিনিই শ্রীগোবিন্দ, কাশীতে তিনিই চিন্ময় বিশ্বনাথ। বিগ্রহ হইতে জ্যোতি ও ভাবতরঙ্গ আসিয়া প্রেমালিঙ্গনে বিহ্বল করিল। কৈ নয়ন তবু তৃপ্ত হয় না, হৃদয়ের সাধ তবু মিটে না। প্রেমনিধিকে আরও তন্ময় হইয়া, আরও তাঁহাতে নিমজ্জিত হইয়া দেখিতে লাগিলাম। চারিদিকের কোলাহল তাল মান লয় বিহীন বিভিন্ন কাঁশরের কর্কশ ধ্বনি ক্ষণে ক্ষণে বাধা দিলেও হৃদয়ের গতিকে রুদ্ধ করিতে পারে নাই। বোধ হয় অনেকেই নয়ন ভরিয়া প্রেমনিধিকে দেখিল। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে প্রণামের জন্য হুড়াহুড়ি ও ধাক্কাধাক্কি হইতে লাগিল। অবস্থা জটিল বুঝিয়া একটু দূরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। ব্যাকুলতার ভাব অপেক্ষা অশিষ্টতার ভাবই অনেক দর্শকদের মধ্যে ছিল। ইহাদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য যাহারা ভদ্র ও শান্ত তাহারা দূরে দাঁড়াইতে বাধ্য হইল। ক্ষণকাল পরে মন্দিরের দরজা বন্ধ হইল। তাঁহার পুণ্য ও দিব্য স্মৃতিতে হৃদয় তখনও পূর্ণ।

মন্দিরের প্রধান সেবক বা পরিচালক গোঁসাইজীর সঙ্গে একবার দেখা করিবার অভিলাষ পূজকগণকে দর্শনের পূর্ব্বেও জানাইয়াছিলাম, পরেও জানাইলাম, পূজকগণ বলিলেন—তাহা সহজ নহে, বিশেষতঃ গোঁসাইজীর শরীর অসুস্থ, তিনি আজ বাড়ী হইতে মন্দিরে আসেন কিনা সন্দেহ ইত্যাদি। একটি দারোয়ান শ্রেণীর লোক আমাদিগকে গোঁসাইজীর বাড়ী নিয়া যাইতে সম্মত হইল। মন্দির হইতে একটু অগ্রসর হইতেই লোকটি বলিল—ঐ যে গোঁসাইজী আসিয়াছেন। মন্দিরের অনতিদূরেই অফিস ঘর। গোঁসাইজী সেই ঘরে যাইয়া বসিলেন। আমরাও ২।৩ জন সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম। গোঁসাইজী দাঁড়াইয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন ও প্রতি নমস্কার করিলেন। অতি মিষ্টভাষী সহজ সরল সুন্দর মানুষটী,—বয়সও অধিক নহে, পোষাক পরিচ্ছদ অতি সাধারণ, মুখে হাসি, মুখমণ্ডলে ও চোখে পবিত্র ভাব। নাম শ্রীপ্রদ্যুম্ন কুমার গোস্বামী।

মুগ্ধ হইলাম—তাঁহার কথায় ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইলাম। মধুময়, প্রেমময় গোবিন্দজী তাঁহার হৃদয়ের এক অংশ স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন—তাই তাঁহার স্বভাব এত মধুর।

আকাঙ্ক্ষা জানাইলাম—ইচ্ছা হয় গোবিন্দের ভোগ দিই ও একদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসাদ গ্রহণ করি। তাহার কোন ব্যবস্থা হইতে পারে কি? গোঁসাইজী বলিলেন—নিশ্চয়ই হইবে। তবে কাঁচা ভোগ অর্থাৎ ভাতের ভোগ হওয়া একটু কঠিন। পূর্ব্বে এক বেলা ভাতের ভোগ হইত, গত যুদ্ধের সময় হইতে চাউলের অভাব হওয়ায় এখন নিয়মিত ভাবে কাঁচা ভোগ হয় না। আপনাদের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে সেই ব্যবস্থাও করিয়া দিতে পারিব। জিজ্ঞাসা করিলাম—কিরূপ খরচ পত্র পড়িবে? আমরা ২০।২২ জন প্রসাদ পাইতে চাহি। তিনি উত্তরে জানাইলেন—মাথা পিছু ১৲।১/০ আনা হয়ত পড়িতে পারে। আপনারা টাকা পরে দেবেন। আগামী কল্য অর্থাৎ ৩রা মার্চ্চ ভোগের ব্যবস্থা করিব কি? আমরা বলিলাম—কাল শিবরাত্রির উপবাস। আমরা পরশু প্রসাদ পাইতে চাহি, অবশ্য গোস্বামী মতে পরাহে উপবাস হইবে। সেইদিন গোবিন্দের ভোগ হইবে ত? উত্তর পাইলাম—হাঁ ভোগ হইবে। বেলা বারটার মধ্যে ভোগ হয়, তাহার পরই প্রসাদ পাওয়া যাইবে। ভোগের জন্য গোঁসাইজীর সামনে আমরা ৫১৲ টাকা রাখিলাম। আমাদের সামান্য অর্থ চিন্ময় গোবিন্দের ভোগে ব্যয় হইবে ভাবিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইলাম। সন্ধ্যার পর গোঁসাইজী তাঁহার এক আত্মীয়ের সঙ্গে (উত্তর পাড়ারশ্রীযুক্ত গজেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়) আমাদের সেলুনে অতি আপন জনের ন্যায় দেখা করিতে আসেন। পূর্ব্বে কথা হইয়াছিল—ভোগের প্রসাদ আমাদের ট্রেনে পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু গোঁসাইজী বিশেষভাবে বলিলেন—শুনিলাম আজ আপনাদের দর্শন ভাল হয় নাই। ঐদিন আমি নিজে থাকিয়া দর্শনের সুব্যবস্থা করিয়া দিব এবং আপনারা মন্দিরের প্রাঙ্গনে বসিয়াই প্রসাদ পাইয়া আসিবেন। আবার চিন্ময় গোবিন্দজীর দর্শন পাইব, দর্শনে কোন বাধা থাকিবে না, তাই এবার নয়ন ভরিয়া তাঁহাকে দেখিব, হৃদয় উজাড় করিয়া তাঁহার চরণে অর্ঘ্য দিব ভাবিতে ভাবিতে রাত্রির আহার করিয়া শুইতে গেলাম।

৩রা মার্চ্চ, আজ শিবরাত্রি। গোবিন্দজীর মন্দির হইতে পূর্ব্বদিন ফিরিবার সময় পথে বিভিন্ন মন্দির দেখিতে দেখিতে এক শিবমন্দিরেও গিয়াছিলাম। একই প্রাঙ্গনের দুই দিকে দুইটী মন্দিরে দুই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত—তারকেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর। বিশ্বেশ্বর সহজলভ্য নহেন। শিবরাত্রি ভিন্ন অন্য দিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে স্পর্শ করা নিষেধ। তারকেশ্বরের দ্বার উন্মুক্ত, তাই ভক্তের সমাগমও তথায় বেশী। আমরা বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিয়া তারকেশ্বরকে প্রণাম করিলাম ও স্পর্শ করিলাম। শিবরাত্রির দিন দ্বিপ্রহরে বা সন্ধ্যায় আসিয়া বিশ্বেশ্বর ও তারকেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া যাইব এইরূপ কথাও হইল। কিন্তু বিদেশে মেয়েদিগকে লইয়া গভীর রাত্রে আসা ঠিক হইবে না ভাবিয়া আমার আর মন্দিরে যাওয়া হয় নাই। অন্যান্য বৎসর বৈদ্যনাথধামে থাকিলেও আমার মন্দিরে যাওয়া হয় না। বিশিষ্ট দিনে মন্দিরে বহু ভীড় হয়। পাণ্ডা ও দর্শকের অত্যাচারে বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষণকালের জন্য ঐরূপ দর্শনে আমি তৃপ্তি পাই না। আমার বিশ্বনাথ বা বৈদ্যনাথ আমার ক্ষুদ্র কক্ষে আসিয়াই দর্শন দিয়া থাকেন। শান্তমনে ধ্যানগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে অন্তরে তাঁহাকে পাইয়া আমি তৃপ্তি বোধ করি। আশ্রমে বসিয়াই পূজা হয় গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত, তাহাতেই তাঁহাকে নিকটে পাই, তৃপ্তি বোধ করি।

অবশ্য জয়পুরের মন্দিরে তেমন ভীড় ছিল না। আমি মন্দিরে যাইব না বলিয়া সঙ্কল্পবানও ছিলাম না, বরং যাওয়ার জন্যই প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু ভোর ৪টা বাজিবার পূর্ব্বেই অনুভব করিতে লাগিলাম সমস্ত দেহে কে যেন কোমল মধুময় হস্ত বুলাইয়া দিতেছে। ট্রেণের ছোট কক্ষে তখনও শুইয়া রহিয়াছি। অতি মধুময় স্পর্শ বিহ্বল করিতে লাগিল। পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত এক অমৃতের ঝরণা বহিতে লাগিল। মনে প্রাণেও এই অমৃতময়ের ছোঁয়া লাগিল। এ ত আমার অচিনা নয়, বিভিন্ন নামে ও রূপে অর্চ্চনা করিবার সময় কতবার এই অমৃতময় তাঁহার কোমল বক্ষে তুলিয়া লইয়াছেন। আজ কোন পুজার সাজ নিয়া বসি নাই, কোন মূর্ত্তিও গড়ি নাই। তবুও অলক্ষ্যে আসিয়া তিনি আমাকে বরণ করিলেন। রূপ-হীনের মধুময় স্পর্শ, হস্ত নাই তবু সর্ব্বাঙ্গে যেন হাত বুলাইতেছেন, চরণ নাই তবু দেহের অণুতে অণুতে, মনের ছন্দে ছন্দে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছেন। চক্ষু নাই, আমার শত শত কর্ম্মরাশিকে দেখিতেছেন। কর্ণ নাই, তবু কবে অস্ফুটকণ্ঠে প্রলাপের মত কি বলিয়াছিলাম তাহাও তিনি শুনিয়াছেন। এমন এক দিব্য পুরুষ আমাকে বরণ করিলেন। আমার জীবন, আমার দেহ, মন, প্রাণ যেন পীঠভূমি হইল। আর তাহাতে তিনি হইলেন অধিষ্ঠিত। কোন অবয়ব নাই অথচ তিনি রহিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥

প্রতি শরীরে অশরীরীরূপে যিনি বর্ত্তমান এবং অনিত্য বস্তুর মধ্যে যিনি নিত্যরূপে বিরাজিত সেই সুবিশাল সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে অনুভব করিয়া ধীমান ব্যক্তি শোকহীন হন।

তিনি অনুভবেরই বস্তু; দৃশ্য নহেন। তিনিই একমাত্র দ্রষ্টা। কৃপা পরবশ হইয়া তিনি যখন দর্শন দেন অর্থাৎ অনুভবে আসেন তখনই তাঁহাকে পাওয়া যায়, ধরা যায়। 'ন প্রবচনেন ন মেধয়া' প্রবচন দ্বারা নহে, বুদ্ধির কৌশলে নহে। আত্মনিবেদন করিলে তিনিই কৃপাপরবশ হইয়া ধরা দেন। তিনিও যেন অনন্ত কাল হইতে তাঁহার প্রিয় সন্তানগণকে ধরা দিবেন বলিয়া ওৎ পাতিয়া বসিয়া রহিয়াছেন।

তাই অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহার করুণা আসিয়া আমাকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল। দেহ, মন, প্রাণ আর্দ্র হইল। অমৃতের ঝরণায় অভিস্নাত হইয়া আর্দ্র হইল। মনে মনে গাহিতে লাগিলাম—

"এমনি করে বুকে ধরে শুধ্‌ব প্রেমের ঋণ।"

তাঁহার প্রেমের ঋণ শোধ করিবার জন্যই প্রাণ তখন ব্যাকুল হয়। এই সুখময়কে, এই প্রেমময়কে, এই শান্তিময়কে কিরূপে তাপদগ্ধ জগতে বিতরণ করিয়া তাঁহার এই প্রেমালিঙ্গনের ঋণ হইতে মুক্ত হইব একমাত্র এই আকাঙ্ক্ষাই তখন জাগে। কোন নূতন বস্তু বা খাদ্য পাইলে তাহা যেমন প্রিয়জনকে দেখাইয়া ও দিয়া তৃপ্তি বোধ হয় সেইরূপ এই চিরনূতনের স্পর্শ পাইয়া তাঁহাকে সকলকে দেখাইতে তাঁহার মধুময় স্পর্শে সকলকে আত্মহারা করিতে বাসনা জাগে। কিন্তু—

'ন তত্র বাক্ গচ্ছতি ন মনঃ।' তাঁর স্পর্শে কণ্ঠ নিরুদ্ধ হয়, মন শান্ত হয়। তাই বাক্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, মন মনন করিতে পারে না। তবু প্রেমের ঋণ শোধ করিতে যাইয়া প্রিয়জনের কাছে বারবারই ঐ কথা বলিতে ইচ্ছা হয়। সে ইচ্ছার সম্বেগেই এই অশরীরীকে প্রকাশ করিতে যাইয়া তপস্বিগণ কোথাও শিবলিঙ্গ, কোথাও শালগ্রাম শিলা, কোথাও হস্তপদের অর্দ্ধ অবয়বসমন্বিত মূর্ত্তি গড়িয়া অর্চ্চনা করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোথাও অর্দ্ধ-নারীশ্বর, কোথাও হরিহর, কোথাও শান্ত সমাহিত মহাকালের বুকে নৃত্যরতা উলঙ্গ কালীর করাল মূর্ত্তি, কোথাও শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী কতরূপে ও ভাবে তাঁহাকে প্রকাশ করিতে যাইয়া আত্মহারা হইয়াছেন। পূর্ণকে প্রকাশ করিতে যাইয়া সমস্ত খণ্ড আয়োজনই ব্যর্থ হইয়াছে। ব্যর্থ হইলেও নিরর্থক হয় নাই, একটি সোপান রচনা করিয়াছে।

শিব বলিতেই তোমরা যে লিঙ্গ মুর্ত্তিটীকে ভাব অথবা জটা ও সর্পবিভূষিত যে রূপটির কল্পনা কর তাহাই মাত্র শিব নহেন। যাত্রার দলে কাম ক্রোধের বিকৃত চেহারা নিয়া যে লোকটি অভিনয় করিতে আসিল সেই কাম ও ক্রোধ নহে। কাম ও ক্রোধের বস্তুতঃ কোন স্থূল চেহারা নাই। তাহারা সূক্ষ্ম রিপু। জীবের দেহ ও ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া তাহারা ক্রিয়াশীল হয়। তাহাদের স্থূল কোন রূপ নাই বলিয়া তাহাদের অবস্থিতি নাই একথা কেহ বলিতে পারে না। বালকের দেহে কামের আক্রমণ হয় না। অভক্তের তামসিক দেহেও ভগবানের অবতরণ হয় না। ভগবান কাম, ক্রোধ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় বস্তু। যুবক তাহার দেহে যেমন কামের উৎপীড়ন বোধ করে ভক্ত সেইরূপ তাহার পবিত্র দেহে ও মনে ভগবানের স্পর্শ অনুভব করে। যুবকের দেহে তাহার অলক্ষ্যেও অনেক সময় কামের সঞ্চার হয়। ভক্তের শুদ্ধ দেহেও প্রেমময় ভগবানের অবতরণ তাহার অলক্ষ্যেও ঘটে। কামগন্ধযুক্ত অশ্লীল কথা শুনিলে যেমন যুবকের দেহে ও মনে চঞ্চলতা আসে সেইরূপ ভগবৎনামকীর্ত্তন শুনিলে ভক্তের দেহে প্রেমের সঞ্চার হয়। কামের কোন রূপ না থাকিলেও কামবিহ্বল কোন রূপ দেখিলে যেমন যুবকের দেহ ও মনে কাম ভাব আসে, সেইরূপ ভগবানের কোন রূপ না থাকিলেও ভক্ত কল্পিত ভগবানের রূপ দর্শন করিয়া সাধকের দেহ ও মনে ভক্তিভাবের উদয় হয়। বর্ত্তমান যুগে মানুষকে হীনপথগামী করিবার জন্য যেমন অশ্লীল সিনেমা ও থিয়েটার প্রভৃতির প্রচলন হইয়াছে, অতীতে মানুষকে উর্দ্ধগামী করিবার জন্য দেশে দেশে মন্দির ও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যবস্থাও হইয়াছিল। মন্দির ও মূর্ত্তিকে অশ্রয় করিয়া মানুষ অনেক সময় দেবভাবকে পুষ্ট করিবার সুযোগ লাভ করে। তাই তীর্থ, মন্দির ও দেবতার প্রয়োজন যথেষ্ট আছে। কিন্তু মুমুক্ষু সাধক শুধু স্থূল নিয়া সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। তিনি বিশ্বনাথকে স্থূলে সূক্ষ্মে ও কারণে এবং কারণাতীতে লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হন। স্থূলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি বিশিষ্ট রূপে ও মন্দিরে যাঁহাকে দেখেন সূক্ষ্মে তিনি সেই বিশ্বনাথকে বিশ্বের প্রতি রূপে রূপে দেখেন। নিজের দেহের প্রতি অণু পরমাণুতে দেখেন, অনুভব করেন। কারণে তিনি তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া প্রত্যয়ের একতানতার (তৈলধারাবৎ) নিরবচ্ছিন্ন রূপে দহর আকাশে তাঁহাকে অনুভব করেন। আর নিজেকেও বিস্মৃত হইয়া তাঁহার মধ্যে নিমজ্জিত স্বরূপশূন্যমিব অবস্থায় যে সমাধি ক্ষেত্রে অবস্থিতি তাহাই যথার্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্র। স্থূলে তিনি ফুল, চন্দন, ভোগ নৈবেদ্যতে অর্চ্চিত হন, সূক্ষ্মে তিনি মননে, শ্রবণে, কীর্ত্তনে অন্তররাজ্যে ধরা দেন। কারণে তিনি জপে, ধ্যানে প্রেমালিঙ্গনে বিহ্বল করেন। কারণাতীতে তিনি সমাধিলভ্য।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কারমাটারে শ্রীগুরুর সঙ্গে প্রথম শিবরাত্রি পূজা করিবার সুযোগ পাই। লিঙ্গমুর্ত্তি গড়িয়াই পূজা আরম্ভ হইয়াছিল। শেষে দেখিয়াছিলাম মূর্ত্তির সঙ্গে পূজকদের বাহিরের কোন সম্পর্ক নাই। ধ্যানগম্ভীর হইয়া সকলেই ভোলানাথ হইয়া বসিয়াছিলেন। তাহার পর হইতেই প্রতি বৎসর এই শিবরাত্রি তিথি আমার অলক্ষ্যে আমার চেতনার মধ্যে দিব্যস্মৃতি জাগাইয়া তুলে। এ বৎসর যদিও ট্রেণে ছিলাম তবু প্রেমময় আশুতোষের কৃপা হইতে বঞ্চিত হই নাই ইহাই বলিতেছিলাম। সকাল হইতে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত তাঁহার দিব্য স্পর্শে আত্মহারা হইয়া রহিলাম। ট্রেণের দরজা খুলিয়া একবার বাহির হইবার অবকাশও পাইলাম না। মনে মনে তাঁহাকে বলিলাম—এ ত মন্দির নহে, আশ্রমও নহে, একটী গাড়ীর কক্ষ, এ যে বিদেশ। এখানে যে আমি সম্পূর্ণ পরবশ। তুমি আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিলে সহযাত্রিগণ রুষ্ট হইবে। তুমি এখানে আসিলে কেন? প্রেমের ঠাকুর আমার, তুমি এখানে আসিলে কেন? অনেক চেষ্টা করিয়া কাল গোবিন্দের মন্দির হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছি। তুমি প্রেমে বিহ্বল করিলে সহযাত্রিগণ আমার সেবা পায় না, রুষ্ট হয়। তাই মন্দিরে মন্দিরে এবার নিজের হৃদয় কপাটকে রুদ্ধ রাখিতেই চেষ্টা করিয়াছি। দ্বারকায় বাধার প্রাচীরকে এক লম্ফে পার হইয়া তোমার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িবার প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে নির্ম্মমভাবে সংযত করিয়াছি। নিশা অবসান না হইতেই, তন্দ্রার আবেশ না কাটিতেই তস্করের ন্যায় তুমি আমার দেহ, মন প্রাণকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করিলে কেন? আমার চোখে প্রেমের অঞ্জন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাখাইয়া দিলে। আমার তাপিত বক্ষে তোমার শান্ত সুশীতল বুকখানা দিলে। দেখিতে দেখিতে আমার প্রতি রক্তবিন্দুতে অণুপরমাণুতে তুমি প্রবিষ্ট হইলে। আমায় বরণ করিলে। মন্দিরে যাওযার প্রতীক্ষা রাখিলে না। এখানে শুধু—

"তুমি আর আমি,
মাঝে কেহ নাই,
কোন বাধা নাহি ভুবনে।"

তোমাকে বরণ না করিলেও তুমি অলক্ষ্যে আসিয়া বরণ কর। তোমাকে না চাহিলেও তুমি অলক্ষ্যে আসিয়া বুকে জড়াইয়া ধর। তাই ত নাথ আজ অলক্ষ্যে আসিয়া আমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে বসিলে। বহুক্ষণ তোমার বুকে আত্মহারা হইয়া সুখস্বপ্ন দেখিলাম। চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখি তখন প্রভাত হইয়াছে। আমার কক্ষ তখন খালি। ধীরে ধীরে উঠিয়া দরজাটী বন্ধ করিলাম। কর্ত্তব্যের বহু বিভীষিকা থাকিলেও তোমাকে ছাড়িতে ইচ্ছা হইল না। আরও নিভৃতে আরও নিবিড়ভাবে হে বরেণ্য অতিথি, তোমাকে পাইব বলিয়া কক্ষের দরজা বন্ধ করিলাম। আজ আমার দেহ তোমার মন্দির, এই কক্ষটীও তোমার মন্দির। আমার মন তোমার মন্দির, আমার প্রাণ তোমার পীঠস্থান। তুমি আসিলে? এস এস, আরও কাছে এস। তুমি ধরিলে? নিবিড় আলিঙ্গনে বক্ষে তুলিয়া ধরিলে? অনুপ্রবিষ্ট হইলে? মনে প্রাণে ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে অনুপ্রবিষ্ট হইলে? সুখের সাগরে, অমৃতের সাগরে নিমজ্জিত করিলে? অচিন দেশের ঠাকুর তুমি চিহ্নিত আমাতে কোন্ পথে কি ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইলে সে কৌশল তুমিই জান নাথ! এস এস, আমাকে নিঃশেষ করিয়া এস!

নবদ্বার আমি বন্ধ করি নাই। মনের দরজায়ও অর্গল দিই নাই। প্রাণের ক্ষেত্রেও কোন প্রাচীর তুলি নাই। মন ও ইন্দ্রিয়ের বাহিরে যাইবার সকল পথই উন্মুক্ত আছে। কিন্তু কৈ তাহারা কেহ ত আজ বাহিরে যাইতে চাহে না। বরেণ্য অতিথি তোমাকে পাইয়া, তোমার সত্তায়, তোমার প্রকাশে, তোমার আনন্দে আজ নিমজ্জিত হইতে চাহিতেছে। যে অহংকে মৃত্যু বার বার বিশ্ব হইতে ছিনাইয়া লইয়াছে, আবার অগণিত কর্ম্মফলের দোষে জীবত্বের পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়াছে সেই অহং আজ তোমার অমৃতময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্পর্শে তোমারই মধ্যে একান্তভাবে মিশিয়া যাইতে চাহে। তোমার ধ্যানে, নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানে তন্ময় থাকিয়া থাকিয়া কবে এই অহংকার কালের ঊর্দ্ধে মহাকাল তোমাতে একান্তভাবে মিশিয়া যাইবে তাহারই প্রতীক্ষায় বসিয়া দিন গুনিতেছি। তোমার প্রেমের ঋণ সেই দিনই শোধ হইবে যেদিন তুমি একান্তভাবে আপন অঙ্গে মিলাইয়া লইবে। মন্দিরে মন্দিরে আর ঘুরিতে হইবে না। তীর্থে তীর্থে আর পর্য্যটনের ইচ্ছা থাকিবে না। এস, তুমি তৈলধারাবৎ নিরবচ্ছিন্ন প্রেম ও প্রজ্ঞার আলো নিয়া আমার জীবনে অধিষ্ঠিত হও, তবে আমার গোবিন্দ দর্শন সার্থক হইবে। তবেই আমার শিবরাত্রির ব্রত সাফল্যমণ্ডিত হইবে। এস শিব, এস হর, এস গোবিন্দ, এস হরি। সচ্চিদানন্দ স্বরূপে আমায় নিমজ্জিত কর।

"এই কর হরি দীন দয়াময়,
তুমি আমি যেন দুটী নাহি রয়।
জলেরই তরঙ্গ জলে কর লয়,
চিদ্‌ঘন শ্যাম সুন্দর॥"
ওঁ শান্তিঃ।

(২)

হে বিশ্বনাথ! বেলা ১১টার পর তোমার প্রেমালিঙ্গনের বেষ্টন একটু শিথিল হইলে মনে পড়িল কর্ত্তব্যের কথা, পূর্ব্ব অঙ্গীকারের কথা। তাই ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া কক্ষান্তরস্থিত সহযাত্রিগণকে যাইয়া বলিলাম—আমার আর মন্দিরে যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না। তোমরা যথা সময়ে মন্দিরে যাইও। কিন্তু অনেকেই এই কথায় প্রসন্ন হইল না। কেহ কেহ ভাবিল—ইনি সঙ্গে থাকিলে গাড়ী ডাকিয়া এবং অন্যান্য ব্যবস্থা করিয়া আমাদিগকে সঙ্গে নিয়া যাইতেন, আমাদের কোন ঝঞ্ঝাট থাকিত না। কেহ কেহ ভাবিল—ইনি সঙ্গে গেলে মন্দিরে পূজা করিয়া আমরা অধিক শক্তি ও প্রেরণা লাভ করিতাম। আবার কেহ কেহ ভাবিল—ইনি শান্তিতে থাকিলেই আমরা লাভবান হইব। গুরু যদি ব্রহ্মযুক্ত হইয়া থাকেন, শিষ্যগণ সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্ম যুক্ত গুরুকে দর্শন করিয়াই অন্তরে শক্তি ও প্রেরণা লাভ করে। তাই শ্রদ্ধাবান কতিপয় সন্তান সন্তুষ্টও হইল।

"হৃদয় গলিবে না,
চরণ টলিবে না,
কাহারও করুণ ক্রন্দনে।"

কক্ষে ফিরিয়া আসিলাম। আজ কে কি ভাবিবে, কাহার কি উপকার কি অনিষ্ট হইবে সেই বিচার করিবার বুদ্ধিও নষ্ট হইয়াছে। হে নাথ, তোমার এই দিব্য প্রেমালিঙ্গনে আজ সে বুদ্ধি নষ্ট হইয়াছে। লোকরঞ্জন, লোকসংগ্রহ এ সকল অভিনয় বলিয়া মনে হইল। বাহিরের বিশ্বসাজ তোমারি বহু রূপ বটে। তুমিই বহু সাজিয়া বিশ্ব-আকারে আকারিত হইয়াছ, তাই বহুর সেবা করিলে তোমারি সেবা হয় সত্য; কিন্তু ইহাত পরাকাষ্ঠা অবস্থা নহে। তুমি যখন হৃদয়খানি স্পর্শ কর, তখন প্রথম দৃষ্টিতে বিশ্বভুবন খুবই মধুময় মনে হয়। সব রূপেতে তুমিই চিন্ময় রূপে রহিয়াছ ইহা দেখা যায়—অনুভব হয়।

সকলেতে তুমি, তোমাতে সকল।
আনন্দ আনন্দ আনন্দ কেবল॥

কিছুদিন তোমার এই সজাতীয় ও স্বগত ভেদময় অবস্থায় অবস্থান করার পর অন্তর বলিতে থাকে—"এহ বাহ্য আগে কহ আর"। ইহাও পরিপূর্ণ অবস্থা নহে। যাহা পাইলে, যে অবস্থায় অবস্থান করিলে কোন দুঃখই স্পর্শ করিতে পারে না, ইহা সেই অবস্থা নহে। এখানেও জীবনের দ্বন্দ্ব আছে। অভিলষিত বস্তু প্রাপ্তির জন্য সুখ এবং অনভিলষিত বস্তু প্রাপ্তির জন্য দুঃখবোধ এখানেও থাকে। এক কথায় জীবত্বের অহঙ্কারটি তখনো এক কোণে বসিয়া দুঃখে উদ্বিগ্ন ও সুখে উৎফুল্ল হয়।

চিরদরিদ্রের নিকট হঠাৎ সহস্র মুদ্রাপ্রাপ্তি যেমন আশ্চর্য্যজনক বোধ হয়, সেইরূপ চির কাঙ্গাল সাধক যখন তোমার একটু দিব্য স্পর্শ পায় তখনই নিজেকে গৌরবান্বিত ও কৃতকৃত্য বোধ করে। দরিদ্র সহস্র মুদ্রা পাইয়া ধনী সমাজে মিশিতে যাইয়া দেখে সে তখনো কাঙ্গাল। সজাতীয় ও স্বগত ভেদময় অবস্থায় কিছুদিন অবস্থানের পর মুমুক্ষু সাধক বুঝিতে পারে এখনো জীবন পরিপূর্ণ হয় নাই, তাই লোকরঞ্জনের ইচ্ছা, লোকসংগ্রহের ইচ্ছা, বহুরূপধারী নরনারায়ণের সেবার ইচ্ছা আর থাকে না। সকল ইচ্ছা দিয়া শুধু তোমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জড়াইয়া ধরিতে অন্তর চাহে। ক্ষণে কর্ম্মে শিথিলতা আসে, ক্ষণে ক্ষণে বা পূর্ব্ববৎ জনসেবার প্রেরণাও জাগে। ইহাও জীবনের এক সন্ধিক্ষণ।

আরও নিবিড় বন্ধনে তুমি যখন তোমার দৃষ্টির মধ্যে আমার দৃষ্টি হারাইয়া লও, তোমার সত্তার মধ্যে আমার মনকে বিলীন করিয়া লও, তোমার শান্তিময় বিরাট প্রাণে আমার বিদগ্ধ ক্ষুদ্র প্রাণটি ডুবাইয়া লও, তখনি সকল প্রশ্নের অবসান হইতে থাকে। আমার সর্ব্ব অঙ্গকে বিবশ করিয়া তুমি যখন তোমার নিবিড় প্রেম-ঘন সত্তায় গ্রাস করিতে থাক, তখন তোমার বিশ্ব-বৈচিত্র্যরূপও ধীরে ধীরে কোন্ এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দসত্তায় আমার দৃষ্টি হইতে মিশিয়া যাইতে থাকে। বিশ্বের প্রতীতি, বহুর প্রতীতি বিলুপ্ত হইতে থাকে। জগতের এই ঘন শক্ত রূপগুলি, গাছ মাটি পাথরগুলি পর্য্যন্ত যেন তোমার প্রেম-ঘন সত্তায় মিশিয়া যাইতে থাকে। মন্দির থাকে না, বিগ্রহ থাকে না, পূজা থাকে না, পূজক থাকে না। থাক শুধু তুমি, এক অখণ্ড প্রেম-রস-সিন্ধু।

"অপূর্য্যমানমচল প্রতিষ্ঠম্
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি, ন কামকামী।

বহির্মুখীন্ জীবনকে তুমিই প্রথম ফিরাইয়া ধর নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনারূপে তোমারি এক দিব্য চেতনার মধ্যে। তারপর সেই জীবনকে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিয়া, নদীকে যেমন সাগর গ্রাস করে, সেইরূপ তোমার অনন্ত সাগরে জীবত্বরূপ নদীকে গ্রাস কর। এক দিনের সাধনায় ইহা হয় না। শনৈঃ শনৈঃ—ক্রমে ক্রমে—ধীরে ধীরে। বহির্মুখী ইন্দ্রিয় ও মন তথা দেহ তোমার সর্ব্বগ্রাসী প্রেমের আলিঙ্গন সহ্য করিতে পারিবে না বলিয়াই তুমি ধীরে ধীরে আস। কিন্তু নাথ, যাহাকে তুমি একবার সত্যি স্পর্শ করিয়াছ, তাহারই সর্ব্বনাশ করিয়াছ, তাহাকেই পাগল করিয়াছ।

'না রাখ তার ঘরের আড়াল
না রাখ তার ধন,
পথে এনে নিঃশেষে তায়
কর অকিঞ্চন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ দয়া যে পেয়েছে তার,
লোভের সীমা নাই ;
সকল লোভ সে সরিয়ে ফেলে
তোমায় দিতে ঠাঁই।'

আজ তাই কোন লোভই, কোন কথাই মনকে বাহিরে টানিয়া রাখিতে পারিল না। তোমার প্রবল আকর্ষণে আবার কক্ষে ফিরিয়া আসিলাম, সেখানে শুধু তুমি আর আমি। নিবিড় আলিঙ্গনে দীর্ঘ সময় তোমার অমৃতময় বক্ষে আত্মহারা করিয়া রাখিলে।

পরদিন পুনরায় গোবিন্দজীর মন্দিরে যাওয়ার কথা। সকলেরই প্রবল আগ্রহ মানসিংহের পুরাতন রাজধানী অম্বরেও একবার যাইবে। সেখানে এক শক্তি-মূর্ত্তি রহিয়াছেন—যশোহরেশ্বরী। বাঙ্গলা দেশের যশোহর হইতে এই মাতৃমূর্ত্তি মানসিংহ আনিয়াছিলেন প্রতাপাদিত্যকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, এই কথা কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন। ষ্টেশন হইতে প্রায় আট মাইল দূরে এই মন্দির। এই দেবালয় ও মূর্ত্তি দেখিয়া অন্তর ব্যথিত হইল। শ্বেত-পাথরের সুন্দর মন্দির কিন্তু পরিবেশ তামসিক—মূর্ত্তি দেবীর নহে যেন দানবীর! সাত্ত্বিকতা তথায় নাই। পূজার্চ্চনা আর কিছু না হইলেও এক একটী ছাগ শিশুকে দেবীর প্রীতির জন্য নাকি প্রতিদিনই বলি দেওয়া হয় এবং তাহার মাংসে দেবীর ভোগ লাগে। কিছু মাংস বাজারে বিক্রিও হয়। ব্যথিত মন নিয়া ফিরিয়া চলিলাম গোবিন্দজীর মন্দিরে।

ঘোড়ারগাড়িগুলি যেন চলে না! বারটার পূর্ব্বেই গোবিন্দজীর কাছে যাওয়ার কথা। মন্দিরের দরজা খুলিয়াছে, গোঁসাইজী উদ্‌গ্রীব হইয়া আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার অন্তরে থাকিয়া ও মন্দিরে বসিয়া গোবিন্দজীও প্রতীক্ষা করিতেছেন। কি আকর্ষণ! মনে হইতেছিল গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়ি এবং দ্রুত ছুটিয়া যাই। সেই দিব্য পুরুষ মন্দিরে বসিয়া বেণু বাজাইতেছিলেন। আমার হৃদয় বেণুতে ধ্বনি তুলিতেছিলেন—

'কে কোথা আছরে বদ্ধ
আজি আমার দ্বার মুক্ত ;
আয় ছুটে আয়, আমার প্রাণে সুধা ঝরিছে।"

গাড়ী মন্দিরের দরজায় পৌছিলে, গৃহাভিমুখে যে সকল দর্শক ফিরিতেছিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহারা বলিল—এখনি মন্দিরের দরজা বন্ধ হইবে, দর্শন পাওয়া কঠিন। কিন্তু তাহারা জানেনা, আজ গোঁসাইজী গোবিন্দজীর দ্বারী হইয়া মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত রাখিবেন। গোঁসাইজী আমাদিগকে দেখিয়াই ছুটিয়া আসিলেন। সাগ্রহে অভ্যর্থনা করিয়া আমাদিগকে গোবিন্দজীর সামনে নৈবেদ্যের থালার ন্যায় উৎসর্গ করিয়া দিলেন।

গোবিন্দ, প্রাণ-গোবিন্দ। দিব্য-অঙ্গ, প্রেম-ঘন-বিগ্রহ, আনন্দ-মূরতি। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে সেইরূপ আকর্ষণ করিল আমার দেহ মন প্রাণকে এই প্রাণ-গোবিন্দ। স্নিগ্ধ, মধুময়, অতি শান্ত এই চিন্ময় মূর্ত্তি। গোবিন্দের দিব্য অঙ্গ হইতে এক মধুময় প্রবাহ আসিয়া আমাকে প্লাবিত করিল, সেই প্রবাহে নিমজ্জিত করিল,

"ঢল ঢল কাঁচা রূপের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।"

মনে হইল সেই দিব্য পরশে সহযাত্রিগণের সঙ্গে অন্যান্য দর্শকগণও অভিষিক্ত হইতেছে। মাতার স্নিগ্ধ মধুময় দৃষ্টির স্নেহ-প্রবাহ যেমন স্নেহসিক্ত করে অঙ্কস্থিত শিশুকে, প্রেমময়ের মধুময় দৃষ্টি যেমন আকর্ষণ করে প্রেমিকাকে, সেইরূপ তাঁহার দিব্য চাহনি, তাঁহার দিব্য ভাব অভিষিক্ত করিতেছিল আমাকে ও সকল দর্শকগণকে। মায়ের মধুময় হাসি যেমন মুগ্ধ করে অঙ্কস্থিত স্তন্যপায়ী শিশুকে সেইরূপ তাঁহার মধুময় হাসি বিমুগ্ধ করিতেছিল আমার দেহ মন প্রাণকে। তাঁহার দিব্য চুম্বনে প্রতি অঙ্গে শিহরণ হইতেছিল। বলিলাম—হে নাথ—

"ভরি এ দেহ মন প্রাণ
কি অমৃত চাহ তুমি করিবারে পান।"

যেন কত জন্মের তৃষ্ণা তাঁহার এই স্নিগ্ধ চাহনিতে, ঐ মধুময় হাসিতে মাখান রহিয়াছে। ডাকে, ডাকে, অস্ফুট স্বরে সে ডাকে। ক্ষণে কম্বুকণ্ঠে, ক্ষণে মধুর বংশীধ্বনিতে সে ডাকে। আমার জীবন-বীণার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধ্বনিত হইয়া উঠিল—"দিব্যাঙ্গভূষং ভজে"। ব্যাকুল হইয়া উঠিল প্রতি অঙ্গ। মন-মাতঙ্গ মত্ত হইল, প্রাণ আরও উদ্বেলিত হইল। তাঁহার প্রেমময় স্পর্শে মথিত হইতে লাগিল প্রতি অঙ্গ মোর। হে অমৃতময়, তোমার নিজেকেই আজ আমার মধ্যে অর্পণ করিয়া আমার ব্যথিত তিক্ত জীবনকে মধুময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া তুমি রস আস্বাদন করিতে চাহিতেছ। আমার মধ্যে তোমাকেই দান করিয়া তুমি আবার দর্শনে শ্রবণে স্পর্শনে এক মধুময় লীলার পসরা খুলিয়াছ। বাক্য নিরুদ্ধ হয়—দৃষ্টি শান্ত হয়, অঙ্গ শিথিল ও শান্ত হয় তোমার ঐ দিব্য অঙ্গের পরশে। স্থূল বাহ্য দৃষ্টি দিয়ে তুমি তোমার সিংহাসনে সমাসীন, আর আমার দেহ দূরে দরজার এক প্রান্তে অবস্থিত। ব্যবধান খুব কম নহে, কিন্তু অন্তরে তোমার দিব্য রূপ নিকট হইতে অতি নিকটে। তোমার দিব্য বিশাল হাত আসিয়া আমার অঙ্গকে বেষ্টন করিল, তোমার দিব্য রাতুল চরণ আসিয়া আমার বক্ষে সিংহাসন রচনা করিল। কৌস্তুভ-ভূষিত, ভৃগু-পদ-লাঞ্ছিত তোমার মধুময় সুশীতল দিব্য বক্ষ হইতে প্রেমের বন্যা আসিয়া আমাকে অভিস্নাত করিল, শীতল করিল, অতলে ডুবাইল। অপার প্রেম-সিন্ধু তুমি ঐ ছোট্ট রূপটি নিয়া তৃপ্তি পাইতেছিলে না, তাই বিশাল দিব্য রূপে তোমার অপার প্রেমসিন্ধুতে আমাকে নিমজ্জিত করিলে। একটি বট-কণিকায় তেমন বিশাল বট-বৃক্ষ নিহিত থাকে তেমনি তোমার ঐ ছোট্ট রূপ-কণিকায় প্রেম-সিন্ধু সুপ্ত রহিয়াছে। তুমি অণু হইতে অণু আবার মহান হইতে মহান।

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।"

অশ্রু-সিক্ত দেহে তোমারি দিব্য অঙ্গের প্রেমামৃত রস আস্বাদন করিতেছিলাম। চক্ষু তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে, অন্তরে তুমি দিব্য আলো জালিয়া একাকী সমস্ত অন্তরটী জুড়িয়া বসিয়াছিলে। হঠাৎ বাহির হইতে কে ধাক্কা দিল, চাহিয়া দেখি—পুরোহিত ঠাকুর তোমার গলার প্রসাদী মালাটী নিয়া সামনে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছে, একটু চকিত; যেন ভীত। তোমার, ওগো তোমার, আমার প্রাণনিধি তোমার প্রসাদি মালা ? আমার কণ্ঠে দিবে ? আহা ভাগ্য আমার, যে মালা ব্রজবালকগণ শত আরাধনা করিয়া পায় নাই—সেই মালা ? তোমার দিব্যকণ্ঠে যে মালা ক্ষণকাল পুর্ব্বে শোভা পাইতেছিল সেই প্রসাদী মালা ? আমার কণ্ঠে দিবে ?

পুরোহিত ঠাকুর মালা পরাইয়া দিলেন। ডুবিল স্মৃতি ও কল্পনা, ডুবিল যত স্ফুট ও অস্ফুট জল্পনা তোমার ঐ প্রেম-সিন্ধুতে। চোখ ডুবিল কান ডুবিল মন ডুবিল প্রাণ ডুবিল ঐ প্রেমসিন্ধুতে। এমনি করিয়াইত প্রেমের খেলা খেল তুমি—এমনি করিয়াই ত মালা পরাও তুমি। আবার ঠেলে দাও, আবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকর্ষণ কর। হে নাথ, তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ তোমার এই প্রেমসমুদ্রের লীলা, আর কত দিন আকর্ষণ ও বিকর্ষণের খেলা খেলিবে আমার এই ক্ষুদ্র জৈব বুদ্ধিকে নিয়া। দাঁড়াও, ওগো প্রেমনিধি একবার তুমি শান্ত হয়ে দাঁড়াও। শেষ কথাটি বলিয়া শেষ প্রণামটি করিতে দাও।

কাল তুমি ছিলে হর রূপে আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়া - আজ তুমি হরি রূপে আমায় অধিকার করিলে। হর ও হরি যেমন অভিন্ন সেইরূপ জীব ও শিব অভিন্ন হোক। লীলায় তুমি বহু, নিত্যে তুমি এক। নিত্যস্বরূপে দিব্যধামে যেখানে গেলে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না সেই ধামে একবার আকর্ষণ করিয়া লও; তবেই আমার গোবিন্দজীদর্শন ও শিবরাত্রি পালন সার্থক হইবে।

নমঃ পুরস্তাৎ অথ পৃষ্ঠতস্তে,
নমোঽস্তুতে সর্ব্বতো এব সর্ব্ব।
নমো নমস্তে, নমো নমস্তে
ওঁ শান্তিঃ।

এস আমার কন্যা

(১৩৬১)

"গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং" বলিয়া যাহাকে—যে দুর্গাকে সে দিন বিদায় দিয়াছিলাম তাঁহারই জন্য, আমার সেই স্নেহের কন্যারই জন্য আবার পূজার আয়োজন করিতেছি, ডালা সাজাইতেছি। "গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানঞ্চ নিজালয়ম্" বলিয়া যাঁহাকে, যে অসুরদলনী জগজ্জননীকে, যে বরাভয়দায়িনী দুর্গাকে রূপ হইতে ভাবসমুদ্রের অতলগভীরে—হৃদয়ের নিভৃতকন্দরে বরণ করিয়া লইয়াছিলাম আমার সেই আদরিণী কন্যাকে তোমাদের পূজার মন্দিরে আবার বাক্যে বাক্যে, মন্ত্রে মন্ত্রে ভাব হইতে রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। "গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং যত্র দেবো নিরঞ্জনঃ" বলিয়া যাঁহাকে রূপ হইতে অরূপে—জ্ঞানময় ভূমিতে, প্রজ্ঞাময় ভূমিতে শিবময়ক্ষেত্রে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলাম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে আজ আবার এই বেদীতে এই পীঠভূমিতে তোমাদের চোখের সামনে, তোমাদের বুকে বুকে প্রতিষ্ঠা দিতে, "আগচ্ছ পরমানন্দে" বলিতে বলিতে হাত ধরিয়া বরণ করিয়া আনিতেছি।

পিতার ও মাতার মিলনে যেমন কোন অব্যক্ত ক্ষেত্র হইতে শিশু ভ্রূণ-আকারে মাতৃগর্ভে আসে, পরে স্নেহের দুলালরূপে গৃহের শোভা বর্দ্ধন করে, সেইরূপ এই দেবীও আমার হৃদয়গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া—আবির্ভূত হইয়া তোমাদের মন্দিরের শোভাবর্দ্ধন করিবে। গুরুদত্ত বীজমন্ত্র হৃদয়গর্ভে সঙ্গোপনে রাখিয়া এতদিন যাঁহাকে ভ্রূণ আকারে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে দিয়াছি, এইবার সেই দেবী ভূমিষ্ঠ হইয়া তোমাদের মন্দিরের শোভা বর্দ্ধন করিবে। ঐ বেদীতে অধিষ্ঠিত হইয়া আমার পূজা গ্রহণ করিবে। অরণি ও উত্তরারণির ঘর্ষণে ঘর্ষণে যেমন হোমাগ্নি জলিয়া উঠে, তেমনি হৃদয়রূপ অরণিতে গুরুদত্ত মন্ত্ররূপ উত্তরারণির ঘর্ষণে ঘর্ষণে এই দেবী জলিয়া উঠিয়াছে আমার মানস পটে। দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনে যেমন আবির্ভূত হইয়াছিল সুধার ভাণ্ড, তেমনি বহু জন্ম জন্মান্তর সদ্ ও অসদ্ বৃত্তির মন্থনে মন্থনে আবির্ভূতা হইল সুধার ঘন-মূর্ত্তবিগ্রহ এই দেবী। আমার হৃদয়কে মন্থন করিয়া, আমার হৃদয়কে বিদগ্ধ করিয়া, আমার ভৌতিক হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া এই দেবী আসে স্থূলে, ভূতে, জগতে। জগতে আসিতে হইলেই, এই পূজাক্ষেত্রে বসিতে হইলেই আমার হৃদয়কে অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে আসিতে হয়। পরা শুদ্ধা নিষ্কলা দেবীকে আবির্ভূত হইতে হইলে ভক্তের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়াই আবির্ভূত হইতে হয়। অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত জগতে আসিতে হইলেই ব্যক্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তাই অব্যক্ত মূর্ত্তিতে সে জননী। আর ব্যক্ত মূর্ত্তিতে কন্যা।

অব্যক্ত মূর্ত্তিতে যুগ যুগান্তর ধরিয়া আমাকে—অনন্ত বিশ্বকে, অনন্ত জীবকে তুমি বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছ। কিন্তু সেখানে তোমাকে ব্যক্ত জগতের জীব দেখে না দেখিতে পায় না। সেখানে তুমি কেবল অনুভবগম্যা কিন্তু এই অনুভব জাগাইতে হইলেই তোমাকে ভবে আসিতে হয়। তুমি স্থূলে না আসিলে, এই বিশ্বে আসিয়া কন্যারূপে হাতখানি না ধরিলে ভবের তৃষ্ণা জীবের মিটে না। তাই তুমি ক্ষণে গোপালরূপে ক্ষণে কন্যারূপে যাহাকে উদ্ধার করিবে, যাহার ভবের সাধ মিটাইবে তাহার হৃদয়ে আসিয়া আবির্ভূতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হও। প্রথম আস ভ্রূণ আকারে। গুরুদত্ত ক্ষুদ্র বীজমন্ত্রটী অবলম্বন করিয়া তোমার ভ্রূণ মুর্ত্তি রচিত হয় হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে। তারপর একদিন তুমি হৃদয়ের ক্ষুদ্র কক্ষটী ছাড়িয়া বিশাল বিশ্বে আসিয়া সকলের বিস্ময় ও বিশ্বাস রচনা কর। তুমি স্থূলে আস ইহা অতি আশ্চর্য্য ও সত্য কথা। তাই তোমার স্থূল চিন্ময় রূপ দেখিয়া বিস্ময় জন্মে। তুমি পাদ্য, অর্ঘ্য গ্রহণ করিবার জন্য যখন ঐ রাতুল চরণ বাড়াইয়া দাও, ঐ কোমল হস্ত প্রসারিত কর, ঐ শির আনত কর তখন নাস্তিকেরও মনে বিশ্বাসের প্রদীপ জ্বলে। হৃদয়কে অবলম্বন করিয়া ভবে আস, আবার হৃদয়কে অবলম্বন করিয়াই ভাবে ডুবিয়া যাও। তাই একাধারে তুমি কন্যা ও জননী। ব্যক্ত আকারে এই বেদীতে আসিয়া আমার পুজা গ্রহণ করিয়া তুমি আমার কন্যা হও। এখানে তোমার কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, কোন ব্যক্তিত্ব নাই। আমার ভাবে ও অনুরাগে যেমন করিয়া তোমাকে অনুরঞ্জিত করি তুমি সেই রূপে ও ভাবে আমার বেদীতে অধিষ্ঠিতা হও।

তোমার অব্যক্ত রূপ হইতে আমার দেহ মন প্রাণ, ভাব অভাব, সুখ দুঃখ, সকল কিছুরই সৃষ্টি হইয়াছে। আমি তোমা হইতে জাত, তোমাতেই স্থিত আবার আমারই আমি যুগ যুগান্তর ধরিয়া তোমাকে আড়াল করিয়া রাখিতেছি। সুখ দুঃখের হাসি কান্নার কত মালা তুমি আমার জন্য রচনা করিতেছ। আমি সেখানে অবশ, পরবশ। কেন হাসাও, কেন কাঁদাও, কেন শোকের চিতা জ্বাল, কেন সুখের নন্দন কানন রচনা কর এ প্রশ্ন করিবার বুদ্ধিও তুমি রাখনা। আমি অবশ, আমি পরবশ। কিন্তু এখানে—এই বেদীতে তুমি পরবশ, তুমি অবশ। এইখানে এই বেদীতে এই যজ্ঞক্ষেত্রে তুমি আসিয়া পরবশ হও। ভক্তের অধীন হও। পিতার আদরিণী কন্যা হও। আবাহনের মন্ত্র অবলম্বন করিয়া তুমি বেদীতে আসিয়া ছোট্ট শিশুটীরূপে অধিষ্ঠিত হও। ধন্য সেই ঋষি, ধন্য সেই তপস্বী যে তোমাকে প্রথম দেখিয়াছিল, ধরিয়াছিল, অর্চ্চনা করিয়াছিল ঐ বিল্বশাখামূলে, ঐ বেদীতে, ঐ ঘটে, পটে, রূপে। তিন দিনের জন্য তুমি কন্যারূপে পিতৃগৃহে আস, তিনদিনের জন্য এই বিষাদাচ্ছন্ন ভবে ভাবের অনুরাগ মাখাইয়া দাও। পত্রে পুষ্পে, জলে তোমার আগমনের ডঙ্কা বাজিতে থাকে। এই যে তোমার ধরা দেওয়া, এই যে তোমার আসা, এই যে তোমার পুজা গ্রহণ করা, এ ত শুধু কল্পনা নয়। আস, তুমি সত্যই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আস। পূজা গ্রহণ কর, তুমি সত্যই গ্রহণ কর। ঈশ্বরী তুমি স্থূলে আসিয়া ভক্তের ভাবে অন্তরঞ্জিত হও।

অকায়ম্, অব্রণম্, অস্নাবিরম্, শুদ্ধম্, অপাপবিদ্ধম্—তুমি আবার কায়বান হইয়া ভাবগ্রাহী হইয়া সুখ দুঃখের ভাগী হইয়া, জগতে আস একথা যাহারা বিশ্বাস করিতে চাহে না তাহারা ত দয়ার পাত্র। তুমি বিদ্যা ও অবিদ্যা, তোমার এই দুই রূপ যে দেখে, "বিদ্যাঞ্চ অবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ, অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্ত্বা বিদ্যয়া অমৃতমশ্নুতে"। অবিদ্যামূর্ত্তিতে অর্থাৎ কন্যামূর্ত্তিতে স্থূলে আবির্ভূত হইয়া তুমি মৃত্যুময় সংসার হইতে উর্দ্ধে তুলিয়া লও। আর কারণে বিদ্যামূর্ত্তিতে জননীরূপে বক্ষে ধারণ করিয়া, চিন্মাত্রস্বরূপে জীবত্বকে নিমজ্জিত করিয়া অমৃত দান কর। তোমার অমৃতস্বরূপে ডুবাইয়া লও। আমরা আজ স্থূলে রহিয়াছি, দেহবান হইয়া জন্মিয়াছি তাই তোমাকে স্থূলে আকর্ষণ করিয়া আনিব, স্থূলে বরণ করিয়া লইব, স্থূলে পাদ্য অর্ঘ্য নৈবেদ্য দিব, স্থূলে বক্ষে তুলিব, স্থূলে চুম্বন করিব, স্থূলে নাওয়াইব খাওয়াইব, বস্ত্র অলঙ্কার দান করিয়া অতি সোহাগভরে তোমাকে সাজাইব। ঐ সিন্দূরের টিপটী কপালে পরাইব। আহা হা! কন্যা আমার, আদরিণী কন্যা আমার, তুমি আমার পূজার মণ্ডপে বসিয়া চঞ্চলা বালিকার মত কত জনার মুখের দিকে তাকাইবে, কেহ তোমার পরিচিত আছে কিনা, আরও কেহ তোমাকে আদর করিয়া বক্ষে ও কোলে তুলিয়া লইবে কিনা সেই প্রতীক্ষার চাহনি নিয়া পুজামণ্ডপের চারিদিকে চাহিবে। চাহিবে, হাত বাড়াইবে, চরণ বাড়াইবে, অঞ্চল পাতিয়া ধরিবে। আবার—"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্" বলিয়া অভিমান করিবে। এস, এস অভিমানিনী চতুরা কন্যা আমার! এস, এস জন্ম জন্মান্তরের হৃদয় মথিত সুধার ভাণ্ডার আমার, এহেহি বলিয়া আমি যে তোমাকেই ডাকিয়াছি। এহেহি বলিয়া আমি যে তোমারই জন্য পূজার ডালা সাজাইয়াছি। এমন করিয়া অভিমান করিলে কি চলে? এমন করিয়া চঞ্চল হইয়া নানা অঞ্চলে মুখ লুকাইবার চেষ্টা করিলে কি চলে? স্থির হও, শান্ত হও, স্থাং স্থীং স্থিরা ভব, সুস্থিরা ভব। এই মৃন্ময়ে, এই প্রতিমায়, এই বেদীতে সুস্থিরা ভব।

তোমাকে শুধু পাদ্য দিব, অর্ঘ্য দিব, সুন্দর বেশভূষায় সাজাইব এই কথাই যে শুধু মনের খাঁটি কথা নয় মা! তোমাকে আরো বহু উপহার দিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্বৎসর তোমার এই শত শত পুত্রকে যে সংসার জ্বালায়, যে মোহে, কামে, ক্রোধে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলে সেই দুর্গন্ধযুক্ত ফুলগুলিও ইহারা বহন করিয়া আনিয়াছে। সেই বিষপুষ্পের ছিন্নমালাও তোমাকেই উপহার দিব। এত প্রিয় বান্ধব, এত আপন জন, এত তাপহারী, পাপহারী আর ত কেউ নাই মা! তাই তোমাকেই বিষপুষ্পের ছিন্নমালা উপহার দিব। স্থাং স্থীং স্থিরা ভব, যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবৎ ত্বং সুস্থিরা ভব। তুমি ভয়ানাং ভয়ং, ভীষণং ভীষণানাং, গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং, তাই ত তোমাকে ডাকি, তাই ত তোমার জন্য ডালা সাজাই। তাই ত তোমাকে বরণ করি। স্থাং স্থীং স্থিরা ভব, সুস্থিরা ভব। গৃহাণ পূজনং মম।

তুমি গর্ব্বিত দেবতাদের গর্ব্ব হরণ করিতে দেবরাজ ইন্দ্রকে হৈমবতীরূপে দর্শন দান করিয়াছিলে। তুমি ব্রহ্মার স্তবে তুষ্ট হইয়া যোগমায়া মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর ঘুম ভাঙ্গাইয়াছিলে, মধুকৈটভকে নিধন করিয়াছিলে। অসুর নিষ্পেষণে ক্ষুব্ধ দেবতাদের তেজ হইতে তুমি মহিষাসুরমর্দ্দিনীরূপে আবির্ভূতা হইয়া দেবতাগণকে শান্তি দান করিয়াছিলে। আবার তুমি মহাসরস্বতীরূপে শুম্ভ নিশুম্ভাদি অসুরগণকে মর্দ্দিত করিয়াছিলে। তুমি দক্ষের গৃহে উমারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শিবের বক্ষবিলাসিনীরূপে দশমহাবিদ্যারূপ দেখাইয়াছিলে। আবার তুমি তারকাসুরকে নিধন করিবার জন্য হিমালয়ের গৃহে নবদুর্গারূপে জন্মিয়াছিলে। এ ত শুধু অতীতের কথা নয়। এখনও তুমি গর্বিত দেবতাদের দর্প হরণ করিতে আস। এখনও তুমি সুপ্ত প্রাণের ঘুম ভাঙ্গাও। এখনও তুমি ক্ষুব্ধ ভক্তের, সংসারতাপে বিদগ্ধ ভক্তের প্রাণে অবির্ভূতা হও। এখনও তুমি জীবের অহংকার ও মমতাকে ছিন্ন করিতে মুমুক্ষুর হৃদয়ে অবির্ভূতা হও। এখনও তুমি জড়ত্ববাদী ও নাস্তিকের বেশে সাজাইয়া দক্ষরূপ জীবের জীবনকে নিয়া অভিনয় কর, দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনী হও। এখনও তুমি বহুত্ব দৃষ্টি নাশের জন্য নবদুর্গামূর্ত্তিতে অতি বিমূঢ় জীবের হৃদয়েও আবির্ভূতা হও। এ ত অতীতের কথা নয়, এ ত শুধু ইতিহাসের গল্প নয়।

তুমি আরও বলিয়াছিলে—

> "ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
> তদা তদা অবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥"

নিত্যই এই বিশ্বে দানবের অত্যাচার রহিয়াছে, তাই নিত্যই ভক্তের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদয়ে তোমার আবির্ভাব হইতেছে। তোমার লীলা শুধু অতীতের কাহিনী নহে। তুমি যেমন নিত্য নূতন, তোমার লীলাও তেমনি নিত্য নূতন। তাই ঋষি বলিয়াছেন—

"দেবানাম্ কার্য্য সিদ্ধ্যর্থম্ আবির্ভবতি সা যদা
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥"

দেবতাদের ও বহু ভক্তের আর্ত্তনাদে তুমি হাড়মাংসের দেহ নিয়াও অবতার রূপে বহু যুগযুগান্তর পরে আসিয়া থাক একথা শাস্ত্র বলে। কিন্তু ভক্তের প্রার্থনায় তুমি তাহার হৃদয় হইতে নিত্যই আবির্ভূতা হইতে পার। তাই রামপ্রসাদ তোমাকে ডাকে, তাই রামকৃষ্ণ তোমাকে ডাকে, তাই বিজয়কৃষ্ণ, সত্যদেব তোমাকে ডাকে। তাই আজ আমরাও বলি—

"এহেহি ভগবত্যম্ব শত্রুক্ষয় জয়প্রদে।
ত্রৈলোক্য উদ্ধার হেতু ত্বং অবতীর্ণা বর্ষে বর্ষে"

ভক্তের হৃদয়ে, ভক্তের পূজাক্ষেত্রে তুমি আসিবে। তাই ত পূজার ডালা প্রতি গৃহে গৃহে সাজায়, তাই ত মঙ্গলশঙ্খ প্রতি গৃহে গৃহে বাজে। এস, এস, আয়াহি বরদে দেবি, এস, এস, তিষ্ঠ তিষ্ঠ, স্থিরা ভব, সুস্থিরা ভব, প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ, জীব ইহ স্থিতঃ, হ্রাং হ্রীং স্থিরা ভব, সুস্থিরা ভব, লহ পাদ্য, লহ অর্ঘ্য, লহ পুষ্প, লহ ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, লহ বস্ত্র, অলঙ্কার, লহ অন্ন, ব্যঞ্জন, দধি, দুগ্ধ। হাত বাড়াও আদরিণী কন্যা আমার! হাত বাড়াও, চক্ষু মেলিয়া তাকাও। সকল সন্তানের পূজা হাসিমুখে গ্রহণ কর।

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব,
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব,
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব।"

ওঁ শান্তিঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাল্‌কা (প্রভাস)

১৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫৪) রাত্রি ৯টায় আমেদাবাদ হইতে আমাদের রিজার্ভ সেলুন যাত্রা করিল ভেরাভেল ষ্টেসন অভিমুখে। জিতেলসর জংসন (যেখান হইতে পোরবন্দর যাওয়া হয়) ও জুনাগড় হইয়া ভেরাভেলে যাইয়া ট্রেন পৌছিল ১৭ই বুধবার বেলা ১-৩০ মিনিটে। ভাল্‌কা ভেরাভেল ষ্টেশন হইতে পায়ে হাঁটিয়া ১০।১২ মিনিটের রাস্তা। একটি ছোট্ট মন্দির, পাশেই অর্দ্ধশুষ্ক একটি ছোট্ট পুকুর, ৫।৭টি বাড়ীঘর, ২টি অশ্বত্থ গাছ, ১টি তথাকথিত অতি নোংরা ধর্ম্মশালা ও ১টি টিউবওয়েল তথায় আছে। ভেরাভেল একটি ডিষ্ট্রিক্ট সহর। সহরে ২।৪টি ভাল ধর্ম্মশালাও আছে। ষ্টেশন হইতে ভাল্‌কা যেদিকে, সহর তাহার বিপরীতদিকে দক্ষিণদিকে, অনতিদূরেই সমুদ্র। ষ্টেশনের হেড ট্রেণ-একজামিনার বেশ ভদ্রলোক কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব। আশাবাদী ও ভাবুক লোক। ধীরেন ও ত্রিলোচনের সঙ্গে তাঁহার সহজেই ভাব হইল। ইহারা দুইজনও বেশ আলাপী মিষ্টভাষী। ভাল্‌কায় যে এখন ছোট মন্দিরটি হইয়াছে এবং নূতন কিছু কিছু সংস্কার হইতেছে তাহা তাঁহারই প্রচেষ্টায়। তিনি প্রত্যহই তথায় একবার যান এবং সেই পুণ্যক্ষেত্রে কিছুক্ষণ বসিয়া আত্মনিবেদন করিয়া আসেন। আমেদাবাদে বেশ একটু ঠাণ্ডা ভাব ছিল কিন্তু ভেরাভেল যাইয়া গরম বোধ হইতে লাগিল। তাই কথা হইল রৌদ্রের তেজ কমিলে তিনি বৈকালে আমাদিগকে ভাল্‌কা লইয়া যাইবেন।

ভাল্‌কা পুণ্য তীর্থভূমি। ভারতের তথা এশিয়ার, তথা সমস্ত পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহামানব—নরনারায়ণ শুদ্ধ নিষ্কল পুরুষ এই ভাল্‌কাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন। কর্ম্ম, ভাব ও জ্ঞানের সমন্বয় বাস্তব জীবনে রূপায়িত করিয়া অন্য কোন দেহধারী ব্যক্তি ঐরূপ গৌরবময় আদর্শ দেখাইতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার বাল্যজীবনের অধিকাংশ সময় বৃন্দাবনে খেলাধূলায় ও ভাববিলাসের মধ্যেই অতিবাহিত হয়। কিন্তু কঠোর কর্ত্তব্য জ্ঞান তাঁহাকে ভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। গোপাঙ্গনাগণকে কাঁদাইয়া, ভাবিকাগণকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া মথুরা হইতে আরম্ভ হইল তাঁহার কঠোর ও বাস্তব জীবন। ভাবে, কর্ম্মে ও জ্ঞানে সমুজ্জ্বল তাঁহার জীবনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই অঙ্ক। বৃন্দাবনের ভাব সত্ত্ব ও তম মিশ্রিত। গঠনমূলক বাস্তব জীবন ইহা অপেক্ষা দৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। শুধু ভাব বিলাসে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেই বাস্তব জীবনের সকল কর্ত্তব্যের শেষ হয় না। তাই শ্রীরাধিকা অপেক্ষাও প্রিয় বান্ধব অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বিশ্ববাসীকে শুনাইলেন গীতার আদর্শ মহান্ বাণী। জীবনের সমন্বয় এইখানে রহিয়াছে। একটি সাধারণ মানুষও কর্ম্ম ভাব ও জ্ঞানের আশ্রয়ে কিরূপে জীবভূমি হইতে ব্রহ্মভূমি পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হইতে পারে তাহার সোপান রচনা হইয়াছে এই গীতায়। গীতার বাণীকে তিনি তাঁহার নিজের জীবনেও রূপ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—আমার কর্ত্তব্য বলিয়া কিছু নাই। তবুও আমি কর্ম্ম করিতেছি। কর্ম্মবিহীনে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করাও কঠিন। যোগে আরূঢ় হইতে হইলে প্রথম কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই চলিতে হইবে। কিন্তু যিনি যোগে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার কর্ম্মের পরিসমাপ্তি ঘটে। ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভেতে সর্ব্ব কর্ম্মের ভস্ম হয়। এ জগৎ অনিত্য ও দুঃখপূর্ণ। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের সাহায্যে আত্মসমর্পণ করিতে করিতে চঞ্চল মন শান্ত হয়। বায়ুর ন্যায় অতি চঞ্চল এই মন শান্ত হইলে কাম ও ক্রোধের বেগ সংযত হয়। দেহত্যাগের পূর্ব্বেই কাম ও ক্রোধের বেগ যাঁহার সংযত হয় তিনিই যোগযুক্ত, তিনিই সুখী। মনের উর্দ্ধে বুদ্ধি, বুদ্ধির উর্দ্ধে পরম পুরুষ। এই পরম পুরুষের কথা শুধু জানিলে ও শুনিলেই চলিবে না। তাঁহাকে দেখিতে ও তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। সেখানেই আমার পরম ধাম। "যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে," যেখানে গেলে আর ফিরিয়া আসে না। তার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত— "পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন"। বার বার জগতে আবর্ত্তন, বিবর্ত্তন হয়। সেই পরম ধাম দুঃখ বিবর্জ্জিত, প্রজ্ঞা ও আনন্দময় ভূমি। জগৎ বলিয়া বৈকুণ্ঠ, গোলক বা কৈলাস বলিয়া সেখানে কিছু নাই।

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ"। তারপর নিরাশ্রয়ের আশ্রয়-স্বরূপ শেষ কথা বলিলেন—যদি মনকে কোন কৌশলেই সংযত করিতে না পার তাহা হইলে আমার শরণাপন্ন হও। "মামেকং শরণং ব্রজ"। "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু"। সেই আমি শুধু রূপময়—বিশিষ্ট রূপময় আমি নহে। 'বাসুদেব সর্ব্বমিতি,' 'অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্তএব চ'। 'একাংশেন স্থিতো জগৎ' 'যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চ মে ন প্রণশ্যতি'। এইরূপে সুস্পষ্ট ভাষায় তিনি নিজের পরিচয় দিলেন। ব্রাহ্মীস্থিতির উপায় দেখাইলেন। তথাকথিত বৈষ্ণবগণ বৃন্দাবনের ভাবের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখে। তাহারা গভীর চিন্তায় প্রবেশ করিতে চাহে না। শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে হইলে গীতার আদর্শকেই গ্রহণ করিতে হইবে। বৃন্দাবনের সাধনা বৈশ্যস্তরের সাধনা। আর গীতার সাধনা—ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ স্তরের সাধনা। তাই বৈশ্যস্তরীয় সাধক বৃন্দাবনবাসীকে ভুলিয়া অর্জ্জুন ও উদ্ধবের ন্যায় ভক্তকেই শ্রীকৃষ্ণ পরে বিশেষভাবে স্নেহ করিতেন। তাঁহারা ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ স্তরীয় সাধক।

শ্রীকৃষ্ণের বাস্তব জীবনে আমরা দেখিতে পাই কি কঠোর কর্ম্মবাদী তিনি! 'ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে' বাক্যকে রূপায়িত করিয়াছিলেন তাঁহার জীবনে। কুরুক্ষেত্রের মহারণে পাপাসক্ত কুরুকুল ও অত্যাচারী রাজেন্দ্রবর্গ নিহত হইলেও ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হয় নাই। দৃষ্টি পড়িল তাঁহার নিজ বংশধরদের উপর—যদু বংশের উপর। দৃঢ় ও নির্ম্মম চিত্তে স্বীয় কর্ত্তব্যের বিচার করিলেন—ইহাদিগকেও নির্ব্বংশ করিতে হইবে। একেবারে নিশ্চিহ্ন করিতে হইবে। কুরুকুল ধ্বংস হইলেও এই অত্যাচারী যদুকুল—আমার নিজের বংশধর হইলেও অতি পাপিষ্ঠ। আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে হয় তাঁহার এই মমতা-বিবর্জ্জিত নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর কথা। তামসিক ও রাজসিক ব্যক্তিগণ স্বীয় পুত্রকন্যার বা বংশের দোষ দেখিতে পায় না। প্রতিবেশীর পুত্রকন্যার দোষই দেখে। কিন্তু এই শুদ্ধ ও নিষ্কল পুরুষ দেখিলেন অন্য ভঙ্গীতে। তাই তিনি মায়াচ্ছন্ন নহেন, মায়াধীশ। শান্তমনে দেখিলেন, বিচার করিলেন, স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, ইহাদিগকেও এই যদুবংশকেও ধ্বংস করিয়া আগাকে ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে হইবে।

পুরাতন ভারতের প্রসিদ্ধ ইতিহাস মহাভারতে দেখা যায় যদুবংশ ধ্বংসের জন্য তিনি তাহাদিগকে ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতে ফেলিবার ষড়যন্ত্র করেন। শাম্বকে শিখণ্ডী করিয়া এই ধ্বংস-যজ্ঞের সূচনা হয়। শাম্ব তামসিক বন্ধুদের দ্বারা প্ররোচিত ও পরিবেষ্টিত হইল, তাহার পেটে একখণ্ড লৌহ বাঁধিয়া রমণীর বেশে সজ্জিত করিল এবং ঋষিদিগকে পরীক্ষার ছলে বন্ধুগণ জিজ্ঞাসা করিল ইহার গর্ভে পুত্র হইবে, না কন্যা হইবে? ব্রাহ্মণগণ উপহাস বুঝিয়াছিলেন। ক্ষুব্ধ হইয়া উত্তর দিলেন—ইহার গর্ভে যাহার জন্ম হইবে তাহার দ্বারাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমাদের বংশ নির্ব্বংশ হইবে। অমোঘ সেই বাণী। অভিশপ্তগণ আত্মরক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। চতুর কৌশলী নরনারায়ণ অন্তরের ভাব চাপিয়া রাখিয়া তাহাদের ধ্বংস কোন পথে হইবে তাহাই কৌশলে বলিয়া দিলেন। সেই লৌহ মুষল ঘসিয়া ক্ষয় করিতে করিতে জলে ভাসাইয়া দিতে বলিলেন। সকলের প্রচেষ্টায় মুষল ক্ষয় হইল, বংশক্ষয়ের পথও সুগম হইল। সেই লৌহকণা জলে ভাসিতে ভাসিতে প্রভাসময় একপ্রকার অসংখ্য বিষবৃক্ষের সৃষ্টি হইল। সেই বৃক্ষের দ্বারাই পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিয়া যদুবংশ নির্ব্বংশ হয়। দ্বারকা হইতে প্রভাসে নরনারায়ণই ইহাদিগকে ডাকিয়াছিলেন। তারপর দ্বারকা হইতে সমস্ত যদুবংশের নারীকুলকে ও প্রভাসে আহত ও নিহত এই যদুকুলকে ভাসাইয়া নিবার জন্য সমুদ্রকে আহ্বান করিলেন। একেবারে নিশ্চিহ্ন করিলেন। উঃ! কি নির্ম্মম পরিহাস! ইহা একমাত্র মায়াবিবর্জ্জিত পুরুষের পক্ষেই সম্ভব। নিজের ঔরসজাত পুত্র ও বংশজ (পৌত্র), নিজের অঙ্কশায়িনী ভার্য্যা, সকলকেই নির্ম্মমভাবে ভাসাইয়া দিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামকে আদেশ করিলেন তুমি পাতালে প্রবেশ কর।

তারপর—তারপর ধ্যানগম্ভীর হইয়া আসিয়া বসিলেন এক অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখায় এই ভাল্‌কায়। লৌহ মুষলের শেষ ক্ষুদ্র লৌহ ফলকায় ব্যাধের বাণে বিদ্ধ হইলেন ঐ অশ্বত্থ বৃক্ষে, এই ভাল্‌কায়। সমস্ত যদুবংশের ধ্বংস হইল ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতগ্রস্ত সেই লৌহ মুষলে। যদুকুলাধিপতি নিজের ধ্বংস সাধনের উপায়ও করিলেন সেই মুষলেরই লৌহখণ্ড দ্বারা। কথিত আছে—মুষল ঘসিতে ঘসিতে সর্ব্বশেষ ক্ষুদ্র অংশটুকু জলে নিক্ষেপ করে। ঘটনাচক্রে তাহা ব্যাধের হাতে আসে। মৃগয়াছলে ব্যাধ বনে ঘুরিতে ঘুরিতে ভাল্‌কা হইতে প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী সমুদ্রতীরস্থিত ভীলভঞ্জন নামক স্থান হইতে এই বাণ নিক্ষেপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ বিদ্ধ করে। গভীর অরণ্যে বুঝিতে পারে নাই তাহা মৃগ কি মানুষ। কথিত আছে তিনি বালির পুত্র অঙ্গদকে রাম অবতারে বর দিয়াছিলেন পরবর্ত্তী অবতারে তুমি তোমার পিতার হত্যার প্রতিশোধ লইও। অঙ্গদই ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব অবতারের বাক্য সার্থক করিয়াছিল। কর্ম্মফল কাহাকেও ত্যাগ করে না। মৃত্যু হইলেও তাহাকে অতিক্রম করা যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"শুভ কর্ম্মে শুভ মন্দে মন্দ ফল
এ নিয়ম রোধে নাহি কারো বল।"

দেখা যায় ত্রেতায় রাম অবতারে বালিবধের জন্য তিনি যে অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহার ফল স্বেচ্ছায় দ্বাপরে আসিয়া গ্রহণ করিলেন। ব্যথিত অঙ্গদকে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ দিলেন।

এই সেই ভাল্‌কা, যেখানে ত্রেতাযুগের কর্ম্মফল ক্ষয় করিলেন দ্বাপরে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য স্বীয় বংশকে নির্ব্বংশ করিয়া ব্যাধের বাণকে উপলক্ষ্য করিয়া ধ্যানমগ্ন অবস্থায় পরম ধ্যানে উৎক্রামণের সোপান রচনা করিলেন। এই সেই পুণ্যভূমি ভাল্‌কা যেখান হইতে নরনারায়ণ অনিত্য ও দুঃখপূর্ণ জগৎকে ত্যাগ করিয়া পরম ধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই সেই পুণ্যভূমি ভাল্‌কা যেখানে স্বীয় বন্ধু অর্জ্জুনকে ডাকিয়া আনিয়া তৃষ্ণার শেষ বারি পান করিয়াছিলেন। এই সেই পুণ্যভূমি ভাল্‌কা, যেখানে অন্তরঙ্গ বন্ধু উদ্ধবকে শেষ কথাটুকু কানে কানে বলিয়াছিলেন। এই সেই পুণ্যভূমি ভাল্‌কা যেখানে নরনারায়ণের শেষ পদচিহ্ন রহিয়াছে। এই সেই পুণ্যভূমি ভাল্‌কা যেখানে মায়াধীশ নরনারায়ণ নরদেহ ত্যাগ করিবার ছলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার সঙ্গে মুক্তির সোপান রচনা করিলেন। ঊর্দ্ধ লোক হইতে এই ভাল্‌কা পর্য্যন্ত এখনও এক দিব্য সোপানের চিহ্ন রহিয়াছে।

স্থানটী উপেক্ষিত, অপ্রসিদ্ধও বটে। কোন অট্টালিকা তথায় নাই। বিরাট মন্দির তথায় তৈয়ার হয় নাই। একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় নরনারায়ণের একটি ছোট প্রস্তরমূর্ত্তি কিছুদিন পূর্ব্বে কতিপয় ভক্ত স্থাপন করিয়াছেন। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা। কত বিপ্লব এই স্থানের উপর হইয়া গিয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী সোমনাথ মন্দির পরধর্ম্ম ও পরমত অসহিষ্ণু মুসলমানদের দ্বারা পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠিত হওরার সময় এই স্থানও হয়ত নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল। কিন্তু বাহিরের চিহ্ন নিশ্চিহ্ন হইলেও যে দিব্য পদচিহ্ন তথায় রহিয়াছে, যে দিব্য সোপান ইহলোক হইতে লোকান্তর পর্য্যন্ত রচিত হইয়াছে তাহা এখনও নিশ্চিহ্ন হয় নাই।

সূর্য্য ডুবিতেছিল, সন্ধ্যার আঁধার দূর করিয়া আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠিতেছিল তেমনি এক শুভলগ্নে এই জনবিরল ভাল্‌কায় বসিয়া সেই দিব্য সোপান শ্রেণী দেখিতেছিলাম, গীতার সপ্তশত শ্লোক দিয়া যেন রচিত হইয়াছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ দিব্যরাজ্যের সপ্তশত সোপান—অক্ষত দিব্য সোপান। প্রতি সোপানে সোপানে দিব্য পতকা উড়িতেছে। একদিকে "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"। অন্যদিকে—"মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে"। "তদ্ধাম পরমংমম"।

এই সেই ভাল্‌কা—পুণ্যতীর্থ ভাল্‌কা—মুক্তিক্ষেত্র ভাল্‌কা। বৃন্দাবন ঘুরিয়া যাহারা চিন্ময় বিভুর সন্ধান পাও নাই, মথুরায় ও দ্বারকায় যাহারা রাজ আড়ম্বরের সপ্তদ্বার ভেদ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিতে পার নাই তাহারা এস, এই অখ্যাত ভাল্‌কায় এস। এইখানে জীবনের কুল পাইবে। এইখানে জীবনের সোপান দেখিতে পাইবে। এইখানে ধর্ম্মাধর্ম্মের ভেদ বুঝিতে পারিবে। এইখানে দিব্য পুরুষের শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে একবার অন্তরের যোগ স্থাপন করিতে পারিলে কৈবল্যধামের সন্ধান পাইবে। এস, ব্রজের গোপী এস। এস, বৃন্দাবনের ভক্ত এস, এস কুরুক্ষেত্রের রথী মহারথিগণ এস। এস, অচ্যুত সখা অৰ্জ্জুন এস। এস, জীবনের সহচরী সত্যভামা, রুক্মিণী এস। এস প্রদ্যুম্ন, এস অনিরুদ্ধ। এস প্রাণোপম সখা উদ্ধব। এস, ভক্তবৃন্দ এই ভাল্‌কার ধূলিতে একবার তাঁহার দিব্য পদচিহ্ন দেখিয়া যাও। ভাল্‌কা তোমাকে নমস্কার, তোমার প্রতি ধূলিকণাকে নমস্কার। যে দিব্য সোপান অশ্বত্থ বৃক্ষতলে, এই নিভৃত স্থানে আজ দেখিবার সুযোগ দিলে সেই সোপানের দ্বার চির উন্মুক্ত রাখিও। শেষ পতাকাটুকু শেষ দিনে হাতে তুলিয়া দিও—'যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম'।

———

শুভ শ্রাবণ শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি

শ্রাবণ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি তোমাদের নিকট একটি পবিত্র দিন। সত্যপ্রতিষ্ঠার পথে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যাহারা তপস্যা করিতেছ তাহাদের প্রত্যেকেরই উচিত এই পুণ্যতিথিতে আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য, যিনি এই পুণ্য তিথিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহার চরণে অর্ঘ্য দেওয়া। গুরুপূর্ণিমা তিথির ন্যায়ই এই তিথি তোমাদের নিকট অতি পবিত্র তিথি। ব্রহ্মর্ষি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীসত্যদেব এই পুণ্য তিথিতে এই বিশ্বে আবির্ভূত হইয়া সত্যপ্রতিষ্ঠার সাধনার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। শুধু ব্রহ্মর্ষির শিষ্যগণই এই পুণ্যতিথিকে স্মরণ করিবে ও তাঁহার অর্চ্চনা করিবে ইহা ঠিক নহে। তোমাদেরও ঐ পুণ্যতিথিতে বিশিষ্ট বিশিষ্ট স্থানে সমবেত হইয়া অথবা স্ব স্ব স্থানে অর্চ্চনা বন্দনা প্রভৃতি করা উচিত। তাঁহার শক্তি ও আশীর্ব্বাদ আমাদের সাধনা পথের শ্রেষ্ঠ পাথেয়। পরম গুরুকে ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে, বরং অকৃতজ্ঞতা তাহাতে প্রকাশ পায়।

কিছুদিন হইতেই তোমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া আজ এই প্রবন্ধ লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। আশা করি তোমরা এখন হইতে নিজের ভুল বুঝিয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইবে। তোমরা পিতামহ ও প্রপিতামহকে যেমন স্মরণ কর সেইরূপ পরমগুরু, পরমেষ্টি গুরুকেও তোমাদের স্মরণ করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিনের সাধনায়ও এই বিধান রহিয়াছে। অবশ্য যাহারা দেহাত্মবুদ্ধি ভুলিয়া গভীর সমাধিতে অবস্থান করিতে পার, যাহারা স্থূলের কথা ভুলিতে পারিয়াছ তাহাদের জন্য একথা বলা সাজে না। তাহারা বিশ্বময়ই গুরুকে দেখিয়া থাক। অনেকেই ত সে অবস্থা লাভ করিতে পার নাই। স্থূলের আকর্ষণ যথেষ্টই রহিয়াছে। শুধু গুরুতত্ত্ব চিন্তা করিবার সময় কর্ত্তব্যজ্ঞানে অলস হইলে চলিবে কেন? তাই তোমাদিগকে জানাইতেছি তোমরা এ বৎসর হইতে ভবিষ্যতে চিরদিনই এই পুণ্যতিথিতে তোমাদের পথ-প্রদর্শক পরম পিতাকে অর্চ্চনা করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে।

ব্রহ্মর্ষি এই পুণ্যতিথিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এক মহাশক্তির প্রেরণায়। প্রখ্যাত জ্যোতিষিগণ বলিয়াছেন—শক্তিতত্ত্ব ও সত্যপ্রতিষ্ঠাবাদ প্রচারের জন্যই তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি অতিমানব ছিলেন। তাঁহার শুদ্ধ সঙ্কল্প ও আশীর্ব্বাদ জগতের কল্যাণের জন্য রহিয়া গিয়াছে, যদিও তিনি স্থূলে নাই। প্রতিদিনই তোমরা প্রণত হইয়া শ্রদ্ধার্ঘ্য দিলে তাঁহার আশীর্ব্বাদ অনুভব করিতে পারিবে। বিশেষভাবে এই পবিত্র শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে তাঁহার আশীর্ব্বাদ পাইবে ও প্রেরণা লাভ করিবে ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তিনি বিশ্বের কল্যাণের জন্যই দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, এই পুণ্যতিথিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাই বিশ্ববাসী সকলেরই তিনি আপন জন, বিশেষ ভাবে যাহারা তাঁহার পথের পথিক, তাহারা আশীর্ব্বাদ পাইবার সম্পূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিকারী। তোমরা সে অধিকার হইতে নিজদিগকে আর বঞ্চিত করিও না। তাঁহার আশীর্ব্বাদে অপ্রমত্ত হইতে পারিবে, তাঁহার আশীর্ব্বাদই তোমাদের শ্রেষ্ঠ পাথেয় হইবে।

ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞ গুরুই লীলা করেন। পুত্র যেমন পিতার শরীরের ও মনের অংশ, ব্রহ্মনিষ্ঠ শিষ্য সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর তপঃশক্তির অংশ। শিষ্য গুরুরই সঙ্কল্পিত ছবি। দেহ চিরস্থায়ী নহে, তাই দেহ হইতে দেহান্তরে গুরুশক্তি শিষ্য পরম্পরায় প্রবিষ্ট হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করে। অনেক ক্ষেত্রে শিষ্য মিডিয়াম বা যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত হয় প্রবল গুরুশক্তির প্রেরণায়। বিশ্বময়, অন্তরে ও বাহিরে যতদিন গুরুকে দেখিবার অধিকারী না হও, যতদিন স্থূল গুরুর প্রয়োজন বোধ কর, ততদিন পরমগুরু ও গুরুপরম্পরা মানিয়া চলা কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধাবান সাধক ইহাতে গুরুবাদে বা সাম্প্রদায়িকতায় বদ্ধ হয় না। কালে একই ব্রহ্মশক্তিকে গুরু, পরমগুরু, পরমেষ্টি গুরু এবং নিজের মধ্যে ও বিশ্বের মধ্যে লীলায়িত দেখিয়া ধন্য হয়।

অবহেলার ভাব ত্যাগ করিয়া তোমরা প্রণত শিরে কৃতজ্ঞ হও, কর্ত্তব্য পালন কর। ব্রহ্মজ্ঞ সকলে হইতে পারে না, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞদের আশীর্ব্বাদ সকলেই লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে। তোমরা জীবনের এই অমূল্য সুযোগ নষ্ট করিও না। এই পুণ্যতিথিতে শ্রদ্ধানত শিরে অর্ঘ্যদান কর, ধন্য ও কৃতকৃত্য হও।

স্নেহং দয়াং বৎসলতাং বিধায়
চিত্তং প্রমুগ্ধং কৃতমত্র যেন।
তং দীননাথং ভবসিন্ধু পোতং
শ্রীসত্যদেবং নিতরাং নমামি,
শ্রীসত্যদেবং নিতরাং নমামি॥

ওঁ শান্তিঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পবিত্র গুরু-পূর্ণিমা তিথি

(১৩৬২)

সেই পুণ্য তিথি আবার আসিতেছে। ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধকগণ যে পুণ্য তিথিতে বিশেষভাবে উর্দ্ধলোকের শক্তি ও প্রেরণালাভ করেন। প্রাকৃতিক বিধানে যেমন গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ঋতু আসে তাহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়া, সেইরূপ উর্দ্ধলোকেরও শক্তি আসে বিশিষ্ট তিথিতে ও দিনে দিব্যবাণী ও প্রেরণা নিয়া। গ্রীষ্মকাল আসিলে যেমন সকলেই প্রচণ্ড গরম অনুভব করে, বর্ষাকাল আসিলে যেমন বৃক্ষলতাদি পর্যন্ত বারিধারায় অভিস্নাত হয়, তজ্জন্য কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ ঋষিকল্পিত পুণ্যদিনে ও তিথিতে প্রকৃতির বিধানেই উর্দ্ধলোকের শক্তি অবতরণ করে ঋষিদের আশীর্ব্বাদ বহন করিয়া এই বিশ্বে। যাঁহারা আত্মজ্ঞানের অভিলাষী যাঁহারা গুরুশক্তিতে বিশ্বাসী যাঁহারা মুমুক্ষু তাঁহারাই এই পুণ্য তিথির গৌরব বিশেষভাবে অনুভব করেন। শক্তি আসে, বাণী আসে, প্রেরণা আসে,—আসে—সত্যই আসে, অতি নিকটে দেহ ও মনকে স্পর্শ করিতে, শুদ্ধ করিতে সেই দিব্য শক্তি নিকটে আসে। আসে—হৃদয় মন্দিরের দ্বারে দ্বারে আসে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য, প্রেরণা দিবার জন্য। ভক্তের অন্তরকে পরিপূর্ণ করিয়া দিবার জন্য সেই শুভ শক্তি অবতরণ করে প্রতি ভক্তের অন্তরে অন্তরে। সম্প্রদায়ের বিচার নাই, মতবাদের বিচার নাই, যাহারা মুমুক্ষু তাহাদেরই হৃদয় বেদীমূলে ঐ দিব্য শক্তি আসে উর্দ্ধলোক হইতে বাণী ও আশীর্ব্বাদ বহন করিয়া। প্রতি বস্তুর ও ব্যক্তির দ্বারস্থ হয় উর্দ্ধলোকের ঐ পুণ্য শক্তি এই পুণ্য তিথিতে। কিন্তু মৃত বৃক্ষলতাদিতে যেমন বর্ষার বারি কল্যাণকর হয় না, সেইরূপ তামসিক জীবের—মানুষের জীবনেও এই পুণ্য শক্তি কোন প্রয়োজনে আসে না। একটু যাঁহাদের চক্ষু খুলিয়াছে, একটু যাঁহাদের হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে, একটু যাঁহাদের অন্তরে শুদ্ধ পিপাসা জাগিয়াছে তাঁহারাই এই গুরুশক্তি উপলব্ধি করিতে পারেন।

গুরুশক্তির বিশিষ্ট কোন রূপ নাই। ব্রহ্মশক্তিই গুরু শক্তি, ব্রহ্মই একমাত্র গুরু। 'গুরুরেব পরং ব্রহ্ম'। বিভিন্নকালে, বিভিন্নদেশে, বিভিন্ন সমাজে এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুশক্তি বিশিষ্ট বিশিষ্ট দেহধারীর মধ্য দিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করে। দেহ গুরু নহে, দেহী হইলেন গুরু। তাই তিনি অভিন্ন তিনি এক। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে যে সাধক তাঁহার গুরুকে দেখিতে পান তাঁহার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা আসিতে পারে না। গুরুর দেহ ভগবানের মণি-মন্দির, তাই গুরুর দেহও সাধকের একান্ত শ্রদ্ধার বস্তু। কিন্তু দেহীকে না দেখিয়া শুধু দেহেতেই যাহাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হয়, তাহারা যথার্থ গুরুকে লাভ করিতে পারে না। তাই তোমরা দেহীকে সেই বিশ্বগুরুকে তোমার দেহধারী গুরুর মণি-মন্দিরে দেখিতে চেষ্টা করিও।

দেহকে বাদ দিয়া দেহীকে দর্শন করা সহজ কথা নহে। প্রবেশার্থী সাধকের পক্ষে ইহা খুবই কঠিন, তাহারা কি করিবে সেই কথা বলিতেছি।

(১) ভাবের উচ্ছ্বাসে হঠাৎ কাহাকেও গুরুত্বে বরণ করিবে না। যাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিবে তাঁহার সান্নিধ্যে কিছুদিন বসবাস করিবে বরণ করিবার পুর্ব্বে। যদি গুরুর ব্যবহারিক জীবনে গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ দেখিতে পাও, অথবা দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত ভক্তের লক্ষণ দেখিতে পাও, তবেই তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিবে।

(২) দেহীকে প্রথম ধরা যায় না। তাই দেহকে অবলম্বন করিয়া দেহী যে আচরণ করেন সেই আচরণ লক্ষ্য করিয়াই দেহীর পবিত্রতা সম্বন্ধে বিচার করিবে। গুরুর শুদ্ধ আচরণের চিন্তা করিতে করিতে শিষ্যের হৃদয় পবিত্র হয়।

(৩) ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু গৃহস্থাশ্রমে থাকিলেও তাঁহার জীবন ঋষিতুল্য হইবে। গুরুর দোষ গুণ শিষ্যে সংক্রামিত হয়, তাই ক্রোধী, লোভী বা মোহগ্রস্ত ব্যক্তি গুরুপদবাচ্য নহেন। এইরূপ গুরুর চিন্তা করিয়া অনেক ক্ষেত্রে শিষ্যের অনিষ্ট হয়।

(৪) পিতামাতার গুরু বা তাঁহার বংশধরগণই কুলগুরু নহেন। যিনি কুলকুণ্ডলিনীকে—অন্তরস্থ ঘুমন্ত শক্তিকে জাগাইয়া দিতে পারেন তিনিই কুলগুরু।'

(৫) যদি কেহ ভুলক্রমে ভাবের বশে প্ররোচিত হইয়া ভ্রষ্টাচারী লোককে গুরুত্বে বরণ করিয়া থাকে তবে ভুল বুঝিবামাত্র তাহাকে বর্জ্জন করিবে। অশ্রদ্ধা আসিলে আত্ম-কল্যাণের কোন আশা নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৬) শ্রদ্ধাবান শিষ্য গুরুর রূপের ধ্যান করিবেন এবং তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন। তাঁহার ধ্যানমগ্নভাব, তাঁহার দয়া, দাক্ষিণ্য, প্রেম ও পবিত্রতার কথা চিন্তা করিবেন।

শিষ্য শ্রদ্ধানত শিরে, সংযত হৃদয়ে গুরুর মূর্ত্তিকে ধ্যান করিবে। তাঁহাকে হৃদয়ে বসাইবে। শুধু হৃদয়ে নহে তোমার প্রতি অঙ্গে তাঁহার অঙ্গকে মিলাইবার চেষ্টা করিবে। "মদ্দেহো গুরু মন্দিরম্" এই ভাব নিয়া প্রথম সাধনা করিবে। প্রথম তোমার অন্তরে তাঁহার মূর্ত্তি স্থাপন করিবে, পরে তোমার প্রতি অঙ্গে অঙ্গে তাঁহার দিব্য অঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবে। অর্থাৎ নিজের দেহকে ভুলিয়া দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে গুরুর দেহকে চিন্তা করিবে। গুরুর গুণ সম্বন্ধেও চিন্তা করিতে থাকিবে। ইহাতে শিষ্যের দেহের পাপ, তাপ ও গ্লানি অতি সহজে দূর হয়। কিন্তু মনে রাখিও গুরু যদি শুদ্ধ পুরুষ না হন তাহা হইলে গুরুর দোষও শিষ্যে সংক্রামিত হইবে। অতএব গুরু নির্ণয়ের সময় সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিবে।

ব্রহ্মজ্ঞ বা ব্রহ্মযুক্ত গুরুর ধ্যান করিতে করিতে শিষ্যের দেহ ও হৃদয় স্বচ্ছ হয়। তখন আর গুরুর মূর্ত্তির ধ্যান করিবার প্রয়োজন হয় না। গুরু শক্তি সহজেই শিষ্যের অন্তরে অবতরণ করে। তখনই যথার্থ শিষ্যত্ব লাভ হয়, সেই সাধক তখন বলে—"মৎ প্রাণঃ শ্রীগুরোঃ প্রাণঃ" শিষ্যের জীবচেতনা গুরুর চেতনারই অংশ। এই অংশবোধ গভীর হইলে শিষ্যের অন্তর এক দিব্যশক্তিতে পরিপূর্ণ হইতে থাকে। ক্রমে গুরুর প্রাণই তাহার প্রাণ এবং তাহার প্রাণই গুরুর প্রাণ এইরূপ ভেদাভেদ বুদ্ধির উদয় হয়। এক বিন্দু জল যেমন পাত্রস্থিত জলরাশির সঙ্গে মিলিয়া যায়, অথবা বর্ষার প্লাবন আসিয়া যেমন ক্ষুদ্র জলাশয়গুলিকে প্লাবিত করিয়া দেয়, তাহার বৈশিষ্ট্য রাখে না, স্বাতন্ত্র্য রাখে না, সেইরূপ চিন্ময় গুরু তাঁহার মহান প্রাণে শিশুকে ডুবাইয়া লন। এই চিন্ময় বিরাট গুরুশক্তির সন্ধান ও স্পর্শ যে সাধক একবার পাইয়াছেন, সেই সাধকই এই পুণ্য তিথিতে গুরু-পূর্ণিমা তিথিতে গুরুশক্তিকে বিশেষভাবে অনুভব করিতে পারেন। সেই সাধকই কবির সুরে সুর মিলাইয়া বলেন—

"সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তোমার আলোয় নাইক ছায়া
আমার মাঝে পায় সে কায়া।"

এই অসীম শক্তি, বিরাট মহান শক্তি যাহাকে কৃপা করে, যাহাতে অবতরণ করে, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয় তিনিই কালে গুরুপদবাচ্য হন। সেই সাধক অন্তরে ও বাহিরে এই দিব্য গুরুশক্তিকে অনুভব করিয়া বিবশ হইয়া থাকেন। "পূর্ণমন্তরবহির্যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ" এই বলিতে বলিতে প্রণত হন, লুণ্ঠিত হন। দেহে, মনে, প্রাণে অপূর্ব্ব সুখময় স্পর্শে আত্মহারা হইয়া বক্ষে তাঁহাকে চাপিয়া ধরেন। সেই রূপহীনকে সেই বিরাটকে সেই প্রেমময়কে বক্ষে চাপিয়া ধরেন, শিহরিয়া উঠেন। চোখের জলে ভাসিতে থাকেন। আর কবির সুরে সুর মিলাইয়া ক্ষণে ক্ষণে বলেন—

"ভরিয়ে এ দেহ, মন, প্রাণ
কি অমৃত চাহ তুমি করিবারে পান।"

সেই প্রেমময়ের পিপাসা দারুণ পিপাসা। স্নেহশীলা জননী তাহার হারান পুত্রকে পাইয়া যেমন বক্ষে জড়াইয়া ধরে, মুহুর্মুহু চুম্বন করে সেইরূপ অথবা তাহা অপেক্ষাও শতগুণ স্নেহাতুর হইয়া গুরুশক্তি শিষ্যের দেহে, মনে প্রাণে প্রবিষ্ট হইয়া আলিঙ্গন করে, চুম্বন করে, শিরায় শিরায় চুম্বন করে, অণুতে অণুতে চুম্বন করে, রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে চুম্বন করে। স্নেহকোমল হাত বুলাইয়া দেয়। ত্বক্‌ চর্ম্ম, অস্থি, মাংসে তাঁহার স্নেহকোমল হাত বুলাইয়া দেয়। ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে অনুপ্রবিষ্ট হয়, মন স্তব্ধ হয়, নির্ব্বাক নিশ্চল হয় সেই বিরাট প্রেমময়ের বিশাল ভুজজালে শৃঙ্খলিত হইয়া। অপূর্ব্ব এই প্রেমময়ের পরশ। অপূর্ব্ব এই প্রেমময়ের সোহাগ।

যে সাধক নিজেকে হারাইবার সঙ্কল্প করে নাই, নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিবার সঙ্কল্প করে নাই, যে মন্ত্র শুধু মুখে বলে, অন্তর দিয়া মনন করে না, মন্ত্রের গূঢ় রহস্যে প্রবেশ করে না, সে এই দিব্য পুরুষের স্পর্শ কিরূপে পাইবে বল? যে নিজেকে দিতে চাহে, উৎসর্গ করিয়া দিতে চাহে, নিঃশেষ করিয়া দিতে চাহে তাহার নিকটই তিনি সুলভ। "তস্যাহং সুলভঃ পার্থ"।

সম্বৎসর ভুলিয়া থাকিলেও আজ এই পুণ্যতিথিতে একবার নিজেকে উৎসর্গ করিতে চেষ্টা কর বৎস! কার্পণ্য পরিহার কর। অনেক প্রবঞ্চিত হইয়াছ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেক খেলা খেলিয়াছ। একবার উর্দ্ধে তাকাও, দুই বাহু প্রসারিত করিয়া করুণ কণ্ঠে বল—

'তবাশ্রিতং মাং ত্বমেব রক্ষ।'

হে বিশ্বস্রষ্টা, হে নিত্য, হে বিমল, হে ভূমা, তোমার সে অমোঘ ডাক্ আমাকে একবার শুনিতে দাও। আর দেরি করিও না, আর আমাকে ছড়াইয়া পড়িতে দিও না। আর বিষয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মনের শিকড়কে তলাতলে প্রবেশ করিতে দিও না। হে রুদ্র! তোমার রুদ্রতেজ আমার পাপরাশিকে নির্ম্মমভাবে ভস্ম করুক্। হে করুণাময়। তোমার করুণার ঝরণা আমার জীবনের পবিত্র লালসাকে, ব্রহ্মলাভের লালসাকে অভিসিঞ্চিত করুক্। তোমার অমোঘ ডাক্ বজ্রাঘাতের ন্যায় আমার বধির কর্ণের সমস্ত বাধা চূর্ণ করিয়া মর্ম্মের মর্ম্মস্থলস্থ সুপ্ত চেতনাকে সিংহ শিশুর ন্যায় জাগ্রত করুক্। আমি যেখানে বদ্ধ হইয়াছি, আমি যেখানে ধূলিধূসরিত হইয়াছি, আমি যেখানে সন্দিগ্ধ ও তাপিত হইয়াছি সেইখানে সেই সুতলে পাতালে তোমার অমোঘ ডাক প্রবেশ করুক্। দাও ওগো অমোঘ ডাক দাও, বাজাও ওগো তোমার মঙ্গলশঙ্খ বাজাও, ঝঙ্কার তোল—আমার এই মলিন ছিন্ন জীবন বীণায় ঝঙ্কার তোল। তোমার বিশাল হাতে আমাকে বেষ্টন করিয়া ধর। তোমার করুণাময় চক্ষুতে আমাকে অভিষিক্ত কর। তোমার স্নেহময় বক্ষে আমায় এবার ডুবাও—ডুবাও—একেবারে ডুবাও। প্রণতি গ্রহণ কর, শরণাপন্ন হইতে দাও। আবার প্রণাম গ্রহণ কর। 'সচ্চিদানন্দরূপং ব্রহ্মচৈতন্য মীড়ে।' 'একং নিত্যং বিমলম্ অচলং সর্ব্বধী-সাক্ষিভূতং, ভাবতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি, সদ্গুরুং তং নমামি। ওঁ শান্তিঃ।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দে মা আমায় দক্ষিণ পা খানা

(১৩৬২)

ওগো দাও, তোমার ঐ দক্ষিণ পা খানা বাড়াইয়া দাও। ধ্যানগম্ভীর কণ্ঠে ঋষি এই কথা বলিলেন—'দেব্যাস্ত দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতম্'। ঐ দক্ষিণ পা খানা সিংহপৃষ্ঠে বিন্যস্ত দেখিয়া ঋষিও নিজের শির, বক্ষ ও পৃষ্ঠ আনত করিয়া মায়ের সুচারু মুখের দিকে তাকাইতে তাকাইতে বলিলেন—দাও, ওগো তোমার দক্ষিণ পা খানা দাও। ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্কর যে চরণের প্রত্যাশা করেন সেই দক্ষিণ পা খানা আমাকে দাও। তুমি মঙ্গলা, শোভনা, শুদ্ধা, নিষ্কলা তাই তোমার দক্ষিণ পা খানা আমার তাপিত বক্ষে, আনত শিরে ও পৃষ্ঠে দাও, তুমি—দুর্গাঽসি দুর্গভবসাগর নৌরসঙ্গা। তুমি দুর্গা, তুমিই দুস্তর ভবসাগরে অসঙ্গা তরণী। তাই এই ভবসমুদ্রে নিমজ্জিত আমি ডাকিতেছি—দাও, ওগো তোমার দক্ষিণ পা খানা দাও।

বাম পথে, সংসারের পথে, মরীচিকার পথে, মৃগতৃষ্ণিকার পথে বহু জন্ম ঘুরিয়াছি। বহু স্থানে সম্মান অসম্মান, সুখ দুঃখ বহু পাইয়াছি। তোমার বাঁ পায়ের সাধনা করিয়া, অর্চ্চনা করিয়া, প্রেয় লাভের আশায় সংসারের নানাবিধ ভোগের আশায় অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছি। সে যে আসুরিক পথ, রাক্ষসের পথ। এবার আমায় তোমার ঐ দক্ষিণ পা খানা দাও। অহঙ্কারে সমুন্নত যাহাদের শির, আসুরিক ভোগ-লালসায় পরিপূর্ণ যাহাদের অন্তর তাহাদের স্কন্ধে থাকুক্ তোমার ঐ বাঁ পা খানা। আমি এবার নত—প্রণত, তাই আমার শিরে, আমার বক্ষে, আমার পৃষ্ঠে তোমার ঐ দক্ষিণ পা খানা দাও।

আচার্য্য শঙ্কর তোমার ঐ দক্ষিণামূর্ত্তির—কল্যাণদায়িনী মূর্ত্তির দক্ষিণ পা খানা ধ্যান করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—

"বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমাননগরীতুল্যং নিজান্তর্গতং
পশ্যন্নাত্মনি মায়য়া বহিরিবোদ্ভূতঃ যথা নিদ্রয়া।"

স্বপ্নাশ্রিত মানুষ স্বপ্নাবস্থায় তাহার মনের কল্পিত বস্তুকেই বহিরাগত বস্তু বলিয়া মনে করে। মায়াচ্ছাদিত মানুষ নিজের অন্তরস্থিত প্রতিবিম্ব স্বরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগতকে দেখিয়া বহিরাগত বলিয়াই মনে করে। তাই জগতের পিছনে—নামরূপের পিছনে সুখের লালসায় ছুটিয়া বেড়ায়। সে জানে না—বিশ্ব ত নিজেরই অন্তরের প্রতিবিম্ব, যেমন স্বপ্নজাত বস্তু মনেরই প্রতিচ্ছায়া। কিন্তু যাঁহারা মায়ের দক্ষিণ চরণের স্পর্শ পান তাঁহারা দেখেন, অনুভব করেন—বিশ্বের নামরূপ নিজেরই অন্তরে অবস্থিত।

"মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেস্ববস্থিতঃ" সমস্ত ভূত—পাঞ্চভৌতিক জগৎ আমারই অন্তরে অবস্থিত। কিন্তু আমি তাহাতে লিপ্ত নহি। উর্ণনাভ যেমন নিজের জালে নিজে বদ্ধ হয় না, স্বেচ্ছায় জাল বুনিতে পারে ও আপন অঙ্গে গুটাইয়া লইতে পারে, সেইরূপ জগৎ আমার স্বেচ্ছার খেলা। আমি স্বেচ্ছায় বহু সাজিয়া আমার সঙ্গেই আমি খেলা করি। মায়ের দক্ষিণ চরণের স্পর্শ যাঁহারা পান তাঁহারা জগৎ-জাল হইতে বিমুক্ত হইয়া এই জগতের মাঝেই সিংহপুরুষের ন্যায় বলেন—দে মা! তোর দক্ষিণ পা খানা দে।

বাঁ পা খানা ভোগলোলুপ জীবের জন্য। দক্ষিণ পা খানা মুমুক্ষু পুত্রদের জন্য। বাঁ পা খানা প্রেয়কামীদের জন্য—কামকামীদের জন্য। আর দক্ষিণ পা খানা শ্রেয়পথগামীদের জন্য। বাসনার অনন্তজাল বিস্তার করিয়া সেই জালে আবার যাহারা নিবদ্ধ হয় তাহারাই বামপন্থী। তাহারা নিজের অন্তরস্থিত বাসনাকে নিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় আর নিজের অধিকারে রাখিতে পারে না। নিজের বাসনায় নিজে বদ্ধ হয়, নিজের শরে নিজেই বিদ্ধ হয়। ইহাই বামপথ, ইহাই কামকামীর পথ। পরিণামে নিষ্পেষিত হয়, বিদগ্ধ হয়, সন্তপ্ত হয়।

সেই দুর্দ্দিনে দূর হইতে ঋষির কণ্ঠস্বর শুনিতে পায়—"দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতম্"। তন্দ্রাঘোরে, মোহঘোরে মৃদু মধুর একটি কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পায়—"দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতম্"। বিদগ্ধ হৃদয়ে তৃষাতুর কণ্ঠে কে যেন বারি সিঞ্চন করে ঐ অমৃতময় কণ্ঠধ্বনি তুলিয়া—'দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং'। তন্দ্রাঘোরে তৃষিত ক্ষীণকণ্ঠে সেও তখন বলিতে থাকে—'দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং'। দাও ওগো দাও, ঐ দক্ষিণ পা খানা বাড়াইয়া দাও। আমি ছিন্ন, আমি লাঞ্ছিত, আমি বিদগ্ধ, আমি বদ্ধ, আমি হতচেতন। দাও, ওগো তোমার দক্ষিণ পা খানা দাও। তুমি অনাথের নাথ, শরণাগতের গতি তুমি, তুমি তাপিতের আশ্রয়তরু। দাও, ওগো দাও, ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দক্ষিণ পা খানা দাও। আমার লুণ্ঠিত শিরে দাও, আমার ভারাক্রান্ত পৃষ্ঠে দাও, আমার বিদগ্ধ হৃদয়ে দাও।

তোমার দক্ষিণ চরণের স্পর্শ পাইলে ক্ষণে ক্ষণে জানিতে পারি অন্তরে তুমি একটি নিষ্কম্প প্রদীপ। অন্তর রাজ্যকে উদ্ভাসিত করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছ। চক্ষুরাদি করণের সাহায্যে ঐ বিভিন্ন দ্বারপথে তোমারই আলো বিকীর্ণ হইতেছে মননে, দর্শনে, শ্রবণে, রস-আস্বাদনে। নানা রংএ রঙ্গীন আমার এই দেহ-পিঞ্জরে তুমি প্রবিষ্ট হইয়া ভিতর হইতে বাহিরে নানা রংএর আলো ছড়াইতেছ। আবার সেই রঙ্গীন আলোর পিছনে পিছনে ঐ বাম পথে আমাকে যাইতে প্রলুব্ধ করিতেছ। বার বার আত্মচেতনা জাগে, বার বার তন্দ্রা আসে। দক্ষিণ পায়ের স্পর্শ পাইলে অন্তর জাগিয়া ওঠে, আর বাঁ পায়ের স্পর্শ পাইলে তন্দ্রাবিষ্ট হই, মোহাচ্ছন্ন হই। তোমাকে ভুলিয়া যাই, নিজেকেও হারাইয়া ফেলি। তাই বলি—দাও, ওগো এবার দক্ষিণ পা খানা দাও। তোমার দক্ষিণ চরণের দিব্য পরশ যে একবার গভীরভাবে লাভ করিয়াছে, সে যে আর বাম পথে চলিতে পারে না, চলিবার প্রবৃত্তি থাকে না। কায়ার সন্ধান যে পাইয়াছে ছায়ার সন্ধানে সে কি আর যায়? অন্তরে তোমাকে যে একবার দেখিয়াছে—অন্তর বাহির তোমাতেই পরিব্যাপ্ত ইহা বুঝিয়াছে, সে কি আর বাহিরে তোমায় খুঁজিয়া বেড়ায়?

বিদ্যুৎ নিমেষবৎ তোমার দর্শনে তোমার স্পর্শে অন্তরের আকাঙ্ক্ষা মিটে না যা। তুমি অতিথির ন্যায় ক্ষণকালের জন্য দর্শন দান করিয়া আবার লুকাইবে, আবার বিরহ ব্যথায় বিদগ্ধ করিবে ইহাও অন্তর মানিয়া লইতে পারে না। তুমি অতিথি নহ, তুমি জীবনের চিরসাথী। তুমিই একমাত্র বান্ধব। আশ্রয়, গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী ও সুহৃদ্ একমাত্র তুমিই। বিদ্যুৎ নিমেষবৎ ক্ষণে ক্ষণে তোমাকে পাইব ক্ষণে ক্ষণে তোমাকে হারাইব এ অভিনয় আর করিও না। দাও, ওগো তোমার দক্ষিণ পা খানা দাও। স্থাং স্থীং স্থিরা ভব। আমার হৃদয়বেদীতে স্থিরা ভব, সুস্থিরা ভব।

ঐ দক্ষিণ পা খানা, যে চরণের চরণামৃত পান করিলে অন্তরের সকল কামনা বিধৌত হইয়া যায়, যে চরণের চরণামৃত পান করিলে দেহ নিষ্পাপ হয়, যে চরণের চরণামৃত পান করিলে কণ্ঠ আর কুবাক্য বলে না, যে চরণের চরণামৃত সিঞ্চন করিলে চক্ষু আর বিরূপ দৃশ্য দেখে না, যে চরণের স্পর্শে মন শান্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়, বুদ্ধি সমাহিত হয়, প্রজ্ঞালোক জলিয়া উঠে, ওগো সেই দক্ষিণ পা খানা বাড়াইয়া দাও!

মৃত্যুঞ্জয় মহাকালের বক্ষে যেমন দক্ষিণ পা খানা রাখিয়া দক্ষিণাকালী সাজিয়াছ সেইরূপ একবার এই হৃদয়বেদীতে তোমার দক্ষিণ পা খানা বাড়াইয়া দাও। মণিপুর হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত ভোগময় ক্ষেত্রসমূহ তোমার ঐ বাঁ পায়ে এবার বিমর্দ্দিত কর, আর অনাহত হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত তোমার দক্ষিণ পা খানা বাড়াইয়া দাও। তোমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া, তোমাকে আজ্ঞাচক্রে ও সহস্রারে বসাইয়া তোমার সুচারু মুখখানা দেখিব। সহস্রার হইতে ক্ষরিত তোমার স্তনামৃত পান করিব। তুমি ত্রিভঙ্গিমায় দাঁড়াও। আমার জীবত্বে, আমার বিশ্বে, আমার জীবন-গতির প্রতি ছন্দে ছন্দে তুমি ত্রিভঙ্গিমায় দাঁড়াও। ঐ পীনোন্নত পয়োধর নিয়া, ঐ সুচারু দশন নিয়া, ঐ জটাজুট সমন্বিত হইয়া, ঐ অর্দ্ধেন্দু শিরে ধারণ করিয়া, ঐ লোচনত্রয়ে ভূষিত হইয়া, ঐ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিমল মুখখানা নিয়া তুমি এই হৃদয়বেদীতে দাঁড়াও। স্থিরা ভব, সুস্থিরা ভব। যাবত্বাং পুজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব।

তোমার ঐ দক্ষিণ চরণে প্রণত হইতেছি। তোমার ঐ দক্ষিণ চরণে পাদ্য, অর্ঘ্য উৎসর্গ করিতেছি। আমার এই বিন্দু প্রাণটী মহাসিন্ধু-স্বরূপিণী তোমার চরণে উৎসর্গ করিতেছি। নাও—পাদ্য নাও, নাও—অর্ঘ নাও, নাও—এই পত্র পুষ্প নাও, নাও—এই বস্ত্র আভরণ নাও, নাও—এই ভোগ নৈবেদ্য নাও! গৃহাণ পরমেশ্বরি।

“প্রসীদ ভগবত্যম্ব, প্রসীদ পুত্রবৎসলে।
প্রসাদং কুরু মে দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥”

ওঁ শান্তিঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আহার শুদ্ধি

(১)

সাধকদের আহারে পবিত্রতা রক্ষা করা উচিত কি না ইহা নিয়া অনেক স্থলেই প্রশ্ন হয়। অনেক লোভী, দুর্ব্বল মানুষ তাহাদের আহার বিহারের স্বেচ্ছাচার বজায় রাখিয়া ঈশ্বরের নাম করিবার পক্ষপাতী। তাহারা দৃষ্টান্ত-স্বরূপ মৎস্য মাংসাশী সাধুদের নাম উল্লেখ করিয়া থাকে। বিভিন্ন পুস্তক হইতে মৎস্য মাংস আহারের অনুকূলে কোন কথা থাকিলে তাহা খুঁটিয়া খুঁটিয়া বাহির করিবে ও চিহ্নিত করিয়া রাখিবে। সুযোগ পাইলেই সে দৃষ্টান্ত হাজির করিবে। কোন সাধক হয়ত বলিয়া গিয়াছেন তোমাদের আহারের বিহারের কোন পরিবর্ত্তন করিতে হইবে না, যে যে অবস্থায় আছ সেই অবস্থায় ভগবানের নাম করিতে থাক, সব ঠিক হইয়া যাইবে। মহাপুরুষগণ লোভী মোহাচ্ছন্ন লোককে অনেক সময় সৎপথে আকর্ষণ করিবার জন্য এইরূপ উৎসাহমূলক বাক্য বলিয়া থাকেন। দেশের কোন্ পরিস্থিতিতে কি উদ্দেশ্য নিয়া মহাপুরুষগণ কথা বলেন তাহা বিচার করিবার সামর্থ্য হারাইয়া নিজেদের দুর্ব্বলতার পরিপূরক কথাকে অনেকে চিহ্নিত করিয়া লয়। প্রথম প্রশ্ন হইল— তুমি যথার্থই সাধনা করিতে চাও, ভগবানকে লাভ করিতে চাও, না যথেচ্ছাচারে জগৎ ভোগ করিয়া যতটুকু সম্ভব ভগবানের নাম করিতে চাও? পূর্ব্বে এই কথার মীমাংসা কর। যদি সত্যই ভগবানকে লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে শাস্ত্র ও ঋষিবাক্য পালন করিতে হইবে। আর যদি তামসিক জীবনের মধ্যে কিছু কিছু ভগবানের নাম করিতে চাও, তাহা হইলে রোচক বাক্য শুনিয়াই তুষ্ট থাকিতে হইবে। মহাভারতের শান্তি পর্ব্বে এইরূপ রোচক বাক্য বহু আছে। ধর্ম্ম বিমূঢ়দিগকে—তামসিক প্রকৃতির পাপাচারীদিগকে সৎপথে আকর্ষণ করিবার জন্য ঐরূপ রোচক বাক্যের প্রয়োজন আছে। কিন্তু একজন তপস্বীর জন্য ঐ সকল বাক্যের প্রয়োজন খুবই কম। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতার উপদেশ দিতে যাইয়া তপস্বীর যাহা হিতকর সেই সকল বাক্যই স্পষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে বলিয়াছেন। গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে আহার সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়াছেন—

আহারস্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ। ৭।

সকলের আহারও তিন প্রকার প্রিয় হয়।

আয়ুঃ সত্ত্ব বলারোগ্য সুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ। ৮॥

যে সকল আহার আয়ু, উদ্যম, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বৃদ্ধি করে এবং সরস, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও মনোরম হয় সেই আহার সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয়। পরবর্ত্তী শ্লোকেই বলিয়াছেন—

কট্‌বম্ল লবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণ রূক্ষ বিদাহিনঃ
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ।

যে সকল আহার্য্য অতি ঝাল, অম্ল, লবণাক্ত, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ ও শুষ্ক এবং প্রদাহকর সেইগুলি রাজসিকগণের প্রিয়। সে সকল আহার্য্য দুঃখ, শোক ও রোগের সৃষ্টি করে।

যাহারা যোদ্ধা, ক্ষত্রিয়ের জীবন যাপন করিতে চাহে, তথা ভোগীর জীবন যাপন করিতে চাহে তাহারাই অতিরিক্ত তীক্ষ্ণ অর্থাৎ মাংসাদি এবং উগ্র পেঁয়াজ রসুন প্রভৃতি আহার্য্য গ্রহণ করিবে, তপস্বিগণ নহে। অনেকেই মনে করে মাছ মাংস না খাইলেই সাত্ত্বিক আহার হইল। কিন্তু তাহাও ঠিক নহে। অতিরিক্ত অম্ল, অতিরিক্ত লবণাক্ত, অতিরিক্ত তেল, ঘি ও মসলাযুক্ত আহার্য্য রাজসিকগণের প্রিয়। এইরূপ আহার্য্য শরীরকে উত্তেজিত করে। তজ্জন্য মনও চঞ্চল হয়। কাম ও ক্রোধের অধিক উদ্দীপনা এইরূপ আহার্য্য হইতে হইয়া থাকে। অতএব যাহারা চিত্তকে শান্ত করিতে চাহ, তপস্যা করিতে চাহ তাহারা এইরূপ আহার্য্য গ্রহণ করিবে না। মহাপুরুষদের রোচক বাক্যের আশ্রয় লইয়া নিজেকে ও অন্য লোককে প্রবঞ্চনা করা ঠিক নহে। সে স্থলে তাহাদের মনে রাখা উচিত সংসারের সুখ সুবিধা ভোগ করিতে করিতে যতটুকু পারি ভগবানের নাম করিব। তাহাদের নিকট ভগবানের নাম করা গৌণ বস্তু, প্রধান লক্ষ্য হইল জিহ্বা ও উপস্থের তৃপ্তি বিধান করা। যে রসনার দ্বারা ভগবানের নাম করিবে তাহা যদি সুসংযত না হয় তাহা হইলে সেই ভগবানের নামও অন্তরে কোন রেখাপাত করে না। জিহ্বার তলদেশে হৃদয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই নামের স্পর্শ লাগে না। দশটা মিথ্যা কথা বলার ন্যায়ই, দশটা মিথ্যা আহার্য্য গ্রহণের ন্যায়ই ভগবানের নামও একটা মিথ্যা সখের বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। জীবন প্রকৃতির খেলার বস্তুমাত্র হয়। সুপ্রতিষ্ঠ হয় না।

গীতায় শ্রীভগবান আরও বলিয়াছেন—

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতং চ যৎ
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্। ১৭।১০

অতি শীতল, রসহীন, দুর্গন্ধময়, বাসি, উচ্ছিষ্ট ও যজ্ঞে নিষিদ্ধ আহার তামসিক ব্যক্তিগণের প্রিয়।

যাহারা তামসিক বা রাজসিক জীবন যাপন করিতে চাহে তাহাদের পথ অন্যরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বা স্বামী বিবেকানন্দ সাধারণ লোকের মধ্যে গণ্য নহেন। অতএব তাঁহারা কি আহার করিতেন সেই দৃষ্টান্ত না দেখানই উচিত। তবু যদি কেহ দেখাইতে চাহ তবে তাহাকে বলিব রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ন্যায় বাল্যকাল হইতে তপস্বী ও বৈরাগ্যবান হও, তবেই সেইরূপ আহার্য্য গ্রহণ করিয়া হজম করিতে পারিবে। বস্ত্রহরণের সময় কৃষ্ণ সাজিবে, আর গোবর্দ্ধন-গিরি ধারণের সময় 'হাঁ মশায়' 'হাঁ মশায়' বলিবে ইহা ঠিক নহে। মাছ মাংস আহার করিবার সময় রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দ সাজিবে আর তপস্যা করিবার বেলা ঠন্ ঠন্, এইরূপ চালাকী দ্বারা মহৎ জীবন লাভ করা যাইবে না।

অনেকে ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসত্যদেবের লেখা হইতেও নিজেদের মনোভাবের পরিপূরক লেখা সংগ্রহ করিয়া এবং সেইরূপ আহার্য্যাদি গ্রহণ করিয়া ও গ্রহণে উৎসাহিত করিয়া গৌরব বোধ করেন। মনে রাখিতে হইবে ব্রহ্মর্ষি নিজে সাত্ত্বিক নিরামিষাশী ছিলেন। এমন কি তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁহার পরিবারস্থ ও আশ্রয়স্থ প্রত্যেককে সাত্ত্বিক নিরামিষ আহার্য্য গ্রহণে বাধ্য করিতেন। অতএব তাঁহারা দুরাচারী ব্যক্তিদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া সৎপথে অনিবার জন্যই স্থানে স্থানে ঐরূপ রোচকবাক্য বলিয়াছেন ইহা বুঝিতে হইবে।

আমি দীক্ষা গ্রহণের সময় যে কয়টী প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে বলি তাহার মধ্যে আহার শুদ্ধি সম্বন্ধেও একটি প্রতিজ্ঞা থাকে, তজ্জন্য আমি অনাদৃত হই। বহুলোক আমার নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ না করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া অন্যস্থানে চলিয়া গিয়াছে ও যায়। আমি সাধকদের সাত্ত্বিক আহার্য্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পক্ষপাতী। মাংস, পেঁয়াজ, ডিম, অতিরিক্ত ঝাল ও নিষিদ্ধ অন্যান্য আহার্য্য গ্রহণ করিয়া দেহ ও চিত্ত বিকারগ্রস্ত হয় ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সেই দোষযুক্ত দেহকে ও মনকে সাত্ত্বিক আহার, চিন্তা ও পরিবেশ দ্বারা শুদ্ধ না করিলে জীবনে ভগবানের প্রতিষ্ঠা হওয়া কঠিন। যাহারা সত্য সত্যই ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তপস্যা করিতে চাহ তাহাদিগকে সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করিতেই হইবে। সাত্ত্বিক আহার, সাত্ত্বিক চিন্তা ও সাত্ত্বিক সঙ্গলাভের দ্বারা দেহ মন শুদ্ধ হয়, চিত্তও সহজে স্থির হয়। তখন তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধানের দ্বারা অগ্রসর হইলে ব্রাহ্মীস্থিতি লাভের অধিকার আসে। দেহ ও মন শুদ্ধ না হইলে স্থিতধী হওয়া যায় না। ভগবানের প্রতিষ্ঠা জীবনে হয় না। অনেকে বলিয়া থাকে—এক কাণে ভগবানের নাম প্রবেশ করে কিন্তু অন্য কাণ দিয়া তাহা বাহির হইয়া যায়। যাহারা আহারে ও চিন্তায় পবিত্র থাকিতে পারে না তাহাদেরই পরিণাম এইরূপ হয়।

এখন কথা হইতেছে যাহারা যুবক বা ঘরের বধূ তাহারা যদি সত্যিই সাধক জীবন যাপন করিতে চাহে তাহা হইলে কি করিবে। বাড়ীর অভিভাবকগণ রাজসিক ও তামসিক আহারের পক্ষপাতী; বধূদের শ্বশুর শাশুড়ী এমন কি স্বামী পর্য্যন্ত রাজসিক ও তামসিক ভাবের লোক। তাহাদের রুচি অনুরূপে আহার্য্য গ্রহণ না করিলে বা সংসারের ইচ্ছা অনুরূপে না চলিলে কর্কশ ব্যবহারে এমন কি রূঢ় বাক্যবাণে বিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সে ক্ষেত্রে ঐ নিরাশ্রয় যুবকটী বা গৃহের বধূটী কি করিবে? পূর্ব্বেও বলিয়াছি —প্রথম বিচার করিবে তুমি জীবনে কি চাও? তাহা বিচার করিয়া সংকল্পে দৃঢ় হও। দেখিবে কোন বাধাই গতিরোধ করিতে পারিবে না। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতেই ডাল রান্না হইয়া থাকে। ডালেতে পেঁয়াজ প্রভৃতি বা আমিষ জাতীয় জিনিষ প্রথমেই কেহ দেয় না। কোন কোন গৃহস্থের বাড়ীতে ডাল সাঁতলাইবার সময় পেঁয়াজ দিয়া থাকে। সে ক্ষেত্রে পেঁয়াজ বিহীনে ডাল খাওয়ারও উপায় নাই, এই কথা কেহ কেহ বলিয়া থাক। আমি তাহাদিগকে বলিব, সাঁতলাইবার পূর্ব্বে তোমাদের জন্য দয়া করিয়া একটু ডাল উঠাইয়া রাখিতে অনুরোধ করিবে। যদি তাহাও তোমার জন্য পরিবারস্থ লোক করিতে সম্মত না হয় তাহা হইলে বুঝিবে একটা হৃদয়হীন নির্বান্ধব পরিবেশের মধ্যে তুমি রহিয়াছ। তখন নূনভাত বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুধু ভাত কিছুদিন আহার করিয়া দেখ তাহাদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হয় কি না। যদি পরিবর্ত্তন না হয় তাহা হইলে হিরণ্যকশিপুর গৃহে প্রহ্লাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া চলিবে। তুমি জয়ী হইবে, তোমার সত্য সঙ্কল্পের প্রভাবে মানব সমাজের একপ্রান্ত আলোকিত হইবে। বধূগণ—ভগবৎ কৃপালাভে অভিলাষী বধূগণ, মীরাবাঈ ও অন্যান্য আদর্শ নারীদের কথা তখন পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিবে। হাঁরে! রোগ হইলেও ত মানুষ দীর্ঘদিন জল, ফলের রস ও বার্লি প্রভৃতি খাইয়া থাকে। তুমি জীবনের একটা শুদ্ধ সংকল্প নিয়া নূনভাত খাইয়া থাকিতে পারিবে না? বেশী দিন নহে, কয়েকটা দিন প্রতীক্ষা কর, জয়ী হইবে—তুমিই জয়ী হইবে।

বাঙ্গালীদিগকে আমি প্রথমেই মাছ ত্যাগ করিতে দৃঢ় ভাবে বলি না। ক্রমে ক্রমে তাহাও ত্যাগ করিবে এইরূপ নির্দ্দেশ থাকে। বাঙ্গালী জাতি মৎস্যাশী, তাহাদের শোণিতে মৎস্যের দোষগুণ ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছে। সেই শোণিত হইতে যাহারা জাত তাহাদের মাছ আহারে খুব ক্ষতি কিছু হয় না। বিশেষতঃ মাছ আহারে রাজসিক ভাব কম আসে, বরং তামসিক ভাব আসে। মাংসাদি অপেক্ষা মাছ উগ্রগুণসম্পন্ন কম। তবু আমি বলিব সত্যনিষ্ঠ তপস্বিদের (বাঙ্গালী তপস্বিদের) ক্রমে ক্রমে মাছও ত্যাগ করা উচিত। মাছে রজগুণ কম হইলেও তমোগুণ বৃদ্ধি করে।

আহার্য্য দ্রব্যে স্পর্শদোষ ও দৃষ্টিদোষও আছে। প্রত্যেক জীবের দেহ হইতে ও দৃষ্টি হইতে নানাপ্রকারে দোষগুণ অনবরত বাহির হইতেছে। সেই দোষগুণ আহার্য্য দ্রব্যকেও স্পর্শ করে সন্দেহ নাই। মনে কর তোমার আহার্য্য বস্তুর অনতিদূরে একটি দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু রহিয়াছে, তাহার সেই গন্ধ বাতাসের প্রভাবে তোমার আহার্য্যের সঙ্গে অনুলিপ্ত হইবেই। একটি সুগন্ধযুক্ত ফুল ঘরের একপ্রান্তে রাখিলে সমস্ত ঘরটী সেই গন্ধে আমোদিত হয়। এমন কি ঘরের জামা কাপড় বিছানায় ফুলের সুগন্ধ লাগিয়া থাকে। একটি ফুলের গন্ধ যদি প্রত্যেক জিনিষের সঙ্গে যুক্ত হইতে পারে তাহা হইলে মানুষ বা জীবজন্তুর দেহ হইতে, ইন্দ্রিয় হইতে ও মন হইতে যে দোষগুণের তরঙ্গ প্রবাহিত হয় তাহা প্রতি বস্তুতে লিপ্ত নিশ্চয়ই হইবে।

আমি নিজের জীবনে বহুক্ষেত্রে ইহা অনুভব করিয়াছি। কোন কামান্ধলোক পঁচিশ হাত দূরে বসিলেও তাহার গায়ের বাতাসে অর্থাৎ যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাতাস তাহার শরীরকে স্পর্শ করিয়া আমাকে স্পর্শ করিয়াছে তাহাতে তীব্র জ্বালা অনুভব করিয়াছি। চরিত্রহীন লোকের রান্না করা অন্ন ব্যঞ্জন গ্রহণ করিলেও চিত্ত কলুষিত হয়। জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেই সাত্ত্বিক পুরুষ হইবে একথা বলা চলে না। বিশেষতঃ রন্ধন কার্য্যাদি যে সকল ব্রাহ্মণ করে তাহাদের অধিকাংশই দুর্নীতিজ্ঞ। অতএব তাহাদের রন্ধিত আহার্য্য গ্রহণেও সতর্ক হইবে।

(২)

(পূর্ব্ব প্রবন্ধে আহার্য্য সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছিলাম। আজও পুনরায় আহার্য্য-গ্রহণ সম্বন্ধে তোমাদিগকে কয়েকটি কথা বলিব।)

মানুষের দেহ ও মন গঠিত হয় আহার্য্য হইতেই। পাপপথে, অন্যায়পথে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে দেহ ও চিত্ত সাধনার উপযোগী হয় না। এমন কি পাপপথের উপার্জ্জিত অর্থ হইতে দান গ্রহণ করিয়া তপস্যা করিতে গেলে তপস্যায় বাধা আসে পদে পদে। তামসিক লোকদের বা পাপী লোকদের দান গ্রহণ করাও কোন সাধকের উচিত নহে। আমরা পূর্ব্বেও শুনিয়াছি এমন অনেক নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন যাঁহারা তেঁতুলপাতা রন্ধন করিয়া তাহার ব্যঞ্জন ও নিজের পরিশ্রমলব্ধ তণ্ডুলের অন্ন গ্রহণ করিয়া কষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, তবু কোন রাজা মহারাজা উপযাচক হইয়া দান করিতে গেলে তাহাও গ্রহণ করিতেন না। দাতার দান গ্রহণ করিলে তাহার পাপের অংশ গ্রহণ করিতে হয়।

হৃষীকেশ স্বর্গাশ্রমে অবস্থান কালে (১৯২৬।২৭ খৃঃঅঃ) এক বৃদ্ধ সাধক শান্তভাবে আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি তপস্যা করিবার জন্য গৃহত্যাগ করিয়াছি, না কোনপ্রকারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য এই ছত্রে আসিয়াছি। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন—যদি তপস্যা করিতে চাও তাহা হইলে ছত্রের আহার্য্য গ্রহণ করিও না। ছত্রের দান গ্রহণ করিলে চিত্ত কলুষিত হইবে, তপস্যায় বল পাইবে না। দেখিলাম তিনিও সেই অরণ্যের মধ্যে একটি কুঠিয়াতে নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া একবেলা সামান্য আহার্য্য গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার ঐ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তিনি আরও বলিলেন—আমি কয়েক বৎসর যাবতই এই নির্জ্জন স্থানে আসিয়া বাস করি। প্রথম বৎসর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়া ছত্র হইতেই আহার্য্য গ্রহণ করিতাম। কিছুদিনের মধ্যেই লক্ষ্য করিলাম—চিত্ত শান্ত হইতেছে না। কোনদিন কল্পনাও করি নাই এইরূপ বৈষয়িক চিন্তা এবং অর্থোপার্জ্জনের চিন্তা আমার মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে। ভাবিয়া স্থির করিলাম—কামকামীদের দান গ্রহণ করিয়াই বোধহয় চিত্ত মলিন হইতেছে। ছত্রের আহার্য্য ত্যাগ করিয়া নিজের সঞ্চিত সামান্য অর্থে কিছুদিন আহার্য্য গ্রহণের পরেই অনুভব করিতে লাগিলাম—চিত্ত স্বচ্ছ হইতেছে। বৈষয়িক চিন্তা আর আসে না। তন্দ্রা ও মোহ প্রমাদ আর অভিভূত করে না। তাই তরুণ তপস্বী তোমাকেও বলিতেছি—যদি তপস্যা করিতে আসিয়া থাক ছত্রের মলিন দান গ্রহণ করিও না। তাঁহার এই উপদেশ পালন করিয়া আমি উপকৃত হইয়াছিলাম। ঘোষণা করিয়া যে অন্ন দান করা হয় তাহাও তপস্বীদের গ্রহণ করা উচিত নহে। উপেক্ষিত অন্ন গ্রহণ করিলে চিত্ত অধিকতর মলিন হয়। যাহারা সিদ্ধ সাধক তাহাদের জন্য অন্য কথা। কিন্তু তপস্বীদের সদা সতর্ক থাকাই উচিত। কামুক লোকের রন্ধিত অন্ন গ্রহণ করিলে ব্রহ্মচর্য্যের হানি ঘটে। অতএব ব্রহ্মচর্য্য পালনেচ্ছু ব্রতিগণ মাতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের রন্ধিত অন্নই গ্রহণ করিবে।

জিহ্বাকে সংযত করিতে না পারিলে উপস্থ সংযত হয় না। উপস্থ সংযত না হইলে চিত্তের চাঞ্চল্য দূর হয় না। ইন্দ্রিয়লোলুপ ব্যক্তির চিত্ত কখনও শান্ত হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়কে জয় করিবার প্রধান ও প্রকৃষ্ট পথ হইল আহারে পবিত্রতা রক্ষা করা। উপাদেয়, স্নিগ্ধ, রুচিকর, লঘু আহার্য্য সর্ব্বদা গ্রহণ করিলে দেহ সাত্ত্বিক হয়। স্নিগ্ধ আহার্য্য সংযমের সহায়ক। উগ্র আহার্য্য মুখরোচক হইলেও ইন্দ্রিয়ের বিকার ঘটায়, ইহাতে কামভাব বৃদ্ধি পায়। তপস্বীদের প্রধান অন্তরায় কাম। লোভ হইতে কামের উৎপত্তি হয়। অতএব লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তপস্বীদের আহার্য্য গ্রহণ করা উচিত নহে।

আহার্য্যের পরিমাণও ঠিক থাকা উচিত। নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরিমাণ মত আহার্য্য গ্রহণ করিবে। রাত্রিতে আহার্য্য অপেক্ষাকৃত অল্পই গ্রহণ করা উচিত। পাকস্থলী পুর্ণ করিয়া কখনও আহার করিবে না। ঋতু বিশেষেও আহার্য্যের বিচার করা উচিত। গ্রীষ্মকালে যে আহার্য্য গ্রহণ করিবে, শীতকালে তাহাই গ্রহণ করা উচিত একথা বলা ঠিক নহে। অতএব বিভিন্ন ঋতুতে আহার্য্যের পরিবর্ত্তন করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। দেশভেদেও আহার্য্য বিভিন্ন প্রকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে। তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত ঝাল, অতিরিক্ত মশলা, অতিরিক্ত স্নেহদ্রব্যযুক্ত আহার্য্য বর্জ্জন করা উচিত। তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, বিদাহী আহার্য্য মুখরোচক হইলেও অনিষ্টকর। তপস্বিগণ যথাসম্ভব বিচার করিয়াই সর্ব্বদা আহার্য্য গ্রহণ করিবে।

দেখা যায় কেহ কেহ নিজ হাতে রান্না করিয়া আহার্য্য গ্রহণ করেন; কিন্তু তাহাদের অনেকের চরিত্রের বা মনের বল দৃঢ় নহে। ইহার হেতু কি? সেই সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয়ে পরবর্ত্তী সংখ্যায় আলোচনা করিব।

(৩)

(পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম অনেকে নিজ হাতে রান্না করিয়া আহার্য্য গ্রহণ করেন সত্য, কিন্তু তাহাদের অনেকের চারিত্রিক দুর্ব্বলতা দেখা যায়, মনও তাহাদের খুব চঞ্চল থাকে ইহার কারণ কি? অনেকে এই প্রশ্ন করিয়া থাক। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই বিষয়ে কিছু বলিব।)

দেখা যায় মন ও চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া শুধু একটা নিয়ম পালনের অহঙ্কার নিয়াই অনেকে নিজ হাতে রান্না করিয়া তাহা গ্রহণ করেণ। কেহ কেহ শুচিতার ডিগ্রী বেশী দেখাইবার জন্য লোক দেখান ভাব নিয়াও ঐরূপ নিষ্ঠাবান হন, কৃচ্ছ্রতার জন্য প্রশংসা লাভ হয়, ইহা জানিয়াই অধিকতর কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করিয়া দেহকে শীর্ণ করেন, পরিণামে ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। ব্রতের পর ব্রত, উপবাসের পর উপবাস করিয়াও অনেকে দেহকে নির্য্যাতিত করেন। অনেকক্ষেত্রে লৌকিক প্রশংসা লাভের জন্য এইরূপ কঠোরতা অবলম্বন করেন দেখা যায়। গঙ্গাজল ভিন্ন অন্য জল ব্যবহার করেন না, কলের বা টিউবওয়েলের জলও ব্যবহার করেন না, এই প্রকারে লোককে মুগ্ধ করিয়া গৌরবান্বিত হইতে চাহেন। ইন্দ্রিয়-সংযম এবং আত্মবিকাশের দিকে দৃষ্টি তাঁহাদের থাকে না। দেখা যায় অনেকের সংসারের প্রতি, অর্থের প্রতি আকর্ষণ খুব বেশী, কেহ কেহ ইন্দ্রিয়পরায়ণও হন। উর্দ্ধলোকের দিকে দৃষ্টি থাকে না বলিয়া সংযতেন্দ্রিয় হইতে পারেন না। ভগবৎকৃপালাভের সঙ্কল্প দৃঢ় থাকে না বলিয়া তাহাদের অন্তরের সঙ্কীর্ণতাও ঘুচে না। একটা জড় যন্ত্রের মত শুধু কতকগুলি ব্যর্থ নিয়মই পালন করেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শুচিবায়ুগ্রস্ত এসকল লোক মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত হন। ক্রোধ করা, হিংসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা, ঘৃণা করা, অন্যান্যকে অত্যন্ত ছোট ভাবা, অপবিত্র ভাবা আর নিজেকে খুব শুদ্ধ ভাবা অনেক ক্ষেত্রে মানসিক ব্যাধিরই লক্ষণ। এ সকল লোককে নিজ গৃহেই বনবাসী একঘরে হইয়া থাকিতে হয়। অন্তরের প্রসারতা তাহাদের হয় না। অতএব সাত্ত্বিক আহার্য্য গ্রহণের ও ব্রতাদি পালনের যাহা মূল উদ্দেশ্য তাহা তাঁহারা ভুলিয়া যাইয়া বাহ্যিক শুচিতার জন্য অহংকার করিয়া অন্তরকে মলিন ও সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলেন। বাহিরকে শুদ্ধ রাখিতে যাইয়া অন্তরকে ছোট করিয়া ফেলা ঠিক নহে।

সমস্ত দিন যাহারা বৈষয়িক চিন্তা নিয়াই থাকে, সমস্ত দিন যাহারা সংসারে ভোগী লোকদের সঙ্গে বসবাস করে, সমস্ত দিন যাহাদের দেহে, মনে, ইন্দ্রিয়ে, কাম, ক্রোধ, লোভের স্পর্শ লাগিলেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না, তাহাদের শুধু আহারের সময় স্বপাকে আহার করি বলিয়া গর্ব্ব না করাই উচিত। যিনি সহরে বাস করিয়া ট্রামে, বাসে, ট্রেনে বহু তামসিক লোকের সংস্পর্শে সর্ব্বদা যাইতে বাধ্য হন ; কামুক, লোভী, নীচ প্রকৃতির লোকদের সঙ্গে এক আসনে বসিতে বা একসঙ্গে বসবাস করিতে বাধ্য হন, তাহাদের শুধু আহারের সময় স্বপাকে আহার করি বলিয়া গর্ব্ব না করাই উচিত।

দিবারাত্র তামসিক চিন্তা করার জন্য ও তামসিক লোকদের সঙ্গ করার জন্য দেহ ও ইন্দ্রিয়বর্গ তামসিক ভাবাপন্ন হয়। অন্তরকে পবিত্র করিবার, অন্তরকে ভগবৎ ভাবে রঞ্জিত করিবার সঙ্কল্প যাহাদের নাই তাহারাই তামসিক চিন্তায় ও তামসিক সঙ্গে তৃপ্তিবোধ করে, অথচ আহারের সময় স্বপাকে আহার করি বলিয়া অহঙ্কার করে। তাহারা কৃপারই পাত্র।

একটা কুৎসিৎ ব্যাধিগ্রস্ত লোককে যেমন উত্তম বেশভূষায় সাজাইলে তাহাকে বিদ্রূপই করা হয়, সেইরূপ চিন্তায় ও চরিত্রে কদর্য্যভাবাপন্ন থাকিয়া শুধু আহারের শুচিতা দেখাইতে গেলে লোকে উপহাসই করে। মনে রাখিও—কাম, ক্রোধ ও লোভকে সংযত করিয়া ভগবানকে লাভ করাই পবিত্র আহার্য্য গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য।

অনেকে ব্রত উপবাস করিয়া সময় কাটাইবার জন্য তাস পাশা খেলেন, বাজে গল্প করেন, রাত্রি জাগরণ করিবার জন্য সিনেমা বা থিয়েটার দেখেন। ইহাতে ব্রত ও উপবাসের মূল উদ্দেশ্য একেবারেই ব্যর্থ হয়। আহার না করিয়া ক্ষুধার্ত্ত থাকার নামই উপবাস নহে। শাস্ত্রকারগণ এই উদ্দেশ্য নিয়া উপবাস শব্দ প্রয়োগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন নাই। ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে তন্ময় হইলে এককথায় চিন্তার দ্বারা ভগবানের সমীপস্থ হইলে আহারের চিন্তা মনে থাকে না। আহারের কথা মনে থাকে না বলিয়াই উপবাস করেন। মূল উদ্দেশ্য হইল ভগবানের নামে তন্ময় হওয়া, যাহার ফলে আহারের কথা মনেই আসে না।

আপদকালে বিধি ভঙ্গ করিলেও প্রত্যবায় হয় না। কথিত আছে— বৈদিকযুগে এক ঋষি দুর্ভিক্ষপীড়িত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে এক গ্রামে প্রবেশ করেন। তিনি বহুদিনের ক্ষুধার্ত্ত ছিলেন। সেই গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখেন এক শূদ্র কিছু মাষকলাই ভাজিয়া আহার করিতেছে। তিনি সেই শূদ্রের উচ্ছিষ্ট মাষকলাই জীবন ধারণের জন্য চাহিয়া লইলেন ও আহার করিলেন। ঋষি জানিতেন—প্রাণে বাঁচিলে তাঁহার তপস্যার হোমশিখায় এ ক্ষুদ্র অপরাধ অচিরেই ভস্মীভূত হইবে।

এ সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল আপদকালে। ইহারা মনের সখে আধুনিক তপস্বীদের ন্যায় সখ করিয়া কুক্কুট মাংস বা নিষিদ্ধ আহার্য্য গ্রহণ করেন নাই। বলিয়া রাখিতেছি এই উদাহরণ দর্শাইয়া কেহ নিজের উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিলে বিপথগামীই হইবে।

কথা হইতেছে—আমরা সাত্ত্বিক জীবন, সাত্ত্বিক আহার্য্য দ্বারা, চিন্তা দ্বারা, কর্ম্ম দ্বারা, আচরণ দ্বারা লাভ করিব। বিধিকে ভঙ্গ করিব না। কিন্তু বিধিকেই সকল ক্ষেত্রে প্রধান স্থান দিয়া অন্তরকে সংকীর্ণ করিব না। আচারে, আচরণে, চিন্তায় উদার হইতে হইবে। খরস্রোতা গঙ্গাকে কেহ স্পর্শ করিলে বা গঙ্গায় কদর্য্য কিছু নিক্ষেপ করিলে গঙ্গা যেমন কলুষিত হয়না, সেইরূপ প্রত্যেকে নিজের জীবনকে প্রবহমাণ রাখিতে চেষ্টা করিবে। ঊর্দ্ধে—আরও ঊর্দ্ধে উঠিবে। বিধির বন্ধনও একপ্রকারের বন্ধন। বিধির দোহাই দিয়া, নিষ্ঠার দোহাই দিয়া নিজেকে পীড়ন করা, অপরকে ঘৃণা করা পাপ বলিয়াই মনে করিবে। বিধি তোমাকে বাঁধিবে না. বিধির অধীন তুমি হইবে না। বিধি তোমার সেবা করিবে তোমাকে উচ্চগামী করিবার জন্য। তোমার অন্তর আত্মাকে, জীব চেতনাকে সেই ভূমার সঙ্গে যুক্ত করিবার জন্য। তাই কোন ঘটনায় বিধি একটু ভঙ্গ হইলে প্রলয়কাণ্ড ঘটাইও না। অতিরিক্ত সাত্ত্বিকতা দেখাইয়া অন্তরের তামসিক ক্রোধমূর্ত্তিকে জাগ্রত করিও না। স্থির হও, চিন্তা কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার বলিতেছি—আহারের পবিত্রতা রক্ষা করিবে। সাত্ত্বিক, স্নিগ্ধ, পবিত্র আহার্য্য গ্রহণ করিবে। তাহাতে দেহ পবিত্র থাকিবে, জিহ্বা সংযত হইবে, উপস্থও সংযত হইবে। উপস্থ সংযত না হইলে ধারণাবতী মেধা হয় না। ধারণাবতী মেধা না হইলে সেই সুন্দরকে, উজ্জ্বলকে, প্রেমময়কে বরণ করা যায় না। ধী না হইলে সেই মহতো মহীয়ানকে ধারণ করিয়া রাখা যায় না। দেহের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ আছে। মনের সঙ্গে প্রাণের ও বুদ্ধির সম্বন্ধ আছে। তামসিক দেহ ও মন হইলে প্রাণও পাপযুক্ত মনে হয়। বুদ্ধি কলঙ্কিত মনে হয়। প্রাণ ও বুদ্ধি নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক না হইলে যিনি প্রাণ বুদ্ধির তলদেশে রহিয়াছেন তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না, ধরিতে পারিবে না। তাই বলি শুদ্ধ হও, আহারে শুদ্ধ হও, চিন্তায় শুদ্ধ হও, চরিত্রে শুদ্ধ হও। মহান হও, উদার হও। সংকীর্ণ দৃষ্টি ছাড়। ভোগের আকাঙ্ক্ষা সংযত কর। বাহিরে শুচিতা দেখাইয়া অন্তরে পাপকে প্রশ্রয় দিও না। বাহির দেখ, ভিতরও দেখ। বাহিরে শুচি হও, অন্তরেও পবিত্র হও। তবেই বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হইতে পারিবে। তবেই বিশ্বপতিকে পাইবে। সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করা, সাত্ত্বিক জীবন যাপন করা সেই দিনই সার্থক মনে হইবে যেই দিন বিশ্বপতি আসিয়া তোমার অন্তর ও বাহির জয় করিয়া বসিবেন।

আহার্য্য গ্রহণে, চিন্তায় চরিত্রে প্রতি পদক্ষেপে শুধু একটি দৃষ্টি রাখ—সেই বিশ্বপতি হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছ, না দিনে দিনে তাঁহাকে লাভের যোগ্য হইতেছ। তোমার আহার্য্য তাঁহাকে নিবেদন কর। সেই আহার্য্য প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ কর। তোমার চিন্তা তাঁহাকে নিবেদন কর। দেখিবে সেই চিন্তা কত উজ্জ্বল ও শক্তিধর। তোমার দেহকে নিবেদন কর। প্রতি অঙ্গে তাঁহার নামের তিলক লাগাও। প্রতি ইন্দ্রিয়কে তাঁহার দিব্যরূপ দেখাও। এক কথায়—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥

হে কৌন্তেয়! যাহা অনুষ্ঠান কর, যাহা আহার কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর ও যে তপস্যা কর, সেই সমস্ত আমাকে সমর্পণ করিবে।

গীতার এই মন্ত্রকে জীবনে স্থান দাও। এই মন্ত্রের আদর্শ প্রতিপালন কর। আধি, ব্যাধি, দুঃখ, দৈন্য ও সন্তাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। চির সুন্দরকে লাভ করিয়া তুমিও চিরতরে সুন্দর হইবে।

ওঁ শান্তিঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবসঙ্ঘে মা অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান

(১৩৬৩)

বৈদ্যনাথধামের দক্ষিণ ও পূর্ব্বপ্রান্তে এক জীর্ণ ভগ্ন বাড়ীতে আমরা প্রথম আসি। চতুর্দ্দিকে জঞ্জাল ও ভগ্নস্তূপ, তাহার মধ্যে একটি অতি মলিন দ্বিতল বাড়ী। আঙ্গিনায় কণ্টক, গৃহের ফাটলে ফাটলে বিষধর বৃশ্চিক ও সাপ, প্রত্যেকটী গৃহ এত মলিন যে তাহাতে শয্যা পাতিবার বা স্বচ্ছ মনে বসিয়া বিশ্রাম ও ধ্যান করিবার স্থানটুকুও নাই। বসিবার কোন আসন এই বাড়ীতে ছিল না। আসবাববিহীন এমন একটা জীর্ণ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া অনেকেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিল না। তাহারা ভাবিয়াছিল—দৈন্যের বোঝা মাথায় দিয়াই মা এই বনবাসে প্রবাসে পাঠাইলেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলেও এই গৃহে শান্তি হয়ত কেহই পাইবে না। অভাবের তীব্র কষাঘাতে সততই অধীর থাকিতে হইবে।

চৈত্র মাসে অশোকাষ্টমী তিথিতে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মায়ের অর্চ্চনা হয়। আমরা এই তিথির কয়েকদিন পূর্ব্বেই বৈদ্যনাথধামে এই জীর্ণ বাড়ীতে আসি। বাড়ীটীর নাম—'মহেন্দ্র লজ' হইলেও লোকে এই বাড়ীকে 'ভূতনা কুটীর' বা ভূতের কুটীর বলিত। বাহির হইতে দেখিতে ভূতের বাড়ীর ন্যায়ই মনে হইত। বাড়ীর রক্ষক ছিল এক ধূর্ত্ত মালী—তাহার নাম ছিল ভূতনা, দেখিতে বাড়ীটী ভূতের বাড়ীর ন্যায় এবং রক্ষকও ভূতনা তাই বাড়ীর নাম হইয়াছিল ভূতনা কুটীর বা ভূতের কুটীর। সকলেই জানেন—বাবা বৈদ্যনাথ ভূতনাথ নামে খ্যাত। এই বৈদ্যনাথধামে এইরূপ ভূতের কুটীর অনেক আছে। বাঙ্গালী ধনিগণ স্বাস্থ্যনিবাস হিসাবে এক সময়ে বহু বাড়ী এই সাঁওতাল পরগণার বিভিন্ন স্থানে করিয়াছিলেন। এখন তাঁহাদের বংশধরগণের অনেকেই তাঁহাদের বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তাই বাড়ীগুলি অধিকাংশই ধীরে ধীরে ভগ্নস্তূপে পরিণত হইতেছে। ভগ্ন মলিন গৃহকেই লোকে সাধারণতঃ ভূতের কুটীর বলিয়া মনে করে। এই 'মহেন্দ্র লজ'ও সেইরূপ ভগ্ন, জীর্ণ একটী ভূতের কুটীর। সাধারণতঃ অপমৃত্যুর পরেই মানুষ ভূত হয়। কিন্তু আমরা জীবিতাবস্থাতেই ভূতের কুটীরে আসিয়া পৌঁছাই। সহযাত্রিগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃপ্তিবোধ আদৌ করিতে পারে নাই। কিন্তু চতুর্দ্দিকের পরিবেশ আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বিস্তীর্ণ প্রান্তর, নাতিদূরে পর্ব্বতমালা, স্বচ্ছ আকাশ, স্থানে স্থানে ধ্যানগম্ভীর বৃক্ষরাজির শোভা আমার মনকে মুগ্ধ করিয়াছিল। পরিবেশ তপস্যার অনুকূল হইবে এবং তপস্যার প্রভাবে একদিন এই ভূতের কুটীরে স্বয়ং ভূতনাথ অধিষ্ঠিত হইবেন, মা অন্নপূর্ণাও আসিবেন। ভূতনাথের কৃপায়—আশুতোষের কৃপায় এই স্থান তীর্থভূমিতে পরিণত হইবে।

গৃহের উত্তম উপকরণ যেমন পুত্রশোককে ভুলাইতে পারে না, সেইরূপ বাহিরের সুন্দর পরিবেশও গৃহের দৈন্যকে ভুলাইতে পারে না। প্রত্যেক গৃহে দৈন্যের ছবি। বাহিরে সুষমামণ্ডিত সুচারু দৃশ্য, কিন্তু নিকটে জীর্ণ মলিন ভগ্নস্তূপ। ভগবানের সন্ধানে যাহারা বাহির হয় তাহাদের জীর্ণ কন্থা ও বৃক্ষতল অথবা ভগ্নগৃহ একমাত্র আশ্রয়স্থল হইবে ইহাই কি বিধির বিধান? রাজরাজেশ্বরীর আরাধনা করিয়া রোগ, শোক ও দৈন্যের হাতে নিপীড়িত হইবে ইহাই কি বিধির বিধান? তবে দুর্গতিহরা দুর্গার দক্ষিণে ও বামে জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী ও ধনদায়িনী লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান কেন? ভোগী, বিলাসিগণ ধনের ও আয়ুর কত অপব্যয় করে। আর তপস্বিগণ তাহাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী এই ভগবানের রাজ্যে পাইবে না? বিধির বিধান কি শুধু তপস্বীদের পক্ষেই বিপরীত? এই প্রশ্ন অনেক তপস্বীর মনেই জাগে।

"না রাখ তার ঘরের আড়াল
না রাখ তার ধন,
পথে এনে নিঃশেষে তায় কর অকিঞ্চন।"

পথে আনিয়া চিরদিন পথের ভিখারী করিয়াই কি রাখিবে? তবে—

'তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।'

এই কথা তুমি গীতায় ঘোষণা করিয়াছিলে কেন? তাহা কি শুধু রোচক বাক্য? তুমি বলিয়াছিলে—আমি তোমাদের (ভক্তের) সকল প্রয়োজনীয় বস্তু আনিয়া দিই। ভক্তদের যোগক্ষেম বহন করি। (প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংযোগ এবং লব্ধ দ্রব্যের রক্ষণ ইহারই নাম যোগ ও ক্ষেম)। তোমার এই কথাতেই বিশ্বাস করিয়া অনেকে সংসার ত্যাগ করে, বৈষয়িক কর্ম্মও ত্যাগ করে, সন্ন্যাসী হয়, তপস্বী হয়। অবশ্য সন্ন্যাসী হইলেই সংসার ত্যাগ করিলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায় না। তপস্থার প্রয়োজন। তপস্থার দ্বারা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হইলে ভগবান যোগক্ষেম বহন করেন ইহাই তাঁহার প্রতিশ্রুতি। বাহিরের সন্ন্যাস তিনি দেখেন না, তিনি দেখেন অন্তর। যে তপস্বী তাঁহাকে অন্তর দান করিতে পারিয়াছে, জীবনের সমস্ত কর্ম্মে ও চিন্তায় তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে, যে ভগবানকে বাদ দিয়া কোন চিন্তা করে না, কোন কর্ম করে না, ভগবান তাহারই যোগক্ষেম বহন করেন। গৃহীও যদি অনন্যচিত্ত হইয়া তাঁহার ভজনা করে তবে সেই গৃহীর যোগক্ষেমও ভগবান বহন করেন। গৃহী বা সন্ন্যাসী বলিয়া কোন বিচার এখানে নাই, যে তপস্যা দ্বারা নিত্য তাঁহার সঙ্গে যুক্ত থাকিবে, তিনি তাহারই যোগক্ষেম বহন করিবেন।

ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হইলে যোগক্ষেম তিনি বহন করেন, কিন্তু যে যুক্ত হয় নাই অথচ যুক্ত হইতে অভিলাষী তাহার জীবনে কি পরিণাম ঘটে ইহাই দেখিতে হইবে। জীবনের ঐ অবস্থাই এক ভীষণ অবস্থা। সংসার, সাংসারিক কর্ম্ম, পরিজন, গৃহ ও গৃহের উপকরণ যাহাকে তৃপ্তি দেয় না অথচ যাহাকে লাভ করিলে জীবনে তৃপ্তি পাইবে তাঁহাকেও লাভ করিতে পারিতেছে না ইহাই জীবনের ভীষণ সময়। প্রতীক্ষা করিতে করিতে ধৈর্য্য আর বাঁধ মানে না।

কলম্বস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করেন তখন তাহার সহযাত্রিগণ ক্রমে ক্রমে ধৈর্য্যহীন হইয়া পড়ে। নীল জলরাশির শেষ নাই, দিবারাত্রি জাহাজ চলিতেছে, রসদ শেষ হইয়া আসিতেছে, তীর পাইবার কোন আশাই নাই। সন্দিগ্ধ ধৈর্য্যহারা সহযাত্রীদের নিয়া কলম্বস নিজেকে বিপন্ন বোধ করিলেন। কিন্তু তাহার অন্তরে বসিয়া একজন বলিতেছিল—আরও অগ্রসর হও, তীর পাইবে, মনোরথ পূর্ণ হইবে। সহযাত্রীদের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জাহাজ চলিতে লাগিল। কলম্বস জয়ী হইলেন। তখন সহযাত্রিগণ তাহাকে ধন্যবাদ দিল।

বুদ্ধদেব গভীর তপস্যায় নিমগ্ন হইলে তাঁহার কৃচ্ছতা দেখিয়া সহযাত্রিগণ পশ্চাৎপদ হইলেন। তপস্থার ক্ষেত্রে আসিয়াও যাহারা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভুলিতে পারে না, তাহারা জীবনের দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া তীরে পৌঁছিতে পারে না। তপস্বীর জীবনে বহু দুঃখ ভোগ করিতে হয়। পরিণাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুভ। ভোগীর জীবনে প্রথম অল্পবিস্তর সুখ পায়, কিন্তু পরিণাম বিরস। ত্যাগী, তপস্বী প্রথম জীবনে দুঃখ পাইলেও সেই বিশ্বভুবনেশ্বরের সঙ্গে যখন যুক্ত হয় তখন অপার সুখ ও শান্তি অনুভব করে।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যের একস্থানে লিখিয়াছেন—বুভুক্ষাবশাৎও সাধকের সমাধি ভঙ্গ হয়। দেহধারণের উপযোগী অন্নবস্ত্রের সংস্থান না থাকিলে বহু সাধক তপস্যাকালে বিচলিত হইয়া পড়েন। মা অন্নপূর্ণা জীবিকা নির্ব্বাহের ভার বহন করিলে সাধক নিশ্চিন্ত মনে তপস্যা করিতে পারেন। অনাথ বালক-বালিকার ন্যায় তাহাদের লোকের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। মা অন্নপূর্ণা একবার স্নেহদৃষ্টিতে তাকাইলে সাধকের উদরান্নের জন্য আর লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হয় না। মা অন্নপূর্ণার কৃপায় শুধু যে স্থূল অন্নের অভাব দূর হয় তাহা নহে, তপস্বীর পঞ্চকোষের সমস্ত অভাবই মা অন্নপূর্ণা দূর করিয়া দেন। দেহধারী জীবের পক্ষে অন্নবস্ত্রের প্রশ্ন এক জটিল প্রশ্ন। এই অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিতে যাইয়া মানুষ কত পাপকার্য্য করে। পাপপথে অন্ন উপার্জ্জন করিয়া যে ব্যক্তি অন্ন গ্রহণ করে তাহার দেহ, মন কখনও সাধনার উপযোগী হয় না। তামসিক পথে—পাপপথে উপার্জ্জিত অর্থে পুষ্ট দেহ ও মন অত্যন্ত তামসিক হয়। পাপপথে উপার্জ্জিত অর্থের অংশ গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিলে দেহ ও মনে পাপ সঞ্চিত হয়। যে সকল লোক পাপপথে অর্থ উপার্জ্জন করে তাহাদের দান গ্রহণ করিলেও তপস্বীর দেহ, মন পাপে মলিন হয়। অতএব তপস্বীদের শ্রেষ্ঠ পথ হইল ভগবদ্দত্ত প্রসাদ গ্রহণ কবিয়া জীবন ধারণ করা ও তপস্যা করা। মা অন্নপূর্ণা যাহাদের প্রতি প্রসন্ন হন, তাঁহারাই ঐরূপ প্রসাদ গ্রহণে ভাগ্যবান হন। কিন্তু তাহা ত সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

দেওঘরে এই জীর্ণ ভগ্নগৃহের এক প্রান্তে ভগ্নস্তূপের মধ্যে যেদিন মা অন্নপূর্ণা আসিয়া স্বেচ্ছায় আসন পাতিয়া বসিলেন সেইদিন আমাদের বা আমাদের আশ্রমের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল।

'তব সিংহাসনের আসন হতে
এলে তুমি নেমে।'

ভগবান তাঁহার সিংহাসন হইতে—সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হইতে বিশিষ্ট ভাব ও রূপ নিয়া কখনও দেবতারূপে কখনও ঋষিরূপে কখনও নররূপে এই জগতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসেন। ভক্তের—পুত্রের মনোরথ পূর্ণ করিতে, জীব ও জগতের কল্যাণ করিতে তিনি এই জগতে আসেন। অরণ্যে, পর্ব্বতে, প্রান্তরে, দাবানলে সমুদ্রে যেখানে বসিয়া ভক্ত আর্ত্তকণ্ঠে একবার ডাকিতে পারিয়াছে সেইখানেই তিনি ছুটিয়া আসিয়াছেন—এখনও আসেন। শুধু যোগক্ষেম বহন করিতেই তিনি আসেন না। তিনি আপন হইতেও আপন হইয়া আসেন। তিনি হাতে হাত দিয়া বলেন—এই আমি আসিয়াছি। চোখে চোখ রাখিয়া বলেন এই আমি আসিয়াছি। কণ্ঠে জড়াইয়া, বক্ষে তুলিয়া, বাহুতে বেষ্টন করিয়া চুম্বন করিতে করিতে তিনি বলেন—এই আমি আসিয়াছি। শুধু মন্দিরে বসিয়া ভোগ নৈবেদ্য, পাদ্য অর্ঘ্য গ্রহণ করিতেই তিনি আসেন না। তিনি আসেন ভোগ দিতে, রোগ নিতে, সুখ দিতে, দুঃখ নিতে, শান্তি দিতে, জ্বালা নাশিতে। তিনি আসেন—পথহারাকে পথ দেখাইতে, পথে চালাইতে, বক্ষে তুলিতে, ত্রিতাপ নাশিতে।

এমনি স্নেহশীলা অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে এই ভগ্নস্তূপের মধ্যে মা একদিন আসিয়াছিলেন। পুণ্যতিথিতে, বর্ষে বর্ষে, দুইচারি দিনের জন্য আসিয়া তিনি চলিয়া যান। কিন্তু এবার স্নেহশীলা জননী পুত্রদের দুর্গতি নাশের জন্য অগস্ত্যযাত্রা করিয়া আসিলেন। তাঁহার আগমনী বার্ত্তা ঘোষণা করিল চতুর্দ্দিকের প্রান্তর, বৃক্ষরাজি ও পর্ব্বতমালা। সেইদিন বাতাস মধুময় হইল, আকাশ মধুময় হইল—মধুময় হইল চন্দ্র ও সূর্য্য। প্রতিদিন যে প্রান্তরকে, যে পর্ব্বতকে, যে বৃক্ষরাজিকে ভগ্নগৃহের চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাই আজ তাহারা নবীন ও সজীব হইয়াছে। তাহারা মধুতে অভিস্নাত হইয়া মধুময় হইয়াছে ইহা বোধ হইতে লাগিল। অশোকাষ্টমীর পুর্ব্বদিন মায়ের অধিবাস হয়, কিন্তু এই আগমনী স্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিল প্রতিপদ তিথি হইতে।

আশ্রমের ভগ্নস্তূপের মধ্যেও একটা স্নিগ্ধ, শান্ত, কমনীয় ভাব ফুটিয়া উঠিল। দারুণ গ্রীষ্মকালের পর প্রথম বর্ষা হইলে ধরিত্রী যেইরূপ স্নিগ্ধ ও শান্ত হয় সেইরূপ স্নিগ্ধ ও শান্ত দেখাইতে লাগিল ধূলি ধূসরিত আশ্রমের মলিন দৃশ্যরাজিও। "মধুমৎ পার্থিবং রজঃ"। পৃথিবীর ধূলি সেই মধুময়ের স্পর্শে সত্যই দিব্যভাবে এক উজ্জ্বল রূপ ধারণ করে। আশ্রমের মলিন ধূলিকণাও তাই মধুময় হইয়া উঠিল। বহুদিনের শয্যাশায়ী রুগ্ন বৃদ্ধ পিতা যেমন তাহার বিদেশস্থ পুত্রের আগমনবার্ত্তায় পুলকিত ও হর্ষোৎফুল্ল হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঠে সেইরূপ আশ্রমের মলিন ধূলিরাশি, আকাশ বাতাস ও তিথি নক্ষত্রের নিকট হইতে মায়ের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া যেন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মলিনতার মধ্যেও ভগ্নস্তূপের মধ্যেও একটা দিব্যভাব দেখা দিল। চতুর্দ্দিকের আভাস দেখিয়া সহজে বোধ হইতেছিল—আশ্রমের তুর্দ্দিন ঘুচিবে। এবার রাজরাজেশ্বরী আসিয়া আশ্রমের ভগ্ন গৃহেই অধিষ্ঠিত হইবেন।

(২)

আমরা মাকে অনেক সময় স্থূলে বাস্তবে পাইতে চাই। গর্ভধারিণী জননী যেমন সুখে তুঃখে, রোগে শোকে কাছে আসিয়া বসেন, সান্ত্বনার কথা বলেন, মধুর স্নিগ্ধ ব্যবহারে মনকে প্রাণকে মুগ্ধ করেন, বিশ্বেশ্বরী জননীকেও আমরা সেইরূপে পাইতে চাই। শুধু কল্পনার রাজ্যে, ভাবের রাজ্যে তাঁহাকে রাখিয়া অন্তর তৃপ্ত হয় না। কল্পনার ভাত ও জল যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণার নিবৃত্তি করিতে পারে না, সেইরূপ কল্পনার ভগবানও দেহধারী মানুষের কল্পনা রাজ্যে থাকিয়া অবিশ্বাস দূর করিতে পারেন না। বিশ্বাস দৃঢ় হয়, ভক্তি প্রগাঢ় হয় মাকে ঠিক মায়েরই মতন কাছে পাইলে। ক্ষুধায় যিনি অন্ন দিবেন, পিপাসায় যিনি জল দিবেন, রোগে যিনি সান্ত্বনা দিবেন, তুঃখে দৈন্যে দরিদ্রতায় যাঁহাকে তাপহারিণীরূপে পাইতে চাই, তাঁহাকে শুধু ভাবের বস্তুরূপে রাখিয়া অন্তর তৃপ্ত হইতে চাহে না। মা আসিবে, মা হাঁসিবে, মা কথা বলিবে, অভাব দূর করিবে, সান্ত্বনা দিবে, বর দিবে, অভয় দিবে, ঠিক মায়েরই মত হইয়া, আমরা তেমন মাকে চাই। চোখ বুজিয়া ধ্যানলোকে যাঁহাকে বিত্যুতের মত পাওয়া যায়, ভাবে তন্ময় হইলে যাঁহার ছোঁয়া অন্তরে পাওয়া যায় তাঁহাকে বাস্তব জগতে অতি কাছে পাইতেও অন্তর চায়। তিনি ধ্যানে থাকিবেন অন্তর পূর্ণ করিয়া আর বাহিরে থাকিবেন চক্ষু জুড়াইয়া।

অন্নপূর্ণা ত অন্নের অধিপতি। স্থূল অন্নেরও অধিপতি। যিনি অধিপতি, যিনি রাজরাজেশ্বরী তাঁহার দেখা যদি না পাওয়া যায়, তাঁহার বাণী যদি না শোনা যায় তবে তিনি জীবনের ভার লইয়াছেন ইহা কিরূপে বিশ্বাস হইবে বল? উৎসবের দিনে বা বিশিষ্ট কোন দিনে গৃহে বস্তুর ও ধনের প্রাচুর্য্য দেখিয়া, ভাবিয়া লইলে চলিবে না, আমি সত্য সত্যই মা অন্নপুর্ণার আশীর্বাদ পাইয়াছি। প্রতিদিন গৃহে, অরণ্যে, স্বদেশে, বিদেশে যেখানে চক্ষু মাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিতে চাহিবে সেইখানেই মাকে দেখিতে পাইবে তবেই ত মাকে পাওয়া বুঝায়। শুধু দেখা নহে, অভাব বোধ না জাগিতেই যে অভাব দূর করিবে, ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আর্ত্তনাদ করিবার পূর্ব্বেই যে ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করিবে, সেই ত মা।

আমি তোমাদের নিকট আমার সেই মায়ের কথাই বলিতেছি। যে মা চোখের পলক পড়িলেও দৃষ্টির অগোচর হয় না। যে মা মন চঞ্চল হইলেও, কুৎসিৎ চিন্তা করিলেও ঘৃণায় দূরে চলিয়া যায় না, যে মা ভুলে কর্ম্মদোষে প্রারব্ধবশে অপরাধ করিলেও রক্তআঁখি দেখায় না, আমি সেই মায়ের কথাই তোমাদের কাছে বলিব। তোমরা তেমন মাকে চাও ত ?

পূর্ব্বে বলিতেছিলাম—আশ্রমের চতুর্দ্দিকে এক বিমল দিব্য আভা দেখা দিয়াছে—মা আসিবে তাই চতুর্দ্দিকে যেন সাড়া পড়িয়াছে। কোন রাজা নগর ভ্রমণে বাহির হইলে যেমন নগরে নগরে সাড়া পড়িয়া যায়, নগর সুসজ্জিত হয়, তোরণ নির্মিত হয়, আলোকসজ্জা হয় সেইরূপ রাজরাজেশ্বরী যখন ভক্তের অন্তররাজ্যে অবতরণ করেন, তখন মায়ের দিব্যরাজ্য হইতে সেই অন্তররাজ্য পর্য্যন্ত যে সুদীর্ঘ পথ রচনা হয়, তাহারই মাঝে মাঝে মায়ের দূতগণ আসিয়া তোরণ নির্ম্মাণ করে, আলোর সজ্জায় পথ সজ্জিত করে। পথের ঐ আলো দেখিয়া তোরণ নির্ম্মাণের ঘটা দেখিয়া ভক্ত বুঝিতে পারে মা আসিবেন, তাঁহার হৈম সিংহাসন হইতে এক জৈব সিংহাসনে অবতরণ করিবেন। তাই জীব-চেতনা হইতে সেই দিব্যলোক পর্য্যন্ত নানা শোভা দেখা যাইতেছে। ভক্ত অধীর হইয়া তখনই প্রতীক্ষা করিতে থাকে ঐ আসিবে—ঐ আসিবে।

তোমরা তোমাদের দিব্যচক্ষুতে ঐ চিহ্ন দেখিয়াছ কি ? গাছে, লতায়, পাতায়, ধূলিকণায়, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে মায়ের দিব্য চরণের আলতার চিহ্ন। অলক্ষ্যে কবে আসিয়া অন্তররাজ্যের দ্বার পর্য্যন্ত ঘুরিয়া গিয়াছেন, মোহাচ্ছন্ন মন তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখে নাই। মোহ যখন একটু কাটিল, চাহিয়া দেখে লতায় পাতায় আকাশে বাতাসে কাহার যেন দিব্য অঙ্গের গন্ধ মাখান রহিয়াছে। পুত্রবৎসলা জননী আসে কিন্তু ফিরিয়া যায়। ফিরিয়া যায়, কিন্তু রাখিয়া যায় তাহার পদচিহ্ন ও তাহার দিব্য অঙ্গের গন্ধ। নাতিদূরে প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে, কখন আমরা একবার সত্যই মা বলিয়া ডাকিব, সত্যই তাহার পাদপদ্মে জীবনার্ঘ্য অর্পণ করিব। অনেক সময় মাকে আমরা ডাকি অভাব দূর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবার জন্য, দেখা দিবার জন্য নহে, জীবনের সব ভার গ্রহণ করিবার জন্য নহে। আর্ত্তভক্ত হই, জিজ্ঞাসু হই, অর্থার্থী হই, কিন্তু মাকে সর্ব্বস্ব ভাবিয়া জীবনের সবটুকু মায়ের হাতে অর্পণ করি না। অভাব দূর করিতে বলি, তত্ত্ব দিয়া তাঁহার অস্তিত্বের বিচার করি, যুক্তির জাল বিস্তার করিয়া ক্ষণে মা, আছেন, ক্ষণে নাই একথা বলি, আনমনা হইয়া একটু অন্বেষণ করিয়াই বলি, এত খুঁজিলাম কৈ দেখা ত পাওয়া গেল না। সব মনটুকু তাঁহাকে দিতে পারি না। সন্দিগ্ধচিত্তে তাঁহাকে মানিয়াও জানিতে চাহি না। জীবনের দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া সেদিন সত্যই অন্তর হইতে আর্ত্তনাদ উঠে—
"তুমি বিনে মোর কেহ নাহি আর এই মৃত্যু আঁধার ভবে।"

অশ্রুতে শুধু চোখের পাতাই ভিজে না, বক্ষ ভাসিয়া যায়। আর্ত্তনাদে শুধু অন্তরই মথিত হয় না, প্রতিবেশীও অতিষ্ঠ হয়। সেই দিন জীবনের এক শুভলগ্ন বুঝিতে হইবে। তোমার দান চাহি না, তোমাকে চাই। তত্ত্ববিচারে তোমার অস্তিত্ব নির্ণয় করিতে চাই না, শুধু তোমাকে চাই। তোমার অন্বেষণে তীর্থে তীর্থে, দেশে দেশে আর ঘুরিতে চাই না, শুধু তোমাকে চাই। মৃত্যু আঁধার ভবে অনেক ঘুরিয়াছি, বার বার মৃত্যুকেই পাইয়াছি, এইবার শুধু তোমাকেই চাই! সেইদিন জীবনের এক শুভলগ্ন বুঝিতে হইবে। ঐ শুভ তিথিতে, ঐ শুভ লগ্নে সাধক দেখিতে পায়—মায়ের চরণ চিহ্ন। সাধক অনুভব করে—মায়ের দিব্য-অঙ্গ-গন্ধ। সেই দিন হইতে জীবনের শুভ সংযোগ ঘটে।

দেওঘর আশ্রমের চতুর্দ্দিকে মায়ের দিব্য চরণচিহ্ন দেখা দিল। মায়ের দিব্যঅঙ্গগন্ধে প্রাণহীন ধূলিকণাও প্রস্তরখণ্ডও যেন সজীব হইয়া উঠিল। পাতায় পাতায় মরমের মর্ম্মরধ্বনি বাজিয়া উঠিল। বাতাস দিব্য পরশ দিয়া কানে কানে বলিতে লাগিল—সে আসিবে সে আসিবে। আকাশ আরও উজ্জ্বল হইল। পাখীর গান আরও সুমধুর হইল। সকলেই কানে কানে বলিতে লাগিল—ঐ সে আসিবে, সে আসিবে। যে আসিলে অভাবের জালা থাকে না, যে আসিলে ভয় থাকে না, যে আসিলে দাবানলও দগ্ধ করিতে পারে না, যে আসিলে সমুদ্রও ডুবাইতে পারে না, ঐ সে আসিবে। বাতাস বলে, আকাশ বলে, পাতা বলে, ফুল বলে, ধূলিকণা বলে, প্রস্তরখণ্ড বলে—ঐ সে আসিবে। চাহিয়া দেখ—আমাদের অঙ্গে অঙ্গে তাঁহার পদচিহ্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহিয়াছে। আঘ্রাণ নিয়া দেখ, আমাদের অঙ্গে অঙ্গে তাঁহার অঙ্গ-গন্ধ রহিয়াছে। চাহিয়া দেখ—আমরা জড় নহি, মৃত নহি। তাঁহার দিব্য ছোঁয়া লাগিয়া আমাদের জড়ত্ব ঘুচিয়াছে।

একটু প্রতীক্ষা কর—তোমার অধিবাসের থালা সাজাও। তিনি আসিলে তাঁহাকে বরণ করিতে হইবে ত? ভূমি বলিল—এই নাও, আমাকে অধিবাসের থালায় উঠাইয়া নাও। আমি সাক্ষ্য দিব—আমি সাড়া দিব, আমি তোমাকে মায়ের চরণ তলায় নিয়া যাইব। গন্ধ বলিল—নাও, আমাকেও অধিবাসের থালায় উঠাইয়া নাও। তাঁহার দিব্যঅঙ্গের গন্ধে মোহিত করিয়া তোমাকে তাঁহার কাছে বহন করিয়া নিয়া যাইব। শিলা বলিল—ছিঃ! তুমি ভয় পাইতেছ কেন? তোমার পাষাণ হৃদয়ে তাঁহার আবির্ভাব হইবে না বলিয়া মিথ্যা ভয় পাইতেছ কেন? আমিও ত পাষাণ, আমার বক্ষে তাঁহার পদচিহ্ন রহিয়াছে। তোমার অধিবাসের থালায় আমাকে নাও। আমি তোমাকে পাষাণ বিগলিত হইবার কৌশল শিখাইয়া দিব। ধান্য, পুষ্প, ফল, দধি, তাম্র, রৌপ্য, স্বর্ণ সকলে আসিয়া আশ্বাসবাণী কানে কানে কহিল—চল, আজ অধিবাস করিবে চল! এতদিন আমাদিগকে নিয়া সংসারে মুগ্ধ ছিলে, আজ মায়ের দিব্য পরশে আমরা সজাগ হইয়াছি। চল তোমাকেও মাতৃসকাশে বহন করিয়া নিয়া যাই।

———

সন্ধিপূজা

(১৩৬৩)

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিক্ষণে এই সন্ধিপূজা হয়। সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন সংযোগ। দুই বা একাধিক বস্তুর পরস্পর মিলনের নাম সন্ধি। ব্যাকরণ পড়িবার সময় তোমরা অনেকে স্বরসন্ধি বা ব্যঞ্জনসন্ধির কথা পড়িয়াছ। অর্থবোধক না হইলে সন্ধি হয় না। তাই অর্থবোধক বর্ণ বা শব্দের মিলনকে সন্ধি বলিয়াছে। অনেকটা সমধর্ম্মীয় ও সমজাতীয় হইলে তবেই মিলন হয়। দুধের সঙ্গে জলের মিলন হইতে পারে, কিন্তু বালির সঙ্গে দুধের মিলন হইতে পারে না। কারণ বালি ও দুধ সমধর্ম্মী নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে পূজাক্ষেত্রে তাহা হইলে সন্ধি হইবে কাহার সঙ্গে? পূজকের সঙ্গেই মায়ের সন্ধি হওয়ার কথা। মা সচ্চিদানন্দময়ী আর জীব দেহ ও ইন্দ্রিয়-সম্পন্ন। অথচ সেই জীব বসিয়াছে তাহার পূজাক্ষেত্রে মায়ের সম্মুখে মায়ের সঙ্গে সন্ধি করিবে এই আশা নিয়া। মরণধর্ম্মী জীব জন্ম মৃত্যুর অতীত ব্রহ্মময়ীর সঙ্গে মিলিত হইতে চাহিতেছে। বিরহের তুষানলে জীব দগ্ধ। অহর্নিশ কত বস্তুর সঙ্গে জীব মিলিত হইতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু মিলন হয় না। চক্ষু রূপের সঙ্গে, কর্ণ শব্দের সঙ্গে, ত্বক স্পর্শের সঙ্গে, জিহ্বা রসের সঙ্গে মিলিতে চাহিতেছে, কিন্তু মিলিতে পারিতেছে না। স্বামী তাহার মন ও হৃদয় দিয়া স্ত্রীর সঙ্গে মিলিতে চাহিতেছে, স্ত্রী তাহার দেহ, মন, প্রাণ অর্পণ করিয়া স্বামীর সঙ্গে মিলিতে চাহিতেছে, কিন্তু পূর্ণ মিলন হইতেছে না। ভেদ, বিরোধ, বিসম্বাদ রহিয়া যাইতেছে। অনুগত পুত্র পিতামাতার নিকট সকল প্রকার আনুগত্য স্বীকার করিয়া মিলিতে চাহিতেছে, হৃদয়বান পিতামাতা পুত্র কন্যাদের সঙ্গে নির্বিরোধে থাকিতে চাহিতেছে, কিন্তু মিলন হয় না। ভেদ ও সংঘর্ষ থাকিয়াই যায়।

মানুষ ভেদ চাহে না, মিলনই চাহে। বৈষ্ণব কবি ও সাহিত্যিকগণ শ্রীমতী রাধিকার ভেদ ও বিরহের কথা বলিতে বলিতে, গাহিতে গাহিতে অশ্রুসিক্ত হইতেছে তবু থামিতেছে না। আরও যেন কি কথা বাকি আছে, আরও যেন কি দেখিলে কি বলিলে চিত্ত শান্ত হইবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছে না। বিরহবিধুর ভক্ত শ্রীমতীর ভাবে তন্ময় হইয়া ধূলায় ধূসরিত হইতেছে, মূর্চ্ছিত হইতেছে, অশ্রুসিক্ত ভাবপূর্ণ চক্ষু মেলিয়া একবার চাহিয়া দেখিল বিরহবিধুর রাধার দক্ষিণে শ্যামবর্ণ বংশীধারী বৃন্দাবনচারী দণ্ডায়মান। অশ্রুসিক্ত ভক্ত আনন্দে পুলকে শিহরিয়া উঠিল। সে তাহার ভাবরাজ্যে যাহা দেখিতে চাহিয়াছিল তাহা দেখিয়াছে ভাবিয়া নিজেকে ধন্য মানিল। তাই দেখা যায়—যতক্ষণ বিরহ ততক্ষণ বিরাম নাই। ভক্ত আন্তরিক শান্তি পায় মিলন দর্শনে।

শাক্ত ভক্তগণ শ্মশানবাসী শিবের সঙ্গে রাজনন্দিনী পার্ব্বতীর কলহের কথা বলিতে বলিতে মুখর হইয়া উঠে। কত রঙ্গে, কত ঢংএ এই সাহিত্যিকগণ শিবকে শ্মশানবাসী ভাংখোর সাজাইয়াছে। কত সাহিত্যিক তাঁহাকে কালীর পদতলে মর্দ্দিত করিয়াছে। কত সাহিত্যিক তাঁহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভিখারী সাজাইয়া অন্নপূর্ণার দ্বারস্থ করিয়াছে। কত সাহিত্যিক উমাকে পিতৃগৃহে যাইতে বাধাপ্রদান করিয়া শিবকে উমার দশমহাবিদ্যারূপের বিভীষিকা রূপ দেখাইবার ছবি আঁকিয়াছে।

বিরহের কলহের তত্ত্বব্যাখ্যায় বহুবিধ ছবি আঁকিয়াও সাহিত্যিকগণ, তান্ত্রিক সাধকগণ বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারে নাই যতক্ষণ না হরপার্ব্বতীর মিলন দেখিয়াছে।

সীতার বিরহে ভগবান রামচন্দ্র অধীর আত্মহারা, এই ছবি সাহিত্যিকগণ, কতস্থানে অঙ্কিত করিয়াছেন। আত্মহারা রামচন্দ্র সীতার বিরহে পশুপক্ষী এমন কি বনের বৃক্ষরাজিকে পর্য্যন্ত সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—তোমরা কি জনক-নন্দিনী সীতাকে দেখিয়াছ? বিরহবিধুর রাম সীতার উদ্ধারের জন্য কত কাণ্ডই না করিলেন। বালিকে বধ করিলেন, সমুদ্রকে বন্ধন করিলেন, শিবপার্ব্বতীর আরাধনায় তন্ময় হইলেন। কবি ও সাহিত্যিকগণ এই দৃশ্য আঁকিতে যাইয়া কতবার বিমর্ষ হইয়াছেন, কতবার অশ্রুসিক্ত হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কল্পনার শেষ হইল, লেখনীর বিরাম হইল, যখন সীতার উদ্ধার কার্য্য সাধিত হইল, শ্রীরামের বামে জননী সীতাকে দেখিল।

তাই দেখিতে পাই—মানব প্রকৃতি মিলন প্রত্যাশী। এখানেও ভক্ত মায়ের অর্চ্চনা করিতে করিতে মায়ের দিকে হাত বাড়াইয়া—তাপিত বক্ষ পাতিয়া দিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল—দাও মা তোমার অভয়পদ। আমার হৃদয়পদ্মে তোমার চরণপদ্ম স্থাপন কর। পদ্মে পদ্মে চিরতরে মিলন হোক। ভক্ত হাত বাড়াইয়া বলিতে থাকে—আমার আঁখিপদ্মে তোমার চরণপদ্ম স্থাপন কর। পদ্মে পদ্মে মিলন হোক। আমার করকমলে তোমার চরণ কমল সংস্থাপিত কর। কমলে কমলে মিলন হোক্। শুধু পূজা করিয়া, শুধু অর্চ্চনা করিয়া, শুধু ভোগ নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া, হৃদয়ের জ্বালা নির্ব্বাপিত হইতেছে না, জননি! বিরহের ফাঁকে ফাঁকে, ভেদের আড়ালে আড়ালে কে যেন ইন্ধন যোগায় বিরহের দাবনলে।

কি আশ্চর্য্য! মরণধর্ম্মী মানুষ, সমস্ত বিশ্বের তুলনায় অণুপরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানুষ মিলনের প্রত্যাশী হয় অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিশ্বরী—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কর্ত্রী সেই মহতো মহীয়ান ব্রহ্মময়ীর সঙ্গে। এ আস্পৃহা তাহার কেন? সমধর্ম্মী না হইলে মিলন হয়না, সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাকরণের পাতায় পাতায় তাহা পড়িয়াছে। সমধর্ম্মী না হইলে মিলন হয়না, সে কাব্যের প্রতি বর্ণে বর্ণে দেখিয়াছে। তবু এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীব বিশ্বভুবনেশ্বরীর সঙ্গে মিলনের জন্য উদগ্রীব কেন? পূজা করিয়া পূর্ণ তৃপ্তি পাইল না। আশীর্ব্বাদ নিয়া, বর নিয়া, দিব্য দর্শন নিয়া তৃপ্তি পাইল না। মহাষ্টমীর তিথিতে সমস্ত দেবদেবীর অর্চ্চনা করিল। সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া সর্ব্বদেশে ও কালে হৃদয় ঘটে দিক্ ও দেশের অধিপতিগণকে আবাহন করিয়া অর্চ্চনা করিল। চৌষট্টি যোগিনী, কোটী যোগিনীর অর্চ্চনা করিয়া সাধক তৃপ্ত হইল না। আরও কিছু চাই, আরও নিবিড়ে, আরও গভীরে কে যেন লুকাইয়া রহিয়াছে, তাঁহাকে নিবিড় ভাবে চাই। আজ সাধকের ক্ষুদ্র হৃদয় কূপের উৎস কে যেন খুলিয়া দিল। আজ সাধকের ক্ষীণ হৃদয়ধারা কাহার আকর্ষণে যেন ব্যাকুল হইয়া ছুটিল। কোথায় সে সিন্ধু, কোথায় সে মহাসমুদ্র। এই ক্ষীণ ধারা, এই বদ্ধ বারি সাগরকে আজ খুঁজিতেছে।

সে যে সাগর, সে যে বিরাট, সে যে বিশাল, তাহার ত কোন অভাব নাই। শুষ্ক হৃদয়ের ঐ দুই ফোঁটা অশ্রুর তাহার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু অন্তর তাহা মানেনা। এত বিরাট, এত মহান জানিয়াও তাহারই দ্বারস্থ হইতে অন্তর চাহিতেছে। অভাব তাহার নাই, প্রয়োজন বোধও তাহার নাই, তবু তাঁহার সঙ্গেই মিলিত হওয়ার জন্য অন্তর ব্যাকুল হইতেছে। সে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে, ঘৃণাভরে উপেক্ষার হাসি হাসিতে পারে, একবার ফিরিয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ের দিকে নাও তাকাইতে পারে, তবু অন্তর তাঁহাকেই চায়, তাঁহার সঙ্গেই মিলিত হইতে চায়।

সাধক! তুমি আমার মায়ের অর্চ্চনা করিতে করিতে বুঝি তোমার অন্তরের সুপ্ত সিংহকে জাগাইতে পারিয়াছ? পুত্রং দেহি, ধনং দেহি, ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি বলিয়া তুমি আর প্রার্থনা করিবে না? কত জন্ম, কতযুগ—রূপ দাও, ধন দাও, জয় দাও, যশ দাও বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছ, এবার আর তাহা করিবে না? চাহিয়া দেখিয়াছ, পাইয়াও দেখিয়াছ, আকাঙ্ক্ষা মিটিলনা, হৃদয় তৃপ্ত হইল না। তাই এবার অঙ্গন্যাস করিয়াছ, করন্যাস করিয়াছ। যে দেহের জন্য, ইন্দ্রিয়ের জন্য এতদিন দেহি দেহি করিয়া ভোগ্য-সম্ভার চাহিয়াছ, আজ সেই দেহ, সেই ইন্দ্রিয়, সেই ভোগ্য বস্তুসকল মায়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চরণে অর্পণ করিতে যাইয়া, ত্যাগ করিতে যাইয়া তোমার ভিতরের সুপ্ত সিংহকে দেখিয়াছ? বিমর্দ্দিত, লাঞ্ছিত, অনাদৃত, উপেক্ষিত, সুপ্ত সিংহ আজ সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে?

"সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তি হেতুঃ"

বলিতে বলিতে শিশুর ন্যায় যখন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলে তখন মায়ের দিব্য পরশে তোমার অন্তরস্থিত সুপ্ত সিংহ জাগিয়া উঠিল? কে কাঁদে, কে কাঁদে, কে এমন করিয়া আর্ত্তনাদ করে, বলিতে বলিতে কাহার বিদ্যুৎবৎ চঞ্চলগতি স্থির হইল? ঐ তাঁহাকে—সেই ব্রহ্মময়ীকে তুমি আজ সত্যই মা বলিয়া চিনিয়াছ? এতদিন জানিতে তাঁহার সঙ্গে দাতা ও গ্রহীতার সম্বন্ধ, আজ জানিতে পারিলে তোমার মায়ের সঙ্গে আরও এক নিবিড় সম্বন্ধ রহিয়াছে। স্বার্থলেশশূন্য মাতা পুত্রের এক মধুর সম্বন্ধ। তুমি অংশ তিনি পূর্ণ, তুমি বুদ্‌বুদ্ তিনি সমুদ্র, তুমি ধূলিকণা তিনি পৃথিবী। তুমি তাঁহারই অঙ্কে জাত, আবার তাঁহারই অঙ্কে বিধৃত।

'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি, নৈনং দহতি পাবকঃ'।

এমন তোমাকে আজ তোমার অন্তর রাজ্যে তুমি দেখিতে পাইয়াছ। মায়ের অর্চ্চনা করিতে করিতে বহু জন্মের ভস্মাচ্ছাদিত পরশমণিকে দেখিতে পাইয়াছ। তাই বুঝি তুমি মায়ের সঙ্গে সন্ধি করিবে বলিয়া আজ অগ্রসর হইয়াছ।

শোন তপস্বি! তোমার পূজার, তোমার সাধনার পরাকাষ্ঠা অবস্থা হইল এই সন্ধিপূজা। জীব যখন সাধনা করিতে করিতে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় কোষকে অতিক্রম করিয়া বিজ্ঞানময় কোষে উপনীত হয়, তখন তাহার অন্তরে জাগে সন্ধিপূজার আস্পৃহা। দেহের বন্ধন হইতে, ইন্দ্রিয়ের বন্ধন হইতে, মনের বন্ধন হইতে যেদিন সাধক বিমুক্ত হইতে পারে, সেইদিন সে অনুভব করে এক আনন্দের উৎস হইতে আমি জাত, আনন্দই আমার স্বরূপ। তাই সাধক আনন্দময়ীর সঙ্গে মিলনের জন্য, সন্ধির জন্য সঙ্কল্পবান হয়।

পশুত্বকে—জীবত্বকে বলি দিয়া মায়ের চরণতলে স্থির হইয়া বস। প্রাণায়ামের সাহায্যে প্রাণের প্রচ্ছর্দ্দন ও বিধারণ করিতে করিতে সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে স্থিতিলাভ কর। মায়ের সঙ্গে তোমার কোথায় ভেদ ও অভেদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইখানে বুঝিতে পারিবে। অভেদে কিরূপে ভেদ কল্পনা করিয়া মা তোমাকে নিয়া লীলা করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিবে। পশুভাবাপন্ন জীবত্বের বলি হইলে এই ব্রহ্মভাব ফুটিয়া উঠে। বিজাতীয় ও সজাতীয় ভেদ অন্তর্হিত হইলে, সবিকল্প ভূমিতে স্বগতভেদ অবস্থায় অবস্থান করিতে করিতে নিত্য লীলারসের আনন্দ অনুভব করে সাধক অন্তরে ও বাহিরে। তখন সাধক বলিতে থাকে—

'যদ্ যদ্ হি দৃশ্যং খলু সৈব দুর্গা
দুর্গাস্বরূপাৎ অপরং ন কিঞ্চিৎ'।

ফুলে ফলে দুর্গা, ঘটে পটে দুর্গা, চন্দনে দূর্ব্বায় দুর্গা, বস্ত্রে আভরণে দুর্গা, মন্ত্রে ভাবে দুর্গা, অন্তরে দুর্গা, বাহিরে দুর্গা, চক্ষু মেলিলে দুর্গা, চক্ষু মুদিলে দুর্গা, দেহের অণুতে অণুতে দুর্গা, প্রতি ধূলিকণা দুর্গা, এইরূপে দুর্গা দেখিয়া, দুর্গা দুর্গা শুনিয়া, দুর্গা দুর্গা বলিয়া ভূলোকে, দ্যুলোকে, গোলকে দুর্গাকে পাইয়া দুর্গার দুর্গতিহরা সচ্চিদানন্দময় দিব্যরূপে নিমজ্জিত হইয়া তুমি সন্ধি করিবে। সন্ধি করিবে, মায়ের আনন্দঘন স্বরূপে নিমজ্জিত হইবে। ব্রহ্মনিষ্ঠ তুমি, তপোনিষ্ঠ তুমি ব্রহ্মময়ীর সঙ্গে এক অভেদ সত্তায় নিমজ্জিত হইবে।

শুন, আরও খুলিয়া বলিতেছি—দেহ, ইন্দ্রিয়ের সুখের জন্য যতদিন লালায়িত থাকিবে, কাম ক্রোধের তাড়নায় বিচলিত ও অভিভূত হইবে, ততদিন সন্ধিপূজার অধিকারী তুমি হইতে পারিবে না। চক্ষু বুজিয়া ঐ যে কি একটুখানি ভাবিলে ও দেখিলে, চকিতে চমকে যাহা দেখিলে তাহাতে জীবন ধন্য হইবে না। চক্ষু খুলিয়া বস, ঐ মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী বলিয়া দেখ, তাঁহার প্রতি অঙ্গে অঙ্গকে মিলাও। চিন্ময়ীর সঙ্গে অঙ্গ মিলাইতে যাইয়া তুমি চিন্ময় হইবে, তুমি অনুভব করিবে দেহের পিঞ্জরে তুমি আবদ্ধ নহ। একটা অজ্ঞাত সত্তার অনুভব তুমি করিবে। অনুভব করিবে তুমি বিরাট্, তুমি মহান। এখানে কল্পনার কথা কিছু নাই। যাহা সত্য, যাহা সত্যই ঘটে তাহাই বলিতেছি। এতদিন তুমি অনুভব করিয়াছ দেহের মধ্যে প্রাণ, আজ তুমি অনুভব করিবে, তোমার বিরাট প্রাণ-সত্তার মধ্যে দেহ ও ইন্দ্রিয় বর্গ রহিয়াছে, তুমি দেহ হইতে অনেক বড়, ইন্দ্রিয় হইতে অনেক ব্যাপক। চক্ষু যতদূর দেখিতে পায় তাহার পরেও তুমি রহিয়াছ, কান যতদূর শুনিতে পায় তাহার পরেও তুমি রহিয়াছ, এই থাকা, এই সত্তাবোধ অত্যন্ত ঘন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অত্যন্ত প্রকট, জীবন্ত, প্রাণবন্ত। ইহাই তোমার জীব চেতনা। এই চেতনার জগতে না আসিতে পারিলে সন্ধি পূজার অধিকার হয়না।

ভাবিয়া দেখ তুমি এতদূর অগ্রসর হইয়াছ কিনা, যদি হইয়া থাক বাকী অংশের কথা আর বলিতে হইবে না। দেহ ইন্দ্রিয়ের মলিনতাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া তুমি জীবচেতনায় অধিষ্ঠিত হইলে ব্রহ্মচেতনার আকর্ষণ অনুভব করিতে পারিবে। দেখিবে সেই প্রেমময় তোমার সঙ্গে মিলনের প্রতীক্ষায় কত যুগ-যুগান্তর হইতে বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার স্নেহময় অচপল দৃষ্টি তোমাকে আত্মহারা করিবে। বিরহবিধুর তোমাকে মিলনলোলুপ সেই পরমপুরুষ বক্ষে তুলিয়া লইবেন। আপন বক্ষে মিলাইয়া লইবেন। মিলন—মিলন শুধু মিলন, সে মিলনের স্মৃতি কখনও বিলুপ্ত হয় না, সে মিলনের শিহরণ কখনও ভুলা যায় না। সে মিলনের আত্মপ্রসাদ জগতের উচ্ছিষ্ট প্রসাদে আর প্রলুব্ধ হইতে দেয় না।

তোমরা আমার সেই প্রেমময়ের সঙ্গে সত্যই সন্ধি করিবে কি? প্রণত হও—আরও প্রণত হও, ভয় নাই, তিনি তোমাকে তুলিয়া লইবেন। বল—

প্রসীদ ভগবত্যম্ব! প্রসীদ পুত্রবৎসলে,
প্রসাদং কুরু মে দেবি! দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে॥
ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

গুরু পূর্ণিমা

(১৩৬৩)

'নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে'

কথিত আছে গ্রীক্ দার্শনিক পারমেনাদিস একদিন ভাবনেত্রে দেখিতে পান—তিনি ঘোড়ার রথে চড়িয়া সত্যের সন্ধানে বাহির হইয়াছেন এবং দেবকন্যাগণ তাঁহাকে পথ দেখাইতেছেন। হঠাৎ তিনি তাঁহার জীবনের সামনে দুইটি প্রশস্ত পথ দেখিতে পান। এক স্বর্গীয় দূত সেই পথের সঙ্গমস্থলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাঁড়াইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন পথিক! তুমি কোন্ পথে যাইবে? দক্ষিণ দিকের পথ দেখাইয়া বলিলেন—এইটী সত্যের পথ, অমৃতের পথ, আনন্দের পথ। আর ঐ বামদিকের দ্বিতীয় পথটি ভ্রান্তির পথ, আপতমধুর ইন্দ্রিয়-ভোগের পথ। তিনি দেখিলেন বামদিকের পথ প্রশস্ত, চাকচিক্যপূর্ণ এবং মনোহর; বহুযাত্রী সেই পথে যাইতেছে। আর দক্ষিণ দিকের পথ প্রশস্ত হইলেও দুর্গম, কোন চাকচিক্য এই পথে নাই; পথের যাত্রীও কম। পারমেনা-দিস, স্বর্গীয় দূতের ইঙ্গিতে, দক্ষিণ পথেই যাত্রা করিয়াছিলেন এবং জীবনে অমৃতের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

তোমরা জান তপস্বী 'তথাগত' তাঁহার জীবনের সামনেও দুইটি পথ দেখিতে পাইয়াছিলেন। একটী গতানুগতিক স্রোতে ভাসিয়া কামিনী কাঞ্চন ও রাজ্য সম্ভোগের পথ, অপরটি জরা, মৃত্যু, ব্যাধির হাত হইতে উদ্ধারের পথ, নির্ব্বাণের পথ। তাহার পরেও কত ধীমান পুরুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া আপাতমধুর বাম পথকে বর্জ্জন করিয়া বিঘ্নসঙ্কুল দক্ষিণপথে যাত্রা করিতে করিতে বলিয়াছেন—

"তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।"

তাঁহাকে সেই প্রেমময় পুরুষকে যে বিবেকিগণ দর্শন করেন, তাঁহাদেরই শাশ্বত সুখ হয়, অন্য কাহারও সুখ নাই। আবহমান কাল হইতে এই দুইটি পথের কথা নিয়া মানুষের জীবন-রণক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব চলিতেছে। যে যথাসময় পথ বাছিয়া লইতে পারে সেই জয়ী হয়, পরম শান্তি লাভ করে। আর যে বিভ্রান্ত হয় সে মৃত্যুকে পায়, দুঃখকে পায়, লাঞ্ছনাকে পায়। মানব-সভ্যতার আদিযুগ হইতে বৈদিক যুগের ঋষিগণ শ্রেয় ও প্রেয় বলিয়া এই দুই পথের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রেয় ও প্রেয় এই দুই পথই মানুষের জন্য উন্মুক্ত আছে।

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়োহি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে॥
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ বৃণীতে॥" কঠ উঃ ১।২।২

শ্রেয় এবং প্রেয় উভয় পথই সম্মিলিতভাবে মানুষকে আশ্রয় করে, (অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উভয় পথই মানুষের সামনে রহিয়াছে।) ধীমান পুরুষ উভয়কে সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া, পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া পৃথক করেন। যিনি ধীমান, তিনি প্রেয় আপক্ষা শ্রেয় পথকে উত্তম জানিয়া সেই পথই গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির বৃদ্ধি ভোগ ও সংরক্ষণের জন্য প্রেয়পথে অর্থ পুত্র ও পশুদিগকেই বরণ করেন।

শুধু অর্থ, পুত্র ও পশু প্রভৃতি নিয়া সংসার ভোগের জন্য যে বিদ্যা মানুষ অর্জ্জন করে তাহারই নাম অপরা বিদ্যা। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিদ্যা অপরা। ইহাদ্বারা দেহের ও ইন্দ্রিয়ের পরিপোষণ ও ভোগ সংসাধিত হইতে পারে, কিন্তু মৃত্যুর হাত অতিক্রম করা যায় না। আর পরাবিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যা—আত্মবিদ্যা, এই বিদ্যা লাভ করিলে মানুষ দুঃখকে জয় করে, মৃত্যুকে অতিক্রম করে, অমৃতত্ব লাভ করে। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম
যদ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পরা চৈবাপরা চ।"

যেমন পার্থিব বিদ্যা—অপরা বিদ্যা—ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ প্রভৃতি গুরুবিহীনে অর্জ্জন করা যায়না, সেইরূপ পরাবিদ্যা লাভের জন্যও গুরুর প্রয়োজন। পার্থিব বিদ্যা লাভের জন্য যেমন দীর্ঘদিন অধ্যয়ন ও অধ্যবসায় প্রয়োজন, সেইরূপ এই পরাবিদ্যা লাভ করিতে হইলেও দীর্ঘকাল নিরন্তর শ্রদ্ধার সহিত গুরুসন্নিধানে অবস্থান করিয়া এই বিদ্যার সেবা করিতে হয়—তপস্যা করিতে হয়। অপরা বিদ্যা লাভের জন্য যাহারা লালায়িত হইয়া বামপথে ছুটিতেছে তাহাদিগকেও—'বহূনাং জন্মনামন্তে' বহু জন্মের পর এই পরাবিদ্যার পথে ফিরিয়া আসিতে হইবে। দুঃখ ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে হইলে এই পথে আসিতেই হইবে—

'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'

অপরাবিদ্যার পথ আপাতমধুর, পরিণামে দুঃখদায়ক। আর পরাবিদ্যার পথ আপাতকঠোর, পরিণামে অমৃতোপম। মানুষমাত্রেই—জীবমাত্রেই আনন্দ চাহে, শান্তি চাহে, দুঃখ চাহেনা। এই শান্তি লাভের পথ যাঁহারা দেখাইয়া গিয়াছেন এবং এখনও দেখাইতেছেন তাঁহারাই ঋষি, তাঁহারাই গুরু। দেহ ইন্দ্রিয়ের পিঞ্জর হইতে, সংসাররূপ কারগার হইতে বিমুক্ত হওয়ার পথ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

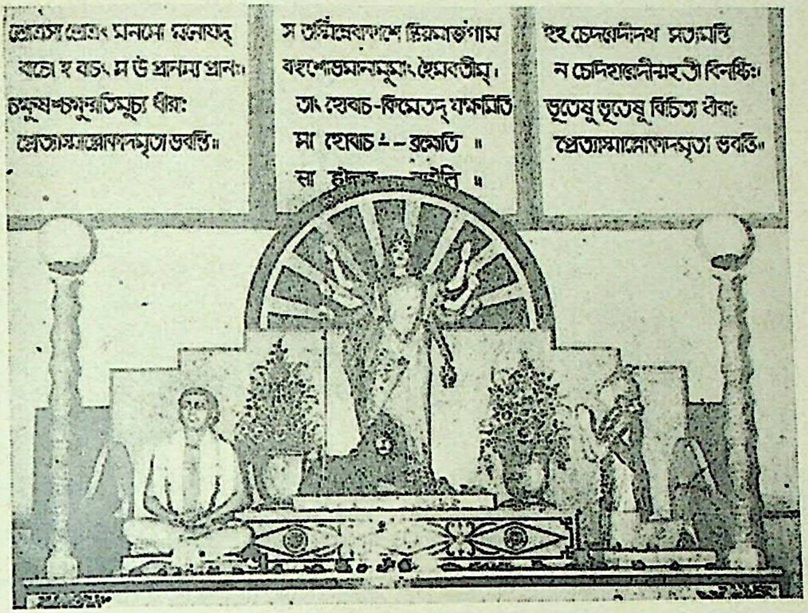

হৈমবতী মা

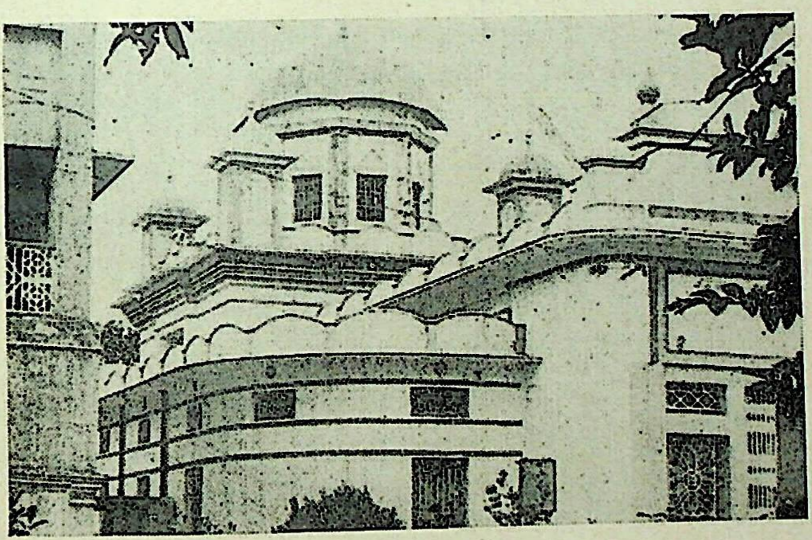

মোক্ষধাম, দেওঘর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁহারা দেখাইয়াছেন ও দেখাইতেছেন তাঁহারাই ঋষি—তাঁহারাই গুরু। আজ এই পুণ্যতিথিতে সেই ঋষিগণকেই স্মরণ করিতে, অর্চ্চনা করিতে, প্রণতি জানাইতে, আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে, পাথেয় সংগ্রহ করিতে আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। সম্বৎসরের মলিনতা ও গ্লানি দূর করিয়া আবার দৃঢ় সঙ্কল্পবান হইয়া ঐ দিব্য পথে চলিব বলিয়াই আজ আমরা অনেকে সমবেত হইয়াছি।

জানি তোমাদের মধ্যে অনেকেই বুদ্ধ, শঙ্কর ও চৈতন্যের ন্যায় ত্যাগী নহ, সংযমী নহ। জানি তোমাদের মধ্যে অনেকেই ঋষিদের ন্যায় বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিসম্পন্ন নহ। ধীমান নহ। ঋষিদের যুগেও দেশের সকল লোক ঋষি ছিলেন না। সমস্ত দেশই তপোবন ছিল না। বশিষ্ঠের ন্যায় ঋষি যখন জীবিত ছিলেন তখনও রাজ্যলোলুপ বিমাতার কুমন্ত্রণার ফলে ভগবান রাম-চন্দ্রকে বনবাস যাইতে হইয়াছিল। ব্যাসের ন্যায় ধীমান ঋষি যখন বর্ত্তমান ছিলেন তখনই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও অন্যান্য বহু যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, রাজ্য প্রাপ্তির জন্য। ধন, পুত্র ও যশের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা সহজ কথা নহে। তোমাদের পক্ষেও হঠাৎ সন্ন্যাসী ও ঋষি হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু যে পথে চলিতেছ সেই পথেও অহর্নিশ বিদগ্ধ হইতেছে। রোগ শোক, দুঃখ ও মৃত্যুকে পাইতেছ। এই ভোগের পথে আকর্ষণ করিয়া লইবার জন্য তোমাদের তিনজন বন্ধু আছে। তাহারা তাহাদের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দ্বারে বসিয়া থাকে ভুলাইবার জন্য, বিপথে নিয়া যাইবার জন্য নানা রঙ্গের খেলনা নিয়া।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভ ঃ··· · ··· ॥ গীতা।

কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি নরকের দ্বারস্বরূপ, ইহাদের প্রভাবেই জীবাত্মা অধোগতি প্রাপ্ত হয়। ইহা মন জানিয়াও জানেনা, বুঝিয়াও বুঝেনা। অনিচ্ছায় বলে এই বন্ধুগণ—ছদ্মবেশী বন্ধুগণ মৃত্যুর পথে আকর্ষণ করিয়া লয়। সত্য হইতে, পবিত্রতা হইতে বহুদূরে আকর্ষণ করিয়া অসহায় করে, দুর্ব্বল করে, শেষে বিদ্রূপের হাসি হাসে। যৌবনের উন্মাদনায় ঐ কপট বন্ধুদের পরামর্শে আপাত মনোহর পথে চলিতে চলিতে যৌবন শেষ হয়, জরা আসে, মৃত্যু আসে। অনুতাপের তুষানলে তখন দগ্ধ হইতে হয়। জরাজীর্ণ দেহকে—ব্যাধিগ্রস্ত দেহকে, দুর্ব্বল ইন্দ্রিয়সকলকে তখন কপট

৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধুগণ (কাম, ক্রোধ ও লোভ) উচ্ছিষ্ট পত্রের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করে। মৃত্যু আসিয়া নির্ম্মম কষাঘাত করিতে করিতে যবনিকার পতন ঘটায়। কিন্তু মৃত্যুতেই সব শেষ হয় না।

'জ্যাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ,'

আবার জন্মিতে হয়, আবার ধন পুত্রের লালসায় ছুটিতে হয়, আবার যৌবন আসে, আবার ঐ কুটিল বন্ধুগণ আসিয়া দিগ্‌ভ্রান্ত করে। হে প্রিয় বন্ধুগণ! তোমরা কখনও শান্তমনে এই বীভৎস দৃশ্যের কথা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? ধন পুত্র ও পত্নী ক্ষণে ক্ষণে যখন নির্ম্মম কষাঘাত করে তখনও একবার শান্তমনে এই দৃশ্যের কথা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? অশান্ত মনকে—দুর্নিবার লালসাকে পরাজিত না করিতে পারিয়া কখনও কি প্রশ্ন করিয়াছ, উর্দ্ধে বাহু তুলিয়া আর্ত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছ,—

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥

বায়ুকে যেমন নিরোধ করা যায়না, সেইরূপ আমার এই চঞ্চল মনকে ভোগ বাসনার পথ হইতে ফিরাইতে পারিতেছি না, বারবার লাঞ্ছিত হইতেছি, দুঃখ পাইতেছি, মৃত্যু আসিয়া যবনিকাপাত করিতেছে। ইহাদের হাত হইতে উদ্ধারের কোন উপায়ই দেখিতেছিনা। মোহগর্ত্তে, মমতার আবর্ত্তে বার বার ডুবিতেছি।

ইহাই জীবের জীবনের, সংসার খেলার পরিণাম। সেই দুর্দ্দিনে যিনি পাশে আসিয়া দাঁড়ান, হাত ধরিয়া বুকে তুলিয়া লন আর বলিতে থাকেন "ভয় নাই ভয় নাই," তিনিই ঋষি, তিনিই গুরু। দুর্গম ভবসমুদ্রে পথহারা হইয়া আমরাও আজ সেই ঋষিদের চরণ বন্দনা করিতে এই পুণ্য তিথিতে সমবেত হইয়াছি। ঋষিগণ বক্ষে তুলিয়া শিরে হাত বুলাইয়া গম্ভীর মধুরকণ্ঠে বলিতে থাকেন—

'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'

অধীর হইও না বৎস! ভীত হইও না, তুমি শুন—হে অমৃতের পুত্র তুমি শুন, তোমার মধ্যে এক বিরাট সিংহ সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তুমি দেহ ও ইন্দ্রিয়ের নিগড়ে বদ্ধ হইয়া কামক্রোধের হাতে নিষ্পেষিত হইতেছিলে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুধু তোমার অন্তরস্থ এই সিংহ পুরুষকে জাগাইতে পার নাই বলিয়া, শুন আজ জাগরণের মন্ত্র শুন—

আমি এক দিব্যধাম হইতে সঞ্জীবনী মন্ত্র শিখিয়া আসিয়াছি। সেই মন্ত্রে তোমাদিগকে জাগাইব, সঞ্জীবিত করিব।

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"

যে অন্ধকারে তুমি তোমাকে সমাচ্ছন্ন মনে করিতেছ, সেই অন্ধকারের পরপারে আমি এক দিব্য পুরুষকে জানিয়াছি। তিনি জ্যোতির্ম্ময়, তিনি অমৃতময়। বৎস উঠ! ছিঃ! এত দুর্ব্বল ভাবিও না। শুন, সঞ্জীবনী মন্ত্র শুন—

ভীষণং ভীষণানাং গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং

যাহাকে তুমি, যে বন্ধনকে তুমি, যে মৃত্যুকে তুমি ভীষণ মনে করিতেছ সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ তাহা অপেক্ষাও ভীষণ। পাপের কাছে, পাপীর কাছে তিনি ভীষণ হইতেও ভীষণ, কিন্তু আশ্রিত জনের তিনিই গতি, ভর্ত্তা, পরিত্রাতা। সেই পুরুষকে, সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে আমি জানিয়াছি। মৃত্যু যাহাকে ভয় করে; রোগ, শোক ও দুঃখ যাহাকে ভয় করে; সূর্য্য যাহার ভয়ে উদিত হয়; বায়ু যাহার ভয়ে প্রবাহিত হয়, সেই মহান পুরুষকে আমি জানিয়াছি—

'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং'

সেই মহান পুরুষকে আমি জানিয়াছি, পাইয়াছি। তোমাদিগকে আজ সেই সঞ্জীবনী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিব। এই অভয় বাণী যাঁহারা প্রচার করিয়াছিলেন ও এখনও করেন তাঁহারাই গুরু, তাঁহারাই ঋষি। এই পুণ্যতিথিতে তাঁহাদের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার জন্যই আমরা আজ এখানে সমবেত হইয়াছি।

কোথায় তিনি, কোথায় তিনি, সেই শান্তিদাতা, সেই ভয়ত্রাতা? কোথায় গেলে তাঁহাকে পাইব? কেমন করিয়া তাঁহাকে পাইব?

'লোহার বাঁধনে বেঁধেছে সংসার,
দাসখত লিখে দিয়েছি হায়।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওগো চিরদাসেরও কি সেই রাজ্যে প্রবেশের অধিকার আছে? অষ্টপাশে লোহার শৃঙ্খল আমাকে বাঁধিয়াছে, সে বাঁধনও কি ছিন্ন হয়? কে তুমি, কোথায় তুমি, মোহাচ্ছন্ন হইয়া এই ভীষণ অন্ধকারে তোমার কণ্ঠস্বর শুনিলেও কৈ কোন আলো ত এখনও দেখিতে পাইতেছি না! কাছে এস, কাছে এস—

হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা
আমি যে পথ চিনি না।

কাছে এস, কাছে এস। আমি বদ্ধ, আমি মোহে অন্ধ, আমি শৃঙ্খলিত, আমি বিমর্দ্দিত, আমি নিষ্পেষিত। কাছে এস, কাছে এস, হে গুরো! হে বান্ধব! হে পরিত্রাতা! যদি অমোঘ মন্ত্র দিবে, যদি সঞ্জীবনী সুধা ঢালিবে তবে কাছে এস, কাছে এস। এমনি করিয়া আর্ত্তকণ্ঠে একবার সেই ঋষিকে ডাক দাও ত বৎস! এমনি করিয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে সেই গুরুকে সেই পরিত্রাতাকে একবার করুণকণ্ঠে ডাক ত বৎস!

ঐ শুন, এই পুণ্য তিথিতে তাঁহাদের পদধ্বনি শুনা যাইতেছে। তাঁহারা তোমাদের কাছে অভয়বাণী নিয়া নিকটে আসিতেছেন। একটু উৎকর্ণ হও বৎস, একটু উৎকর্ণ হও। ভয় নাই, ভয় নাই, এই ত সেই পুণ্য তিথি, যে পুণ্য তিথিতে যুগে যুগে বর্ষে বর্ষে ঋষিগণ সঞ্জীবনী সুধা ঢালিবার জন্য মর্ত্ত্যলোকে বিশেষভাবে আভির্ভূত হন। তুমি একটু সংযত হও, একটু প্রণত হও। ঐ তাপিত বুকখানা, ঐ তৃষিত কণ্ঠ একটু বাড়াইয়া ধর। ভয় নাই তাঁহাকে কিছুই তোমার দিতে হইবে না। তোমার অর্থ, স্বার্থ যশ, খ্যাতি কিছুই দিতে হইবে না। এত থাকিতেও তুমি যে রিক্ত, তুমি যে আর্ত্ত। যে অর্থ ও স্বার্থ তোমাকে মৃত্যু অপেক্ষাও অধিকতর জ্বালা দিয়াছে তাহার প্রত্যাশী ঐ ঋষিগণ নহেন। তোমার অর্থ ও স্বার্থ তোমারই থাকিবে। তারই মাঝে তোমার জীবনের উদ্বৃত্ত স্থানে ঐ ঋষিকে একটু দাঁড়াইতে স্থান দাও। যিনি ভূমাকে পাইয়াছেন, যিনি অমৃতময়কে লাভ করিয়াছেন সেই ঋষিকে গুরুকে একটু স্থান দাও।

এই ঋষি, এই গুরু তোমার চক্ষুর আবরণ অপসারিত করিয়া দিবেন, উন্মীলিত করিবেন, দিব্য চক্ষু প্রদান করিবেন। যে চক্ষু দ্বারা তুমি শুধু বিষয় বস্তুই দেখিতেছ, সেই চক্ষু হইতে আবরণ অপসারিত করিলে তুমি এক দিব্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজ্যের সন্ধান পাইবে। জ্ঞানাঞ্জন শলাকাদ্বারা অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন শিষ্যের চক্ষু গুরু উন্মীলিত করিয়া দেন। শিষ্য তখন দেখিতে পায়-'চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্' এই জরামরণশীল জগতে কে যেন একজন অতি উজ্জ্বল ও সুন্দর হইয়া এই চরাচর ত্রিভুবন ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিদের স্পর্শে—ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণের সঞ্জীবনী মন্ত্রে এই দিব্যচক্ষু লাভ হয়, এক দিব্য জীবন লাভ হয়। জীবনে এক স্বর্গীয় প্রবাহ নামিয়া আসে। যে দেহ যে ইন্দ্রিয় বিষয় ভোগের জন্য লোলুপ ছিল, সেই দেহ, সেই ইন্দ্রিয় স্বর্গীয় সুধায় অভিস্নাত হইয়া ভাগবতীতনু হয়। 'মদ্দেহো গুরু মন্দিরম্' শিষ্য উদাত্তকণ্ঠে তখন বলিয়া উঠে আমার এই দেহ গুরুর মন্দির। শুধু দেহই নহে, 'মৎপ্রাণঃ শ্রীগুরোঃ প্রাণঃ' আমার এই প্রাণও গুরুর দিব্য পরশে বিরাট মহান হইয়াছে। তাই এতদিন বিন্দুরূপে যে প্রাণকে দেখিয়াছিলাম সে আজ সিন্ধুর সঙ্গে মিলিয়া সিন্ধু হইয়াছে। গুরুর প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছে। জরামরণশীল বিষয় ভোগের জন্য এই প্রাণ লালায়িত নহে। আরও গভীরে—আরও সেই বিরাট চিন্ময় সত্তায় আত্মনিবেদন করিতে করিতে, তাহার সঙ্গে মিশিতে মিশিতে তুমি বলিয়া উঠিবে—'পূর্ণমন্তর বহির্যেন'। ওগো তোমরা শুন, আমার গুরু আমার দেহকেই শুধু ভাগবতী-তনু করেন নাই। আমার গুরু আমার প্রাণকে আকর্ষণ করিয়া চৈতন্যময় ও বিরাট করেন নাই, তিনি যে আমার অন্তর ও বাহির ভেদাভেদ ঘুচাইয়া চিন্ময় হইয়া মধুময় হইয়া অন্তর বাহির পরিপুর্ণ কয়িয়া রহিয়াছেন।

"যাহা যাহা নেত্রে পড়ে
তাহা তাহা কৃষ্ণ হেরে"

বৎস! তোমার এই চক্ষুই এই বিষয়াসক্ত মলিন চক্ষুই ঋষির পরশে, গুরুর পরশে দিব্য নেত্র হইবে।

তাই বলি বৎসগণ! এই পুণ্য তিথিতে তাঁহাকে তোমার সংসারের উদ্বৃত্ত স্থানের মধ্যে একটু স্থান দাও। তোমার গৃহের উদ্বৃত্ত কোণে একটু আসন রচনা কর। তোমার জীবনের উদ্বৃত্ত অবকাশে একটু তাঁহাকে মনন কর। সংসারের শত সহস্র কথা শুনিতে শুনিতে একটু তাঁহার নাম শুনিতে অভ্যাস কর। আজ এই পুণ্য তিথিতে একটু তাঁহার দিকে হাত বাড়াইয়া ধর। একটু প্রণত হও, তুমি ধন্য হইবে, কৃতকৃত্য হইবে। তুমি পরাবিদ্যা লাভের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিকারী হইবে। একটু সঞ্জীবনী মন্ত্রের স্পর্শ পাইয়া তোমাদের পূর্ব্বগামিগণ ঐ দেখ ধ্যানে বসিয়া আচমন করিতে করিতে বার বার বলিতেছেন—'সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ, সূরিগণ' ঋষিগণ, গুরুগণ আমাদিগকে চতুর্দ্দিক হইতে দেখিতেছেন। আকাশ যেমন চতুর্দ্দিকে আমাদিগকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, সেইরূপ ঋষিদের স্নেহকোমল দৃষ্টি চতুর্দ্দিক হইতে আমাদিগকে অভিষিক্ত করিতেছে। কারুণ্যমাখা সেই পবিত্র দৃষ্টি। আপ্তকাম ঋষি যখন হুঙ্কার ছাড়িয়া একদিন তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তোমাদের পূর্ব্বগামিগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" বলিয়া, সেই শুভ মুহূর্ত্তে তাঁহারাও দেখিতে পাইলেন—সত্য সত্যই তাঁহারা অমৃতের পুত্র, তাঁহারা বিষ্ণুর অংশ, বিষ্ণুর পরমপদ। মহাপ্রাণস্বরূপ বিষ্ণুর অংশ বলিয়া, শ্রেষ্ঠপদ বলিয়া অনুভব করিতেছেন তোমাদের এই পূর্ব্বগামিগণ। যে মুহূর্ত্তে ঋষির আহ্বানে জাগ্রত হইয়া সাধক অনুভব করে সে মহাপ্রাণস্বরূপ বিষ্ণুর অংশ, তাঁহারই একটি পরমপদ, যেন সিন্ধুর বুকে তরঙ্গ, সেই মুহূর্ত্তেই দেখিতে পায় ঋষিগণ স্নেহকোমল দৃষ্টিতে তাঁহাকে চতুর্দ্দিক হইতে আকর্ষণ করিতেছেন। তাইত তোমাদের পূর্ব্বগামিগণ অমৃতের পুত্র বলিয়া নিজেকে অনুভব করিয়া বার বার বলিতেছেন—'সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাতম্' ঋষিদের স্নেহ-কোমল দৃষ্টিতে অভিস্নাত হইতে হইতে তাঁহাদের দেহ, মন, প্রাণ নির্ম্মল হয় ব্রহ্মানন্দ উপভোগের যোগ্য হয়। ঋষিগণ জ্ঞানাঞ্জন শলাকাদ্বারা চক্ষু উন্মীলিত করিলে সেই অখণ্ড মণ্ডলাকারকে, ব্রহ্মকে, আত্মাকে দর্শনের অধিকার লাভ হয়। তাই আজ তোমরা প্রণত হইয়া বার বার বলিতে থাক—

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্ব ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

আবার বল—

মৎপ্রাণঃ শ্রীগুরোঃ প্রাণঃ মদ্দেহো গুরুমন্দিরম।
পূর্ণমন্তর্বহির্যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
গুরোর্মধ্যে স্থিতং বিশ্বং বিশ্ব মধ্যে স্থিতো গুরুঃ।
গুরুর্বিশ্বং নমস্তেঽস্তু বিশ্বগুরুং নমাম্যহং।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার প্রণত হইয়া বল—

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবল জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যং।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধী-সাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥
সদ্‌গুরুং তং নমামি।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥

——

দেবসঙ্ঘে মা অন্নপূর্ণা

(.৩৬৩)

আমরা ভাবের জগতে একেবারে উড়িয়া চলিতে পারি। মন যখন উছলিয়া উঠে তখন অত্যন্ত ভারী জিনিষকেও হাল্কা বোধ হয়, কুৎসিৎ জিনিষকেও সুন্দর মনে হয়। সেই ভাবের নেশা অনেক সময় আমাদের কাটিয়া যায় যখন কঠোর বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা ধাক্কা খাই, আঘাত পাই। জলাশয়ে পদ্মফুলটিকে দেখিতে খুবই সুন্দর বোধ হয় কিন্তু সে সুন্দর ফুলটিকে বাস্তবে পাওয়া বড়ই কঠিন। জলে ভিজিতে হইবে, সাঁতার কাটিতে হইবে, কণ্টকে বিদ্ধ হইতে হইবে, হয়ত বিষধর সর্প দংশন করিবে তবে সেই ফুলটিকে পাওয়া যাইবে। পাহাড়কে দূর হইতে দেখিতে সুন্দর বোধ হয়, ছোট বড় গাছের পাতায় পাতায় সূর্য্যের আভা পড়িলে ও পাহাড়ের গায়ে মেঘের খেলা কতই না সুন্দর দেখায়! দূর হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য অত্যন্ত মনোহর বোধ হয়। কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘায় পৌছিতে গেলে ক্লেশের অন্ত নাই। এই জগতেও অর্থাৎ সমতলক্ষেত্রে লোকালয়েও আমরা ভাবের রাজ্যে বেশ উড়িয়া বেড়াইতে পারি। কিন্তু যখন শুনিতে পাই ঘরে চাউল নাই, ঝি বা চাকর বাসন মাজিতে আসে নাই, গরুটি দুধ দেয় নাই, গৃহে স্ত্রী বা পুত্র রোগে শয্যাশায়ী তখন মন ভাঙ্গিয়া পড়ে। ভাবের সুন্দর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগৎ আর থাকে না, অত্যন্ত কঠিন ও বিরস মনে হয় এই জগৎকে। তাহার উপর পুত্র বা ভৃত্য যদি অবাধ্য হয়, পত্নী বা পতি যদি দুর্দান্ত প্রকৃতির হয়, আত্মীয়স্বজন যদি কপট হয়, তাহা হইলে জগৎকে বিষতুল্যই বোধ হইতে থাকে। কিন্তু এই বিষবোধও বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। মন আবার উড়িয়া বেড়াইতে চাহে। বাস্তবক্ষেত্রে আঘাতের পর আঘাত পাইয়া, বাধার পর বাধা পাইয়া যে মন ধূলায় ধূসরিত হয়, বিরস হয়, অশ্রুসিক্ত হয়, সেই মনই ক্ষণকাল পরে আবার উড়িয়া বেড়াইতে চাহে। আমি কবি, ভাবুক বা কোন সাধকের কথা এখানে বলিতেছি না। সাধারণ মানুষের কথাই বলিতেছি। ফুলে, ফলে, পাখীর গানে, নির্মল আকাশের কোলে অস্তগামী সূর্যের আভায় রঞ্জিত মেঘের স্তরে স্তরে সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়না এমন লোক বিরল। কিন্তু এই সুন্দরের সঙ্গে বাস্তব জীবনের সংযোগ সাধন করাই বড় কঠিন সমস্যা। প্রত্যেক মানুষই এই সমস্যার সম্মুখীন হন।

সাধনার সময়ও জটিল সমস্যা হইল বাস্তব জগতের সঙ্গে অন্তর জগতের সামঞ্জস্য রাখিয়া চলা। ধ্যানে বসিয়া যে নির্ম্মল শান্তি অনুভব করা যায়, যে আনন্দময় রাজ্যের সন্ধান পাওয়া যায়, বাস্তব জগতে ধ্যান হইতে নামিয়া আসিলে অনেক ক্ষেত্রে তাহার বিপরীত ভাবই দেখা যায়। বিশেষতঃ কুটিল, ধূর্ত, কামুক প্রভৃতি লোকের সঙ্গে বসবাস করা নরকে বাস অপেক্ষাও বীভৎস মনে হয়। একদিকে মন বুদ্ধির পরপারের নির্ম্মল আনন্দময় ক্ষেত্র, অন্যদিকে দেহের ও মনের ক্ষেত্রে তামসিক দৃশ্যপূর্ণ ও ভাবপূর্ণ জগৎ। ঘরের এক কোণে সাপ রহিয়াছে ইহা জানিয়া যেমন কোন ব্যক্তি নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতে পারেনা, তেমনি তামসিক ভাবাপন্ন লোকের মধ্যে থাকিয়া চিত্ত ঊর্দ্ধ জগতে শান্তিতে অবস্থান করিতে পারেনা। তাই তপস্বিগণ লোকালয় ছাড়িয়া বনে গমন করেন। বনের হিংস্র পশু অপেক্ষা তামসিক মানুষ তপস্বীর পক্ষে অধিক বিঘ্নকারক। হিংস্র পশু তাহার গন্তব্যপথে বাধা না পাইলে অনেক ক্ষেত্রে আক্রমণ করে না। কিন্তু তামসিক প্রকৃতির নিন্দুক ব্যক্তিগণ সময়ে অসময়ে শান্তলোককে অযথা আক্রমণ করিয়া থাকে। কটু কথা বলে, বাক্যবাণে বিদ্ধ করে, মর্ম্মে আঘাত দেয়। হিংস্র পশু দেহের উপর অত্যাচার করে, কিন্তু হিংস্র মানুষ অন্তররাজ্যে আঘাত করে। বনের পশু শত্রুভাব ত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া অনেক সময় বশ্যতা স্বীকার করে। কিন্তু মনের পশু এবং লোকালয়ের মানব দেহধারী তামসিক ভাবাপন্ন পশু সহসা বশ্যতা স্বীকার করেনা। অনেক সময় প্রতিবেশীর—আত্মীয়ের এমন কি নিজগৃহের পরিজনবর্গের আচরণ ও বাক্য অত্যন্ত বিঘ্নকারক মনে হয়। সেই বিঘ্নসঙ্কুল ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া তপস্যা করা শুধু দুঃসাধ্য নহে, অসাধ্যই বটে। বৈষ্ণব সাধকগণ বলেন,—শ্রীবাসের আঙ্গিনায় কোন তামসিক লোক অবস্থান করিলে মহাপ্রভুর কীর্তনে বাধা জন্মিত, কীর্ত্তনে গভীর আনন্দলাভ হইত না।

আমরাও কোলাহলময় কলিকাতা সহর বা অন্যান্য জনাকীর্ণ স্থান পরিত্যাগ করিয়া সাঁওতাল পরগণার এক নিভৃত অঞ্চলে শান্তিতে বাস করিয়া সেই শান্তিময়ের সঙ্গে মিলিত হইতে আসিয়াছি। তাই এ স্থানের বিঘ্নমূলক পরিবেশ অত্যন্ত পীড়াদায়ক বোধ হইল। মাকে অন্তরে প্রতিষ্ঠা দিতে যাইয়া, হৃদয়ে লইতে যাইয়া দেখা গেল বাস্তব জগতের বাধাগুলি অন্তরকে বিদ্ধ করিতেছে, ক্ষত করিতেছে। সেই ক্ষত বিক্ষত অন্তরে মাকে বরণ করা, ধারণ করা জটিল বোধ হইল। সাধনা যত গভীর হইতে থাকে, রস আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা ততই প্রবল হইতে থাকে। সেই স্বচ্ছ নিলর্ম ক্ষেত্রে তৃণসম বাধাকে পর্ব্বতপ্রমাণ বোধ হয়। কোলাহল, বৈষয়িক কথা, রাজনীতি, অর্থনীতি এ সকলই অন্তরায় স্বরূপ মনে হয়। তাই তামসিক লোকের সংস্রব একেবারেই বিষবৎ বোধ হয়। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে একেবারে জনমানবের সংস্রব ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন মহাগহ্বরে চলিয়া যাওয়াও সম্ভব নহে।

বাধা আসে, কিন্তু যিনি উদ্ধারের কাণ্ডারী তিনি এ সকল বাধা হইতেও পরিত্রাণ করেন। তবে একটু ধীরভাবে তাঁহাতে যুক্ত থাকিয়া প্রতীক্ষা করিতে হয়।

দেওঘরে আসিয়া আমরাও কঠোর বাস্তব জগতে আঘাত পাইতে লাগিলাম। ঐ বিষয়ে এবার একটু বলিব।

'মহেন্দ্র লজের' মালির নাম ছিল ভূতনা একথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। ভূতনাথের স্বেচ্ছাকৃত অবহেলায় ও অযত্নে 'মহেন্দ্রলজ' ভূতের বাড়ীর চেহারা ধারণ করিয়াছিল। বাড়ী বিক্রয় হইবে শুনিয়া ভূতনা পরম আনন্দে বহু জিনিষপত্র বাড়ী হইতে সরাইয়া ফেলিল। এমন কি জানলার রডও কিছু খুলিয়া বিক্রী করিল। বড় বড় গাছ যাহা ছিল তাহা কাটিয়া জালানির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্দেশ্যে তাহার বাড়ীতে নিয়া গেল। গরু, ছাগল প্রভৃতি রাখিয়া বাড়ীর ও বাগানের যতটা ক্ষতি করিতে পারে তাহা করিল। এমন সময় দলিলপত্র রেজেষ্ট্রী করিয়া আশ্রমের পক্ষ হইতে শ্রীমান আশুতোষ বাড়ী মেরামত ও চুনকাম করিবার জন্য দেওঘর আসিল। (১৯৪৫ সালের মার্চ্চ মাসে)। অপরিচিত স্থানে নির্ব্বান্ধব অবস্থায় একটি কুকার সঙ্গে করিয়া আশু প্রথম আসিল এই ভগ্নস্তূপের মধ্যে। যেমন ভূতের বাড়ী বীভৎস, তেমনি ভূতনা ও তাহার পরিবারবর্গ ভয়াবহ। আবার আশুতোষ তেমনি শান্ত, ধীর। প্রথম উপরের ঘর ২।৪টী মেরামত করিয়া চুনকাম করিতে আরম্ভ করিল। স্নান নাই, যথাসময়ে আহার নাই, আশুতোষ প্রাণপণে কাজ করাইয়া যাইতে লাগিল। তবু এক সপ্তাহে ২।৪টী ঘরও বাসের যোগ্য হইলনা। চূনকাম করিতে যাইয়া দেখে দেওয়ালের প্ল্যাষ্টার হাত দিলেই খসিয়া পড়ে।

৭।৮ দিন পর আমাদের দেওঘর আসার কথা ছিল। যথা সময়ে আমরা ৫।৬ জন তথায় আসিলাম। রায় (৺হরেন্দ্র রায়) আশুকে সাহায্য করিতে লাগিল। ভূতনা মালিও রাজমিস্ত্রীর কাজ করিতেছে দেখিলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম অন্যান্য লোকগুলিও ভূতনা মালিরই স্বজাতি বা স্বগণ। অধিকাংশ লোকগুলিই ধূর্ত্ত, কাজে ফাঁকি দেওয়াই তাহাদের জীবনের ধর্ম্ম। দেখিলাম— যেখানে ৩।৪ জন লোকের দ্বারা কাজ চলিতে পারে সেখানে ৮।১০ জন লোক কাজ করিতেছে। কেহ বসিয়া বিড়ি টানে, কেহ গল্প করে, কর্ত্তৃপক্ষকে দেখিলেই তাড়াতাড়ি একটু কাজের অভিনয় করে। ভূতনা বাক্‌পটু লোক। সাষ্টাঙ্গে লম্বা হইয়া খুব প্রণাম করিত। তোষামোদ করিয়া এমন মনোরঞ্জনকর বাক্য বলিত যাহাতে শুষ্ক গাছেও মুকুল জন্মায়। লোকটির আচরণ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতাম। তাহার অন্তরে বিষ মুখে মধু। একদিন চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে তাহার অভাব অভিযোগ ও তুঃখের কাহিনী বলিয়া পুনঃ পুনঃ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে লাগিল। শরণাগত, দীন, আর্ত্তভাব। বহু ভূমিকার পর যাহা বলিবার জন্য অভিনয় করিতেছিল তাহা বলিয়া ফেলিল। তাহার ভূমিকা শুনিয়া ও অভিনয় দেখিয়া আমরাও যাহা আশঙ্কা করিতেছিলাম তাহাই শুনিলাম। চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে ভূতনা বলিল—আমি এই বাড়ীর অতি পুরাতন চাকর। আমি আপনাদেরও চাকর, বাড়ীর পুরাতন মালিক অনেকদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার বেতন দিতেছে না। তাই কাচ্চা বাচ্চা নিয়া মরিতে বসিয়াছি। বহু টাকা ধার করিয়াছি। এখন কেহ ধারও দিতে চাহেনা। আমাকে কিছু টাকা হুজুর ধার দিতে হইবে। বেশী নহে, একশত টাকা হইলেই এখন চলিবে, আমি খাটিয়া শোধ করিয়া দিব।

তাহার চেহারা ও হাবভাব দেখিয়া এবং ৩।৪ দিন তাহার কাজ দেখিয়া আমার বারবার শুধু ভূতাপসারণের মন্ত্রটী মনে হইতেছিল। আশুকে বলিলাম—এই ধূর্ত্ত লোকটিকে বিদায় দাও, নতুবা আর্থিক ও মানসিক সমস্ত দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। আশু প্রথম তাহাকে বিদায় দিতে ইতস্ততঃ করিল, একটু ভীতও হইল। হঠাৎ তাহাকে বিদায় দিলে সে তাহার সমস্ত লোককে নিয়াই বিদায় হইবে, আমরা ভীষণ বিপন্ন হইব। বাড়ী মেরামত করিবার লোক পাইব না, চাকরও পাইব না। হয়ত নিজ হাতেই বাসন মাজিয়া খাইতে হইবে, কুয়া হইতে জল উঠাইতে হইবে। জানিয়া শুনিয়াও একটা ধূর্ত্তলোকের ভয়ে অসত্যকে, মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে হইবে ইহা আমার পক্ষে চিরদিনই অসহনীয়। মিথ্যার সঙ্গে, পাপাচারের সঙ্গে সন্ধি করিয়া বসবাস করা সত্যলাভের পরিপন্থী। পাপীর সঙ্গে, ধূর্তলোকের সঙ্গে বসবাস করাই ত নরকে বাস করা। যে নরকে বাস করিতেছে সে আরও অধিকতর নরকে পতিত হইতে পারে এই আশঙ্কায় তাহার পাপের সঙ্গে সন্ধি না করিয়া বিদ্রোহী হওয়াই সমীচীন। ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরার চেয়ে একবার মরাই ভাল। আমরা সকল ক্ষেত্রে এইরূপ মনের বল রাখিতে পারি না, মিথ্যার সঙ্গে পাপের সঙ্গে সন্ধি করিয়া চলিতে চেষ্টা করি। বস্তুতঃপক্ষে জীবনের দুর্দ্দিন সেইদিন হইতে আরম্ভ হয়। জিতেন্দ্রিয় ভীষ্মদেব, মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনকে পাপিষ্ঠ জানিয়াও তাহার পাপকার্য্যের প্রতিবাদ করিতে সাহসী হন নাই, নিজেদের ভবিষ্যতের চিন্তায়। রজস্বলা একবস্ত্রা দ্রৌপদী যখন রাজসভায় অপমানিত হইতেছিলেন তখনও এই দুই বিরাট পুরুষ বিষহীন নির্ব্বীর্য্য বিষধরের ন্যায় নতশিরে উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু ভিক্ষুক বিদুর মিথ্যার, অসত্যের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সেইদিন সেই রাজসভায় যদি দ্রোণ ও ভীষ্ম বিদুরের ন্যায় মিথ্যার প্রতিবাদ করিতেন তাহা হইলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হইত কিনা সন্দেহ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বল্প পাপের সঙ্গে ভয়ে বা মমতায় সন্ধি করিয়া চলিলে ভবিষ্যতে সেই পাপ সর্ব্বনাশের পথেই টানিয়া লয়। অঙ্কুরে তাহাকে বিনাশ না করিলে মহামহীরুহে পরিণত হইলে আর বিনাশ করা সম্ভব হয় না।

আমরা সত্যের পুজারী, তাই জানিয়া শুনিয়াও একটা পাপাচারীকে শারীরিক কিছু ক্লেশের ভয়ে প্রশ্রয় দিব ইহা আমার অন্তর মানিতে পারিল না। হয়ত তোমরা অনেকে বলিবে—আপনাদের সদিচ্ছায় ও আশীর্ব্বাদে ভূতনার চরিত্রেরও পরিবর্ত্তন হইতে পারিত। তাই তাহাকে তাড়াইয়া না দিয়া আশ্রয় দিলেই যথার্থ মহত্ত্বের কাজ হইত নাকি? আমি এইরূপ মহত্ত্ব দেখাইবার খেয়ালী লোক নহি। কয়লাকে সাবান দিয়া পরিষ্কার করা যায় কি? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পুর্ব্বে দুর্য্যোধনকে শান্ত করিবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লৌকিক চেষ্টা কম করেন নাই, কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থই হইয়াছিল। ঐ সেদিনও মিঃ জিন্নার মনোভাব পরিবর্ত্তনের জন্য মহাত্মা গান্ধী প্রার্থনা ও চেষ্টা কম করেন নাই, কিন্তু তিনি ব্যর্থই হইয়াছিলেন। অমাবস্যার রাত্রিতে পুর্ণিমার চাঁদের আলো দেখিবার প্রচেষ্টা বাতুলতাই মাত্র। জগতে চিরদিনই কতগুলি মানুষ অত্যধিক পশুবৃত্তি নিয়া—তামসিক ভাব নিয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের পরিবর্ত্তন বহু জন্ম লাভের পর হয়, একদিন বা এক জন্মে ইহা সম্ভব হয় না। পাপ উপাদানে যাহাদের দেহ মন গঠিত তাহাদের সহসা পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব নহে। হয়ত তোমরা জগা মাধা উদ্ধারের কথা এই সময় চিন্তা করিবে। পাপিষ্ঠ জগা মাধাকে প্রেমের অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ উদ্ধার করিয়াছিলেন ইহা সত্য। কিন্তু জগা মাধা অপেক্ষা ছোট বড় অনেক পাপিষ্ঠই তখন বাংলাদেশে তথা নবদ্বীপে বর্ত্তমান ছিল, কৈ তাহারা ত সকলেই কৃপালাভ করে নাই, অন্য পাপিগণ কেন কৃপালাভ করিল না এবং জগা মাধা কেনই বা কৃপালাভ করিল তাহা রহস্যমূলক। সে কথার বিচার করিতে গেলে আমরা এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য বিষয় হইতে দূরে চলিয়া যাইব। থাক্ সে কথা—মাকেও জানান হইল তোমার কল্যাণময় রূপ দেখাও।

ভূতনাকে বিদায় দেওয়াই স্থির হইল, ভূতনা চিরদিনের জন্য ভূতের বাড়ী হইতে বিদায় লইয়া নাতিদূরে তাহার বাড়ীতে আশ্রয় লইল। ভূতনার কথায় প্রলুব্ধ হইয়া কেহই কাজ ত্যাগ করিল না। ধীরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধীরে অন্যান্য অকর্ম্মণ্য ধূর্ত্ত লোকদিগকেও বিদায় দিয়া কর্ম্মঠ লোকদিগকে কাজে রাখা হইল। এই পাপাচারীদের অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের আকাশ বাতাস যেন অনেকটা স্বচ্ছ হইল। ভাবের সঙ্গে বাস্তবের যোগসাধন সুগম হইল।

শয়তানের ভয় পদে পদেই আসে। বাহিরে আসে, অন্তরেও আসে। বৈরাগ্যের অবতার বুদ্ধদেবও 'মারে'র ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন। শয়তানের—অসুরের অত্যাচারে দেবতারা পুনঃপুনঃ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছেন ও দেবাসুর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

পাপকে উপেক্ষা করিবে, পাপীকে বর্জ্জন করিবে। তাহাদের সঙ্গে মিত্রতা করিলে চলিবে না। সত্যান্বেষীদের প্রধানতঃ ৪টি নীতি মানিতে হয়—মৈত্র, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা। এই উপেক্ষা নীতিই হইল অসত্যপন্থীদের হাত হইতে অব্যাহতি লাভের উপায়। অবশিষ্ট ৩টি নীতি সত্যপন্থীদের সঙ্গে পালনীয়।

দেবসঙ্ঘ আশ্রমের মত ও পথ

উপনিষদ, গীতা ও বেদান্তকে ভিত্তি করিয়াই এই আশ্রমের মতবাদ চলিবে। ব্রহ্মর্ষি সত্যদেব প্রণীত 'সাধন-সমর' গ্রন্থই সাধকদের সাধনা জগতের আশ্রয়স্থল হইবে।

(১) আমরা বেদান্তবাদী, তপস্যা করিয়া অনুভূতিতে অদ্বৈত অবস্থালাভকে আমরা সিদ্ধ অবস্থা মনে করি। দ্বৈত অবস্থা হইতে সাধনা আরম্ভ হয়, পরে বিশিষ্টাদ্বৈত অবস্থা। অদ্বৈত অবস্থায় সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটে।

(২) ব্রহ্মই—আত্মাই জীবরূপে, জগৎরূপে লীলা করিতেছেন। জগৎকে ব্রহ্মরূপে দেখিলে জগৎ থাকে না, ব্রহ্মসত্তা উদ্ভাসিত হয়। তাই প্রথম সাধনার আরম্ভ হয়—জগৎকে ব্রহ্মরূপে দেখার প্রচেষ্টায়। দেখিতে দেখিতে জগৎ অন্তর্হিত হয়, সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম উদ্ভাসিত হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৩) আমরা গীতার কর্ম্ম ও ভক্তিবাদকে জ্ঞানবাদের সহচর মনে করি। কর্ম্ম কখনও কেহ ত্যাগ করিবে না। কোন অলস ব্যক্তিকে আশ্রমে স্থান দিবে না। ব্রহ্মযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে করিতে ভক্তি ও জ্ঞান উদয় হয়। গভীর সমাধির অবস্থায় কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা থাকে না। সে অবস্থা কোন কোন ভাগ্যবানের ভাগ্যে ঘটে। তাই গীতার কর্ম্মযোগের অভ্যাস রাখিতেই হইবে।

(৪) ভাব-সমাধি অনেকেরই হয়। জ্যোতিদর্শন ও নাদশ্রবণ প্রভৃতিও অনেকের হয়। অনেকেই এ সকল অবস্থাকে সমাধির অবস্থা বলিতে চাহে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। সমাধির জন্য পাতঞ্জল দর্শন প্রামাণ্য গ্রন্থ। তাহাতে সম্প্রজ্ঞাত যোগ ও অসম্প্রজ্ঞাতযোগ সম্বন্ধে বর্ণিত আছে। যাহারা লোকের নিকট সমাধিবান পুরুষ সাজিতে চাহ না, যথার্থই আত্মজ্ঞানলিপ্সু তাহারা সহজেই সমাধিলাভ হইয়াছে ভাবিয়া সাধনা হইতে বিরত হইও না।

(৫) উপনিষদ কামধেনু। আমরা উপনিষদ যে সকল মন্ত্রে ব্রহ্মকে সগুণ ও নির্গুণ উভয়ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাকেই বিশেষভাবে গ্রহণ করি। জগৎকে মায়া বলিয়া আমরা উপেক্ষা করি না, মায়া অন্য কেহ নহে। ব্রহ্মেরই মায়া। প্রথম ব্রহ্মকে দেখা যায় না, মায়াকেই দেখা যায়। মায়া দ্বারাই ব্রহ্ম নিজেকে প্রথম ঢাকিয়া রাখেন। এই মায়াকে ব্রহ্মরূপে সেবা করিলে মায়া অন্তর্হিত হয়, ব্রহ্ম উদ্ভাসিত হন। মায়াকে উপেক্ষা ও ঘৃণা করিলে তাহাকে দূর করা কঠিন হয়। মায়াকে মা বলিয়া দেখ, অর্চ্চনা কর, মায়া তোমার ব্রহ্মবিহারের পথ ছাড়িয়া দিবেন। তুমি ব্রহ্মকে পাইবে, ব্রহ্ম হইবে।

আমরা তন্ত্রশাস্ত্রে বিশ্বাস করি

(১) তন্ত্রে বিশ্বাস করিলেও আমরা বামাচারে বিশ্বাস করি না। নিরামিষ ও সাত্ত্বিক আহার সকলে গ্রহণ করিবে। কোন পূজায় বলিদান করিবে না। পঞ্চ-মকার ও পঞ্চমুণ্ড নিয়া সাধনা করিবে না। গৃহিগণও সাত্ত্বিক ও পবিত্র জীবন যাপন করিবে। বলি দিবে ভিতরের পশুকে—কাম ক্রোধ প্রভৃতিকে। বাহিরের জীব জন্তুকে নহে।

(২) দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি দেবতার মূর্ত্তি গড়িয়া এবং লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি দেবতার মূর্ত্তি গড়িয়াও পূজা করিবে। তজ্জন্য নিজেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাক্ত মনে করিবে না। শক্তি ব্রহ্মেরই লীলাবিলাস। মূর্ত্তি চৈতন্যঘন বিগ্রহ। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়াও শক্তিপূজা ও মূর্ত্তিপূজা করিবে।

(৩) লাল কাপড় পরা, কপালে লাল ফোঁটা কাটা, ত্রিশূল বা চিমটা ধারণ করার আমরা পক্ষপাতী নহি। সাত্ত্বিক বেশভূষায় থাকিবে। মদ্য মাংস কখনও স্পর্শ করিও না। রোগের অজুহাতে ডাক্তার পরামর্শ দিলেও নিষ্ঠাবান তপস্বিগণ তাহা কখনও গ্রহণ করিও না।

আমরা শৈববাদে বিশ্বাস করি

(১) শৈববাদে বিশ্বাস করি বলিয়া গাঁজা বা ভাং প্রভৃতি নেশাকর বস্তু গ্রহণের পক্ষপাতী আদৌ নহি। জটা রাখা বা ত্রিশূলধারণ করারও আমরা সমর্থক নহি।

(২) আমরা শিবকে—জ্ঞানকে অধিপতি দেবতা বলিয়া অর্চ্চনা করি। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবলম্বনে বাহির বিশ্বের সঙ্গে অন্তরের জ্ঞানময়ের সংযোগ ঘটে, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ই শিবের পঞ্চবক্ত্র বলিয়া আমরা তত্ত্বের দিক হইতে স্বীকার করি। (শ্রীশঙ্করের দক্ষিণামূর্ত্তি স্তবে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে।)

(৩) জ্ঞানের কোন রূপ নাই বলিয়াই শিবের লিঙ্গমূর্ত্তি অর্থাৎ অবয়ব-বিহীন চিহ্ন মূর্ত্তি। লিঙ্গ বলিতে কোন অঙ্গবিশেষ বলিয়া যাহারা মনে করে তাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

(৪) ব্রহ্মের ত্রিবিধ যে শক্তি—সৃষ্টি, স্থিতি, লয় তাহার মধ্যে লয় শক্তিকে শিবরূপে উপাসনা করা চলে। এ লয় মানে ধ্বংস হওয়া নহে, পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হওয়া, জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া জানিবে।

(৫) শিবকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করা চলে, যখন তাঁহাকে বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নামে অভিহিত করা হয়।

(৬) বিশ্বে যে আটটি বস্তু রহিয়াছে—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, প্রাণ ও যজমান এই অষ্ট মূর্ত্তিকেও শিবজ্ঞানে উপাসনা করা আমরা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করি। ইহা সত্যপ্রতিষ্ঠা সাধনার ভিত্তিস্বরূপ। এই উপাসনা পদ্ধতি বহুদিন হইতেই ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছে। তাই দাক্ষিণাত্যে কাঞ্জীভরমে শিবের ক্ষিতিমূর্ত্তি দেখা যায়। ত্রিচিনোপল্লীতে জম্বুশ্বরে জলমূর্ত্তি দেখা যায়; তিরুবন্নমলয়ে অগ্নিমূর্ত্তি, শ্রীকাল-হস্তীতে বায়ুমূর্ত্তি এবং চিদম্বরমে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকাশমূর্ত্তির বিরাট্ বিরাট্ মন্দির রহিয়াছে দেখা যায়। ঐ সকল মন্দিরে পঞ্চশিবের মূর্ত্তির এখনও পূজা হয়। তোমরা শুধু ঐ মন্দিরস্থিত ক্ষিতিমূর্ত্তিকেই শিব ভাবিও না। তিনি ঐখানেই শুধু সীমাবদ্ধ নহেন। উহা শিক্ষা দিবার কেন্দ্রস্থল। বিশ্বের সমস্ত ক্ষিতিমূর্ত্তিকেই শিবেরই ঘনমূর্ত্তিরূপে দেখিতে হইবে। সেইরূপ বিশ্বের জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশকে শিবরূপে অর্চ্চনা করিবে। তবেই মায়া দূর হইবে। সংসার বন্ধন শিথিল হইবে। শিবের চিন্ময়রূপের সন্ধান পাইবে।

(৭) চন্দ্র মনের অধিপতি, মনের প্রতীক। সূর্য্য প্রাণের অধিপতি, প্রাণের প্রতীক। উপাসক নিজে জীবের অধিপতি, জীবের প্রতীক। এই তিন মূর্ত্তিতেও অর্থাৎ চন্দ্রে, সূর্য্যে ও জীবে সত্য প্রতিষ্ঠা করিলে, শিবজ্ঞানে পূজা করিলে মন, প্রাণ ও জীবত্বের গ্রন্থি শিথিল হয়। চিন্ময় শিবের দর্শন ঘটে।

আমরা বৈষ্ণববাদ সমর্থন করি

(১) বৈষ্ণববাদ সমর্থন করি বলিয়া মালা, তিলক বা নামাবলী ধারণ করিবার পক্ষপাতী নহি। ইহা খুবই বহিরঙ্গ ব্যাপার।

(২) তান্ত্রিকদের বামাচারকে যেমন ঘৃণা করি; বৈষ্ণবদেব পরকীয়া সাধনাকেও (বর্তমান সমাজে যেভাবে ইহা চলিতেছে) অত্যন্ত ঘৃণা করি।

গৃহস্থগণ পবিত্র গৃহীর জীবনযাপন করিবে। বামাচার ও পরকীয়ার নামে সাধু বা গৃহী কেহই ব্যভিচারের পথে চলিবে না।

(৩) বিষ্ণুকে আমরা মহাপ্রাণের অধিপতি—স্থিতির তথা প্রতিপালনের অধিপতি দেবতা বলিয়া অর্চ্চনা করি। জীবনই শ্রী, তাই লক্ষ্মী অর্থাৎ শ্রী অর্থাৎ প্রাণশক্তি বিষ্ণুর শক্তি। যে শক্তি প্রাণরূপে বিরাজিত, যে শক্তি প্রাণকে ধারণ করিয়া পুষ্টিবিধান করে তাহাই বিষ্ণুশক্তি তাহাই লক্ষ্মী। কোন স্ত্রীলোকের কল্পনা না করিয়া লক্ষ্মীকে এইরূপ বিরাট্ শক্তিরূপে ধ্যান করিয়া অর্চ্চনা করিলে সাধনায় অপূর্ব্ব আনন্দ পাইবে।

(৪) বিষ্ণুকে ব্রহ্মরূপেও আমরা উপাসনা করি। তখন এক বিরাট চৈতন্য শক্তিকে আমরা বিশ্বের ধারক, বিশ্বের আদি, মধ্য, অন্ত রূপে অনুভব করিতে পারি। 'ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগৎ অব্যক্ত মূর্ত্তিনা', 'ততম্', মানে ব্যাপ্ত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি বিরাট্ চৈতন্যরূপে ব্যাপ্ত হইয়া বিশ্ব আকারে রূপায়িত, যিনি প্রতি নাম ও রূপের আদি মধ্য ও অন্ত তিনিই চিন্ময় বিষ্ণু। তিনি কোন সময় বা কোন যুগে বিশ্বে অবতীর্ণ হইলেও তাঁহার এই বিরাট্ চিন্ময় সত্তার ব্যত্যয় ঘটে না। বৈষ্ণবগণ যে চিন্ময় গোলকের বা বৈকুণ্ঠের কল্পনা করে, সাধক এই বিরাট চিন্ময় সত্তার অনুভূতি পাইলে বৈকুণ্ঠ, গোলক কি বস্তু তাহা বুঝিতে পারে।

(৫) ব্রহ্মা সৎস্বরূপ, বিষ্ণু চিৎস্বরূপ, রুদ্র আনন্দস্বরূপ। সগুণ ব্রহ্মকে আমরা এইভাবে ধ্যান করি ও উপাসনা করি। তাই বৈষ্ণব হইয়াও শৈব শাক্ত বা অন্য কাহাকেও ঘৃণা করিনা। তোমরা কাহাকেও ঘৃণা করিবে না।

(৬) বৈষ্ণববাদে—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত এই সকল ভজন পথকেই আমরা সমর্থন করি। আমরা অনুভব করি দ্বৈতবাদ হইতে সাধকের সাধনা আরম্ভ হয়, ক্রমে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে উপনীত হওয়া যায়। অনুভূতি আরও গভীর হইলে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের গভীর রহস্য সাধক নিজেই অনুভব করিতে পারে। সম্প্রজ্ঞাত যোগের অবস্থায় বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদের রহস্য সাধক অনুভব করিতে পারে। অসম্প্রজ্ঞাত যোগে অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অদ্বৈতবাদের অনুভূতি হয়। 'একং নিত্যং বিমলম্' ব্রহ্মের অনুভূতি লাভ করিয়া সাধক ধন্য হয়। ইহাই পরাকাষ্ঠা অবস্থা। কল্পনা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা যায় না। গভীরভাবে দীর্ঘকাল ও নিরন্তর তপস্যা করা প্রয়োজন।

(৭) ব্রহ্ম গৌরাঙ্গের বা বিষ্ণুর অঙ্গ আভা অথবা ব্রহ্ম একটি তেজস্বরূপ বা জ্যোতিস্বরূপ বস্তু এইরূপ যাহারা কল্পনা করে তাহারা ভ্রান্ত। যাহারা তপস্যা করেনা, শুধু কল্পনা করে, যাহাদের অনুভূতি নাই শুধু পাণ্ডিত্য আছে তাহারাই একটা সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য নিয়া এ সকল কথা লিখিয়া ও বলিয়া থাকে। তোমরা এ ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাস করিওনা। উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া বিচার কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২

আমরা মূর্ত্তিবাদ স্বীকার করি—

(১) দেহধারীর পক্ষে প্রথমে অব্যক্ত ভগবানের উপাসনা করা খুবই ক্লেশকর। তাই প্রবেশার্থী সাধকের মূর্ত্তিকে অবলম্বন করিয়া সাধনা করিলেই সুবিধা হয়। বিশিষ্ট কোন কোন দেব দেবীর মূর্ত্তিকে কেহ যদি গ্রহণ করিতে না পার তাহা হইলে বিশ্বের প্রতি রূপে—গাছে লতায় পাতায়, জলে স্থলে ভগবানকে দেখিবে। বিশ্ব-রূপেই বিশ্বপতি বিরাজিত রহিয়াছেন এইভাব নিয়া পুনঃ পুনঃ প্রতি দৃশ্যমান রূপে, সৎ ও চিৎস্বরূপ ভগবানকে দেখিবে।

(২) মূর্ত্তি উপাসনা করিলেও পৌত্তলিক হইও না। মূর্ত্তিকে অবলম্বন করিয়া দেবতার গুণের ও মহিমার চিন্তা করিবে। কোন কোন সময় মূর্ত্তিটাকেই চৈতন্যঘন বিগ্রহ বলিয়া ভাবিবে। বাষ্প গলিয়া যেমন জল হয়, জল জমিয়া যেমন বরফ হয় সেইরূপ ভক্তের ভক্তিহিমে নির্গুণ ব্রহ্ম চিন্ময় মূর্ত্তিতে আসিয়া দেখা দেন। সেই চিন্ময়েরই একটি ঘন প্রতীক তোমার সামনে বিরাজিত। এইভাবে কল্পনা করিলে জড়ত্ব দৃষ্টি নষ্ট হইবে।

(৩) বৈদিক ঋষিগণের ন্যায় উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া চলিবে। সকল সম্প্রদায়কেই সমর্থন করিবে যদি তাহাদের মধ্যে চরিত্রগত দুর্নীতি না থাকে। কোন সাম্প্রদায়িক ভাব তোমাদের থাকিবে না।

(৪) পবিত্র দেহ ও বস্ত্র নিয়া কেহ মূর্ত্তিকে স্পর্শ করিতে চাহিলে তাহার আন্তরিক শ্রদ্ধায় বাধা দিবে না। হিন্দু, খৃষ্টান, পার্শী, জৈন সকলকেই মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিও, তবে পবিত্র দেহ ও বস্ত্র নিয়া প্রবেশ করিতে হইবে। উপবাস করিয়া এবং স্নান করিয়া যথা সময়ে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দর্শনকামী হইলে এবং বিশিষ্ট দিনে ও তিথিতে মাকে স্পর্শ করিতে চাহিলে কাহাকেও নিষেধ করিও না। অপবিত্র দেহ ও বস্ত্র নিয়া যখন খুসি মন্দিরে প্রবেশ করিবার জন্য জিদ্ করিলে তাহাকেও প্রশ্রয় দিও না।

আহারের নিয়ম—

(১) আশ্রম সংশ্লিষ্ট শিষ্য ও ভক্তগণ নিরামিষ আহার করিবে। মাংস পেঁয়াজ, ডিম একেবারেই বর্জ্জন করিবে। ইহা সাধনার পরিপন্থী আহার্য্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতিরিক্ত মৎস্যাশিগণ ধীরে ধীরে মাছও ত্যাগ করিবে। একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, রবিবার ও বৃহস্পতিবার মৎস্যাদি আহার করিবে না। আশ্রমের বাহিরে যে সকল গৃহীভক্ত আছেন তাঁহাদের জন্যই এই নিয়ম। আশ্রমে যাহারা বসবাস করিবে তাহারা সর্ব্বদাই সাত্ত্বিক নিরামিষ আহার্য্য গ্রহণ করিবে। আশ্রমে কখনও মৎস্য, মাংস প্রভৃতি প্রবেশ করিতে দিবে না।

(২) নিরামিষ আহার করিলেই তাহা সাত্ত্বিক হয় না। অতিরিক্ত ঝাল, নূন, তেল, ঘি আহার করিলেও সাধনার অনিষ্ট হয়, শরীরে উত্তেজনা আসে। তজ্জন্য মন শীঘ্র স্থির হয় না।

(৩) আহারের সঙ্গে মনের খুবই নিকট সম্বন্ধ, জিহ্বা সংযত না হইলে উপস্থ সংযত হয় না। উপস্থ সংযত না হইলে মনের দৃঢ়তা, একাগ্রতা পবিত্রতা আসে না। দুর্ব্বল ও অপবিত্র মনে সাধনা হয় না। তাই সর্ব্বতোভাবে আহারের পবিত্রতা রক্ষা করিবে।

(৪) একাদশী তিথিতে অন্ন গ্রহণ না করাই উচিত। অশৌচান্ন, শ্রাদ্ধান্ন প্রভৃতি গ্রহণ করাও উচিত নহে। অসংযত লোকের রান্না করা আহার্য্য গ্রহণ করাও ঠিক নহে।

(৫) যাহারা প্রথম হইতেই মাছ ঝাল প্রভৃতি ত্যাগ করিতে পারিবে না তাহারা অন্ততঃ জন্মাষ্টমী হইতে আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত নিরামিষ সাত্ত্বিক আহার্য্য গ্রহণ করিবে। অন্যান্য পূজা পার্ব্বণাদির সময়ও অন্ততঃ ৩।৪ দিন পূর্ব্ব হইতেই সাত্ত্বিক আহার্য্য গ্রহণ করিবে ও সংযত জীবন যাপন করিবে।

(৬) কাহারও দান—আহার্য্যদ্রব্য বিনা প্রতিদানে গ্রহণ করিতে সম্মত হইবে না। যাহারা সাধু অর্থাৎ সংসারত্যাগী তাহারাও আহার্য্য গ্রহণের বিনিময়ে গৃহীর মঙ্গল কামনা করিবে। তাহা আন্তরিকভাবেই করিবে।

(৭) বাসি দ্রব্য, অতিরিক্ত ভাজা দ্রব্য, অতিরিক্ত টক দ্রব্য, বা অত্যধিক মিষ্টদ্রব্য, অতিরিক্ত তীক্ষ্ণ রুক্ষ ও বিদাহী দ্রব্য তপস্যাপরায়ণগণ গ্রহণ করিবে না।

(৮) হোটেলে বা রেষ্টুরেণ্টে না খাওয়াই উচিত। রাত্রিতে গুরুভোজন করিবে না।

(৯) যাহাদের মনে রাত্রিতে কুচিন্তা আসে অথবা শরীর গরম হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহারা স্নিগ্ধ ও লঘুপাক জিনিষ রাত্রিতে গ্রহণ করিবে। রাত্রিতে দুধ গ্রহণ না করিয়া সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাহা গ্রহণ করিতে পার। বিশেষতঃ ছাত্র ও ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের পক্ষে রাত্রের আহার্য্য বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া দরকার। গৃহিগণের মধ্যেও যাহারা সংযত জীবন যাপন করিতে চাহ, তাহারাও আহার্য্য গ্রহণে সংযত হইবে।

(১০) বেশী উপবাস করাও ঠিক নহে। তাহাতে অনেক ক্ষেত্রে বিপরীত ফল ঘটে দেখা যায়। কঠোর ভাবে উপবাস করিলে পিত্ত প্রবল হয় তাহাতে মস্তিষ্ক ও শরীর গরম হয় এবং উদ্ভট স্বপ্ন প্রভৃতি দর্শন ঘটে। তাই একেবারে উপবাস না করিয়া ফলমূল বা দুগ্ধাদি সহজ পাচ্য স্নিগ্ধ জিনিষ গ্রহণ করিলে শরীর স্নিগ্ধ থাকে, সাধনা করা সহজ হয়।

(১১) তপস্বিগণ কখনও গুরুভোজন করিবে না। হুজুগে পড়িয়া বা বন্ধু-বান্ধবদের খেয়ালে পড়িয়া বা লোভে পড়িয়া গুরুভোজন করিলে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ ক্ষতিই হয়।

(১২) আহার্য্য গ্রহণকালে যথাসম্ভব মৌন থাকিয়া শান্তভাবে তাহা গ্রহণ করিবে।

(১৩) আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে মনে কোন উত্তেজনার ভাব আসা ঠিক নহে। তখন মনে ক্রোধ ও কামের ভাব আসিলে আহার্য্য দ্রব্য সহজে পরিপাক হয় না। গৃহিগণও এই সম্বন্ধে সতর্ক থাকিবে নতুবা পরিণামে জটিল ব্যাধি হয়।

(১৪) স্বাস্থ্যের বিধানকারকগণ বলেন—পাকস্থলীর দুই ভাগ আহার্য্য দ্রব্যে এবং একভাগ পানীয়তে পূর্ণ করিবে ও একভাগ খালি রাখিবে।

(১৫) প্রত্যহ দুইবার আহার্য্য গ্রহণ করাই ঠিক। বেলা ১২টার পূর্ব্বে ও রাত্রি ৯টার পূর্ব্বে সাধারণতঃ আহার্য্য গ্রহণ করিবে। সকালে বা বৈকালে ক্ষুধার্ত্ত বোধ করিলে কিছু জলযোগ করিবে।

(১৬) মাদকদ্রব্য কখনও গ্রহণ করিবে না। এমন কি বিড়ি প্রভৃতিও যদি বর্জ্জন করিতে পার ভাল হয়।

আশ্রমের সাধারণ নিয়ম—

(১) শীতকালে সকালে ৫॥০ টায় এবং গ্রীষ্মকালে সকালে ৪টা ৪॥০টায় আশ্রমবাসিগণ সকলেই শয্যা ত্যাগ করিবে এবং সকলে মন্দিরে মঙ্গল-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরতিতে যোগদান করিয়া প্রাতে যে সকল স্তব পাঠ হয় তাহাতে যোগদান কবিবে। আমি ঘরে বসিয়াই ধ্যান করিব এই অজুহাতে সকালে সমবেত প্রার্থনায় কাহারও অনুপস্থিত থাকা চলিবে না। আশ্রমাচার্য্য যদি কাহাকেও ঐরূপ একান্তে সাধনার যোগ্য মনে করেন তবে তিনি তাহাকে বিশেষ অনুমতি প্রদান করিবেন। (কেহ যদি অসুস্থ থাকে তবে তাহার সম্বন্ধেও আশ্রম-আচার্য্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন)।

(২) অন্য সম্প্রদায়ের কোন সাধক যদি আশ্রমাচার্য্যের অনুমতি নিয়া আশ্রমে কিছুদিন বসবাস করেন তবে তাহাকেও আশ্রমের বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতে হইবে এবং প্রার্থনাদিতেও যোগদান করিতে হইবে। এখানে যে উপাসনার মন্ত্র পাঠ হয় তাহা কোন সম্প্রদায় বিশেষের মন্ত্র নহে, অতএব যাহার এই অসাম্প্রদায়িক উপাসনায় যোগদান করিতে আপত্তি থাকিবে তাহাকে আশ্রমের বাহিরে থাকিবার জন্যই পরামর্শ দিবে।

(৩) সমবেত উপাসনার পরে স্বতন্ত্রভাবে স্ব স্ব গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রাদি জপ করিবে ও ধ্যান প্রভৃতি করিবে।

মা অন্নপূর্ণা ও বুভুক্ষু পুত্র

(১৩৬৩)

এক বুভুক্ষু সন্তান ভক্তিভরে প্রণত হইয়া মা অন্নপূর্ণাকে বলিল—বুভুক্ষানলতপ্তানাং পুত্রাণাং হর দুর্গতিম্'। বড় ক্ষুধার অনলে দগ্ধ হইতেছি মা, তুমি এই অনল হইতে, এই তাপ হইতে, এই দুর্গতি হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। দেহের পিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া অন্ন, জল, তাপ ও বায়ুর প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রয়োজন বোধ করিতেছি এই দেহকে রক্ষা করিবার জন্য। তারপর শীত ও আতপ হইতে দেহকে বাঁচাইবার জন্য বস্ত্র ও গৃহাদির প্রয়োজন হইতেছে। জল, বায়ু এবং তাপ প্রভৃতি সহজপ্রাপ্য বস্তু হইলেও অন্ন সহজ প্রাপ্য নহে। এই অন্নের অভাব বহু প্রচেষ্টায় পরিপূর্ণ করিতে হয়, তাই তোমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডাকিতে, ভাল কাজে মন দিতে অবসর পাই না। তুমি সকলের অন্নদায়িনী, তাই তোমার নাম অন্নপূর্ণা। তুমি আমাকেও প্রচুর অন্ন প্রদান করিয়া এই জগতে সুখে শান্তিতে থাকিতে দাও। অন্নই প্রাণস্বরূপ।

পুত্রের প্রার্থনায় করুণাময়ী অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহার অন্নের অভাব পরিপুরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু জীবন ধারণের উপযোগী অন্নলাভ করিয়া সে দেখিতে পাইল তাহার ক্ষুধা মিটিতেছে না। দেহ ধারণের অভাব দূর হইলেও এই দেহকে অবলম্বন করিয়াই ইন্দ্রিয়গণের শত শত লালসার বহ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতি তাহাকে নানাপথে আকর্ষণ করিতেছে। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ভোগের স্পৃহা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে। নানা রূপ দেখিয়াও চক্ষুর সাধ মিটিতেছে না। নানা শব্দ শুনিয়াও কর্ণের আকাঙ্ক্ষা মিটিতেছে না, জিহ্বা নানা প্রকারের রসাস্বাদন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেছে না। নাসিকা বহুবিধ গন্ধ আঘ্রাণ করিয়াও আরও গন্ধ আস্বাদনের জন্য লোলুপ হইতেছে। ত্বক্ কমনীয় বস্তু স্পর্শ করিবার জন্য চঞ্চল হইতেছে। পুত্র ইন্দ্রিয়ের এই আকর্ষণে এই চঞ্চলতায় অধীর হইয়া বুঝিতে পারিল শুধু দেহ রক্ষার উপযোগী অন্নলাভ করিলেই বুভুক্ষার পরিতৃপ্তি হয় না। ইন্দ্রিয়গণের বুভুক্ষা শত শিখায় জ্বলিয়া উঠিতেছে। তাই ইন্দ্রিয়গণের পরিতৃপ্তির জন্য বহুবিধ উপকরণবস্তু হওয়ার ক্ষুধা তাহার অন্তরকে বিচলিত করিল। সে ভক্তিভরে প্রণত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিল—'বুভুক্ষানল তপ্তানাং পুত্রাণাং হর দুর্গতিম্'। এবারের বুভুক্ষা শুধু দুটী অন্নের জন্য নহে, শুধু অন্ন পাইয়া ক্ষুধা মিটিতেছে না। এইবার প্রার্থনা করিতেছে বহু রূপ দাও, বহু ধন দাও, বহু পুত্র দাও, বহু কামিনী দাও, আমার প্রতি ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষাকে প্রচুর উপকরণ দিয়া পরিতৃপ্ত কর। এই প্রার্থনার বলে সে বহু পুত্রের ধনের ও উপকরণের অধিপতি হইল, প্রার্থনা সফল হইল।

কিন্তু ধন পুত্র ও মান পাইয়া সে একদিন বুঝিতে পারিল—বহু পুত্রের দ্বারা বহু ধনের দ্বারা আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হইতেছে না। আয় করিতে, রক্ষা করিতে, ব্যয় করিতে, ভোগ করিতে সুখের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখও বহু পাইতে হয়। আর যাহা পায় তাহা হারাইবার ভয়ে সদা ভীত থাকিতে হয়।

তাই পুনঃ অবিচ্ছিন্ন সুখের আকাঙ্ক্ষায় পুত্র অধীর হইয়া প্রার্থনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে থাকে—'বুভুক্ষানল তপ্তানাং পুত্রাণাং হর দুর্গতিম্'। অন্ন দিয়াছ, ধন দিয়াছ, পুত্র দিয়াছ, সুখ দিয়াছ, সুখ সম্ভোগের নানাবিধ উপকরণও দিয়াছ, কিন্তু কৈ ক্ষুধা ত মিটিতেছে না। ধনে, পুত্রে, রূপে, রসে অন্তরকে ডুবাইতে চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু কৈ সে ত পরিতৃপ্ত হইলাম এই কথা বলিতেছে না। বরং ক্ষত বিক্ষত হইয়া শ্রান্ত ও মলিন দেহ নিয়া চিন্তাকুল হইতেছে। কি পাইলে, কাহাকে পাইলে তাহার ক্ষুধার পরিতৃপ্তি হইবে বুঝিতে পারিতেছে না। উত্তম গৃহে, উত্তম পালঙ্কে শয়ন করিয়া, উত্তম পাত্রে উত্তম চর্ব্ব্য বস্তু ভোগ করিয়া, উত্তম রূপ দেখিয়া, উত্তম সঙ্গীত শুনিয়া কৈ আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ত হইল না। তাই অধীর হইয়া সে তাহার সমস্ত উপকরণের মধ্যে ক্ষুধা নিবৃত্তির ঔষধ পায় কিনা অনুসন্ধান করিতে থাকে। কিন্তু সেখান হইতেও সে বিমুখই হয়। বুভুক্ষার দাবানলে সে দগ্ধ হইতে থাকে কিন্তু কিসের এই বুভুক্ষা তাহা বুঝিতে পারে না। বহু উপকরণের মধ্যে, বহু ধন ও জনের মধ্যে থাকিয়াও সে নিজেকে অসহায় ও রিক্ত বোধ করে।

তখন তাহার কানে কানে কে যেন বলে—ওগো নিজেকে একটু সংযত কর। ইন্দ্রিয়গুলিকে এমনভাবে ছুটিতে দিও না। উন্মত্ত ঘোড়ার ন্যায় ইহাদিগকে ছুটিতে দিলে তুমি আরও বিপন্ন হইবে। একটু সংযত হও, একটু স্থির হও, মনকে একটু শান্ত হইতে বল। তৃষিত মন কথা শুনে না, কোন বাধা মানে না। ইন্দ্রিয়গণকে এই তৃষ্ণাতুর মনই নানা তাগিদে ঘুরাইতেছে।

একটু শান্ত হইলে, একটু সংযত হইলেই ভক্ত বুঝিতে পারে তাহার যে ইন্দ্রিয়গণ তৃষিত হইয়া নানা পথে ছুটিতেছে সেই ইন্দ্রিয়গণের মূলে রহিয়াছে ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি এই মন। মনই ইন্দ্রিয়বর্গকে উত্তেজিত করিতেছে। মনকে নিরস্ত করিতে না পারিলে, মনকে সংযত করিতে না পারিলে এই ইন্দ্রিয়বর্গ সংযত হইবে না। অন্ন চাহিয়াছি, বহু উপকরণ চাহিয়াছি কিন্তু তাহা লাভ করিয়া বুঝিতে পারিলাম তৃষ্ণার পরিসমাপ্তি ইহাতে হয় না। আরও চাই—আরও চাই। উপকরণের মধ্যে সুখ অপেক্ষা দুঃখই বেশী আছে। দেহের ও ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে মিটাইতে সেই সাধকের দৃষ্টি পড়িল মনের প্রতি। সঙ্কল্প ও বিকল্পবিশিষ্ট এই চঞ্চল মন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাকে অসহায়ের ন্যায় তৃষ্ণার পর তৃষ্ণার পিছনে ঘুরাইতেছে। সে শুধু বলে—চল, চল। চলার শেষ কোথায়, পথের পরিসমাপ্তি কোথায় এই মন বলিতে পারে না। বহু আকাঙ্ক্ষা করিয়া যে ধন ও পুত্র সে লাভ করে, পশ্চাৎ হইতে কাল আসিয়া, মৃত্যু আসিয়া তাহা ছিনাইয়া লয়, গ্রাস করে। মৃত্যু হইতে মৃত্যুর কোলে অসহায়ের ন্যায় তাহার অভীপ্সিত সমস্ত বস্তুকে অনিচ্ছায় তুলিয়া দিতে হয়। তাহার ভিক্ষা করা থালি কাল আসিয়া, মৃত্যু আসিয়া বারবার খালি করিয়া দেয়। মন চাহিয়াছিল ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর হইয়া, তাহাদের স্কন্ধে ভর করিয়া অবাধে জগৎ ভোগ করিবে। কিন্তু জগৎ ত স্থিতিশীল বস্তু নহে। নদীর প্রবাহের ন্যায় এই জগৎ প্রতি মুহূর্ত্তেই চলিতেছে, শুধু চলিতেছে। লুব্ধ ক্ষুধিত মন এই চলায়মান জগৎ হইতে তাহার ছুমুঠায় যাহা সংগ্রহ করিতে পারে তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরে কিন্তু—

"শেষে দেখে হায়, ভেঙ্গে সব যায়,
ধূলো হয়ে যায় ধূলাতে।
কে রহে তখন মুছাতে নয়ন
ডেকে ডেকে মরি কাহারে।"

মন অধীর হইয়া তখন এই বিরাট বিশ্বে বসিয়া অসহায়ের ন্যায় কাঁদিতে থাকে। তখন সেই অসহায় মনের পাশে তাহার পুরাতন বন্ধু—যথার্থ বন্ধু আসিয়া দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে ফিরে এসো, ফিরে এসো। অমৃতের পথে ফিরে এসো, ফিরে এসো। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী মৈত্রেয়ীর সিদ্ধ মন্ত্র—এই মনের কানে বিজ্ঞানময় মহেশ্বর প্রদান করিয়া বলেন—'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্'। যাহার দ্বারা তুমি অমৃতত্বকে লাভ করিতে পারিতেছ না তাহাকে নিয়া আর কতদিন থাকিবে? ফিরে এসো, ফিরে এসো।

মহেশ্বরের কৃপায়—বিজ্ঞানময় মহেশ্বরের কৃপায় বুদ্ধি সত্তার আলোকে মন নিজের ভ্রান্তি বুঝিতে পারে। সাধক পুত্র তখন প্রণত হইয়া বলে—

'জ্ঞান বৈরাগ্য সিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি মে পার্ব্বতি'।

আর অন্ন চাহি না, গৃহ চাহি না, ধন ও পুত্র চাহি না, বহু উপকরণও চাহি না। এসকল উপকরণ তোমার ভাণ্ডারে যেমন আছে তেমনি থাকিতে দাও। তুমি ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী—এই ব্রহ্মাণ্ড তোমারই মধ্যে রহিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি তোমার যথার্থ পুত্র হইলে তোমার নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া এই উপকরণ আমাকে সংগ্রহ করিতে হইবে না। পুত্রের কি প্রয়োজন, কি অপ্রয়োজন তাহা তুমিই বুঝিয়া যথাযথ ব্যবস্থা করিবে। শুধু তুমি যে মঙ্গলময়ী জননী, শুধু তুমি যে বিশ্বপ্রসবিনী, বিশ্ব প্রতিপালিনী—ইহা বুঝিতে দাও। বুঝিতে দাও—তুমি বিশ্বের জননী, তুমি আমার জননী, আমি তোমারই পুত্র। তাই এবার প্রার্থনা করি—'জ্ঞান বৈরাগ্য সিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি মে পার্ব্বতি।' তুমি যে মা, তুমি যে আমার রক্ষক ও পালক এইটুকু বুঝিতে দাও। তোমাকে মা বলিয়া চিনিতে পারিলে, বুঝিতে পারিলে এতদিন যে সকল উপকরণ চাহিয়া আসিয়াছি তাহাতেও বিতৃষ্ণা জাগিবে। তোমাকে জানার নামই জ্ঞান। তোমার সকল উপকরণকে ত্যাগ করিয়া শুধু তোমাকে চাওয়ার নামই বৈরাগ্য।

সাধক করুণকণ্ঠে প্রার্থনা করে—

"বাহিরের এই ভিক্ষাভরা থালি,
নিঃশেষে মোর কর এবার খালি,
অন্তর মোর গোপনে দাও ভরে,
শুধু তোমার দানে, তোমার দানে, তোমার দানে।"

শিশুপুত্র যেমন মায়ের সংসারে বিচরণ করে, আমি তোমারই সংসারে তেমনিভাবে বিচরণ করিতে চাহি। শিশুর নিজস্ব কিছু থাকে না অথচ তাহার প্রয়োজনীয় কোন বস্তুরই অভাব বোধ সে করে না। মায়ের ধনেই সে ধনবান, মায়ের গৃহই তাহার গৃহ। তাহার যাহা প্রয়োজন তাহার চেয়ে তাহার মাই বেশী করিয়া ভাবে এবং চাহিবার পূর্ব্বেই তাহা তাহাকে প্রদান করে। সে শুধু মায়ের সংসারে থাকিয়া আদেশ পালন করিয়া মাকে প্রণাম করিয়া মায়ের আদর উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। মায়ের সঙ্গে ভাগ বসাইতে গেলেই সে মায়ের স্পর্শ পায় না, মায়ের আদর পায় না, দূরে বহু দূরে সরিয়া যায়। আজ মহেশ্বরের কৃপায় সেই সাধকপুত্র দেখিল মায়েব এত বড় বিশ্বে আসিয়া সে পক্ষী-শাবকের মত নানা কামনা বাসনার ও সংস্কারের গণ্ডীতে আবদ্ধ। পক্ষী-শিশু যেমন ডিমের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া ডিমের খোসার মধ্যে বদ্ধ থাকে, সে বিশাল বিশ্বকে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ বাতাসকে দেখিতে পারে না, ভোগ করিতে পারে না সেইরূপ মানুষও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানা সংস্কারের মধ্যে জন্মিয়া এতবড় বিশ্বে আসিয়াও বিশ্বপতির স্পর্শ সে অনুভব করিতে পারে না। অথচ সে বুঝিতেই পারে না কত বড় ক্ষতি সে জীবনে বহন করিতেছে। মহেশ্বরের কৃপায়—বিজ্ঞানময় গুরুর কৃপায় সে যেদিন সঞ্জীবিত হয় সেইদিনই বিশ্বের সমস্ত উপকরণকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠে—"জ্ঞান বৈরাগ্য সিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি মে পার্ব্বতি।" আর পুতুল চাহি না মা, এবার স্তনসুধা চাহি। শিশু ততক্ষণই ভুলিয়া থাকে যতক্ষণ তাহার স্তন্যপানের পিপাসা না জাগে। স্তন্যপানের পিপাসা জাগিলে বিশ্বের সমস্ত পুতুল সে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিতে থাকে—আমি আর পুতুল চাহি না, আমি আমার মাকে চাহি। এই শিশুর ন্যায়ই একদিন অন্তরে সদ্যোজাত বৈরাগী-শিশু আর্ত্তনাদ করিয়া বলিয়া উঠে—"জ্ঞান বৈরাগ্য সিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি মে পার্ব্বতি।"

ওগো উপকরণের পিপাসা আর নাই—দেহি স্তনামৃতধারাং কণ্ঠং বিশুষ্কং—দাও গো, ঐ স্তনসুধা দাও, কণ্ঠ বিশুষ্ক হইয়াছে। মা হারা বিশ্বে—এই বিশ্বমরুতে বিচরণ করিয়া কণ্ঠ বিশুষ্ক হইয়াছে। আমায় যেখানেই রাখ, উপকরণবস্ত করিয়াই রাখ, আর কাঙ্গাল করিয়াই রাখ তাহাতে আমার আর বিচার করিবার কিছু নাই। শুধু তুমি যে আমার মা, রাজরাজেশ্বরী মা, আর্ত্ত দীন পুত্রের মা, ইহা বুঝিতে দিও। তাই পুত্র প্রণত হইয়া বলে—তার শেষ প্রার্থনা নিবেদন করিয়া প্রণত হইয়া বলে—

শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে,
সর্ব্বাস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

নারায়ণি নমোঽস্তুতে—

ওঁ শান্তিঃ।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরু পূর্ণিমা

(১৩৬৪)

মুমুক্ষু সাধকদের আকাঙ্ক্ষিত সেই পুণ্যতিথি আবার আসিতেছে। যাহারা মুমুক্ষু, যাহারা তপস্যাপরায়ণ তাহারাই এই পুণ্যতিথির গৌরব বুঝিতে পারেন। এই পুণ্যতিথিতে ব্রহ্মশক্তি অবতরণ করেন, সন্নিহিত হন। প্রধানতঃ ব্রহ্মনিষ্ঠ তথা ব্রহ্মযুক্ত গুরুর দেহে মনে প্রাণে এই শক্তি প্রকটিত হন। মহাপুরুষগণের মূর্ত্তিতে বা প্রতিচিত্রেও এই শক্তির আবেশ এই পুণ্যতিথিতে অনুভূত হইয়া থাকে। দেহধারী গুরুর আশ্রয় ভিন্ন সাধারণ জীব এই ব্রহ্মশক্তিকে অনুভব করিতে পারে না, তাই এই বিরাট ঐশীশক্তি পূতদেহধারী গুরুদের মধ্যে অবতরণ করিয়া জীবকে পথ দেখান, কল্যাণের পথে উর্দ্ধে আকর্ষণ করেন। একই ব্রহ্মশক্তি বিভিন্ন আয়তনের মধ্য দিয়া জীবকে উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দেন। স্থূল দৃষ্টিতে আধার ভেদে গুরু বহু মনে হইলেও, শুদ্ধ দৃষ্টিতে গুরু বহু নহেন, গুরু এক। বিভিন্ন আয়তনের মধ্যে একই শক্তি বিভিন্ন পথিককে পথ দেখাইবার জন্য বিভিন্ন ভঙ্গিমায় প্রকটিত হন। জীবের রুচি বহু, চরিত্রও বৈষম্যমূলক। যে শিষ্য যেমন রুচিসম্পন্ন সে সেইরূপ চরিত্রবান গুরুকে বরণ করে। বিষয়লোলুপ কামকামী জীব ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর গৌরব বুঝে না। তাহারা কিছু অলৌকিক বিভূতিসম্পন্ন গুরু খুঁজিয়া বেড়ায়। তাই গুরুকে বিবিধরূপ ধরিয়া ও বিবিধ চরিত্র নিয়া কামকামীদের নিকট আসিতে হয়। অভ্যুদয়কামী বা কামকামী জীবগণ ঐরূপ গুরুর পশ্চাতে বহু জন্ম ঘুরিয়া তবে মুমুক্ষু হয়। মুমুক্ষু শিষ্য একমাত্র ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুকেই বরণ করে। যাহারা মুমুক্ষু শিষ্য হইয়াছেন এবং যাহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ তপস্বী হইয়াছেন তাঁহারাই এই গুরু পূর্ণিমার গৌরব সম্যক বুঝিতে পারিবেন।

পার্থিব শিক্ষা লাভ করিতে যাইয়া শিক্ষাব্রতিগণ যেমন তাহাদের রুচি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বস্তু ভিন্ন ভিন্ন গুরুর নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ আত্মজ্ঞান লাভের জন্য প্রথম যাহারা এই পথে প্রবেশ করে, তাহারা মত ও পথ ঠিক করিতে পারে না বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন গুরুর নিকট ছুটাছুটি করে। এইরূপ বিভিন্ন মতাবলম্বীদিগকে পথ দেখাইবার জন্য বিভিন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুর প্রয়োজন হয়। চিত্ত যাহাদের চঞ্চল, গতি যাহাদের ভোগের দিকে, তাহারা সহসা লক্ষ্য স্থির করিতে পারে না। তাই তাহাদের পথও বহু, মতও বহু কিন্তু মুমুক্ষু সাধকগণ স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন হয়। তাহারা পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমরের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায় না।

শিক্ষাব্রতিগণ যেমন তাহাদের শিক্ষণীয় বস্তু ও শিক্ষককে স্বতন্ত্র বস্তু মনে করে, সেইরূপ প্রবেশার্থী সাধকগণও প্রথমে গুরু হইতে গুরু প্রদত্ত জ্ঞানকে স্বতন্ত্র বস্তু মনে করে। গুরুকে প্রণাম করিতে যাইয়া বলে—তৎ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। সেই পথ যিনি দেখাইয়া দেন—তাঁহাকে, সেই গুরুকে প্রণাম করিতেছি। গুরু হইতে গুরু প্রদত্ত জ্ঞান সম্পূর্ণ স্বত্রন্ত্র বস্তু, এই বুদ্ধি নিয়া গুরুর সঙ্গে ব্যবহার করিয়া থাকে। গুরুর সঙ্গে চলে শূদ্র ও বৈশ্যদের ন্যায় আদান প্রদানের সম্বন্ধ। কামকামী এই শিষ্যগণ প্রতি পদক্ষেপে বিচার করে, হিসাব করে, গুরু তাহাকে কতটুকু কি কি বস্তু দান করিয়াছেন। প্রতি পদক্ষেপে লাভ লোকসানের হিসাব করে। আত্মজ্ঞান কি বস্তু তাহারা জানে না, তাই আত্মজ্ঞানের হিসাবও করে না। নিজের জীবনকে, চরিত্রকে বিশ্লেষণ করে না। সংসারে কতটা লাভবান্ হইয়াছে তাহাই তাহারা দেখে। ক্ষণে গুরুতে তাহাদের শ্রদ্ধা গাঢ় হয়, ক্ষণে শিথিল হয়। পার্থিব লাভ লোকসান ও সুখ দুঃখের হিসাব নিয়াই গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও অশ্রদ্ধার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। পরিবারবর্গ সুস্থ থাকিলে, সত্য মিথ্যা যে ভাবেই হোক্ অর্থাগমের পথ অর্থাৎ পার্থিব অভ্যুদয়ের পথ সুগম থাকিলে গুরুতে শ্রদ্ধা একটু গাঢ় হয়। তখন গুরুকে খুব দয়ালু ভাবে, ঈশ্বরকেও দয়াময় বলে। কিন্তু অভ্যুদয়ের পথে বাধা আসিলে এবং সাংসারিক বিপর্য্যয় ঘটিলে দুই দিনের মধ্যেই গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা শিথিল হয়। ঈশ্বরকেও দয়াহীন ভাবিয়া গালি দেয়। এই স্তরের সাধকগণই শূদ্র ও বৈশ্য শ্রেণীর। তাহারা গুরুকে বা দেবতাকে লভ্যাংশের কিছু দিয়া বাকীটা যথেচ্ছভাবে ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত থাকিতে চাহে।

তাহারা ভাবে অন্যায় ভাবে অর্জ্জন করিলেও সেই পাপ তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না যদি লভ্যাংশের সিকিপয়সার কমও গুরুকে বা দেবতাকে দান করে। তাহারা সময় সময় একটু আধটু বা প্রতিদিন যথা সময়ে একটু আধটু জপ, ধ্যানও যে না করে তাহাও নহে। কিন্তু সেই জপ ধ্যানও করে পার্থিব সুখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুবিধার জন্যই, ভগবানকে লাভের জন্য নহে। অথচ মুখে মন্ত্র বলে—"তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"

অজ্ঞ সাধারণ মানুষ ভগবান লাভের কথা গভীর ভাবে ধারণাই করিতে পারে না। সে লাভ যে কতটুকু, তাহার জন্য যে কত মূল্য দিতে হইবে সে কথা তাহাদের ধারণা শক্তিরও বহুদূরে। অধিকাংশ গুরুদের নিকটই এইরূপ শূদ্র ও বৈশ্যস্তরীয় শিষ্য উপস্থিত হয়। গুরুবাদের কলঙ্ক এইরূপ শিষ্য ও গুরু উভয়ের জন্যই হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। বস্তুত গুরুর স্থান বহু উর্দ্ধে, শিষ্যের স্থানও এইরূপ দুর্গন্ধযুক্ত নহে।

তবে ঈশ্বরবিমুখ ব্যক্তি অপেক্ষা এইরূপ বৈশ্যস্তরীয় শিষ্যগণও অপেক্ষাকৃত ভাল সন্দেহ নাই। যাহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু তাঁহারা বৈশ্যস্তরীয় এই সকল শিষ্যগণকে ক্ষণে ক্ষণে বলিতে থাকেন—ওগো তোমরা যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া চলিতেছ, ঈশ্বরের সঙ্গে ও গুরুর সঙ্গে একটা ব্যবসার বুদ্ধি নিয়া চলিতেছ, ইহাতে জীবন ধন্য হইবে না। আরও একটু অগ্রসর হও। বৈশ্যবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া একটু আত্মসমর্পণের চেষ্টা কর।

"ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ"

ধন ও স্ত্রী পুত্রাদি হইতে মনকে উঠাইয়া একটু আমাতে আত্মসমর্পণ কর, আমাতে মন নিবিষ্ট কর, উর্দ্ধগতি লাভ করিবে। কিন্তু শূদ্র ও বৈশ্যরা যে উর্দ্ধগতি চাহে না, তাহারা চাহে—তাহারা যেখানে রহিয়াছে সেখানেই আরও সুখে ও আরামে থাকিতে পারিবে কি ভাবে, সেই আশীর্ব্বাদটুকুই গ্রহণ করিতে। তাহারা এমন গুরু চাহে যে গুরু কিঞ্চিৎ দক্ষিণা প্রাপ্তির পরিবর্ত্তে তাহার সংসারের বাধা বিপত্তি গ্রহণ করিয়া শিষ্যকে সংসারে সুখে রাখিবে। গুরুকে কিছু দক্ষিণা দিবে, মন প্রাণ কিছুই দিবে না, অনেক সময় এইরূপ শূদ্র ও বৈশ্যস্তরীয় শিষ্যগণ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সাধনার প্রতিবন্ধক স্বরূপও হয়। গুরুকে উর্দ্ধজগৎ হইতে তাহাদের সাংসারিক বন্ধনের মধ্যে অহরহ আকর্ষণ করিয়া অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে।

ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুগণ এই পুণ্য তিথিতে একবার নিজের জীবনের হিসাব নিকাশ করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের দিব্য জগতে যাত্রার পথের হালখাতা এই পুণ্য তিথিতে হইয়া থাকে। যাঁহারা সত্য সত্যই ব্রহ্মনিষ্ঠ তাঁহারা আবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠেন। পথের কণ্টক স্বরূপ যাহাকে মনে করেন তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া তীব্র গতিতে দিব্য রাজ্যের দিকে অগ্রসর হন। সংসার-লোলুপ শূদ্র ও বৈশ্য শিষ্যদের বাধা প্রতিহত করিয়া তীক্ষ্ণ শরের ন্যায় অপ্রমত্ত হইয়া ব্রহ্ম অভিমুখে ধাবিত হন। তাঁহার হৃদয় গলে না, চরণ টলে না কাহারও করুণ ক্রন্দনে। ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর প্রিয় শিষ্য হইল—অন্তরঙ্গ শিষ্য হইল মুমুক্ষুগণ। মুমুক্ষু সন্তানগণকে, শিষ্যগণকে তাঁহারা তাঁহাদের পঞ্জরস্থিত অস্থি মাংস অপেক্ষাও অধিকতর স্নেহ করেন। ছিন্ন-সংশয় মুমুক্ষু সাধকগণ গুরুর দৃষ্টিপথে আসিয়া ব্রহ্ম সংবেদন জাগায়। দুগ্ধবতী গাভী যেমন তাহার বাছুরকে পাইয়া প্রীত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মযুক্ত সাধকগণ মুমুক্ষু শিষ্যকে পাইয়া উল্লসিত হন। মুমুক্ষু শিষ্য গুরুর অন্তরের ব্যথা বুঝিতে পারে। তিনি যে তৃষিত নয়নে আত্মজ্ঞানরূপ সঞ্জীবনী সুধা ঢালিবার জন্য যথার্থ শিষ্যের প্রতীক্ষায় পথ প্রান্তে বসিয়া রহিয়াছেন, ইহা একমাত্র মুমুক্ষু শিষ্যগণই বুঝিতে পারে। তাই তাহারা গুরুর পদে লুণ্ঠিত হইয়া বলে—'হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা, আমি যে পথ চিনি না'। পথশ্রান্ত আমি, দিগ্‌ভ্রান্ত আমি, পিপাসিত আমি, আর্ত্ত আমি, জিজ্ঞাসু আমি, মুমুক্ষু আমি, কিন্তু আমি যে পথ চিনি না। রোগের জ্বালা বুঝিতেছি কিন্তু ঔষধ খুঁজিয়া পাই না। হে গুরো, হে ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু, হে ব্রহ্মযুক্ত গুরু, হে ব্রহ্মস্বরূপ গুরু—

'হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা
আমি যে পথ চিনি না,'

পার্থিব বস্তু কিছু চাহি না, বৈশ্য বুদ্ধি নিয়া তোমার সঙ্গে আদান প্রদানের দর কষাকষি করিতে আসি নাই, নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিতে আসিয়াছি—

'হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা
আমি যে পথ চিনি না'।

এই বিশ্বকে চিনিয়াছি। যাহা সরিয়া যায়, কখনও ধরা দেয় না, শুধু প্রলুব্ধ করে, কখনও আকাঙ্ক্ষা মিটায় না, সেই সংসারকে, সেই বিষয় মরুমরীচিকাকে আমি উত্তমরূপে চিনিয়াছি। সে প্রলুব্ধ করে, পরে দগ্ধ করে। সে আশার পিপাসা জাগায়, শেষে শুষ্ক মরুভূমিতে নিক্ষেপ করে। সে শুধু ছলনাই করে। তাই তাহাকে মা বলিয়া ডাকিতে পারি নাই, মায়া বলিয়া যুক্ত করে প্রণাম করিয়া বিদায় ভিক্ষা চাহিয়াছি। শুনিয়াছি এই বহু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপের অন্তরালে এই বহুরূপের তলায় তলায়, এই বহুরূপের অন্তরে ও বাহিরে এক চিদানন্দময়ী মা রহিয়াছেন। সে মা চেতনা দেয়, ঘুমঘোরে সম্মোহিত করে রাখে না। সে মা আনন্দ দেয়, সুখের লালসায় ঘুরাইয়া ছলনা করে না। তুমি গুরুরূপ মায়েরই মূর্ত্ত ছবি এই ধরার বুকে আসিয়াছ। তাই প্রণত হইয়া তোমায় বলিতেছি— "হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা
আমি যে পথ চিনি না।"

যদি আমাকে যোগ্য মনে কর তাহা হইলে তুমি আমার চোখে হাত দিয়া বল—"দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ"

আমিও দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া যেন বলিতে পারি—

"মৎপ্রাণঃ শ্রীগুরোঃ প্রাণঃ মদ্দেহো গুরুমন্দিরম্।
পূর্ণমন্তর্বহির্যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

তোমাকে আমার এই দেহরথে সারথিরূপে দর্শন করিয়া 'মদ্দেহো গুরুমন্দিরম্' এই কথা যেন মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। দেহমন্দিরে—হৃদয় আসনে তোমার দিব্যরূপ চিন্তা করিতে করিতে যেন তোমাতে আত্মহারা হইয়া, আমার আত্মারূপে, প্রাণরূপে তুমি বিদ্যমান রহিয়াছ ইহা দর্শন করিতে পারি। অন্তরে বা বাহিরে, নয়ন মুদিয়া বা চাহিয়া যেন তোমারই চিন্ময় দিব্যরূপ দর্শন করিতে পারি। আমি মুমুক্ষু সাধক, আমি তোমাতে আত্মাহুতি দিব, নিজেকে সমর্পণ করিব, ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া—বহু বিষয় বস্তুর আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া আমি তোমাতে আত্মনিবেদন করিব, তুমি আমাকে গ্রহণ কর, আমাকে পথ দেখাও,—

'হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা
আমি যে পথ চিনি না।'

আমি শ্বেতকেতুর ন্যায়, আমি আরুণির ন্যায় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু তোমার কাছে আসিয়াছি সেই ব্রহ্মরসে অবগাহন করিবার জন্য। আমাকে তুমি দিব্যচক্ষু দান কর, আমাকে তুমি আকর্ষণ করিয়া ধর।

একদিকে ব্রহ্ম পিপাসু শিষ্যগণ পিপাসিত কণ্ঠে এই পুণ্যতিথিতে সকল পাশ হইতে বিমুক্ত হওয়ার জন্য ঊর্দ্ধে বাহু তুলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া ডাকে—

'হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা
আমি যে পথ চিনি না।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর একদিকে ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু, ব্রহ্মযুক্ত গুরু তাঁহার বক্ষে সঞ্জীবনী সুধা লইয়া স্নেহশীলা জননীর ন্যায় মুমুক্ষু পুত্রকে ডাকে—

"এস মাতৃক্রোড়স্থ মাতৃহারা শিশু"
"এবার—মায়ের স্তনে সুধা ঝরিছে।"

এই পুণ্য-তিথিতে উর্দ্ধলোক হইতে বিরাট দিব্য গুরুশক্তি, দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাই আজ ব্রহ্মনিষ্ঠদের অন্তরে বান ডাকিয়াছে। প্রাকৃতিক বর্ষার প্লাবনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মশক্তি আজ গুরুরূপী মন্দাকিনীর মধ্যে উচ্ছ্বসিয়া উঠিয়াছে। তাই গুরু ডাকেন—

'এস মাতৃক্রোড়স্থ মাতৃহারা শিশু
মায়ের স্তনে সুধা ঝরিছে।'

এস পিপাসিত পুত্র! এস মুমুক্ষু সাধক! অরণি উত্তর-অরণিতে ঘর্ষণ করিয়া যেমন হোমবহ্নি জ্বলিয়া উঠে তেমনি তোমার ও আমার অন্তরে আদানপ্রদানরূপ ঘর্ষণে ঘর্ষণে দিব্য বহ্নি জ্বলিয়া উঠুক। এস পিপাসিত সাধক! এস মুমুক্ষু পুত্র, এস নয়ন পুতুলি আমার।

'দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ', তোমাকে দিব্য চক্ষু দিব, তুমি দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া আমার মধ্যে ব্রহ্মময়ীকে দর্শন করিবে। আমিও তোমাকে দিব্যচক্ষু দান করিয়া তোমার চোখে ও মুখে, অঙ্গে ও প্রত্যঙ্গে তোমার অন্তরে ও বাহিরে আমার ব্রহ্মময়ীকে দেখিব। এস নয়ন পুতুলি আমার! এস, এস আরও সন্নিহিত হও। 'দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ।' ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু—ব্রহ্মযুক্ত গুরু ব্রহ্ম তুল্যই হইয়া থাকেন। তুমি আমাতে আত্মনিবেদন কর।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎ পরায়ণঃ॥

তুমি মদ্গত চিত্ত হও, আমার ভজনশীল ও পূজনশীল হও। কায়মনোবাক্যে আমাতে প্রণত হও। এইরূপে মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে মনকে সমাহিত করিলে পরিণামে আমাকে (ব্রহ্মকে) লাভ করিবে।

আমিও তোমার স্নিগ্ধ, শান্ত মুখখানা দেখিতে দেখিতে এই দিব্য পুণ্য তিথিতে বলিব—এই নাও দিব্যচক্ষু। শুধু দিব্যচক্ষু নহে, এই নাও আমার অন্তরের বহুদিনের তপস্যালব্ধ দিব্যজ্ঞান। গাভী নিজের দুগ্ধ নিজে পান করে না, বৃক্ষ নিজের সুশীতল ছায়ায় নিজে বিশ্রাম করে না। পিপাসিত বাছুরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্যই গাভীর দুগ্ধ, শ্রান্ত পথিকের জন্যই বৃক্ষের সুশীতল ছায়া। ব্রহ্মযুক্ত তপস্বীর দিব্যজ্ঞান সঞ্চিত থাকে শুধু যোগ্য মুমুক্ষু পুত্রের জন্য।

এই নাও দিব্য জ্ঞান, এই পুণ্য তিথিতে অভিস্নাত হও, প্লাবিত হও, নিমজ্জিত হও এই দিব্য ব্রহ্মানন্দ রসে। এস, এস আরও কাছে এস, এই অনৃত হইতে, এই অসত্য হইতে, এই মৃত্যু হইতে ব্রহ্মানন্দে তোমাকে নিমজ্জিত করিব। তুমি যে যোগ্য শিষ্য, তুমি যে যোগ্য পুত্র আমার। আমার সঞ্চিত সকল ধন তোমাকেই নিঃশেষ করিয়া দিব। মুমুক্ষু পুত্র তুমি, সত্য সঙ্কল্পবান্ তুমি, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ তুমি, তুমিই ত ব্রহ্মজ্ঞান ধারণা করিবার যোগ্য আধার। সকল আধারে অমৃত সঞ্চিত থাকে না, সকল আধারে অমৃত শোভা পায় না।

আমাকে যেমন মৃত্যুঞ্জয়ী সুধা প্রদান করিয়া এই মৃত্যুময় বিশ্বে সেই দিব্য পুরুষ পাঠাইয়াছেন তাঁহারই প্রতিনিধিরূপে, সেইরূপ তোমাকেও পাঠাইয়াছেন অমৃতকে ধারণ করিতে এই মৃত্যুময় বিশ্বে। এই পুণ্য তিথিতে তোমাতে আমাতে দিব্য মিলন সাধিত হোক্। আমার হৃদয় তোমার হৃদয় হোক্। তোমার আগত অনাগত সমস্ত পাপ তাপ আমার হোক্। আমার অমৃতে তোমার অধিকার হোক্। তোমার সমস্ত হলাহলে আমার কণ্ঠ নীলকণ্ঠ হোক্। তুমি আজ দিব্যচক্ষু লাভ কর, তুমি আজ দিব্যজ্ঞান লাভ কর। তুমি অমৃতময় হও, ধন্য হও, কৃতকৃত্য হও—আর আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বল—

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অনেক জন্মসংপ্রাপ্ত কর্ম্ম বন্ধ বিদাহিনে।
আত্মজ্ঞান প্রদানেন, তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ" ॥

ওঁ শান্তিঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'এবার মা বলিয়া দুর্গা বলিয়া সাধ মিটাও'

১৩৬৪ সাল

সাধ মিটে না তাই আমি আসি। তোমাদের সঙ্গে খেলিয়া তোমাদের পূজা গ্রহণ করিয়া, তোমাদের মুখে 'মা' 'মা' ধ্বনি শুনিয়া আমার সাধ মিটে না, তাই আমি আসি। সম্বৎসর ছদ্মসাজে থাকিয়া আমি তোমাদের চোখ বাঁধিয়া তোমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলি। আমি হাসাই, আমি কাঁদাই, আমিই মোহগর্ত্তে নিপাতিত করিয়া তোমাদের কাতরকণ্ঠে আর্ত্তনাদ তুলি। আমি রোগের তাপে তোমাদের দেহাত্মবুদ্ধিকে ক্ষীণ করিতে, নিষ্পেষিত করি। আত্মীয়ের বিয়োগব্যথায়, যোগ্য পুত্রের বিয়োগ ব্যথায় আমি তোমাদের অন্তরকে বিদগ্ধ করি, সংসার মোহ হইতে ছিন্ন করিতে। আমি দরিদ্রতার নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত করি তোমাদিগকে ত্যাগী ও বিরাগী করিতে। আবার আমি ধনবানের গৃহে জন্মদান করি তোমাদের ভোগলোলুপ মন ইন্দ্রিয়কে পরীক্ষা করিতে, তোমাদের এ দেহরূপ আয়তনকে বেষ্টন করিয়া আমিই নানাসাজে তোমাদের সঙ্গে নানা ভঙ্গিমায় খেলিতেছি। এত সাজে এত ছল করিয়া এত কৌশল করিয়া খেলিয়াও আমার সাধ মিটে না, তাই আমি বৎসরান্তে একবার মূর্ত্তিমতী মা হইয়া—দুর্গা হইয়া তোমাদের পূজামণ্ডপে আসিয়া দাঁড়াই।

সম্বৎসর চক্ষু তোমাদের বাঁধা থাকে তাই কৌতুকময়ী আমাকে অভিনয় ক্ষেত্রে দেখিতে পাও না। কেন খেলি, কেন চতুরা হই, কেন অভিনয় করি এ প্রশ্ন করিয়া তোমাদের কিছু লাভ নাই। আমি কৌতুকময়ী। তাই আমি কৌতুক করি, অভিনয় করি। অভেদে ভেদ রচনা করিয়া, একা আমি বহু সাজিয়া এই অভিনয় করি। তোমরা আগন্তুক কেহ নহ। আমার দৃষ্টিপথের বাহির হইতে, আমার লীলাক্ষেত্রের বাহির হইতে তোমরা কেহই আস নাই। তোমরা এক একটি আমারই কল্পনার বুদ্‌বুদ্‌ মাত্র। এই অভেদের মধ্যেই ভেদ রচনা করিয়া তোমাদের চক্ষু বাঁধিয়া আমি কৌতুক করি। তাই তোমরা আমাকে 'মায়া' বল—'মিথ্যা' বল। আমার ব্যবহারগুলি নানা বস্তুর সাজে, প্রবাহরূপে, তোমাদের সম্মুখে আসে ও যায়। তোমরা আয়তনবিশিষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছ, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের নিগড়ে বদ্ধ হইয়া সীমাবদ্ধ হইয়াছ। তাই আমার প্রদত্ত বস্তু সকল তোমাদের সীমাবদ্ধ স্থানে স্থান পায় না। অল্পস্থানে তোমরা আমার বহু খেলার সামগ্রীকে স্থান দিতে পার না। তাই আমার প্রদত্ত বস্তু সকল পাইয়াও বার বার হারাও এবং অভাবের তাড়নায় আর্ত্তনাদ কর। আমি কিন্তু আমাকে নিয়া বেশ কৌতুকভরে খেলিতেছি। আমি অসীম—তাই আমার খেলার কোন সামগ্রী আমার দৃষ্টির বাহিরে যাইতে পারে না, আমার কোন কিছুই হারায় না।

তোমাদিগকে আমার এই খেলার নিত্য সহচর করিব বলিয়াই বারবার অভিনয় করিতেছি। কিন্তু কেহই তোমরা আমার সহচর হইতে চাহ না। অতি ক্ষুদ্র হইয়া, অতি অল্প লইয়া মুগ্ধ থাকিতে চাহ। ক্ষণে ক্ষণে এত মুগ্ধ হও যে কাঁচের বিনিময়ে কাঞ্চন দিতে গেলেও হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ তোল। আমাকে চিনিতে পার না। তোমরা নিজেকেও নিজে চিনিতে পার না, তাই এই আর্ত্তনাদ, এই হাহাকার।

মিথ্যার মাঝেই আমি সত্য—মিথ্যারূপেও আমি সত্য। স্বপ্নের মাঝেই আমি সত্য, স্বপ্নরূপেও আমি সত্য। তোমাদের এই মিথ্যার জগতে তোমাদের এই ভ্রান্তির জগতে তোমাদের এই স্বপ্নের জগতে আমি তোমাদের মা, ইহা চিরসত্য। আমাকে মা বলিয়া যে চোখের জল ফেলিয়াছে, আমাকে মা বলিয়া যে দুবাহু উর্দ্ধে তুলিয়াছে, আমাকে মা বলিয়া যে একবার ধূলায় ধূসরিত হইয়াছে, আমি তাহাকেই বক্ষে তুলিয়া লইয়াছি। তর্কজাল বিস্তার করিয়া, অন্বেষণ করিয়া আমাকে হয়ত অনেকে পায় নাই। কিন্তু মা বলিয়া যে ডাকিয়াছে, মা বলিয়া যে কাঁদিয়াছে, মা মা বলিয়া যে আপন কপালে, বক্ষে করাঘাত করিয়াছে, আমি তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়াছি।

আমি বক্ষে তুলিয়া লইতে জানি। আমি আর্ত্ত পুত্রের চোখের অশ্রু মুছাইয়া দুর্গমে দুর্দ্দিনে মা নাম শিখাইতে জানি। তাইত আমার নাম দুর্গা।

আমি শুধু দুর্বিপাকে ফেলি না, আমি শুধু মোহগর্ত্তে নিক্ষেপ করি না। আমি মা হইয়া—দুর্গা হইয়া আমার পুত্রকে পরিত্রাণ করি। তাই আমার পুত্রগণ ডাকে 'পরিত্রাণপরায়ণে'—। যে পুত্র খেলিতে খেলিতে, দুলিতে দুলিতে, টলিতে টলিতে পথভ্রান্ত হইয়া দিক্ নির্ণয় করিতে পারে না, তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভ্রান্তি অপনোদন করিয়া আমি সামনে আসিয়া দাঁড়াই। দিক্ নির্ণয় করিয়া দিয়া আমি কোমলকণ্ঠে বলি—এস পথিক! এস পুত্র! তুমি পথ হারাও নাই, দিগ্‌ভ্রান্ত হও নাই, তুমি যে আমার অঙ্কেই রহিয়াছ। চোখ মেল, একবার চাহিয়া দেখ—আমি মা—দুর্গা সামনে আসিয়াছি।

আমি শুধু কৌতুকময়ী নহি, আমি শুধু মায়ার নিগড়ে বদ্ধ করিয়া তোমাদিগকে নিষ্পেষিতই করি না, আমি মা হইয়া, দুর্গা হইয়া পরিত্রাণও করি—এই পরিচয় দিতেই সম্বৎসরে একবার যেমন দক্ষের আলয়ে আসিতাম, তেমনি তোমাদের গৃহেও আসি। আমার খেলার সাধ মিটে নাই, তাই আমি আসি।

পুত্র! তোমরাও আমাকে ভুলিতে পার নাই। রোগ, শোক, দুঃখ, দৈন্য. পার্থিব ভোগ্য বস্তু কেহই তোমাদের হৃদয় কাড়িয়া লইতে পারে নাই। যে দিন তোমাদিগকে পুত্ররূপে সাজাইয়া এই জগতে অভিনয় করিতে পাঠাই সেই দিন আমি দিগ্বিজয়ের রাজটীকা তোমাদের ললাটে পরাইয়া দিয়াছিলাম। আপন অঙ্গের রক্ত দিয়া আপন হস্তে লিখিয়া দিয়াছিলাম—তুমি আমার দিগ্বিজয়ী পুত্র হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিবে। লিখিয়া দিয়াছিলাম—'জয়োঽস্তু' 'জয়োঽস্তু'। তাই পরাজিত হও নাই, কেহ পরাজিত করিতে পারে নাই, কেহই মন ভুলাইতে পারে নাই। যাহা কাছে আসিয়াছে—যে কাছে আসিয়াছে, তাহাকেই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিয়াছ—তুমি মায়া, তুমি মিথ্যা, তুমি অধ্যাস। 'জয়োঽস্তু' ঐ টীকার আলোকে চিনিয়া লইয়াছ ইহা প্রাতিভাসিক সত্য, ইহা ব্যবহারিক সত্য। চিনিয়া লইয়াছ—প্রাতিভাসিক সত্যকে উপেক্ষা করিতে পারিলেও, ব্যবহারিক সত্যকে উপেক্ষা করা বড়ই কঠিন। তাই এই ব্যহারিক বিশ্বে আমি তোমাদের সম্মুখে সচ্চিদানন্দময়ী মা হইয়া আসি। আমার চক্ষুতে চক্ষু মিলাইলে, আমার চরণধূলিতে অঙ্গ বিবশ ও অবশ হইলে, আমার প্রেমে অন্তর অনুরঞ্জিত হইলে, দেখিবে আমি 'ত্রিভঙ্গস্থান সংস্থানাম্ মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্'। দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন ব্যবহারিক জগতে এই ত্রিপুটীরূপে আমিই মহিষাসুরমর্দ্দিনী। আমি মহিষাসুরমর্দ্দিনী, আমি দনুজদলনী দুর্গতিহারা দুর্গা। দুর্গমে, দুর্দ্দিনে, দুর্পাকে আমিই আসিয়া তোমাদের পূজাক্ষেত্রে অভয়া বরদা মূর্ত্তিতে দাঁড়াই। আপ্তকাম আমার ঋষিপুত্রগণ তোমাদের জন্য সোপান রচনা করিয়া গেলেও সেই সোপান তোমরা দেখিতে পাও না। তাই আমি সেই সোপান অতিক্রম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া তোমাদের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াই। সোপান দেখিতে না পাইলেও, আমার ঋষিপুত্রদের রক্তধারা তোমাদের শিরায় শিরায় রহিয়াছে, তাই তোমরা অজ্ঞাতে অসাড়ে আমার পূজার মণ্ডপ সাজাও। ঋষিদের রক্তকণা তোমাদের শিরায় শিরায় থাকিয়া—তোমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে থাকে, বলিতে থাকে ঐ যে মা আসিতেছে, তোমার ঘরে যে প্রদীপ জ্বালা নাই, তোমার পূজাক্ষেত্র যে এখনও মার্জ্জিত হয় নাই, তাই তুমি পুত্রশোক ভুলিয়া, সমস্ত দৈন্য ভুলিয়া, জরাজীর্ণ দেহে সম্বৎসর পরিত্যক্ত আমার মলিন পূজাক্ষেত্রটী একটু মার্জ্জিত করিতে প্রয়াসী হও। বনের ফুল ও চোখের জল সংগ্রহ করিয়া আমাকে অর্ঘ্য দিবে বলিয়া প্রস্তুত হও।

এই দেখ বৎস! আমিও সন্নিহিত হইয়াছি তোমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে দোল দিয়া, তোমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে দীপ জ্বালিয়া, তোমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে বেদী রচনা করিয়া, তোমাদের নয়ন তারাকে লক্ষ্য করিয়া আমি আসিয়া দাঁড়াইয়াছি—তোমাদের অন্তরে, তোমাদের নয়নে, তোমাদের কণ্ঠে। আমি আসিয়া দাঁড়াইয়াছি—তোমাদের মূলাধারে, তোমাদের স্বাধিষ্ঠানে, মণিপুরে, অনাহতে, কণ্ঠে, কপালে, শিরে। তুমি অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া ক্ষণে হ্রীং দুর্গায়ৈ বলিয়া, ক্ষণে হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে বলিয়া, নিজের দেহ ও ইন্দ্রিয়কে ভুলিয়া, আমাকে প্রতিষ্ঠা দিতে প্রয়াসী হইতেছ ঐ সহস্রারে, অনাহতে, ঐ বেদীতে, মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী দনুজদলনী দুর্গা বলিয়া। আমি যখন আসি, শুধু ঐ মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ী হইয়া আসি না, আমি শুধু অনাহত ও সহস্রারেই সীমাবদ্ধ থাকি না, আমি তোমাদের অন্তর ও বাহির পরিপূর্ণ করিয়া দুর্গতিহারা দুর্গা হইয়া আসি। তাই তোমরা ক্ষণকালের জন্য হইলেও আমার বিশ্ব বিমোহিনী চিন্ময়রূপ দর্শন করিয়া বলিতে থাক—"ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ"। "চিতিরূপেন যা কৃৎস্নং এতৎ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ" বলিয়া ব্রহ্মস্বরূপিনী আমাকে দর্শন করিয়া জীবত্বকে ভুলিয়া যাও। আমার ব্যাপ্তির স্বরূপে, আমার বিশাল চিন্ময়স্বরূপে অবস্থান করিয়া তুমি তখন দিব্য-চক্ষুতে দেখিতে পাও, তুমি নিত্য মাতৃবক্ষস্থিত নগ্ন চিন্ময় শিশু। তোমার পুত্রত্ব বলিয়া পৃথক কোন সত্তা নাই, আমার মাতৃত্বের বাহিরে। ব্রহ্মবাদী, ব্রহ্মনিষ্ঠ আমার স্নেহের পুত্র তোমরা—আমার ব্রহ্মস্বরূপকে দর্শন করিয়া—আমার ব্রহ্মস্বরূপে প্রবেশ করিয়া আনন্দরসে অভিস্নাত হও। ব্রহ্মস্বরূপ পুত্র তোমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আস্বাদন করিয়া বক্ষে তুলিয়া অঙ্গে মিলাইয়া আমিও আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হই। আমার মায়ার ছদ্মসাজ ত্যাগ করিয়া আমি, ব্রহ্মনিষ্ঠ পুত্র তোমাকে মাতৃস্বরূপটী দেখাই। আমাকে আস্বাদন করিয়া আমাকে সম্ভোগ করিয়া তোমার অন্তর হইতে সকল ভোগের প্রতি অস্পৃহা হয়। ব্রহ্মযুক্ত পুত্র তোমাকে আস্বাদন করিয়া আমিও কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করি, তাহা বলিবার ভাষা কোন কবি ও সাহিত্যিক আজিও পায় নাই। এই রস আস্বাদন করিতেই, সামর্থ্যবান ব্রহ্মনিষ্ঠ পুত্র তোমাদের সঙ্গে অভিনয় করিতে আমি বিশেষভাবে আবির্ভূতা হই।

যাহারা অজ্ঞ, যাহারা আমার বিরাট্ স্বরূপের কথা বুঝিতে পারে না, সেই শিশুপুত্রদের কাছেও আমি ছোট্ট মা হইয়া ভোগ নৈবেদ্য গ্রহণ করিতে আসি। তাহারা অন্তর দিতে জানে না, বাহিরের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া অস্ফুট মন্ত্রে আমাকে বরণ করে, অর্চ্চনা করে। মন্ত্রের অর্থবোধও তাহাদের নাই, শুধু জানে আমি মা, আমি আসি—আমি পূজা গ্রহণ করি। এই সরল শিশুদের পূজাক্ষেত্রেও আমি দুর্গতিহারা দুর্গা হইয়া অধিষ্ঠিত হই। জানি এই অজ্ঞপুত্রগণই একদিন এমনিভাবে মা বলিতে বলিতে—দুর্গা বলিতে বলিতে আমার ব্রহ্মস্বরূপে উপনীত হইবে। তাই আমি আমার অজ্ঞ পুত্রদের অতি অকিঞ্চিৎকর পাদ্য, অর্ঘ্য, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যটুকুও অত্যন্ত স্নেহভরে গ্রহণ করি। ইহাই ত আমার মাতৃত্ব। তাইত আমার পুত্রগণ আমাকে শুধু রাজরাজেশ্বরী বলে না, আমাকে—

শরণাগতদীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবি নারায়ণী নমোঽস্তুতে ॥

বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে।

এস আমার বিজ্ঞপুত্রগণ, এস আমার অজ্ঞপুত্রগণ, এস আমার তপস্যাপরায়ণ পুত্রগণ, এস আমার তপস্যাবিমুখ মোহগ্রস্ত পুত্রগণ। আজ এই পূজাক্ষেত্রে আমি আমার অন্তরের সাধ মিটাইয়া তোমাদের শিরে হাত বুলাইব, তোমাদের চোখের অশ্রু মুছাইব, তোমাদের মলিন দেহ ও মনকে অভিষিক্ত করিব। এস, এস, আরও সন্নিহিত হও, আজ আমি অন্তরের সাধ মিটাইয়া তোমাদের অতি অকিঞ্চিৎকর পাদ্য অর্ঘ্য হাত বাড়াইয়া শিরে তুলিয়া লইব। বড় সাধ করিয়া আজ আসিয়াছি, বড় সাধ করিয়া আজ তোমাদের পূজাক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমরা একটিবার 'মা' বলিয়া 'দুর্গা' বলিয়া আমার মুখের দিকে তাকাও। পাদ্য, অর্ঘ্য, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য দিতে পার আর নাই পার, 'মা' বলিয়া আমার এই বেদীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও। প্রেম ভক্তি চাহি না, রাজ-রাজেশ্বরী বেশে সাজিবার জন্য অলঙ্কার ও বস্ত্র চাহি না। শুধু চাহি একবার তুমি 'মা' বলিয়া 'দুর্গা' বলিয়া ডাকিবে। আমার এই ছোট্ট সাধটী তোমরা পূর্ণ করিবে না কি বৎস ? কিছু চাহি না, শুধু তোমাদের ক্ষীণকণ্ঠে শুনিতে চাহি—'মা', 'মা', 'দুর্গা', 'দুর্গা', এই দুইটী কথা মাত্র। বল পুত্র, বল—'মা', 'মা', 'দুর্গা', 'দুর্গা', ; ঐ ক্ষীণকণ্ঠেই বল—'মা', 'মা', 'দুর্গা', 'দুর্গা', ; ঐ বিক্ষিপ্ত মন নিয়াই বল 'মা', 'মা,' 'দুর্গা', 'দুর্গা', ; তাহাতেই আমার সাধ মিটিবে, তোমরা আমার প্রসন্নতা লাভ করিবে। তোমাদের জীবন প্রসাদতুল্য পবিত্র হইবে, তোমরা ধন্য হইবে, আমারও 'মা' নাম, 'দুর্গা' নাম ধন্য হইবে। জগদ্বাসী তখন যুক্তকরে বলিবে—

দুর্গোত্তারিণী দুর্গে ত্বং সর্ব্বাশুভ বিনাশিনী।
ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষায় নিত্যং মে বরদা ভব ॥
নিত্যং মে বরদা ভব।
ওঁ শান্তিঃ ॥

দক্ষেশ্বর শিব

হরিদ্বারে আমরা 'মোদী ভবনে' ছিলাম। তথা হইতে কন্‌খলে দক্ষেশ্বর শিবের মন্দির ন্যূনাধিক দুই মাইল হইবে। হরিদ্বারে পৌছিয়াই (৫ই নভেম্বর —১৯৫৭) বৈকালে অন্যান্য সকলে (জ্ঞানবাবু, সুহাস, ধীরেন, মাখন, কৃষ্ণ, নাগেশ্বর, ননী মা ও সরলা মা) কনখলের যাবতীয় দর্শনীয় স্থানই দেখিয়া আসিয়াছিল। ভৃত্য ভর্তৃয়া ও বাসন্তী মা দুই বৎসর পূর্ব্বে এই সকল স্থান দেখিয়াছিল বলিয়া যাইতে তত আগ্রহশীল হইল না, পরে একদিন যাইবে বলিয়াছিল। আমার শরীর তত সুস্থ ছিল না, তাই আমারও যাওয়া হয় নাই। বিশেষতঃ এইবার প্রথম হইতেই মনে মনে ভাবিয়াছিলাম একা সেই 'একং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিত্যং বিমলম্‌'কে, 'সত্যং শিবং সুন্দরম্‌'কে দর্শন করিতে যাইব। প্রথমে আমরা মহাত্মা ভোলাগিরি মহারাজের ধর্ম্মশালায় উঠিয়াছিলাম। ধর্ম্মশালাগুলি সাধারণতঃ নূতন নূতন যাত্রীর আনাগোনায় সর্ব্বদাই কোলাহলপূর্ণ থাকে। অন্যের সুবিধা অসুবিধার বিষয় আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই এখনও চিন্তা করিতে শিখে নাই। যে কথা না বলিলেও চলে অথবা নীচু গলায় বলিলেও চলে তাহাও চীৎকার করিয়া বলিবে। ছেলে-পিলেদের দৌরাত্ম্যের ত কথাই নাই। অসংযত অনেক পিতামাতার ঔরসে বর্ত্তমানে বহু সন্তান জন্মিতেছে, এবং সেই সকল সন্তান অতি দুর্দ্দান্তই হইতেছে। বিশেষতঃ যে সকল পিতামাতা সুসংযত নহে, তাহারা তাহাদের সন্তানদিগকেও কি ভাবে শান্ত ও ভদ্রভাবে চলিতে হইবে তাহা শিক্ষা দেয় না বা তাহারা তাহা দিতে জানে না। সমাজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিবার চিন্তাশক্তিও এসকল পিতামাতার নাই। ধর্ম্মশালার কোলাহলে সত্যসত্যই আমরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলাম। আশ্রমের পরিচালকগণ আমাদিগকে ভাল ঘরে ভাল ব্যবস্থায় রাখিলেও ধর্ম্মশালার কোলাহল নিরোধ করিবার অধিকার তাহাদেরও ছিল না। সন্ন্যাসিগণ আমাকে তাঁহাদের আশ্রমেও একান্তে স্থান দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু যাহারা আমার মুখ চাহিয়া আমার সঙ্গে তীর্থ দর্শনে গিয়াছিল তাহাদিগকে অসুবিধায় রাখিয়া আমি আমার সুবিধা বাছিয়া লইব ইহা কিরূপে সম্ভব? সন্ন্যাসীদিগকে আমি বলিলাম আপনাদের আতিথ্যে মুগ্ধ হইলাম, কিন্তু আমি ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে পারি না।

এদিকে কলিকাতা হইতে বাবা কালী কম্বলীওয়ালার ধর্ম্মশালার সেক্রেটারী পুনঃ পুনঃ টেলিফোনে সংবাদ লইতেছিলেন হৃষীকেশের ধর্ম্মশালার ম্যানেজারের নিকট এবং হরিদ্বারেও, আমাদের জন্য কি ব্যবস্থা তাহারা করিয়াছে তাহা জানাইবার জন্য। তাঁহারাও আমাদিগকে সুখে শান্তিতে রাখিবার জন্য হৃষীকেশ ও হরিদ্বারে বাড়ী খুঁজিতেছিলেন। তাহাদের বেশী আগ্রহ ছিল আমাদিগকে হৃষীকেশে স্থান দিবার জন্য। ধীরেন ও জ্ঞানবাবু তাহাদের সঙ্গে কয়েকটী স্থান দেখিয়াছিল কিন্তু পছন্দ হয় নাই। কয়েকদিনের মধ্যেই সেক্রেটারী দেবীদত্ত বাবু হরিদ্বারে পৌছেন এবং ট্রেন হইতে নামিয়াই আমাদের সন্ধান করিয়া গিরি মহারাজের ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হন। গঙ্গার উপরে এই ধর্ম্মশালাও সুন্দর পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু ভীষণ বিপর্য্যয় হইল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাত্রীদের কোলাহলে। দেবীদত্ত বাবু তাঁহার সহচর ম্যানেজার জংবাহাদুর শর্ম্মাজীকে একটু ঝাঁঝের সহিতই বলিলেন—ইঁহাদের ব্যবস্থা আপনারা এখনই করুন, তাহার পরে আমি হৃষীকেশে যাইব। হৃষীকেশে গঙ্গার উপরে তেমন ভাল বাড়ী নাই, তথায় ধর্ম্মশালার যে সকল বাড়ী আছে অথবা 'আত্মবিজ্ঞান ভবনে' যে সকল বাড়ী ইহার পূর্ব্বে দেখাইয়াছিল তাহাও গঙ্গা হইতে কিছু দূরে এবং অন্যান্য অসুবিধাও ছিল। তাই জ্ঞানবাবুরা পছন্দ করে নাই। ২ বৎসর পূর্ব্বে দেওঘরের সাগরমলজীর অতিথি হইয়া হরিদ্বারে আমরা গঙ্গার অতি নিকটে এক বাড়ীতে অবস্থান করিয়াছিলাম। সেইরূপ লোভনীয় একান্ত স্থানই আমরা খুঁজিতেছিলাম। ম্যানেজার জংবাহাদুরজী কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—'মোদী ভবনে' স্থান স্থির করা হইল। এক সময় প্রেসিডেণ্ট শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদজী এই বাড়ীতে ছিলেন। ইঁহাদের যতদিন খুশী ঐ বাড়ীতে থাকিতে পারিবেন, কিন্তু উপরে (ত্রিতলে) মাত্র ২ খানা ঘর আছে, নীচে আরও ২।১ খানা ঘর পাওয়া যাইবে। ঐ বাড়ী সকলেরই পছন্দ হইল, জ্ঞানবাবুরও হইল। কথা হইল ঐ দিন দ্বিপ্রহরের পরেই আমরা ঐ বাড়ীতে চলিয়া যাইব। আমরা তখন ৬ জন মাত্র হরিদ্বারে ছিলাম।

এই 'মোদী ভবন' গঙ্গার বুকেই অবস্থিত বলা চলে। গঙ্গার সুশীতল নির্ম্মল জল এই বাড়ীর গাত্রকে স্পর্শ করিয়া পবিত্র করিতে করিতে কলকলনাদে প্রবাহিত হইতেছে। স্বচ্ছ জলরাশির কলকলনাদ অন্তরে ভাবের উন্মেষ করে, সুরের মূর্চ্ছনায় মুগ্ধ করে। গঙ্গার অপর পারে ধ্যানগম্ভীর হিমালয়ের দৃশ্য, চঞ্চল চিত্তকে তাহারই ন্যায় ধ্যানে মগ্ন হইতে আহ্বান জানায়। দূরে—বহুদূরে দৃষ্টির শেষ সীমায় পর্ব্বতের শিখরদেশে ধবল তুষার রাশি দেখিয়া চিত্তে নির্ম্মল ভাব জাগিয়া উঠে। ঐ পরিবেশে অবস্থান করিয়া কবি রবীন্দ্রনাথের একটী কবিতা থাকিয়া থাকিয়াই মনে পড়িত—

"ধ্যানগম্ভীর ঐ যে ভূধর
নদী জপমালা ধৃত প্রান্তর"

সত্য সত্যই মা গঙ্গা যেন মালার ন্যায় ধ্যানগম্ভীর হিমাদ্রির করে বিধৃত রহিয়াছেন। কল কল ধ্বনিতে, চল চল এই মন্ত্র বলিতে বলিতে, যেন এই জপমালা প্রবাহিত হইতেছে অনন্তের দিকে, সমুদ্রের দিকে। ধ্যানগম্ভীর এই হিমাদ্রির শান্ত সমাহিত ভাব দেখিলে কোন্ সাধকের চিত্ত না সমাহিত হয়?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগীপুরুষদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা আছে, যে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার তাড়নায় তাঁহাদিগকে সমাধি হইতেও নামিয়া আসিতে হয়। কিন্তু শান্ত যোগী এই হিমাদ্রির ধ্যান কখনও ভঙ্গ হয় না। এই গিরিরাজ কবে কোন্ যুগ হইতে এই জপমালাকে ধারণ করিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়াছেন তাহা কে বলিতে পারে? এই যোগীকে দেখিয়া কত সাধকই না ধ্যানমগ্ন হইয়াছেন, মোক্ষলাভ করিয়াছেন এই বিরাট ঋষি হিমাদ্রির ক্রোড়ে বসিয়া। নরদেহধারী যোগীর চিত্তে বহু জন্মের বহু সংস্কার থাকে তাই তাহার উত্থান পতন হয়, কিন্তু বিরাট যোগী সংস্কার বিমুক্ত, তাই তাঁহার সমাধিতে বিচ্যুতি নাই। চঞ্চলচিত্ত যোগীর, অন্তরে প্রবেশ করিতে যাইয়া তাঁহার সংস্কারের সঙ্গে সংঘাত হয়, কিন্তু স্থির সমাহিত এই হিমাদ্রির বুকে যতই প্রবেশ করা যায়, যতই তাহাকে ধ্যান করা যায় ততই চিত্ত গভীর হইতে গভীরে প্রবেশ করে, শান্ত হয়, বিরাট হয়। তাই ত ভারতের উত্তরখণ্ডে তপস্বীরা ভীড় জমায়। এই ধ্যানমগ্ন হিমালয়ের বুকে আসিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদে ধ্যানমগ্ন হইতে প্রয়াসী হয়।

'মোদী ভবনের' সামনের দৃশ্য অতি সুন্দর—অতি সুন্দর! এই সুন্দর দৃশ্যের কথা কোন কবির ও সাহিত্যিকের বর্ণনা করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়াই আমি মনে করি। শুধু একটি কথা বলিয়াই তাহার পরিচয় দিতে হয়—অতি সুন্দর—চির সুন্দর! এই সুন্দর স্থানে, এই সুন্দর পরিবেশে আসিয়া আমিও আমার চির সুন্দরকে, শিবকে আবার নূতন করিয়া লাভ করিলাম। অন্তর ও বাহিরে কত কোলাকুলি, কত গলাগলি, কত নিবিড় বাঁধনে বদ্ধ, তাহা জানিতে পারা যায় এই শান্ত পরিবেশে অন্তরকে উন্মুক্ত করিয়া বসিতে পারিলে। অন্তরের চির সুন্দর শান্ত শিব ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, আনন্দে নাচিয়া উঠে বাহির বিশ্বের চির সুন্দরকে জড়াইয়া ধরিবার জন্য। বাহিরের সুন্দরও হাতছানি দিয়া ডাকে। অন্তরের নিধি তাঁহার পরিচিত বাহিরের সুন্দর বন্ধুকে পাইয়া তাহার সিংহাসনের আসন হইতে নামিয়া আসে চিরপ্রিয়কে আলিঙ্গন করিতে। 'ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্', চর ও অচরে পরিব্যাপ্ত এই চিরসুন্দর। এই রূপের মাধুরী দেখিয়া নয়নের তৃষ্ণা মিটে না। এই কল কল ধ্বনি শুনিয়া অন্তরস্থিত অনাহত নাদের বীণা নূতন করিয়া তাহার তারে ঝঙ্কার তুলে। বাহিরের ও অন্তরের সুর মিশিয়া নাদ হইতে বিন্দুতে, বিন্দু হইতে ভাবাতীতে চিত্তকে সমাহিত করে। পৃথিবীর বন্ধুগণ শুধু বাহিরে আকর্ষণ করে, ইন্দ্রিয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিকার ঘটায়, আর এই স্থানের বন্ধুগণ—এই হিমাদ্রি, এই গঙ্গা, এই স্নিগ্ধ মলয়, আকর্ষণ করিয়া তুলিয়া লয় সেই দিব্যধামে, চির সুন্দরের কোলে। কাণে কাণে বলিতে থাকে—'সত্যং শিবং সুন্দরম্'।

অতি সহজ স্বাভাবিক দৃষ্টিতেই মনে হয়—প্রেমময় তাঁহার প্রেমে ও রসে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছেন এই হিমাদ্রিকে, এই গঙ্গাকে, এই নির্ম্মল আকাশকে, এই সুশীতল বাতাসকে। প্রেমময় কোথাও রসে গলিয়া গঙ্গা হইয়াছেন, কোথাও ধ্যানে জমিয়া হিমাদ্রি সাজিয়াছেন, কোথাও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া সুশীতল মলয়রূপে প্রবাহিত হইতেছেন। অতি সহজেই প্রেমময়ের এই দিব্যরূপ ফুটিয়া উঠে নয়ন পথে। বিষয়কে বিষয় বলিয়া, দৃশ্যকে দৃশ্য বলিয়া আর অনুভব হয় না।

"ইন্দ্রিয়ানামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা,
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমঃ নমঃ॥"

ইন্দ্রিয়ের যিনি অধিষ্ঠাত্রী অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়ের রূপ ধারণ করিয়াছেন, সেই তিনি প্রকটিত হইয়া উঠেন স্থূল ইন্দ্রিয়কে অভিভূত করিয়া তাঁহার দিব্যরূপ ধারণ করিয়া। দৃশ্য সকলও অভিভূত হয়, আচ্ছাদিত হয়, এই দৃশ্য সকলের যিনি অধীশ্বর তাঁহার দিব্য আবির্ভাবে। হিমালয়কে একটা পাহাড় বা কতগুলি পাথর ও বৃক্ষগুল্মাদির সমষ্টি বলিয়া মনে হয় না, মন ইহা ভাবিতেও ভীত হয়, লজ্জিত হয়। মন ভাবিবার পুর্ব্বেই চক্ষু দেখিতে পায় সেই চিরসুন্দরকে পাথরে, বৃক্ষগুল্মাদিতে। দেখিতে পায় সেই চিরসুন্দরই পাথর, বৃক্ষ, গুল্ম সাজিয়া বিরাজিত রহিয়াছেন। তিনি যেন তাঁহার সঙ্গেই লুকোচুরি খেলিতেছেন বহুরূপ ধরিয়া। যিনি চিরসুন্দর, যিনি চিন্ময় তিনি কিরূপে, কোন মোহিনী শক্তিকে অবলম্বন করিয়া জড় হইতে পারেন, অচেতন হইতে পারেন, ইহাই ভাবিতে গেলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। লোকালয়ে কর্ম্ম কোলাহলের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়বর্গ বিকারগ্রস্ত থাকে। তাহারা তাহাদের প্রভুকে, ধাতাকে, সাক্ষীকে, নিবাসকে দেখিতে পায় না। বিষয় বস্তু সকলকেও বিকারী ইন্দ্রিয়বর্গ জড় ও অনৃত বলিয়া সম্ভোগ করে। বিষয়ের মধ্যে অমৃতময়কে দেখিতে পায় না। ইন্দ্রিয়ই প্রভু সাজিয়া বিষয়কে সম্ভোগ করিতে করিতে বিশ্বের দিকে উন্মাদের মত ছুটিয়া বেড়ায়। বিষয় তাহাকে প্রলুব্ধ করে, কিন্তু নিকটে আসে না, ধরা দেয় না। ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা ধীরে ধীরে বাড়িয়াই চলে। সে বিষয় হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়ান্তরের দিকে প্রলুব্ধ হইয়া মলিন হয়, ক্ষত বিক্ষত হয়। সে দুঃখ পায়, লাঞ্ছিত হয়।

"যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখ যোনয় এব তে,
আদ্যন্তবন্ত কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥"

ইন্দ্রিয় তাহার অধিষ্ঠিত চেতনাকে—চিন্ময় দেবতাকে না দেখিয়া নিজেই প্রভু সাজে। তাই বিষয়ের সংস্পর্শে সে দুঃখ পায়। বিষয় ইন্দ্রিয়ের অধীন হইয়া, ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সম্মত হয় না। কারণ বিষয়ের সাজে যিনি রহিয়াছেন তিনি যে চিন্ময়, অমৃতময়। যিনি চিন্ময় তিনি জড়ত্ববাদী ভ্রান্তদর্শী ইন্দ্রিয়ের অধীন কিরূপে হইবেন বল? তাই ইন্দ্রিয়বর্গকে দুঃখ দিয়া, শোক দিয়া তিনি বার বার জানাইয়া দেন—ভূতে ভূতে প্রতি ভূতেই আমি বিদ্যমান রহিয়াছি। যতদিন জড় বলিয়া, হে ইন্দ্রিয়বর্গ! তোমরা প্রভু সাজিয়া আমাকে ভোগ করিবে ততদিনই দুঃখ পাইবে, শোক পাইবে। এই স্থূলদর্শিগণই, এই জড়ত্ববাদিগণই কর্ম্মপাশে বদ্ধ হয়। আর যাহারা তাঁহাকে দেখে ঐ 'ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্', ঐ 'ইন্দ্রিয়ণামধিষ্ঠাত্রী', ঐ 'ভুতানাঞ্চাখিলেষু যা' সেই বিরাটকে সেই ভুমাকে 'চরাচরে দেখে, (ইন্দ্রিয়রূপে দেখে, বিশ্বের প্রতি বস্তুতে দেখে) সেই অমৃতকে পায়, সেই অমৃতকে পায়, সেই অমৃতকে পায়। সেই সাধক ভূমি, জল, অগ্নি, বাতাস, আকাশ, মন, প্রাণ ও নিজেকে নিজে প্রণাম করিতে করিতে বলে—

ভুরম্ভাংস্যনলোঽনিলোঽম্বরমহর্নাথো হিমাংশুঃ পুমান্,
ইত্যাভাতি চরাচরাত্মকমিদং যস্যৈব মূর্ত্ত্যষ্টকম্।
নান্যৎ কিঞ্চন বিদ্যতে বিমৃশতাং যস্মাৎ পরস্মাদ্ বিভোঃ
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥

হরিদ্বারের সেই নিভৃত কক্ষে বসিয়া আমি আবার দেখিতে পাইলাম আমার প্রিয়তমকে, আমার আরাধ্য দেবতাকে, আমার অন্তরের নিধিকে, আমার শিবকে, ঐ হিমালয়ের প্রস্তরে, বৃক্ষে, গুল্মে। দেখিতে পাইলাম প্রতি ধূলিকণায়, দেখিতে পাইলাম ঐ স্বচ্ছ সলিলা মা গঙ্গার প্রতি বিন্দুতে বিন্দুতে। দেখিতে পাইলাম আমার পরিচিত সেই চির পুরাতন বিভুকে এইখানে নানা-রূপে, নানাবর্ণে, নানা গন্ধে শব্দে ও স্পর্শে। অনুভব করিলাম—অন্তর দিয়াই অনুভব করিলাম আমার অন্তরে যে বিভু বিদ্যমান, সেই বিভুই নানা মূর্ত্তিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার সম্মুখে। আজ তাহাকে তিনি চিনিয়া লইয়াছেন। তাই বাহির ও বিশ্বে আজ এত কোলাকুলি এত গলাগলি। অন্তরের নিধি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরের নিধি অন্তরের সঙ্গে মিশিয়া এক হইল। অন্তর ও বাহির বলিয়া ভেদ রহিল না। স্থাবরে, জঙ্গমে এবং ওষধিতে, বনস্পতিতে সেই সুন্দর বিভু জাগ্রত হইয়া উঠিলেন।

তাই বলিতেছিলাম এই রূপ মাধুরীকে বর্ণনা করিবার ভাষা সাহিত্যিকের নাই। 'মুকাস্বাদনবৎ' এই রসময়কে, এই বিরাট্‌কে, এই সত্যকে, এই শিবকে ধ্যান করিতে করিতে, আস্বাদন করিতে করিতে মুক হইয়া যাইতে হয়। যে আস্বাদন করে সে যে ধীরে ধীরে তাঁহার সঙ্গে একীভূত হইয়া যায়। দেহ-বোধ শিথিল হয়, ইন্দ্রিয়বোধ শিথিল হয়, জীবত্বের অহমিকা নিমজ্জিত হয় ঐ রসময়ের রসে। কবির ভাষায় তখন বলিতে হয়—

(ওহে প্রেমময়!)
"ভরি এ দেহ, মন, প্রাণ
কি অমৃত চাহ তুমি করিবারে পান।"

শুধু বাহির বিশ্বকে আচ্ছাদিত করিয়া, অভিষিক্ত করিয়া, অতিরঞ্জিত করিয়া এই মধুময় আবির্ভূত হন তাহাই নহে। তিনি দেহ মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়বর্গকেও আচ্ছাদিত করেন, রঞ্জিত করেন, অমৃতধারায় সঞ্জীবিত করেন। সর্ব্ব ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত অথচ সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ধর্ম্মসমন্বিত এই বিরাট্ চিন্ময় বিভু! তাঁহার কোন অবয়ব নাই, তাঁহার কোন বিশিষ্ট ইন্দ্রিয় নাই, অথচ তিনি সমস্ত ভূতের অন্তরও বাহির পরিব্যাপ্ত হইয়া চিরকাল অবস্থিত রহিয়াছেন।

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥"
"সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥"

নির্গুণ হইয়াও তিনি এইখানে গুণময় হন, গুণের ভোক্তা হন। তাঁহাকে আমরা স্তরে স্তরে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবস্থায় অনুভব করিতে পারি। একেবারে জড়ত্বের অনুভূতি হইতে আমরা নির্গুণে পৌছিতে পারি না। মূর্ত্তিবাদের অন্তরালে যখন চিন্ময় সত্তার অনুভূতি অন্তরে জাগে, তখন তাঁহাকে আমরা অনুভব করি, 'ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্'। তিনি চরাচর ব্যাপিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহিয়াছেন, এখানে চরাচরও রহিয়াছে তিনিও রহিয়াছেন এই অনুভূতি জাগে। শ্রদ্ধার সহিত নিরন্তর তাঁহার সেবা করিতে করিতে অনুভব হইতে থাকে চরাচর বিশ্ব তাঁহাতে অবস্থিত, তাঁহাতে বিধৃত, তাঁহাতে জাত এবং তাঁহাতেই বিলীনপ্রাপ্ত হইতেছে। সর্ব্বেন্দ্রিয়ধর্ম্মসমন্বিত এক বিরাট পুরুষ বিশ্বের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে রহিয়াছেন। তিনি 'ভূতভৃন্নচভূতস্থো।'

এই অনুভূতির স্তরে আসিলে ক্ষণে অনুভব হয় তিনি ভূত সকলের পাতা, ধাতা, বিধাতা। ক্ষণে অনুভব হয় তিনিই বিশ্বভুবন রূপে সাজিয়াছেন। ক্ষণে অনুভব হয় বিশ্বভুবন তাঁহাতে গলিয়া মিশিয়া যাইতেছে। তাই বলিতেছিলাম—অন্তর ও বাহিরে আমরা প্রেমের এক নিবিড় বন্ধনে সম্বদ্ধ ইহা অনুভব করি। আরও গভীরে প্রবেশ করিয়া অনুভব করি—অন্তর ও বাহির বলিয়া দুইটী স্থান নাই আছে শুধু অন্তরই। ময়া ততং ইদং সর্ব্বম জগৎ অব্যক্ত মূর্ত্তিনা।' এইখানেই আমরা অনুভব করিতে থাকি সেই সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত অথচ সর্ব্ব ইন্দ্রিয় ধর্ম্মসমন্বিত বিরাট চৈতন্যকে। অনুভব করি মানে তাঁহার সঙ্গে মিশিয়া যাইতে থাকি। তাঁহার সত্তায় সত্তাবান হই, তাঁহার চেতনায় চিরজাগ্রত হই, তাঁহার আনন্দে আনন্দময় হই। দেহের গণ্ডী, ইন্দ্রিয়ের গণ্ডী এখানে থাকে না। এখানেও গুণের সংমিশ্রণ অনুভূত হয়, গুণাতীত ক্ষেত্র ইহারও উর্দ্ধে।

সেই গুণাতীত আত্মাকে—বিভুকে স্থূলবুদ্ধি মানুষের নিকট প্রকাশ করিতে যাইয়াই ঋষিগণ তাঁহার লিঙ্গ মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন। লিঙ্গ শব্দের অর্থ চিহ্ন। যাহার কোন চিহ্ন নাই, অবয়ব নাই, সেই দিব্য পুরুষকে কোথাও শিবলিঙ্গ মূর্ত্তিতে, কোথাও শালগ্রাম শিলা মূর্ত্তিতে, স্থাপন করিয়াছেন ঋষিগণ। লিঙ্গ বলিতেই পুরুষ দেহের অঙ্গ বিশেষ যাহারা মনে করে তাহারা অজ্ঞ। অনেকে ভাবিয়া থাকে গৌরীপীঠের উপর অর্থাৎ একটি স্ত্রীচিহ্নিত অঙ্গের উপর এই পুরুষ চিহ্নিত অঙ্গ সংস্থাপিত। ইহারা ভ্রান্ত-দর্শী। শুধু ভ্রান্ত নহে তাহাদের চিত্ত পাপে অত্যন্ত কলুষিত। যাহা হউক, আমরা বলিতেছিলাম—সেই সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়-ধর্ম্ম-সমন্বিত একজন রহিয়াছেন। তাঁহারও উর্দ্ধে রহিয়াছেন সেই নির্গুণ, সর্ব্বগুণের দ্রষ্টা। নির্গুণকে প্রকাশ করিতে যাইয়া ত্রিগুণের বেদী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উর্দ্ধে সংস্থাপিত করিলেন এই লিঙ্গ মূর্ত্তি। সেই 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'কে প্রতিষ্ঠা দিলেন স্থূলে লিঙ্গ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূর্ত্তিতে আর ত্রিগুণকে প্রতিষ্ঠা দিলেন পীঠভূমি রূপে। নির্গুণ হইতে গুণের সূক্ষ্ম স্তরে আসিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়-ধর্ম্ম-সমন্বিত অথচ ইন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত বিরাট্ বিভুকে আমরা পাই জগন্নাথের মূর্ত্তি কল্পনার মধ্যে। মূর্ত্তিবাদীদিগকে বুঝাইবার জন্য এইরূপ রূপের কল্পনা ঋষিগণ করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষাও স্থূল ও সূক্ষ্মের সংমিশ্রণে নামিয়া আসিলে, আমরা পাই গুণ ও ধর্ম্ম সমন্বিত বিভিন্ন দেবদেবীর অস্তিত্ব। হিন্দু ধর্ম্মের এই নিগূঢ় তত্ত্ব পূর্ব্বাচার্য্যগণ বুঝাইবার জন্য কতই না চেষ্টা করিয়াছেন। ভাবাতীতকে, গুণাতীতকে, বিরাটকে, মহানকে সাধারণ মানুষ কল্পনাও করিতে পারে না। তাই তাঁহাকে স্থূলে রূপ দিয়া, মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। একটি ছোট ম্যাপে বা গ্লোবে যেমন পৃথিবীকে বুঝাইতে চেষ্টা করা হয় ইহাও প্রায় তদ্রূপ। কিন্তু ঋষিদের সাধু প্রচেষ্টাকে আজ কদর্থ করিয়া, পাপ চিত্ত নিয়া অন্যভাবে অনেকে কল্পনা করিতেছে।

দক্ষেশ্বর শিব সেই বিরাট ব্রহ্মেরই প্রতিভূ। বহির্ম্মুখীন জড়ত্ববাদী, দেহ ও ইন্দ্রিয় সর্ব্বস্ববাদী দক্ষের এবং বহু অজ্ঞ পুরুষের ভ্রান্তি তিনি অপনোদন করিয়াছিলেন তাহাদের অন্তরে আবির্ভূত হইয়া এই পুণ্যক্ষেত্রে। ইতিহাসে পুরাণে গল্পচ্ছলে এ সম্বন্ধে বহুকথা রহিয়াছে। গল্প রচনা হইয়াছে স্থূলবুদ্ধি-সম্পন্ন জীবকে বুঝাইবার জন্য। বস্তুতঃ এই দক্ষযজ্ঞ প্রতি জীবের জীবনেই সংঘটিত হইতেছে। জীব যখন জড়ত্ববাদী থাকে তখনই সে দক্ষসদৃশ হয়। সেই জীব যখন বহু শাখাকে ছাড়িয়া জড়ত্ব দৃষ্টি ছাড়িয়া ঊর্দ্ধে সেই একত্বের দিকে মূলের দিকে দৃষ্টি ফিরায় তখনই তাহার অন্তরে জ্ঞানময় শিবের আবির্ভাব হইতে থাকে। জড়ত্ববাদী দক্ষ। এই জড়ত্ব দৃষ্টি বিনষ্ট হয় অন্তরস্থিত শিব একদিন অন্তর ও বাহির পরিব্যাপ্ত করিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইলে। তখন পাই আমরা দিব্য-দর্শন, দিব্য-চেতনা। সেই শিবের কথাই এতক্ষণ বলিতেছিলাম।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে আমাদেরও অনেকের ন্যায়ই জড়ত্ব দৃষ্টি ছিল। বিশ্বে তাঁহাকে দেখি নাই, অন্তরেও তাঁহাকে দেখি নাই। আজ বহু জন্মের দক্ষকে বিমর্দ্দিত করিয়া সেই চিরন্তন শিব অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছেন। তাই বিশ্বে ও অন্তরে তাঁহার এই শিহরণ। ঊর্দ্ধে তাঁহার মূল, অধোদেশে তাঁহার শাখা. ঊর্দ্ধে তিনি এক, অধোদেশে তিনি বহু। জড়ত্ব-দৃষ্টিতে তিনি বহু, ব্রহ্ম-দৃষ্টিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি এক। বহুর মধ্যে একই অনুস্যূত রহিয়াছেন ইহা সহজ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। গুরু কৃপায় চক্ষু উন্মীলিত হইলে তিনি ধরা দেন অন্তরে ও বাহিরে।

তিনি বিশ্বের আদি, তিনি বিশ্বের বীজ। আবার তিনিই আর্ত্তজীবের ভয়হারী শিব। ঋষিগণ তাঁহার পঞ্চ বক্ত্রেরও কল্পনা করিয়াছেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্য এই পঞ্চবক্ত্র বিশিষ্ট শিবকে দেখিয়াই বলিয়াছিলেন—

নানাছিদ্র ঘটোদরস্থিত মহাদীপ-প্রভা-ভাস্বরম্
জ্ঞানং যস্য তু চক্ষুরাদিকরণদ্বারা বহিঃস্পন্দতে
জানামীতি তমেব ভান্তমনুভাত্যেৎ সমস্তং জগৎ
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নমঃ ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥

একটি লণ্ঠনের মধ্যে একটী প্রদীপ বসাইয়া দিলে সেই লণ্ঠনস্থিত বিভিন্ন রংএর কাচের মধ্য দিয়া যেমন দূর হইতে প্রদীপটীকে বিভিন্ন রংএ রঙ্গীন মনে হয় অথচ অভ্যন্তরে একই রংএর প্রদীপ রহিয়াছে দেখা যায়, সেইরূপ আমাদের অন্তরেও যে অন্তরাত্মা রহিয়াছেন তিনি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্মে রঞ্জিত হইয়া বিভিন্ন ভাবে বাহির বিশ্বে বিকীর্ণ হইতেছেন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া তিনি অন্তর হইতে বাহিরে সংযোগ স্থাপন করেন বলিয়া তাঁহার পঞ্চ বক্ত্রের কথা বলা হইয়াছে। ত্রিকালদর্শন করেন বলিয়া তাঁহার ত্রিনয়ন। ত্রিপুটীকে একত্বে পরিণত করেন বলিয়া তাঁহার হাতে ত্রিশূল। বিভিন্ন ঋষি সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে অবতরণের সময় বিভিন্ন ভাবে এই জ্ঞানময় পুরুষকে দেখিয়াছেন। গুণাতীতে তিনি এক, গুণের সংমিশ্রণে দেশ কালের গণ্ডীর মধ্যে তিনি যখন অবতরণ করেন তখন তিনি বহু। তাই বহু দেবদেবীর বর্ণনা অথবা একই দেবতার বিভিন্ন ভাবের ও রূপের বর্ণনা হিন্দু শাস্ত্রে রহিয়াছে। পৌরাণিক কাহিনীর মধ্য দিয়া দক্ষেশ্বর শিবকেও সেইরূপ গল্প রচনা করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। অধিকাংশ গল্পই রূপক। অজ্ঞজনকে বুঝাইবার জন্যই এইরূপ গল্পের রচনা হইয়াছিল। এখনও কথকঠাকুরগণ এইরূপ গল্প বলিয়া থাকেন। তত্ত্ব দৃষ্টি খুলিলে আর গল্প শুনিবার প্রয়োজন হয় না।

'মোদী ভবনে' বসিয়া যে বিরাট্ বিভুকে অন্তর ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত বলিয়া অনুভব করিলাম তিনিই ত দক্ষেশ্বর শিব। অন্তর ও বাহির হইতে জড়ত্ব দৃষ্টি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

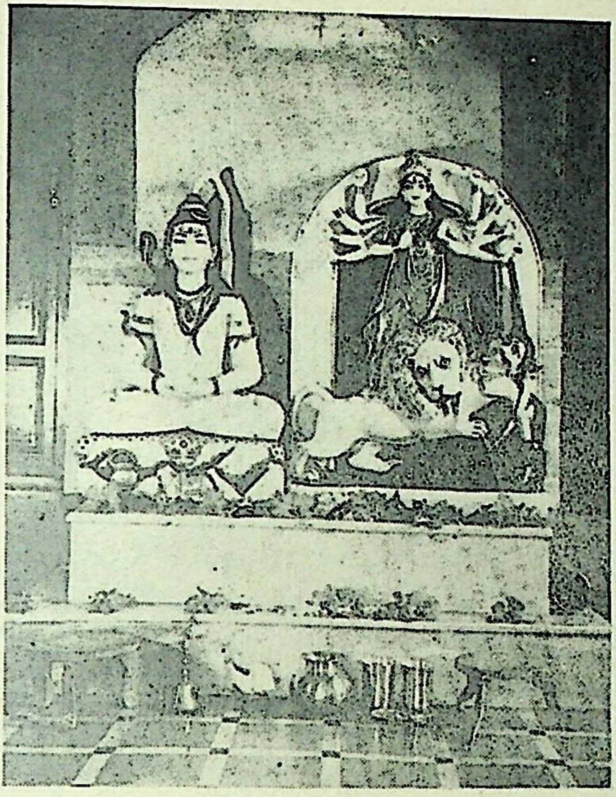

শিব-দুর্গা, কোন্নগর

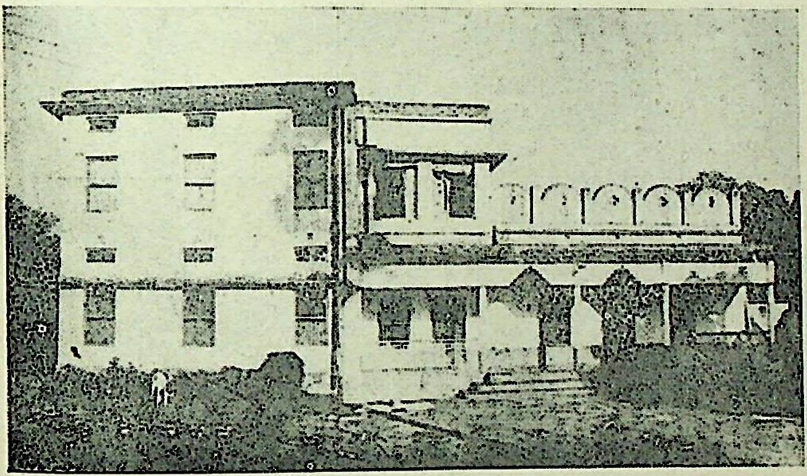

দেবসঙ্ঘ মঠ, কোন্নগর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাশ করিয়া, দক্ষযজ্ঞকে নাশ করিয়া অন্তর ও বাহির ভেদাভেদ দূর করিয়া অথচ অন্তর ও বাহিরকে পরিপূর্ণ করিয়া তিনি আবির্ভূত হইলেন সচ্চিদানন্দ-ময়রূপে। তাঁহার সঙ্গেই ত জীবনের নিবিড় সম্বন্ধ। ক্ষণে তিনি দিব্য মূর্ত্তিতে প্রকটিত হন, ক্ষণে তিনি সুপ্ত চেতনায় স্মৃতিতে উদ্ভাসিত থাকেন।

এই বিরাট পুরুষের অনুভূতি জীবনে একবার মাত্র লাভ করিলে কখনও বিস্মৃতি হয় না। কোন ব্যক্তি তাহার বাড়ী হইতে—দেশ হইতে দূর দূরান্তরে গেলেও যেমন তাহার বাড়ীর কথা দেশের কথা ভুলিয়া যায় না, সুপ্ত মনে স্মৃতিতে তাহা অঙ্কিত থাকে, এই ব্রহ্মানুভূতির স্মৃতিও সেইরূপ মনের তলদেশে এমন রেখাপাত করে যে তাঁহার বিস্মৃতি কোন অবস্থায়ই ঘটে না। বিস্মৃতি না ঘটিলেও অনুভূতির দিব্য চেতনায় যে আনন্দ ও তৃপ্তি পাওয়া যায়, স্মৃতিতে অবস্থানকালে সে আনন্দ ও তৃপ্তি থাকে না। অনুভূতি যত গভীর হয়, ব্যাপক হয়, আনন্দও তত অধিক লাভ হয়। ইহাই সবিকল্প সমাধির অবস্থায় সগুণ ব্রহ্মের অনুভূতি। এই অনুভূতি প্রগাঢ় হইলেই মৃত্যুভয় দূর হয়। জীবত্বের অহঙ্কার শিথিল হয়। 'বিদ্যুৎ নিমেষবৎ' ক্ষণকাল এই অনুভূতিতে যে শান্তিলাভ হয় তাহার প্রলোভনেই পুনঃ পুনঃ এই অনুভূতি লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগে। ক্ষণকাল তাঁহাকে পাইয়া, ক্ষণকাল তাঁহাতে অবস্থিতি লাভ করিয়া চিরতরে ধন্য হইলাম ইহা বলা চলে না। চাই—তাঁহাকে আরও চাই এই কথাই অন্তর বলিতে থাকে। নিভৃতে শান্ত পরিবেশে তাঁহাকে গভীরভাবে পাওয়া যায়। আজ তাই এই শান্ত পরিবেশে আসিয়া তাঁহাকে পুনরায় গভীরভাবে লাভ করিলাম। "ধন্য হ'ল অঙ্গ মম, পূর্ণ হ'ল অন্তর।" বড়ই মধুময় তাঁহার স্পর্শ, বড়ই লোভনীয় তাঁহার আকর্ষণ ; একবার তাঁহাকে পাইলে আর ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। 'মোদী ভবনের' নিভৃত কুঞ্জে বসিয়া আমার প্রেমময়ের সোহাগ আকণ্ঠ পান করিতে লাগিলাম। যখন তাঁহাকে পাই তখনই তাঁহাকে অতি কাছে কাছে পাই। সেই নিভৃত কুঞ্জে শুধু তিনি আর আমি, মাঝে কেহ নাই, কোন বাধা নাহি ভুবনে। যিনি আমার অন্তর ও বাহির পরিপূর্ণ করিয়া, আমার জীবনরূপী দক্ষকে মর্দ্দিত করিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন, তাঁহারই প্রাচীন লীলাভূমি দেখিবার জন্য একদিন আকাঙ্ক্ষা জাগিল। সেই কোন্ যুগে প্রথম তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কোন্ ভাগ্যবান জীবের অন্তর রাজ্যে, তাহারই প্রাচীন স্মৃতি রহিয়া গিয়াছে ঐ পুণ্যভূমি কন্‌খলে। আজিও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই পুণ্য ভূমির প্রতি ধূলিকণা পবিত্র। ইচ্ছা হইল সেই পবিত্র ভূমির, দিব্য ভূমির ধূলিকণা অঙ্গে মাখিতে। ইচ্ছা হইল দক্ষেশ্বর শিবকে নিবিড় প্রেমা-লিঙ্গনে জড়াইয়া ধরিতে সেই পুণ্য ভূমিতে যাইয়া। বেলা তখন প্রায় ৮৷৷০টা হইবে। ধীরে ধীরে আপন কক্ষ হইতে বাহির হইলাম। ত্রিতল হইতে নীচে নামিয়া গেলাম, দেখিলাম এতবড় বাড়ীর কোথাও কেহ নাই। ধীরে ধীরে বাড়ীর ফটক পার হইয়া একটু অগ্রসর হইতেই দেখিলাম এক রিক্সাওয়ালা আমার দিকে আসিতেছে।

এক কথাতেই সে কনখল যাইতে রাজী হইল, যাতায়াত ভাড়াও ঠিক হইল। সুশীতল বাতাস, স্নিগ্ধ নীল আকাশ, সবই শিবময়, সবই অমৃতময়। যেন চৈতন্যের সাগর বাহিয়া চিরসুন্দর শিবের সোহাগময় স্পর্শ অনুভব করিতে করিতে আমার দিব্য-রথ চলিল সেই মৃত্যুঞ্জয় মহাভৈরবের দিব্য-ধামে। পথের চারদিকের দৃশ্য শিবময়, চিন্ময়। চিন্ময় তরণীতে বসিয়া চিন্ময় সমুদ্রের বুকে আমি ভাসিয়া চলিয়াছি—চিন্ময় রাজরাজেশ্বরের গৃহে। তাঁর সোহাগভরা স্পর্শে অঙ্গ শিথিল, মন অবশ, চেতনা বিলুপ্তপ্রায়। বিবশ হইয়া চলিলাম। মন্দিরের দ্বারে নামিয়া কিছু ফুল ও মালা সংগ্রহ করিয়া চলিলাম সেই রাজরাজেশ্বরের সান্নিধ্যে। একা—শুধু একা। কিছুদূর অগ্রসর হইলেই এক শয়তান আসিয়া ভুলপথে নিতে চেষ্টা করিল। পয়সার লোভে পাণ্ডা নামধারী এই শয়তান সামনে আসিয়া বলিল—প্রথম এইদিকে চল, এদিকে দর্শন করিয়া পরে শিবদর্শনে যাইতে হয়। আমি যে আমার শিবকে চিনি, পথও জানি। তাই শয়তানের কথায় বিভ্রান্ত হইলাম না। আমার চেনা পথে, আমার চেনা দক্ষেশ্বরের গৃহে তাঁহারই আকর্ষণে পৌঁছিলাম। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখি সেই প্রেমময় দেবতা একা আমরই প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে মালা পরাইলাম, পুষ্পাঞ্জলি ঢালিয়া দিলাম, বিবশ হইয়া জড়াইয়া ধরিলাম। জানি না কতক্ষণ তিনি তাঁহার প্রেমসিন্ধুতে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যখন বাহ্য চেতনা ফিরিয়া পাইলাম তখন দেখি মন্দিরের এক প্রান্তে এক পুরোহিত প্রসাদ হাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দক্ষিণে ও বামে আগত ভক্ত-গণকেও দেখিলাম। দেখিলাম আমার আরাধ্য শিবই ভক্তের সাজে, পুরোহিতের সাজে তাঁহারই গৃহে সমাগত। তাহাদিগকেও মনে মনে প্রণাম করিলাম। দক্ষিণা প্রদান করিয়া মায়ের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকটেই সেই মন্দির, যিনি শিব তিনিই শিবানী। যিনি পিতা তিনিই মাতা, যিনি ঈশ্বর তিনিই ঈশ্বরী। লীলা করিবার জন্য একেরই দুই নাম, দুইরূপ। অভেদে ভেদ কল্পনা করিয়াই ত লীলা। শিবানীর গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সম্মুখে মন্দিরের একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলাম। মন্দিরে উপবিষ্ট হইলাম ইহা বলিলে বেশ ভুল হয়, উপবিষ্ট হইলাম আমার স্নেহময়ী মায়ের ক্রোড়ে। তাঁহার ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহারই দিব্য চেতনায় জাগ্রত থাকিয়া তাঁহারই দিব্যরূপ দেখিতেছিলাম। 'আকাশ বাতাস ধরা, সে যে তোমায় দিয়ে ভরা'। এই ব্রহ্মাণী ব্রহ্মজননীকে, বৈষ্ণবী বিষ্ণুপ্রসূতিকে, শিবানী শিবমাতাকে দর্শন করিতে করিতে তাঁহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার সঙ্গে মিশিয়া নিজেকে ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া গেলাম।

জীবচেতনায় ফিরিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম—

ত্বং পরা পরমাশক্তি ত্বমেব শিববল্লভা।
ত্রৈলোক্য-উদ্ধারহেতু ত্বং অবতীর্ণা যুগেযুগে॥
প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তিহারিণী।
ত্রৈলোক্যবাসীনাং ঈড্যে লোকানাং বরদা ভব॥
পুত্রাণাং বরদা ভব।

ওঁ শান্তিঃ॥

অন্ন দাও মা অন্নপূর্ণা

(কোন্নগর আশ্রমের প্রথম পূজা উপলক্ষে)

১৩৬৪ সাল

অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বাত্যা, প্লাবন ও দুর্ভিক্ষের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিয়া—'অন্ন দাও মা অন্নপূর্ণা।' ঋক্‌বেদের আত্মদর্শী ঋষিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া যুগে যুগে মানুষ তোমার নিকট প্রার্থনা করিয়া আসিতেছে—'অন্ন দাও মা অন্নপূর্ণা।' তুমি কে, তোমার কত মহিমা, তাহা সাধারণ মানুষ জানে না। অন্তর রাজ্য হইতে—দিব্য রাজ্য হইতে তোমাকে অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে রূপদান করিয়া গিয়াছেন আপ্তকাম ঋষিগণই। তাঁহারা ধ্যানে তোমাকে দেখিয়াছিলেন। সাধারণ মানুষ ধ্যান করিতে জানে না। দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সুখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুঃখের তরঙ্গেই তাহারা বিক্ষুব্ধ। কি গভীর গহনতত্ত্ব জীবের সঙ্গে, জগতের সঙ্গে লুক্কায়িত রহিয়াছে তোমার, তাহা সাধারণ মানুষ আজও জানে না। যেখানে আদর্শবাদিগণ তুমি প্রতিষ্ঠিত আছ জানিয়া প্রণাম করে, প্রার্থনা করে, তথায় সাধারণ মানুষও দলে দলে যায়। যথাশক্তি শুচি ও পবিত্র হইয়া তাহারা দুর্দ্দিনে প্রণত হইয়া প্রার্থনা করে—'অন্ন দাও মা অন্নপূর্ণা।' তুমি যেখানে বিরাট তুমি যেখানে সূক্ষ্ম তথায় সাধারণ মানুষের দৃষ্টি যায় না। তাহারা স্থূলে একটি রূপকে আশ্রয় করিয়া তোমাকে ভাবিতে, প্রার্থনা করিতে অভ্যস্ত। তাই দুর্দ্দিনে তাহারা মন্দিরে তোমার মূর্ত্তির সম্মুখে প্রণত হইয়া প্রার্থনা করে — 'অন্ন দাও মা অন্নপূর্ণা।'

শুধু মাটী হইলেই ফসল জন্মায় না। শুধু পরিশ্রম করিলেই শস্য উৎপন্ন হয় না। মানুষের পার্থিব চেষ্টার সঙ্গে দৈবশক্তি যদি অনুকূল হয়, তবেই ধনধান্যে বসুন্ধরা পরিপূর্ণ হয়। ভারতীয় মানুষদের ইহা সাধারণ মনোবিজ্ঞান। দীর্ঘদিন বিধর্মীদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়াও ভারতের মানুষ ইহা ভুলিতে পারে নাই। ভুলিতে পারে নাই তাহারা ঊর্দ্ধতম শক্তির সঙ্গে, দৈব-শক্তির সঙ্গে নিবিড় বাঁধনে বদ্ধ। এই দৈব শক্তির দিকে লক্ষ্য করিয়াই ঋষিগণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বাত্যা, প্লাবন ও দুর্ভিক্ষের হাত হইতে মানুষকে রক্ষা কর, দেশকে বাঁচাও, ওগো ঐশী শক্তি তুমি! লৌকিক জগতের সঙ্গে, মানুষের স্থূল দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে, মানুষের সুখদুঃখ ও ভালমন্দের সঙ্গে অন্তর্জগতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই জগতের প্রত্যেক মানুষ, প্রতি ধূলিকণা দৈব জগতের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। দেবতাদের প্রসাদে মানুষ তাহার প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করিয়া পার্থিব সুখের অধিকারী হইতে পারে।

> দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
> পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥…গীতা

যজ্ঞদ্বারা, প্রার্থনা দ্বারা তোমরা দেবতাগণকে সম্বর্দ্ধনা কর এবং দেবতাগণও তোমাদিগকে দৈব প্রতিকূল হইতে রক্ষা করিয়া সমৃদ্ধিশালী করিবে। এইরূপ পরস্পরের ভাবনা দ্বারা তোমরা পরম মঙ্গল লাভ করিবে।

> "কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্তঃ ইহ দেবতাঃ।
> ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥…গীতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহারা এই জগতে অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহের সিদ্ধি কামনা করিয়া দেবতার অর্চ্চনা করিয়া থাকে তাহাদের সত্বর সিদ্ধিলাভ হয়।

দেবতার কৃপায় প্রতিকূল অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া মানুষ জগতে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হইতে পারে ইহা ভারতবাসীর নিকট নূতন কথা নহে। কিন্তু সেই দেবতার সঙ্গে কিরূপে যোগসূত্র রক্ষা করিতে হইবে তাহা অনেকেই জানে না। মনুষ্যলোকের ও দেবলোকের ঊর্দ্ধে যে বিরাট অধ্যাত্ম জগৎ রহিয়াছে, তাহার সন্ধান ভোগ-লোলুপ জীব সহজে জানিতে পারে না। সে তত্ত্ব 'নিহিতং গুহায়াম্।' চিরদিনই ঐ গভীর গহন তত্ত্ব গুপ্তধনের ন্যায় মানুষের হৃদয়গুহায় লুক্কায়িত। সাধারণ মানুষের নিকট লুক্কায়িত থাকিলেও, তোমরা আজ যাহারা অধ্যাত্ম জগতে অগ্রসর হইতেছ, তাহাদের নিকট এ তত্ত্ব দুর্লভ নহে। পথ দুর্গম বটে, কিন্তু বস্তু দুর্লভ নহে। যাহারা দৈব লোকের ও অধ্যাত্ম লোকের সন্ধান কিছু কিছু পাইয়াছ তাহাদের জন্যই বিশেষভাবে এই প্রবন্ধ আমি লিখিতেছি। সাধারণ মানুষ অজ্ঞ বলিয়া তাহাদিগকে ও বর্ত্তমান জাতিকে ধিক্কার দিয়া তোমরা বিরত থাকিও না। তাহারাও একদিন তপস্বী হইবে, জ্ঞানী হইবে। বিজ্ঞানের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া যাহারা অধ্যাত্মবাদকে উপহাস করে তাহাদিগকে ভৎর্সনা করিলেই তোমাদের কর্ত্তব্যের শেষ হইল ইহা মনে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইও না। তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য পালন কর।

ঐ দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট, ঐ পথভ্রান্ত মানবগোষ্ঠীর আর্ত্তনাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া তোমরাও ব্যথিত হৃদয়ে আর্তকণ্ঠে দীপ্তমন্ত্রে দেবতাগণকে জানাও—ঐ অন্নপূর্ণাকে জানাও "বুভুক্ষানল-তপ্তানাং পুত্রাণাং হর দুর্গতিম্"। যুগে যুগে সাধারণ মানুষ দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়াছে, অসুরের হাতে নিপীড়িত হইয়াছে। আপ্ত-কাম ঋষিগণ ও দেবতাগণই তাহাদিগকে বিঘ্ন হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন। এ যুগেও তোমরা নিশ্চেষ্ট থাকিও না। জগৎকে মায়া বলিয়া, মিথ্যা বলিয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকিও না, হৃদয়ের দ্বার রুদ্ধ করিও না। তোমরা জান কি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (মায়াবাদী) অদ্বৈতবাদী আচার্য্য শ্রীশঙ্করও মা অন্নপূর্ণার পাদপদ্মে প্রণত হইয়া বলিয়াছিলেন—

ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি আরও বলিয়াছিলেন—

মাতা মে পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥

বিশ্বভুবনের সঙ্গে তাঁহার অন্তর গ্রথিত রহিয়াছে ইহা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই 'স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্' এই মন্ত্র তিনি বলিয়াছিলেন। মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁহার অন্তর গ্রথিত রহিয়াছে ইহা বুঝিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন—'বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ'। যাঁহারা ঈশ্বরের ভক্ত, যাঁহারা ঈশ্বরের অনুগত তাঁহারাই আমার বান্ধব। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন—পরমপুরুষ অসঙ্গ হইলেও নির্লিপ্ত হইলেও পরাপ্রকৃতি তাঁহারাই নির্দ্দেশে জগৎ খেলায় নিরত। সেই পরাপ্রকৃতি হইতে উদ্ভূত প্রতি মানুষ, প্রতি জীব, প্রতি স্থাবর জঙ্গম একই সূত্রে গ্রথিত। তাই তিনি পরাপ্রকৃতিকে মাতা বলিয়া এবং পরমপুরুষকে পিতা বলিয়া আত্ম নিবেদন করিয়াছিলেন।

তিনি অনুভব করিয়াছিলেন—এই অন্নপূর্ণাই জীবের পঞ্চকোষের অন্নদায়িনী। সাধারণ মানুষ পঞ্চকোষের সন্ধান জানে না। জানিবার প্রয়োজন বোধও হয় না। স্থূল দেহের সঙ্গে বিজড়িত হইয়া, স্থূল জগতকে সাম্‌নে পাইয়া তাহারা স্থূলকেই যথাসর্ব্বস্ব মনে করে। আঘাত পায় পদে পদে, ঘাত-প্রতিঘাতে বিমূঢ় হইয়া চপলার ন্যায় চমকিয়া উঠে ক্ষণে ক্ষণে। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে—যাহা দেখিতেছি, যাহা পাইয়াছি যাহার মধ্যে অবস্থান করিতেছি ইহাই কি সব নহে? তবে কেন ব্যর্থ মনোরথ হই। যাহা চাই তাহা পাই না। যাহা চাই না তাহা আসিয়া আঘাত করে। এই প্রশ্ন যে দিন মানুষের মনে আসে, সেই দিনই বাহ্যদৃষ্টি হইতে তাহার দৃষ্টি এক দিব্যলোকের ইঙ্গিত পাইয়া ছুটে। তাহার কানে কানে আসিয়া আপ্তবাক্য ধ্বনিত হয়—

'দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।'

যাহা দেখিতেছ—যাহা পাইয়াছ তাহার অন্তরালে রহিয়াছে এক দৈব-জগৎ। দেহের ও ইন্দ্রিয়ের ঊর্দ্ধে—অন্তরালে এই দৈব-জগৎ অবস্থিত। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিশ্বই যথাসর্ব্বস্ব নহে। অতীন্দ্রিয় বিশ্ব তাহা অপেক্ষা অনেক বিরাট, অনেক উজ্জ্বল। তোমার নাগালের বাহিরে হইলেও, তুমি অন্ধ হইলেও সেই বিশ্বকে দেখিতে ও বুঝিতে না পারিলেও তাহা নাই, বিমূঢ়ের ন্যায় ইহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতে পারিতেছ না। ঐ মন্ত্র লক্ষ্য করিয়া চল। দেবলোকের সন্ধান পাইবে। দেবতাদের কৃপায় দুর্গমপথে চলিবার পাথেয় পাইবে। কিন্তু মনে রাখিও বৎস! দৈব-জগতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে যাইয়া এই বাস্তব জগৎকে অস্বীকার করিও না। কর্ম্মময় আমার এই বিশ্ব, কর্ম্ম ত্যাগ করিলে তোমার শরীর যাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না। কর্ম্মময় এ বিশ্বের সঙ্গে দৈব-জগতের আরও সংযোগ স্থাপন কর। 'ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা'। সমস্ত প্রতিকূলকে অতিক্রম করিয়া অচিরে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। তোমার প্রার্থনায় তোমার সিদ্ধিতে এই বিশ্বেরও কল্যাণ সাধিত হইবে। আজ তোমরাও শুধু নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, শুধু কথা ও প্রথা রক্ষার জন্য এইখানে সমবেত হও নাই। শুধু তোমার দুর্গতির কথা, তোমার লাঞ্ছনার কথা নিবেদন করিতেই পাদ্য অর্ঘ্য নিয়ে আস নাই। আসিয়াছ আর্ত্ত বিশ্বের প্রতিনিধি হইয়া, আসিয়াছ আর্ত্ত জীবের পুরোগামী হইয়া।

স্থির হও, আত্ম সম্বেদন জাগাইয়া তুল। জাননা 'দেবোভূত্বা দেবং যজেৎ'। দেবতা না হইলে দেবতাকে জাগান যায় না। ঐ তোমার মনে প্রাণে আগে দেবতাকে জাগাও। প্রতিষ্ঠা দাও তাঁহাকে দহরে, প্রতিষ্ঠা দাও তাঁহাকে অম্বরে ও বিশ্বে। আপ্তকাম ঋষির মন্ত্রে তবেই কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে পারিবে—

প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ, অস্মৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু, অস্মৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ, অস্মৈ দেবত্ব সংখ্যায়ৈ স্বাহা। প্রাণকে প্রতিষ্ঠা দিতে না পারিলে, প্রাণকে জাগাইতে না পারিলে ব্যর্থ হইবে তোমার সব আয়োজন, ব্যর্থ হইবে তোমার পূজার অনুষ্ঠান। তপস্যার প্রভাবে পূতচরিত্র তোমরা কেহ কেহ দিব্য জগতের সন্ধান পাইয়াছ। দেবতার হাত ধরিতে শিখিয়াছ। তাই ত তোমাদের মুখমণ্ডল আজ অত উজ্জ্বল। এস আপ্তকাম ঋষিপুত্রগণ, এস ভারতের সুসন্তানগণ! দুর্ভিক্ষপীড়িত, ক্ষুধার্ত্ত ও আর্ত্ত, দিগ্‌ভ্রান্ত মানবের মর্ম্মবেদনা বহন করিয়া অশ্রুসিক্ত অর্ঘ্য বহন করিয়া আনিয়াছ? তোমরা মানুষের মধ্যে অবস্থান করিয়া মানুষের মর্ম্মব্যথায় ব্যথিত হইয়াছ? ধর, দৃঢ় হস্তে ঐ দেবতার হাত ধর। উদাত্ত কণ্ঠে ঐ সঞ্জীবনী মন্ত্র বল—"বুভুক্ষানলতপ্তানাং পুত্রানাং হর দুর্গতিম্" বুভুক্ষা হইতে পুত্রগণকে পরিত্রাণ কর জননি!

তোমরা জানিয়াছ পরা ও অপরা প্রকৃতিকে? তোমরা জানিয়াছ সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে যিনি বুদ্ধিরও ঊর্দ্ধে, "যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ"। মন ও বুদ্ধির ঊর্দ্ধে উঠিয়া সেই তাঁহাতে নিজেকে ডুবাইয়া কিরূপে অমৃতায়মান হইতে হয়, কিরূপে দুর্জ্জয় কামকে জয় করিতে হয় সেই কৌশল তোমরা জানিয়াছ। তোমরা জানিয়াছ—বুদ্ধির পরপার হইতে সেই দিব্য পুরুষকে সেই রাজরাজেশ্বরকে কিরূপে ভূতে ভূতে প্রতিভূতে এই স্থাবরে জঙ্গমে বরণ করিয়া অবতরণ করাইতে হয়। তোমরা যে গুপ্ত সাধক। আমার অন্তরকে নিংড়াইয়া নিংড়াইয়া, আমার প্রতি রক্তবিন্দুকে জল করিয়া তোমাদিগকে সেই চিন্ময় জগতের সন্ধান দিয়াছি। আমি কৃপণের ন্যায় আমার গুরুদত্ত মন্ত্রকে, আমার তপস্যালব্ধ গুপ্তধনকে হৃদয়গুহায় প্রোথিত করিয়া রাখি নাই। আমি সেই অমৃতময়কে সিঞ্চন করিয়া দিয়াছি—ঢালিয়া দিয়াছি তোমাদের বক্ষে, মনে, প্রাণে। সেই অমৃতময়কে, সেই শিবকে, সেই মঙ্গলময়কে তোমরাও কেহ কেহ জানিয়াছ, দেখিয়াছ, পাইয়াছ। তোমরা জানিয়াছ—গুণাতীত পরমপুরুষ কিরূপে গুণান্বিত হন, কিরূপে তিনি পরা ও অপরা প্রকৃতির রূপ ধারণ করেন। অথচ অসঙ্গ থাকিয়া পরা ও অপরা প্রকৃতিকে পরিচালনা করেন। মায়াতীত হইয়াও, মায়াধীশ হইয়াও, মায়াময় বিশ্বে জীবের কল্যাণার্থে তিনি কিরূপে ভক্তের আকুল আকর্ষণে রূপময় হইয়া আসেন সে তত্ত্বও তোমরা জানিয়াছ। তাই ত তোমরা আমার এত প্রিয়, তাই ত তোমাদিগকে এমন করিয়া বুকের কাছে কাছে আগুলিয়া রাখি। তোমাদের বিপদে হাহাকার করিয়া উঠি, তোমাদের দুঃখে অশ্রুজল ঢালি। সেই আমার আপ্তকামতুল্য পুত্রকন্যাগণ তোমরা আজ আমার মাকে—পরা প্রকৃতিকে—অন্নপূর্ণাকে দেবীরূপে রূপ দিয়া রূপময় বিশ্বে আনিয়া অর্চ্চনা করিতে সমবেত হইয়াছ। তোমাদের পুত মন্ত্রের ঝঙ্কারে মন ও ইন্দ্রিয়ের সোপান বহিয়া, আজ এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বে অবতরণ করিবে আমার মা, তোমাদের মা, বিশ্বের মা, শরণাগত দীন আর্ত্তের মা, কাঙ্গালের মা, বাস্তুহারার মা, ছিন্নকন্থাধারী বৃক্ষতলশায়ী ঐ ভিখারিণীর মা, সদ্য পুত্রশোকাতুরার মা, দীনাতিদীনের মা, দরদী-মা, মরমী-মা, অভয়া বরদা মা। এমন মাকে তোমরা ছিন্ন ভিন্ন বাংলার বুকে আবার আজ বসাইবে, পুজা করিবে, অশ্রুসিক্ত অর্ঘ্য দিবে, তাঁহার রাতুল চরণ বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিবে—

'বুভুক্ষানল তপ্তানাং পুত্রাণাং হর দুর্গতিম্'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের নিকট তোমরা স্থূল অন্নের জন্য ভিখারী হইলেও আমি জানি তোমরা সকলেই বিরোচন নহ। তোমরা ভোগলিপ্সু অসুর নহ। মায়ের দেওয়া চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় ভোগ্য বস্তু পাইয়া সেই ভোগ্যবস্তুর মধ্যেই নিজেকে হারাইয়া ফেলিবে না। মাকে ভুলিয়া যাইবে না। তোমাদের বুদ্ধি অব্যবসায়াত্মিকা নহে, তোমরা ইহলোকের ভোগ্যবস্তু পাইয়া, এমন কি স্বর্গাদি পর্য্যন্ত পাইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে না, ইহা আমি জানি। আমি জানি—তোমরা ব্রহ্মনিষ্ঠ ও মুমুক্ষু। আমি জানি—তোমরা সেই ধামে যাইতে চাও যেখানে গেলে আর আবর্ত্তন বিবর্ত্তন হয় না। যেখানে গেলে কোন দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না। 'যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম'। তোমরা ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াও জনগণের যাহাতে বুদ্ধি ভেদ না জন্মে তজ্জন্য এই বাহ্য পূজায় সমবেত হইয়াছ। তোমরা মাকে চিনিয়াছ বলিয়াই অন্তরে ও বাহিরে কোথাও নিজেকে মাতৃহারা মনে কর না। তাই আজ এই দুঃখময় জগতে এই দুর্দ্দিনে দুর্ব্বিপাকে লাঞ্ছিত মানবগোষ্ঠীর মধ্যে, দিশেহারা মানবগোষ্ঠীর মধ্যে মাকে বরণ করিতেছ, অর্চ্চনা করিতেছ; আর তাহাদেরই প্রতিনিধি হইয়া চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ে আহ্বান করিতে করিতে বলিতেছ—"ভজে ভগবতীং ভব দুঃখ হন্ত্রীম্"।

এস, এস আমার ব্রহ্মনিষ্ঠ পুত্র ও কন্যাগণ, আরও সন্নিহিত হও। ধর ধর এই মৃন্ময়ীর হাত ধর। বল, বল ঐ চিন্ময়ীকে প্রতিষ্ঠা দিয়া বল, তাঁহার হৃদয়ে হৃদয় দিয়া, তাঁহার চক্ষুতে চক্ষু দিয়া, মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী করিয়া মন্ত্রপূত করিয়া বল—'স্বাং স্বীং স্থিরা ভব, সুস্থিরা ভব'। এই বেদীতে উপবিষ্টা হও। যাবত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্বং সুস্থিরা ভব'। মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ীর প্রতিষ্ঠা দিয়া প্রেমিকের সুরে সুর মিলাইয়া বলিবে—

"কে গো আমার মা কি এলি
অনেক দুঃখ দিয়ে শ্যামা
যদি দয়া প্রকাশিলি
তবে, মায়ের মতন মা হয়ে আজ—
ছেলের কথা শোন মা বলি,"

তোমাকে জানাইব বলিয়া, তোমাকে অন্তরের কথা বলিব ভাবিয়া এই মূর্ত্তিতে আবাহন করিয়াছি—এই মূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছি। তুমিও মূর্ত্তিমতী হইয়া আসিয়াছ। লও, আজ আমাদের জীবনের ভার লও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভিখারীর ভিক্ষার ঝুলিতে কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রদান করিয়া কৃপণ দাতার ন্যায় আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়া তুমি তোমার স্বধামে হৈমসিংহাসনে আবার অবস্থান করিবে, আর আমরা ভিখারীর ন্যায়ই নিষ্পেষিত হইব রোগে, শোকে, দুঃখে দৈন্যে ; তজ্জন্য তোমাকে আবাহন করি নাই। তুমি জীবনের ভার লও। তুমি ইহকাল ও পরকালের ভার লও। তুমি আমাদিগকে বিলোচন করিও না, তুমি আমাদিগকে বিরোচনও করিও না। শুধু স্থূল ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হইয়াই আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে চাহি না। অতীতের শত শত ব্যর্থ তপ্ত জীবনের স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছে। জীবনের দীর্ঘপথ হাঁটিয়া বুঝিয়াছি তোমার এই জরা-মরণগ্রস্ত বিশ্ব কত বীভৎস, কত ভয়ঙ্কর ! তাই চরণে প্রণত হইয়া আত্ম নিবেদন করিতেছি—

আগতশ্চরণে মাতো গৃহাণ কুসুমাঞ্জলিং।
অজ্ঞানান্ধ সুতে মাতঃ কৃপয়া দেহি দর্শনম্ ॥

তুমি যোগানন্দদায়িনী, তুমি ধর্ম্মে পূর্ণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাদায়িনী, তুমি সমস্ত বৈভবদায়িনী ও মনোরথ পূর্ণকারিণী, তুমিই আবার মোক্ষদ্বারের কপাট উন্মোচনকারিণী। দাও, উন্মোচন করিয়া দাও, তোমার মোহিনী মূর্ত্তি ত্যাগ কর। আজ প্রসন্ন হও—

'আবির্ভূর্য়ঃ পরং ব্রহ্ম কুরু মাং মুক্তবন্ধনম্'।

যে পঞ্চকোষের বন্ধনে বদ্ধ করিয়া এই জগতে ঘুরাইতেছ, আজ ব্রহ্মময়ীরূপে, জ্ঞানময়ীরূপে, আনন্দময়ীরূপে আবির্ভূত হইয়া যাহা এই জীবত্বের তীব্র ক্ষুধার পরম অন্ন সেই জ্ঞানস্তনামৃত একবার এই বুভুক্ষু পুত্রদের ক্ষুধার্ত্ত মুখে দাও। জীবত্বের ক্ষুধা ঐ পরম অন্ন লাভ করিয়া চিরতরে নিবৃত্ত হোক্।

অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্কর প্রাণবল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্য সিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি মে পার্ব্বতী ॥
অন্নপূর্ণে নমোঽস্তুভ্যং নমস্তে জগদম্বিকে।
তচ্চারুচরণে ভক্তিং দেহি দীন দয়াময়ী ॥

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরু ও শিষ্য

(পাইকপাড়ার শ্রীমান্ গিরিজাভূষণের বাটীতে গুরুপূর্ণিমা পূজায় পঠিত)

১৩৬৫ সাল

গুরুশিষ্য সম্বন্ধটি পিতাপুত্র বা মাতাপুত্র সম্বন্ধ অপেক্ষাও মধুর। ভারতবর্ষে এই গুরুশিষ্য সম্বন্ধ অতি প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে। প্রচলিত কথায়—যিনি কিছু শিক্ষাদান করেন—তিনিই গুরু। বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া অস্ত্রবিদ্যা, সঙ্গীত, জ্যোতিষ, কলা, শিল্প প্রভৃতি যিনি শিক্ষাদান করেন তিনিই গুরুপদবাচ্য ; আর যিনি শিক্ষা লাভ করেন—তিনিই শিষ্য। পার্থিব বিদ্যা বহুবিধ, তাই বিভিন্ন বিদ্যা লাভের জন্য গুরুও বহু হইয়া থাকে। যিনি সাহিত্য শিক্ষা দেন তিনি হয়ত অঙ্ক শিক্ষা দিতে পারেন না, তাই অঙ্কের জন্য পৃথক একজন শিক্ষকের বা গুরুর প্রয়োজন হয়। যিনি অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেন তিনি আর সঙ্গীত শিখাইতে পারেন না। কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাহা নহে। আধ্যাত্মিক বিদ্যার গুরু যে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, তাহা লাভ করিলে মানুষের আর অন্য কিছুই জানিবার বাকী থাকে না। তাই বহু গুরু খুঁজিবারও প্রয়োজন হয় না।

চিন্তাশীল ঋষিগণ বিদ্যাকে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন—পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা। যে বিদ্যা লাভ করিয়া পার্থিব ভোগ্যবস্তু লাভ করা যায়, গুণী ও পণ্ডিত হইয়া সম্মান লাভ করা যায়, উপকরণবন্ত হওয়া যায় তাহাকে বলিয়াছেন—অপরাবিদ্যা। এই বিদ্যাদ্বারা জগতে কিছুটা সুখী হওয়া যায় বটে কিন্তু মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃতত্ব লাভ করা যায় না। দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটি বৈরাগী মন বসিয়া রহিয়াছে—সে যে কুবেরের ধনভাণ্ডার পাইয়াও মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারে না—আমার যাহা পাইবার তাহা পাইয়াছি, আর কিছু পাইবার বাকী নাই। সে নিজেকে সর্ব্বদাই অপূর্ণ বোধ করে। তাই দুঃখ পায়।

জীবনের অভাবকে—দুঃখকে জয় করিয়া ভারতের বৈরাগী ঋষিগণ কম্বুকণ্ঠে বলিয়াছেন—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং", আমি এমন একজনকে জানিয়াছি যাহাকে জানিলে আর কিছু জানার অবশিষ্ট থাকে না, আমি এমন একজনকে পাইয়াছি যাহাকে পাইলে জরা মৃত্যু ব্যাধির পরপারে এক অমৃত-সাগরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবগাহন করা যায়, আমি এমন এক ধন লাভ করিয়াছি যাহার কাছে কুবেরের ধন-ভাণ্ডার তুচ্ছ, আমি পূর্ণ হইয়াছি। হে ভারতের সুসন্তানগণ! তোমরা শুন—মৃত্যুর পরপারস্থিত সেই সুমহান বিরাট শান্তিময়কে আমি লাভ করিয়াছি, আমি অভয় হইয়াছি, অমৃত হইয়াছি। আমি আর কোন কিছু হইতে ভীত নহি, মৃত্যু হইতেও নহি। তাই এই আত্মবিদ্যাকে—অমৃত লাভের বিদ্যাকে ঋষিগণ বলিয়াছেন—পরাবিদ্যা—শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যাহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ বিদ্যা নাই; যে বিদ্যা লাভ করিলে বিন্দুমাত্রও অভাব থাকে না, তাহাই পরাবিদ্যা—শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। এই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা যিনি দান করেন তিনিই পিতামাতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ গুরু—পরমগুরু।

স্থুলদেহ ধারণ করিয়া জগতে আসিবার আশ্রয় সোপান হইল পিতামাতা। প্রত্যেক মানুষই পিতামাতার দেহকে আশ্রয় করিয়া জগতে জন্মগ্রহণ করে। আদর্শ পিতামাতা শুধু সন্তানকে জন্ম দান করিয়াই তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল ইহা মনে করিতে পারেন না। তাঁহারা সন্তানকে লালন পালন করিয়া বৰ্দ্ধিত করেন, শিক্ষা দান করিয়া জগতে সুখে সম্মানে থাকিবার যোগ্য করেন। মা একটি শিশুকে পালন করিতে কতই না কষ্ট স্বীকার করেন, পিতা সৎ শিক্ষা দানের জন্য কতই না যত্নশীল থাকেন। তাই পিতামাতা প্রত্যেক মানুষের নিকট দেবতা তুল্য। ঋষিগণ বলিয়াছেন—পিতা যাহার প্রতি প্রসন্ন থাকেন, সকল দেবগণও তাহার প্রতি প্রসন্ন থাকেন। সেই পিতৃভক্ত আদর্শ বালক তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে কোথাও অপযশ প্রাপ্ত হয় না। আর মাতার স্থান—স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। মায়ের স্নেহমাখা বুকখানা স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, অতি মধুর—অতি পবিত্র। মাতা প্রসন্ন থাকিলে—সেই সন্তানের অন্ন বস্ত্রের কষ্ট কখনও হয় না।

কিন্তু মানুষ যে অন্ন, বস্ত্র ও যশ নিয়াই পরিতুষ্ট হইতে পারে না। বহু আবর্ত্তন বিবর্ত্তনের মধ্যে চলিতে চলিতে তাহার বৈরাগী মন ক্রন্দন করিয়া বলিতে থাকে—

"বাহিরের এই ভিক্ষা ভরা থালি
নিঃশেষে মোর কর এবার খালি।
অন্তর মোর গোপনে দাও ভরে
শুধু তোমার দানে তোমার দানে তোমার দানে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই বৈরাগী মনের তীব্র ক্ষুধার অন্ন যিনি দিয়াছেন, এই বৈরাগী মনের ভিক্ষার ঝুলি যিনি পূর্ণ করিয়াছেন, এই বৈরাগী মনকে দিব্যরথে আরোহণ করাইয়া যিনি দিব্যধামে পৌছাইয়া দিয়াছেন,—অদ্যাপিও দিতেছেন, তিনিই গুরু। এই বৈরাগী মনই হইল যথার্থ শিষ্য পদবাচ্য। যাহার বিবেক জাগিয়াছে, অন্তরে বৈরাগ্যের প্লাবন আসিয়াছে, সেই পরাবিদ্যা লাভের অধিকারী। উন্মত্ত বৈরাগী রাজসিংহাসনকেও পদদলিত করিয়া, তাহার অমৃত স্বরূপকে—তাহার অমরত্বকে খুঁজিয়া বেড়ায়। ধন মান তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া—বশ করিয়া রাখিতে পারে না, স্বর্গ-সুখকেও সে তুচ্ছ বোধ করে। বহু জন্মের শোক দুঃখের কশাঘাতে শ্রান্ত সেই বৈরাগী থাকিয়া থাকিয়া ক্রন্দন করিয়া বলে—

"অন্তর মোর গোপনে দাও ভরে
শুধু তোমার দানে তোমার দানে তোমার দানে।"

উর্দ্ধে আকাশের দিকে সে নির্নিমেষ লোচনে তাকাইয়া বলিতে থাকে—"অন্তর মোর গোপনে দাও ভরে।" দূর হইতে সে দুন্দুভিধ্বনি শুনে, অন্তরের নিভৃত নিকেতনেও সে এক বাউলের একতারার তাল শুনিতে পায়—বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং। ওরে বৈরাগী পুত্র—আয়, আয়, আয়; ওরে আর্ত্ত ওরে পিপাসিত—আয়, আয়, আয়; তোমার শুভদিন আগত হইয়াছে। আমি আনিয়াছি—তোমার জন্য বহন করিয়া আনিয়াছি—অমৃতের ভাণ্ডার। দৈত্যকুলকে হলাহল পান করাইয়া মূর্চ্ছিত করিয়াছি, পথে যাহারা এতদিন প্রতিরোধ করিত তাহাদিগকে অপসারিত করিয়াছি, তাই তুমি ঐ মধুর ধ্বনি শুনিতেছ—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং।" চিরসাথী আমি তোমার জীবনের একপ্রান্তে এতদিন লুকাইয়া তোমার শুভ ইচ্ছার প্রতীক্ষায় ছিলাম। নীরবে বহুদিন—বহুযুগ প্রতীক্ষা করিয়াছি। আজ তোমার অন্তরে বিষাদযোগ উদয় হইয়াছে বিষকে বিষ বলিয়া জানিয়াছ, অমৃতের জন্য হাত বাড়াইয়াছ, তাই আমিও আসিয়াছি, সত্যই আসিয়াছি। তোমাকে উদ্বুদ্ধ করিব, প্রকাশিত করিব, অমৃতে অভিষিক্ত করিব। "দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ।" আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দিব। এই বিষাদ যোগীকে, এই বৈরাগীকে যিনি চক্ষু দান করেন তিনিই গুরু।

গাভী যেমন তাহার সদ্যজাত বৎসের কচি দেহ হইতে ক্লেদ সকল লেহন করিয়া তাহাকে নির্ম্মল করে, মাতা যেরূপ তাঁহার সদ্যজাত শিশুকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুকে নিয়া স্তনামৃত পান করাইয়া পুষ্ট করেন, পিতা যেরূপ শাসন ও সংরক্ষণ করিয়া পুত্রকে মনুষ্য সমাজের যোগ্য করেন, সেইরূপ গুরু একাধারে পিতা ও মাতা সাজিয়া শিষ্যের পাপ ও দোষরাশি ক্ষালন করিয়া দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন। 'তৎপদং দর্শিতং যেন'—যিনি ঐ পদ, শ্রেষ্ঠপদ দেখাইয়া দেন; শুধু দেখাইয়া দেন না, সেই পথে বহন করিয়া নিয়া যান, পাথেয় দেন এবং ধীরে ধীরে পরম পদে সংলগ্ন করিয়া অমরত্ব দান করেন, তিনিই গুরু।

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।"

জন্মিলেই মরিতে হইবে মরিলেই পুনঃ জন্মিতে হইবে। প্রকৃতির এই স্বাভাবিক বিধানকে পার্থিব কোন বিদ্যার দ্বারা মানুষ আয়ত্ত করিতে পারে না। আরও দেখ মানুষ ইন্দ্রিয়ের দাস, প্রকৃতির দাস, প্রতিনিয়ত ইচ্ছাকে অভিঘাত করিয়া কোন্ অলঙ্ঘনীয় শক্তি বিপথে বহন করিয়া নিয়া যায়। অপরা বিদ্যার সাহায্যে মানুষ এই প্রবল শক্তিকে জয় করিতে পারে না। প্রকৃতির তথা ইন্দ্রিয়বর্গের এই দুর্লঙ্ঘনীয় তামসিক শক্তিকে প্রতিহত করিয়া যিনি মৃত্যুর পরপারে সেই দিব্যধামে পৌঁছিয়াছেন, যেখানে গেলে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না, তিনিই—গুরু।

মানুষ—ভোগলোলুপ মানুষ রোগ শোক, জরামৃত্যুর কশাঘাতে ব্যথিত হইয়া একদিন বলিবেই বলিবে—আমায় হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা আমি যে পথ চিনিনা।" তৃষ্ণাতুর হইয়া উপকরণবন্ত হওয়ার জন্য যে ছুটাছুটি করিতেছিল সেই একদিন সমস্ত উপকরণের মধ্যে দাঁড়াইয়া হাহাকার করিয়া বলিতে থাকে—কৈ, আমি যাহাকে চাহি, সে তো আমার এই উপকরণের মধ্যে, আমার ঘটি, বাটি, চেয়ার, টেবিলের মধ্যে, আমার স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, ভ্রাতার মধ্যে নাই। কৈ, যে শান্তির দূতকে আমি খুঁজিয়া বেড়াইতেছি তাহার সন্ধান তো সঙ্গীত, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান দিতে পারিতেছে না। অন্তরের হাহাকার দূর হইল না, তৃষ্ণা মিটিল না, অন্ধকার ঘুচিল না। জ্বলিল না দিব্য প্রদীপ, আমার জীবনের ঘোর তমসাচ্ছন্ন গুহায়। সে হাহাকার করিয়া রোদন করিতে করিতে বলে—

'যতই আমার দুহাত ভরে উঠুক ধনে,
তোমায় আমার হয়নি পাওয়া যেন সে কথা রয় মনে।
—যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে তাহার অন্তরের কষ্টি পাথরে সেদিন সকল উপকরণেকে যাচাই করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে করিতে বলে—না না, ইহার মধ্যে আমার অমরত্বকে পাইতেছি না। আমি যে অমৃতকে চাহি, অমর হইতে চাহি।

যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্।

বিষাদযোগী শিষ্য, বৈরাগী শিষ্য উন্মত্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার কল্পতরু গুরুকে পাইবার জন্য। যুগে যুগে বর্ষে বর্ষে মানুষের মধ্যে এইরূপ বিষাদযোগী বৈরাগীর দল জন্মিতেছে। এই বৈরাগীরাই একদিন আপ্তকাম ঋষি হয়, আত্মজ্ঞ হয়, পথ প্রদর্শক হয়। বালকই একদিন যুবক হয় এবং বালকের পিতা হয়। শিষ্যই একদিন গুরু হইয়া পরবর্ত্তী ব্রহ্মপিপাসুগণকে জ্ঞান সুধা দান করেন। একদিকে যেমন কামকামীর দল, বিশ্বে কামনা বাসনার স্রোতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, অন্য দিকে তেমনি, আত্মজ্ঞানলিপ্সুদের দল আত্মভোলা হইয়া শান্তির লালসায় স্রোতের প্রতিকুলে চলিতেছে।

"একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ।"

কামকামী আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের স্রোতে বার বার আসে ও যায়। মোক্ষকামী চিরশান্তিতে দিব্যধামে অবস্থান করে।

আমি জানি তোমরা আজ এখানে যাহারা সমবেত হইয়াছ, তাহারা সকলেই মোক্ষকামী নহ, বরং অধিকাংশই কামকামী। তবু তোমাদিগকে ভাগ্যবান বলিব, যেহেতু তোমরা আজ কল্পবৃক্ষতুল্য মোক্ষদাতাদের সম্মিলিত এই পুণ্যতিথিতে সমবেত হইয়াছ। তোমাদের অন্তরের অন্তঃস্তলে ক্ষীণরেখায় মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে জলিতেছে। এই ক্ষীণরেখাই একদিন দাবানলের ন্যায় জলিয়া উঠিবে, তোমরা বিষাদযোগী হইবে, মোক্ষকামী হইবে। আর যাহারা যথার্থই মোক্ষকামী হইয়াছ, তাহারা সত্যই সৌভাগ্যবান। তোমরা জানিয়াছ অন্তরে কিরূপে দিব্যজ্ঞানের হোমবহ্নি জালিতে হয়, তোমরা জানিয়াছ কিরূপে সেই হোমশিখায় আহুতি প্রদান করিতে হয়, কিরূপে জীবত্বকে পূর্ণাহুতিরূপে সমর্পণ করিতে হয়। তোমরা জানিয়াছ—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥

ব্রহ্মরূপ বিরাট অগ্নিতে জীবরূপী অহংকে কিরূপে শনৈঃ শনৈঃ আহুতি প্রদান করিয়া জীবত্বকে শিবত্বে পরিণত করিতে হয় সে যোগকৌশল তোমরা শিখিয়াছ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই পুণ্যতিথিতে তাই আজ আবার সমবেত হইয়াছ তোমরা উদ্দীপনা নিয়া নিজেকে আহুতি দিতে। দ্রব্যযজ্ঞ তোমরা বহু করিয়াছ, তপযজ্ঞও বহু করিয়াছ, এবার ব্রহ্মযুক্ত হইয়া যোগযজ্ঞ ও স্বাধ্যায় করিতেছ। চিন্ময় ব্রহ্মকে —আনন্দময় ব্রহ্মকে, স্থাবরে জঙ্গমে দেখিয়া—অনুভব করিয়া ব্রহ্মযুক্ত হইয়াছ। তুমি ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন নহ, ব্রহ্মও তোমা হইতে দূরে নহেন, ইহা প্রতি কর্ম্মের মধ্যে অনুভব করিতেছ। জীবত্বের রেখা ক্ষীণ আকারে এই ব্রহ্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, ইহা পুনঃ পুনঃ অনুভব করিতেছ। এক এক বার নিজেকে আহুতি দিয়া ব্রহ্মময় হইতেছ, আবার এক এক বার সংস্কারবশতঃ জীবত্ব বোধ ফুটিয়া উঠিতেছে, এতটুকু জীবত্ব না থাকিলে ব্রহ্মের যে খেলায় যোগদান করিয়াছ, সেখেলা সংগঠিত হয় না। এইরূপে যোগযুক্ত হইয়া ব্রহ্মযজ্ঞ করিতে করিতে জ্ঞানময় ভূমিতে অধিষ্ঠিত হইতেছ, ব্রহ্মানন্দে অবগাহন করিতেছ। ব্রহ্মেতে নিজেকে আহুতি প্রদান করিতে করিতে ক্ষণে অনুভব করিতেছ—

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥

ক্রতু তুমি, যজ্ঞ তুমি, মন্ত্র তুমি, আজ্য তুমি, তুমিই আবার অগ্নি সাজিয়াছ। এইরূপে দ্বৈতাদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত অনুভূতি তত্ত্বে অবগাহন করিতেছ। তোমরা নিত্যযুক্ত যোগী হইয়াছ। যথার্থভাবে তোমরাই ব্রহ্মস্বরূপ গুরুতে যুক্ত হইয়া মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিতেছ—আমরা বহুজন্মের কর্ম্মসংস্কার হইতে বিমুক্ত হইয়াছি, আমরা আমাদের পরম ব্রহ্মগুরুকে লাভ করিয়াছি।

এই পবিত্র তিথিতে চিন্ময় বিরাট গুরুবক্ষে অবস্থান করিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রার্থনা কর—

গুরোর্মধ্যে স্থিতং বিশ্বং বিশ্বমধ্যে স্থিতো গুরুঃ।
গুরুর্ব্বিশ্বং নমস্তেঽস্তু বিশ্বগুরুং নমাম্যহম্॥

আবার শান্ত হইয়া, সমাহিত হইয়া, অতি মধুর ক্ষীণকণ্ঠে, ঋষিদের কণ্ঠে পুনঃ পুনঃ বল—

ওঁ ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধী-সাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি॥

ওঁ শান্তিঃ, হরিঃ ওম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা অত্তা-ভোক্তা

(১৩৬৫ সাল)

বৈদিক যুগের আত্মজ্ঞ ঋষিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান যুগের বহু আত্মজ্ঞ মহাপুরুষ দীপ্তকণ্ঠে বলিতেছেন—এই বিশ্বপ্রপঞ্চকে মায়ের (ব্রহ্মের) প্রতিমূর্ত্তিরূপে দর্শন কর। ব্রহ্মই শক্তি হইয়া, মা হইয়া বিশ্বরূপে রূপায়িত হন। বিশ্বকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করিতে করিতে, মা বলিয়া আদর করিতে করিতে বিশ্বে প্রবেশ করিবার অধিকার লাভ হয়। বিশ্ব তখন মৃগতৃষ্ণিকার সৃষ্টি করিয়া প্রলুব্ধ করে না। বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপময় বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপে আনন্দস্বরূপে উপনীত হওয়া যায়। ব্রহ্মের এই আনন্দস্বরূপই মায়ের অত্তামূর্ত্তি।

আত্মজ্ঞ পিতা বরুণ তাঁহার প্রিয় শিষ্য ভৃগুকে বলিয়াছিলেন—তোমার শরীর, চক্ষু, কর্ণ, বাক্য ও প্রাণকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা কর। অন্নকে ব্রহ্মরূপে জান। অন্ন হইতে জাত এই বিশ্বকে ব্রহ্মরূপে জান। তোমার মন ও বুদ্ধিকে ব্রহ্মরূপে জান। তিনি আরও বলিয়াছিলেন—যাহা হইতে ভূতসকলের উৎপত্তি হয়, যাহার দ্বারা বর্দ্ধিত হয় এবং বিনাশ হইলে যাহাতে গমন করে তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা কর। ভৃগু ব্রহ্মনিষ্ঠ—ভৃগু অন্ন, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির একে একে উপাসনা করিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র পরিধি লঙ্ঘন করিতে করিতে গভীরে ভূমার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি ব্রহ্মসত্তায় জীব সত্তাকে সম্যক্ ডুবাইয়া অনুভব করিলেন—আনন্দই ব্রহ্ম। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষের পরিধির প্রতি স্তরে স্তরে ব্রহ্মানুভূতি হইলে জীব হারাইয়া যায় এক অতীন্দ্রিয় আনন্দময় ব্রহ্মসত্তায়। জীবের জৈব পরিধি তাহার অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষকে আশ্রয় করিয়াই থাকে। ব্রহ্মানুচিন্তনে এই পরিধি লঙ্ঘন করিয়া শনৈঃ শনৈঃ জীব এক অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মসত্তায় নিমজ্জিত হয়। তপস্বী ভৃগু গুরুর আদেশে তপস্যা করিয়া এই সত্যকে উপলব্ধি করিলেন। তিনি বিজ্ঞানময় কোষকেও অতিক্রম করিয়া জীবত্বের অহংকে সম্যক্ বিলীন করিয়া দিলেন মায়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দময় স্বরূপে। ব্যুত্থিত হইয়া গুরু বরুণের পাদপদ্মে প্রণত হইয়া জানাইলেন—

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্
ন বিভেতি কুতশ্চন।"

যে আনন্দময়কে জানিলে আর কোন কিছু হইতে ভয় থাকে না, মৃত্যু হইতেও নহে, হে পিতঃ, হে গুরো, তোমার উপদেশ ও আশীর্ব্বাদে আমি সেই আনন্দস্বরূপকে লাভ করিয়াছি। এই আনন্দস্বরূপই মায়ের অন্তা-মূর্ত্তি।

এই অন্তামুর্ত্তির নিকট এই আনন্দস্বরূপের নিকট প্রতি জীবকেই 'বলি' হইতে হইবে। এই আনন্দস্বরূপে জীবত্বকে উৎসর্গ করিয়া জীবত্বকে হারাইয়া মাকে পাইতে হইবে। ইহাতে যতই বিলম্ব ঘটুক তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেই হইবে। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ে বা কোন দেব দেবীর মূর্ত্তিতে ক্ষণে ক্ষণে চিন্ময় বোধ ফুটিলে যে আনন্দের কণাটুকু পাও তাহাই যথেষ্ট নহে। ক্ষুদ্র পিপীলিকা যেমন একটু চিনির কণা পাইয়া সাময়িক সন্তুষ্ট হয় সেইরূপ অন্নময় ও মনোময় কোষে বদ্ধ জীব চিৎস্বরূপের একটু সন্ধান পাইলেই আনন্দে অধীর হইয়া পড়ে। ইহা আধারের অযোগ্যতা, গভীর ব্রহ্মনিষ্ঠার অভাব। ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধকের নিকট ব্রহ্মত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা বৈশ্যের ধনলাভের আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষাও প্রবল। ধনতৃষ্ণা মরীচিকা সৃষ্টি করিয়া পিপাসার জ্বালায় দগ্ধ করে, আর ব্রহ্মতৃষ্ণা আনন্দ হইতে গভীর আনন্দে নিমজ্জিত করে।

জীব বহু জন্ম অন্ধ হইয়া, মূঢ় হইয়া মাকে দেখে না, শুধু বিশ্বকেই দেখে। বহু জন্ম আর্ত্তনাদ করে, শান্তি পায় না, শান্তির পথও পায় না। আত্মজ্ঞ গুরুর—ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির আহ্বানে একদিন জাগ্রত হইয়া শুনে—

"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি,
য ইহ নানেব পশ্যতি।"

যতদিন বিশ্বকে বিশ্বরূপে দেখিবে, নামরূপময় বিশ্বকে ভোগ করিতে লালায়িত থাকিবে. ততদিন মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে গমন করিবে। এইরূপ আত্মহত্যাকারিগণ মৃত্যুকেই পায়—মৃত্যুকেই পায়।

"তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি,
যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে সকল মানব আত্মঘাতী—যাহারা শুধু বিশ্বকেই দেখে, বিশ্বরূপে রূপায়িত মাকে দেখে না তাহারা মৃত্যুর পর অতি অন্ধকারে প্রবেশ করে। কিন্তু যাহারা বিশ্বচরাচরে মাকে দেখে তাহারা অমৃতকে লাভ করে—অমৃতকেই লাভ করে।

'ইহচেদবেদীদথ সত্যমস্তি
নচেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ'—

এই জীবনেই যিনি ব্রহ্মকে—মাকে লাভ করেন, তিনিই কৃতকৃত্য হন, আর যাঁহার এই জন্মে ব্রহ্মলাভ হয় না তাঁহার পুনঃ পুনঃ এই দুঃখপুর্ণ সংসারগতি লাভ হয়।

তোমরা ব্রহ্মনিষ্ঠ তাই ইহ জন্মেই ব্রহ্মকে—আমার মাকে জানিতে—লাভ করিতে লালায়িত হইয়াছ। দুঃখ কি তাহা জানিয়াছ। তাই চরম দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য পরম শান্তিময়ী আমার দুঃখহরা দুর্গাকে—দুর্গতিহরা দুর্গাকে অর্চ্চনা করিতে বর্ষে বর্ষে ব্রতী হইতেছ। তোমরা "আগচ্ছ পরমানন্দে জগদ্ব্যাপিনি জগন্ময়ি" বলিয়া মাকে বিশ্বে দেখিয়াছ। আবার বিশ্ব হইতে চয়ন করিয়া ঐ বিল্ববৃক্ষমুলে সিদ্ধাসনে বসিয়া মায়ের চিন্ময়রূপ মানসপটে অঙ্কিত করিয়াছ। আবার সেই ধ্যানলব্ধ চিন্ময়ীকে ঐ বেদীতে প্রতিষ্ঠিত মৃন্ময়ীতে প্রতিষ্ঠা দিয়াছ, মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী করিয়াছ। যিনি অন্তরে চিন্ময়ী তিনিই বাহিরে ঐ বেদীতে চিদ্‌ঘন বিগ্রহ। এইরূপে প্রাণের প্রচ্ছর্দ্দন ও বিধারণের দ্বারা দেহাত্মবুদ্ধি, ইন্দ্রিয়বুদ্ধি আরও ক্ষীণ হইলে অনুভব করিয়াছ—'ময়াততমিদং সর্ব্বং জগৎ অব্যক্তমূর্ত্তিনা।' আবার ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করিয়াছ—"ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং"। অনুভব করিয়াছ—একদিকে তুমি অব্যক্ত বিরাট্, আর সেই বিরাট অব্যক্ত মূর্ত্তি পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে বিশ্বচরাচরে। সূত্রে যেমন মালা গাঁথা থাকে সেইরূপ বিশ্বচরাচরের সমস্ত নামরূপ গ্রথিত রহিয়াছে তোমার অন্তরের এক দিব্য সূত্রে। অনুভব করিয়াছ—ধরিত্রীর বুকে যেমন নদ নদী, বৃক্ষলতা, স্থাবর জঙ্গম অবস্থান করে সেইরূপ তোমার অন্তরের বিরাট্ অব্যক্ত মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছে দৃশ্যাদৃশ্য অনন্ত নামরূপ। তোমাতে নানাবর্ণে নানাগন্ধে ফুটিয়া উঠিতেছে কত শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জগৎ। ক্ষণকাল তোমার বিরাট অব্যক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তরে থাকিয়া আবার তোমারই অন্তরে বিলীন হইতেছে। মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষের স্তর এইরূপে অতিক্রম করিয়া তুমি ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হইয়া যাও, নিজেকে হারাও এক আনন্দের মহাসমুদ্রে।

বর্ষে বর্ষে দনুজদলনীকে অর্চ্চনা করিতে যাইয়া ক্ষুদ্ররূপ হইতে বিরাটে—অরূপে প্রবেশ করিয়াছ। বর্ষে বর্ষে দনুজদলনী মাকে ঐ মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ীরূপে দেখিয়াছ। দেখিয়াছ—তাঁহার সৌম্য চারুবদনে নির্ম্মল মধুর হাসি। দেখিয়াছ—তাঁহার রক্তিম ওষ্ঠাধর তোমাকে সোহাগভরে কি বলিবে বলিয়া যেন কম্পিত হইতেছে। দেখিয়াছ—তাঁহার নির্ণিমেষ আঁখিতে চপলা বালিকার ন্যায় পুনঃ পুনঃ পলক পড়িতে। আবার ক্ষণে দেখিয়াছ—তুমি 'মা' বলিয়া বাহু প্রসারিত করিলে তাঁহার স্নেহপূর্ণ আঁখিতে মুক্তার ন্যায় প্রেমাশ্রু ঝরিতে। দেখিয়াছ—তাঁহার চরণ তুলিতে, বাহু প্রসারিত হইতে। দেখিয়াছ—তাঁহার স্নেহস্ফীত বক্ষে, পীনোন্নত পয়োধরে অমৃতের ধারা ঝরিতে। ভাবের বশে, প্রেমের বশে কতবার ভুলুণ্ঠিত হইয়াছ, মা' 'মা' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আবার দেখিয়াছ—পানাপুকুরের পানার ন্যায় চতুর্দ্দিক হইতে সংস্কাররাশি আসিয়া তোমাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছে। তুমি যেই তিমিরে সেই তিমিরে। বহুদিন বহুবার এইরূপ উত্থান পতন ঘটিয়াছে তোমার জীবনে।

তুমি বাহিরে যাঁহাকে চিদ্‌ঘনমূর্ত্তিতে দেখিয়াছ, তাঁহাকে অন্তরেও প্রতিষ্ঠা দিয়াছ। ধ্যানে বসিয়া অন্তরে বহুদিন তাঁহার দিব্যরূপের পরিকল্পনা করিয়াছ। রূপ গড়িতে যাইয়া কতদিন ব্যর্থ হইয়াছ। একটি অঙ্গকে গঠন করিতে করিতে অপর অঙ্গ অন্তর হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছে। আরও সুসংযত হইয়া, আরও ধীর হইয়া অন্তর রাজ্যে এক দিব্য সিংহাসন রচনা করিয়া তোমার ইষ্টদেবীকে সেই সিংহাসনে বসাইয়াছ। ক্ষণে তাঁহার দক্ষিণ চরণখানা বক্ষে স্থাপন করিয়া, ক্ষণে শিরে বসাইয়া তাঁহাকে মানসপূজার বিধানে অর্চ্চনা করিয়াছ। মনের পাদ্য, অর্ঘ্য, ধূপ, দীপ অর্পণ করিয়া নিজেকে ধন্য মানিয়াছ। দেবীকে বক্ষে জড়াইয়া ললাটে স্থাপন করিয়া পুলকিত হইয়াছ। প্রেমাশ্রুতে তোমার বক্ষদেশে ত্রিবেণীসঙ্গম রচনা করিয়াছে। "মদ্দেহো মাতৃমন্দিরম্" এই মন্ত্র গদ গদ কণ্ঠে কতবার উচ্চারণ করিয়াছ। আবার নিজের প্রাণ মায়ের প্রাণে বিন্যস্ত করিয়া জীবত্বকে অর্দ্ধবিলুপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া প্রেমাশ্রুতে ভাসিতে ভাসিতে দিব্যস্বরে গাহিয়াছ 'মৎপ্রাণঃ শ্রীমাতৃকাপ্রাণঃ'—

"জীব শিব দোঁহে অভেদ মূরতি
জীব নদী তুমি সাগর।"

এই মধুময় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে কতবার প্রেমাবিষ্ট হইয়াছ। ক্ষণে মাতাপুত্রভাবে, ক্ষণে বন্ধুভাবে, ক্ষণে ভেদাভেদ প্রতীতি নিয়া তাঁহার সঙ্গে কত কেলি করিয়াছ, কিন্তু তবু সাধ মিটে নাই। তবু এখনত কি যেন অপূর্ণ রহিয়াছে। বিরহের গুরু বেদনায় এখনও অন্তর হইতে ভীষণ আর্ত্তনাদ উঠে, ক্ষণে ক্ষণে। ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের শোকও সেই শোকের নিকট অতি তুচ্ছ।

জানিয়াও যাঁহাকে জানি নাই, পাইয়াও যাঁহাকে পাই নাই, ধরিয়াও যাঁহাকে ধরিতে পারি নাই, অথচ যাঁহাকে বাদ দিলে আমার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তাঁহার বিরহ জ্বালায় অন্তর বিদগ্ধ হইতে থাকে। আমি চাই মায়ের সঙ্গে মিলিয়া যাইতে, মা চায় আমার সঙ্গে আরও খেলিতে। মায়ের কোলে অবস্থান করিয়াও মায়ের বিরহের এই মর্ম্মজালা সেই একমাত্র বুঝিতে পারে যে এই জ্বালায় দগ্ধ হইয়াছে, যে মায়ের সোহাগ পাইয়া আবার মাকে হারাইয়াছে।

তোমরাও বুঝি এইরূপ বিরহে দগ্ধ হইয়া মহামিলনের প্রত্যাশী হইয়া আমার মায়ের সঙ্গে সম্যক মিলাইয়া যাইবে বলিয়া এবার মায়ের অন্তামূর্ত্তির অর্চ্চনা করিতে আসিয়াছ। বিরহে অধীর হইয়া যদি আসিয়া থাক তবে আর প্রতীক্ষা করিও না। এস, এস সন্নিহিত হও, দেখ, দেখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখ। ইহা মায়ের সংহারিণী মূর্ত্তি নহে, এখানে মা করালবদনা ঘোরা নহে। বিভীষিকার কিছু এখানে নাই। লোকে যাঁহাকে ভয়ঙ্করী বলিয়া জানে, লোকে যাঁহাকে সংহারিণী বলে সে যে মৃত্যুরূপিণী ঘোরা, ভীষণা। আর আজ এই অন্তারূপিণী যে মায়ের সম্মুখে তুমি সমাগত হইয়াছ—এ যে মায়ের হ্লাদিনী মূর্ত্তি, অমৃতময়ী মূর্ত্তি, কৈবল্যপ্রদায়িনী মূর্ত্তি। তাই তুমি "অমৃতে অমৃতং জুহোমি" এই মন্ত্র বলিতে বলিতে স্বীয় জীবত্বের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাহাকে পূর্ণাহুতি দিতে সমাগত হইয়াছ। তুমি অনুভব করিয়াছ—বিরাট অমৃতসাগরের মধ্যে তুমি একটি অমৃতের পুতুল। জীবত্বের ছদ্ম পোষাকে তুমি এতদিন আচ্ছাদিত ছিলে। আজ দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া তুমিও জানিয়াছ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি মৃত্যুর খাদ্য নহ, তুমি অমৃতের পুত্র। যাহারা মৃত্যুর বাহন তাহারাই মায়ের অন্তামূর্ত্তির সম্মুখে আসিতে ভীত হইবে, কিন্তু তুমি যে অমৃতের পুত্র। এস, এস, দেখ, দেখ, নিরীক্ষণ করিয়া দেখ—আমার অমৃতময়ীকে, আমার চিন্ময়ীকে, আমার ভূমাকে আরও নিরীক্ষণ করিয়া দেখ। 'প্রসাদং কুরু মে দেবি' বলিতে বলিতে অন্তারূপিনী মাকে বল—এবার যথার্থরূপে তোমার প্রসাদ করিয়া লও, আর উচ্ছিষ্ট করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিও না।

সমুদ্রের মোহনায় যেমন নদী প্রবেশ করিয়াও ঠিক প্রবেশ করিতে পারে না, জোয়ার ভাটার আকর্ষণে ও বিকর্ষণে ক্ষণে সাগরে ডুবিয়া যায়, ক্ষণে সসীম দুকুলে প্রবেশ করিয়া নদী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, তুমি তেমনি ক্ষণে মায়ের অমৃতময় বুকে ডুবিয়া যাও আবার জীববোধে ফিরিয়া আস। তাই এবার সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়া যাওয়ার জন্য অমৃতময়ী অন্তা মাকে পূর্ণাহুতি দিতে বসিয়াছ। হবিস্বরূপ তোমাকে এবার পূর্ণাহুতি দিবে ব্রহ্মরূপ মাতৃ অগ্নিতে। অভেদের মধ্যেও যে ভেদকল্পনা ক্ষণে ক্ষণে জাগিয়া উঠিতেছে তাহাকেও সম্যক্ বিলয় করিয়া দিবে। হবিও ব্রহ্ম, অগ্নিও ব্রহ্ম, হোতাও ব্রহ্ম, অর্পণও ব্রহ্ম—ইহা অভেদেতে ভেদ প্রতীতি। এবার পূর্ণাহুতি দিয়া—হবি ও হোতাকে দিয়া ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে সম্যক্ মিলাইয়া যাইবে। ব্রহ্মেতেই স্থিতি হইবে। শুধু চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মে চির বিদ্যমান থাকিবে। তুমিও ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হইয়া বিশুদ্ধ আনন্দময় হইয়া চির বর্তমানরূপে অবস্থান করিবে।

মায়ের অন্তামূর্ত্তি দেখিয়াই বেদান্তের ঋষি বলিয়াছেন—"অন্তাচরাচর-গ্রহণাৎ"। চরাচর সকলকেই এই প্রেমময়ীর অন্তামূর্ত্তির সম্মুখে আসিয়া আত্মনিবেদন করিতে হয়। তোমা হইতে উদ্ভূত আমাকে আবার তোমাতেই সংহরণ করিয়া লও। পূর্ণ হইতেই আমার উৎপত্তি হইয়াছিল আবার পূর্ণতেই আমার গতি হোক্, তোমারই আনন্দস্বরূপে গলিয়া মিশিয়া যাক্ আমার এই অবশিষ্ট জীবত্বটুকু।

জৈববোধ বিন্দুমাত্র থাকিতেও আনন্দময়ীকে নিবিড়ভাবে পাওয়া যায় না। শুধু কর্ম্মফল সমর্পণ করিলেই তাঁহার সঙ্গে একান্তভাবে মিলন হয় না। যে অহং কর্ম্ম করে, যে অহং 'আমি' 'আমি' বলিয়া নিজের অস্তিত্বকে ঘোষণা করে, তাহাকে এবার পূর্ণাহুতি দিতে হইবে। তুমি অন্ন, মা ভোক্তা, তুমি ঘৃত, মা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, তুমি বিন্দু, মা সিন্ধু, তুমি ঘটাকাশ, মা মহাকাশ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইবার তোমার তুমিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তোমার তুমিকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া ঐ ব্রহ্মময়ীকে সমর্পণ করিতে হইবে। এখানে শুধু একটি কথা—সমর্পণ কর, সমর্পণ কর, সমর্পণ কর।

"মষ্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়
নিবসিষ্যসি মষ্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ।"

আমাতেই মনকে সমাহিত কর, আমাতেই বুদ্ধিকে নিবিষ্ট কর, তাহা হইলে তুমি আমাতেই নিমজ্জিত হইয়া বাস করিবে। ইহাতে কোনই সংশয় নাই। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন—ইহাতে কোনই সংশয় নাই, ইহাতে কোনই সংশয় নাই। মনকে দাও, বুদ্ধিকে দাও, তোমার তুমিকে দাও। এতদিন তুমি জীবরূপী ভিখারী হইয়া প্রকৃতির নিকট ভিক্ষা চাহিয়াছ—আমাকে ধন দাও, পুত্র দাও, যশ দাও বলিয়াছ। এবার তুমি মায়ের অত্তামূর্ত্তির সম্মুখে আসিয়া শুনিতে পাইতেছ—আমাকে মন দাও, আমাকে বুদ্ধি দাও, আমার শান্তিময় বক্ষে চিরতরে নিমগ্ন হও—এই ভিক্ষা আমার মা চাহিতেছেন ব্রহ্মলিপ্সু তোমাদের কাছে। ব্রহ্মলিপ্সু তুমি এতদিন বলিতেছিলে—

তোমায় এবার দিতে কিছু চায় যে আমার মন
নাই বা তোমার রইল প্রয়োজন।

মোহনার ধারে দাঁড়াইয়া ব্রহ্মলিপ্সু তুমি তাকাইয়াছিলে ঐ অমৃতময়ীর মুখপানে। আজ শুনিতে পাইলে সেই অমৃতময়ীও ফেনিলগর্জ্জনে গর্জ্জন করিতে করিতে বলিতেছে—

"মষ্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়,
নিবসিষ্যসি মষ্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ।"

আমি তোমার ঐ চঞ্চল মনকে গ্রাস করিব, ঐ মলিন মনকে লেহন করিব, ঐ বিষয়াসক্ত মনকে চর্ব্বণ করিব। তুমি ঐ মনটি আমাকে দাও, ঐ বুদ্ধি আমাকে দাও, ঐ অস্মিতা আমাকে দাও।

সন্ধি পূজায় অনেকবার সন্ধি স্থাপন করিয়াছ। সেই সন্ধিকে ভঙ্গ করিয়া জীবত্ববোধ আবার তাহার খণ্ডিত রাজ্যের সীমারেখা অঙ্কিত করিয়াছে। এবার শুধু সন্ধি পূজা নহে, ঐ নবদ্বারবিশিষ্ট জীবত্বের আধারটিকে পর্য্যন্ত মহানবমীর পুণ্য তিথিতে বলিদান করিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহ থাকিলেই ঐ নিবেদিত মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারও আবার দেহে প্রবেশ করিয়া জীবত্বের অহঙ্কারে অভিমানী হইবে। তাই বলি জীবত্বকে সম্যক্ বলি প্রদান করিতে হইলে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারের সঙ্গে, সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের সঙ্গে, ঐ দেহটিকেও মায়ের অত্ত্রামূর্ত্তির নিকট বলি প্রদান করিতে হইবে।

মা তুমি আত্ত্রামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শুম্ভাসুরকে একদিন বলিয়াছিলে—

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ॥'
(তত সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণী প্রমুখালয়ম্।
তস্যা দেব্যা স্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীত্তদাম্বিকা॥)

এই ত মা তোমার অত্ত্রামূর্ত্তি। তুমিই ত বলিয়াছ—এ জগতে একমাত্র আমিই আছি। আমা হইতে দ্বিতীয় অপর আর কে আছে? স্নেহভরে তোমার আদরের পুত্র শুম্ভকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছ—রে শুম্ভ, তুই দুষ্ট, এইবার ছাখ্ আমার এই বহু বিভূতি আমার মধ্যেই প্রবেশ করিতেছে। আমি অত্ত্রা, আমি ভোক্তা। 'ভোক্তা চ প্রভুরেব চ'। সত্যই তুমি অত্ত্রামূর্ত্তিতে বিভূতিবিশিষ্ট হইয়া বহু দেব-দেবী ও অসুররূপে যে লীলাভিনয় করিতেছিলে তাহাকে সংহরণ করিয়া তুমি যে এক আনন্দ সমুদ্র মাত্র ইহা শুম্ভকে গ্রাস করিয়া বুঝাইয়াছিলে।

তেমনি করিয়া দনুজদলনী দুর্গা হইয়া, অত্ত্রারূপিণী দুর্গা হইয়া, তুমি আমাকে গ্রাস কর, সংহরণ কর। তস্করের ন্যায় চুপি চুপি নহে, কৃপণের ন্যায় অতি সন্তর্পণে নহে, তুমি এবার সত্যই অত্ত্রা মূর্ত্তিতে আমাকে গ্রাস কর, সংহরণ কর।

এবার তোমার নিকট হইতে কিছু পাইব বলিয়া ডাকি নাই। তুমি অতিথির ন্যায় আসিয়া রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যাইবে বলিয়াও তোমাকে ঐ বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করি নাই। তুমি বহু যুগ বসিয়া আমার অহংকে বেষ্টন পূর্ব্বক যে কুঞ্জ রচনা করিয়াছিলে তাহাকে ভঙ্গ করিয়া এবার ঐ অহংটী তোমার দিব্য ক্রোড়ে সমর্পণ করিব—নিমজ্জিত করিব। ওগো, তুমিও একটু হাত বাড়াইয়া ধর; ওগো, তুমিও এবার এই নিবেদিত 'বলিকে' গ্রহণ কর। গ্রহণ কর, লেহন কর, পান কর। এমন চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় তোমার ভোগের উপকরণ আর কিছু নাই। আমাকে চর্ব্বণ কর, লেহন কর, পান কর। আমি শুধু তোমার পূজার উপচার নহি, আমি যে তোমার ভোগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপচার। আমায় চর্ব্বণ কর, পান কর। আমি যে সমর্পণ করিতে সমাগত হইয়াছি, ফিরিয়া যাইতে আসি নাই। আমি যে এবার তোমাতে সম্যক্ মিলাইয়া যাইতে তোমার অত্তা মূর্ত্তিকে আবাহন করিয়াছি। ফিরাইতে দিতে আবাহন করি নাই। অগ্নি যেমন করিয়া ঘৃতকে গ্রহণ করে, মহাকাশ যেমন করিয়া ভগ্ন ঘটাকাশকে গ্রহণ করে, সিন্ধু যেমন করিয়া বিন্দুকে গ্রহণ করে তুমি সেইরূপে আমাকে নিবিড়ভাবে গ্রহণ কর, আমার আমিকে নিশ্চিহ্ন কর।

তোমার বিরহে তোমারই অঞ্চল ধরিয়া তোমারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে করিতে বহু যুগ, বহু জন্ম বহুদিন কাঁদিয়াছি

আমি অনেক কেঁদেছি
আর কাঁদিতে পারি না,
বুক ফেটে ভেঙ্গে যায় মা।

ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া কত কেঁদেছি, পর্ব্বতে, গুহায় গহ্বরে কত কেঁদেছি। ঐ নদীতীরে সৈকতে তোমার সন্ধানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কত কেঁদেছি। ঐ দেবালয়ের ভগ্ন স্তূপে, ঐ দেবতার সুরম্য হর্ম্যে তোমার প্রতীক্ষায় বসিয়া বসিয়া কত কেঁদেছি। তোমাকেও বক্ষে নিয়া শিরে ধারণ করিয়া কতস্থানে পূজার উপাচার নিয়া ঐ আর্ত্ত সন্তানদের সঙ্গে কেঁদেছি।

"আর কাঁদিতে পারি না
বুক ফেটে ভেঙ্গে যায় মা।"

এবার অত্তা মূর্ত্তিতে আমাকে গ্রহণ কর। বন্ধুভাবে নহে, মাতারূপে নহে, প্রভুরূপে নহে, এবার অত্তা মূর্ত্তিতে আমাকে গ্রহণ কর। "অহমন্নম্ অহমন্নম্ অহমন্নম্ ভোক্ত্রী দেবী মাতা স্বয়ম্।"

এস, আমার প্রিয় সন্তানগণ, এস, এস মুমুক্ষু তপস্বিগণ, এস, আর আমার অত্তামূর্ত্তি মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল—আমায় গ্রহণ কর, আমায় গ্রহণ কর, আমায় গ্রাস কর, আমায় গ্রাস কর।

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্ত বীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া
সম্মোহিতং দেবি সমস্ত মেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভূবি মুক্তি হেতুঃ।
ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ হরি ওঁ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মময়ীর উপাসনা

(১৩৬৫ সাল)

কামকামিগণ উপাসনা করে, পুজা করে দেবতার আশীর্ব্বাদ ও বর পাওয়ার জন্য। দেবতার আশীর্ব্বাদে অভিলষিত বস্তু লাভ হইলেই অনেকে মনে ভাবে তাহাদের পুজা করা সার্থক হইল। যাহারা কামকামী তাহারা দেবতার বর লাভ করিলেই এবং দেবতার নিকট হইতে অভীষ্ট বস্তু লাভ করিলেই আনন্দিত হয়, কিছুদিনের জন্য নিজেকে ধন্য মনে করে।

কিন্তু মোক্ষকামীর সাধনা অন্য প্রকার। তিনি দেবতাকেই চান। সাধ্বী সীতা যেমন স্বামীর প্রদত্ত রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য ভোগ অপেক্ষা স্বামীর সঙ্গে বনবাসে যাওয়াই জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সেইরূপ মোক্ষকামী সাধক ভগবৎ প্রদত্ত ধন ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াই পরিতৃপ্ত হন না। তাঁহারা দেবতাকে লাভ করিতে চাহেন। দেবতার নাম জপ করিতে করিতে, দেবতার রূপ ও গুণ চিন্তা করিতে করিতে সাধক দেবভাবে তন্ময় হইতে চাহেন। তিনি গুরু প্রদত্ত দেবতার নাম ধরিয়া সেই দেবতাকে ডাকেন, কখনও সূক্ষ্ম আকারে বীজমন্ত্র জপ করেন। কখনও চক্ষু মেলিয়া, কখনও চক্ষু বন্ধ করিয়া বাহিরে ও অন্তরে দেবতার ধ্যান করেন। কিন্তু চঞ্চল মন তাঁহাকে ধরিতে দেয় না। বিষয়ে মন ছুটিয়া যায়, নানা চিন্তায় মন অযথা ঘুরিয়া বেড়ায়। মুখে জপ করিলেও অন্তরে তাঁহার স্পর্শ লাগে না। ইষ্ট দেবতাকে চোখের সামনে বসাইয়া ক্ষণে বা চক্ষু বন্ধ করিয়া অন্তরে বসাইয়া পাদ্য ও অর্ঘ্য দিতে চেষ্টা করিলেও মন অলক্ষ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। ধ্যান গভীর হয় না, অন্তরে অন্তর দেবতাকে পাওয়া যায় না। কণ্টকময় বিষয়েও বিতৃষ্ণা থাকায় সাধারণ মানুষের ন্যায় তাহাতেও মুগ্ধ হইতে পারেন না। বড়ই সঙ্কটময় অবস্থা সাধকদের এই সময় হয়। ধৈর্য্যের সহিত সাধনা করিতে করিতে গুরুকৃপায় চিত্তের এই তামসিকভাব দূর হয়। পুর্ব্বাচার্য্যগণ দীর্ঘকাল ও নিরন্তর শ্রদ্ধাশীল হইয়া তপস্যা করিবার কথা বলিয়া গিয়াছেন। মানুষ যতই দরিদ্র হউক, তাহার সংসারে যতই বিপর্য্যয় থাকুক, সে যেমন তাহার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যথাসময় স্নান ও আহারাদি করে সেইরূপ চিত্তের শত শত চঞ্চলতার মধ্যেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্ব্বলতার মধ্যেও প্রতিদিন তপস্যায় বসিতে বসিতে অলক্ষ্যে একদিন তাহার অন্তরে এক দিব্য স্পর্শ অনুভব করিবেই করিবে। ধৈর্য্যশীল সাধক জানেন জাগতিক শিক্ষাই বিনা অধ্যবসায়ে হয় না, অতএব জীবনে যাহা শ্রেষ্ঠতম লাভ তাহা বিনা অধ্যবসায়ে হইবে না। তাই বার বার ব্যর্থ মনোরথ হইয়াও মুমুক্ষু সাধক শ্রদ্ধার সহিত দীর্ঘকাল নিরন্তর তপস্যা করিবার জন্য সঙ্কল্পবান হন।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ যেমন শরৎকালের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছ হয় সেইরূপ তমসাচ্ছন্ন চিত্ত নিরন্তর তপস্যার প্রভাবে স্বচ্ছ হয়। সাধক তাহার ইষ্টদেবতাকে বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে অন্তরে দেখিকে পান। আশার আলো অন্তরে জলিয়া উঠে, তপস্যাও তখন নিরস ও শুষ্ক বোধ হয় না। মুমুক্ষু সাধক তখন জপ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের ইষ্টদেবতাকে দেখিতে পান। শান্ত মনে ইষ্ট দেবতার গুণ ও মহিমা চিন্তা করিতে করিতে সেই গুণে গুণান্বিত হন, সেই মহিমায় মহিমান্বিত হন। জৈব অহঙ্কার একটু নত হয়; কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুর উত্তেজনা কমিয়া যায়। দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ এইরূপে শুদ্ধ হইলে একটা স্নিগ্ধ ও শান্তভাব অন্তরে ও বাহিরে লাভ হয়। সাধক অনুভব করিতে থাকেন একটা বিরাট দিব্যশক্তি তাঁহার দেহ, মন ও প্রাণকে অবলম্বন করিয়া এক দিব্য খেলা খেলিতে চাহিতেছে। এতদিন জীবভাবের শক্ত অহঙ্কার সেই শক্তিকে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। অহঙ্কারটি প্রণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধক অনুভব করিতে থাকেন এই দিব্য শক্তির প্রেরণাকে। অন্তরে ও বাহিরে এই শক্তি প্রবাহের মধ্যে অবগাহন করিতে করিতে অশান্ত মন শান্ত হয়। সাধক আরও একটু অগ্রসর হন দিব্য চেতনার দিকে। ধ্যান করিবার জন্য তখন লালসা বাড়ে। সাধক নিজেকে আর নিরাশ্রয় বোধ করেন না। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, দেশে, বিদেশে, সুখে দুঃখে তখন এক বিরাট চিন্ময় সত্তার কোলে সাধক রহিয়াছেন ইহা অনুভব করেন। আকাশের ন্যায়ই ব্যাপক, সুশীতল,—বাতাসের ন্যায় স্নিগ্ধ, অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশীল অথচ ঘন এই বিরাট চিন্ময়সত্তা। মাটি ও পাথরের ন্যায় এই সত্তা জড় বস্তু নহে। তাই স্থূল চক্ষুতে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। অন্তরের দিব্য চেতনার দ্বারা সেই দিব্য পুরুষকে দেখা যায়—অনুভব করা যায়, দেহে, মনে, প্রাণে তাঁহার স্পর্শ লাগে। মুমুক্ষু সাধক তখন দেখিতে পান, অনুভব করেন তাঁহার জৈব চেতনা—তাঁহার আমি ও আমার বলিতে যাহা কিছু ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্তার বুকে অবস্থান করিতেছে। সাগরের বুকে যেমন তরঙ্গ থাকে, বুদ্বুদ্ থাকে সেইরূপ।

এই বিরাট সত্তাকে লাভ করিলেই অর্থাৎ তাহাতে যে সাধকের জৈব চেতনা এবং জগতের সমস্ত বস্তু রহিয়াছে, ইহা দেখিলেই সাধকের যথার্থভাবে সাধনা আরম্ভ হয়। নিষ্কাম কর্ম্মযোগের, ভক্তিযোগের ও জ্ঞানযোগের সাধনা যে পৃথক নহে বরং পরস্পর পরস্পরের সহায়ক ইহা সাধক এই স্তরে আসিয়া বুঝিতে পারেন। জ্ঞানের সাহায্যে চিনিয়া লইতে পারেন তাঁহার প্রিয়তমকে। ভক্তির সাহায্যে আরও গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করিতে পারেন সেই প্রিয়তমের দিব্য চেতনার মধ্যে। কর্ম্মের সাহায্যে আরও শুদ্ধ হইতে হইতে মোক্ষলাভের অধিকারী হন নিষ্ঠাবান তপস্বিগণ। বাহিরের ইন্দ্রিয়বর্গ কর্ম্ম করিলেও তখন সাধক সেই দিব্য চেতনার যোগসূত্র হইতে আর বিচ্ছিন্ন হন না। চলিতে বলিতে হাসিতে খেলিতে পাপে পুণ্যে সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে তিনি যুক্ত থাকেন ঐ পরাশক্তির সঙ্গে।

এই পরাশক্তিকেই—এই দিব্য চেতনাকেই আমি এখানে আখ্যা দিয়াছি ব্রহ্মময়ী বলিয়া। তিনি সৎস্বরূপ, তিনি বিরাট, তিনি বিভু, তিনিই মাতা, পিতা, ধাতা। আকাশ যেমন তোমাদের দেহকে বেষ্টন করিয়া ডাইনে বাঁয়ে সামনে ও পিছনে রহিয়াছে অর্থাৎ তোমরা যেমন আকাশ সত্তার মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছ তেমনি মুমুক্ষু সাধক ডুবিয়া থাকেন ঐ ব্রহ্মসত্তার মধ্যে। আকাশকে বাদ দিয়া যেমন তোমরা চলিতে পার না, তেমনি ব্রহ্মসত্তাকে বাদ দিয়া যোগযুক্ত সাধক চলিতে পারে না। আকাশ-সমুদ্রের মধ্যে যেমন তোমরা ডুবিয়া রহিয়াছ ইহা পুনঃ পুনঃ ভাবিয়া তোমাদিগকে দেখিতে হয় না, তেমনি চিন্ময় সত্তার মধ্যে মুমুক্ষু সাধক যে ডুবিয়া রহিয়াছে ইহা পুনঃ পুনঃ ভাবিয়া তাহাকে দেখিতে হয় না। আকাশকে খুঁজিতে যেমন তোমরা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাও না, আকাশকে খুঁজিতে যেমন কোন কলা কৌশলের প্রয়োজন বোধ কর না, ঠিক তেমনিই মুমুক্ষু সাধক এই সত্তাকে—এই বিভুকে অতি সহজে নিকটে—অতি নিকটে পান। সেই বিভুকে বাদ দিয়া এক মুহূর্ত্তও তিনি অবস্থান করেন না। সেই বিরাট বিভুর বুকে বসিয়া সাধকের আরম্ভ হয় যন্ত্রবোধের সাধনা।

"বাজে বাজে রম্য বীণা বাজে"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধক দেখিতে পান তিনি যন্ত্র, এক নিপুণ যন্ত্রী তাঁহার জীবনযন্ত্রে তাঁহার জীবন বীণায় ঝঙ্কার দিতেছেন। তাঁহার নিপুণ হাতে তিনি দিবারাত্র অলক্ষ্যে বসিয়া সাধকের জীবন-বীণায় সুর সাধনা করিতেছেন। ঐ সুরের সঙ্গে যতদিন না সহজভাবে সুর মিলান যায় ততদিনই আঘাতের পর আঘাত পাইতে হয়, লাঞ্ছিত হইতে হয়। ব্রহ্মময়ী বীণাপাণিকে আমরা দেখিতে পাই, অনুভব করি এই সুর সাধনার পটভূমিতে। যখন দেখিতে পাই তিনি আপন হাতে আমার জীবনবীণাতে নানা সুরের ঝঙ্কার দিতেছেন তখনই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিতে পারি—"বাজে বাজে রম্য বীণা বাজে"। মন তখন আপন খেয়ালে চলিতে পারে না, উন্মার্গগামী হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়গণ তখন উন্মত্ত ঘোড়ার নায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে না। বুদ্ধি তখন তন্ময় হইয়া সেই দিব্য সঙ্গীত শুনিতে থাকে অন্তরে ও বাহিরে। সাধকের জীবন যেদিন এমন একটি দিব্য ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়ায় তখনই তিনি যুক্ত করে বলিতে পারেন—হে হৃষীকেশ! তোমার আপন সুরে এই যন্ত্রটিকে মিলাইয়া লও। তোমার সুরে, তোমার নামে, তোমার গানে বাজিয়া উঠুক আমার জীবন-বীণার সকল তন্ত্রী।

বিশিষ্ট কোন মূর্ত্তিবোধ এইখানে থাকে না। সমস্ত রূপ, সমস্ত আকার এই বিরাট্ সত্তার মধ্যে নিহিত ইহা অনুভব হয়। সেই সত্তার মধ্যে ভাবুক সাধক সময় সময় তাঁহার অভীষ্ট মূর্ত্তিকেও দর্শন করিতে পারেন। কিন্তু এই মূর্ত্তির সমস্ত অবয়ব ঐ চিন্ময় সত্তার দ্বারাই গঠিত ইহা অনুভব করেন। সত্তা চেতন, তাই সত্তার দ্বারা গঠিত এই মূর্ত্তিকেও চেতন বলিয়া অনুভব হয়। মৃন্ময় বা দারুময় অথবা মর্ম্মরময় কিম্বা ধাতুময় মূর্ত্তিকেও সাধক দেখিতে পান ঐ সত্তার বুকে অবস্থিত। সমুদ্রের বুকে যেমন বুদ্‌বুদ্ উঠে ও লয় হয় সেইরূপ সত্তার বুকে বিভিন্ন মূর্ত্তি বুদ্‌বুদের ন্যায় উদ্ভূত হয় ও বিলীন হয়। শুধু দেবদেবীর মূর্ত্তিই নহে, চতুর্দ্দিকে স্থাবর জঙ্গম যাহা যাহা দেখেন ঐ সাধক তাঁহার দিব্য নেত্র দ্বারা, তাহাকেই চিন্ময় বোধ হয়।

"নয়ন মুদি বা চাহিয়া থাকি,
অথবা যে দিকে ফিরাই আঁখি
অন্তরে বাহিরে সদাই দেখি
তব রূপ মনোহর।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধক চক্ষু বন্ধ করিয়া এই সত্তাকে অনুভব করেন আবার চক্ষু মেলিয়াও এই সত্তাকেই দেখেন। বিরাট্ স্বচ্ছ অথচ ঘন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—এস্থলে কোন বিশিষ্ট মূর্ত্তিবোধ থাকে না। এই সত্তার বুকে সমস্ত মূর্ত্তি, সমস্ত অবয়ব, বিশিষ্ট জীব ও জগৎ দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ প্রভৃতি বিধৃত। প্রত্যেক জীব স্বতন্ত্রভাবে এই সত্তার বুকে অবস্থান করিতেছে। সত্তা আধার, জীব আধেয়। এই সত্তাই প্রতি জীবের জীবনকে নিয়া অহরহ খেলিতেছেন। জীব যখন সত্তাকে দেখে না, অনুভব করে না, দেখে শুধু বহুকে, দেখে শুধু জগৎকে তখনই সে আঘাতের পর আঘাত পায়। যাহা চায় তাহা পায় না, যাহা চাহে না তাহা আসিয়া জুটে। আঘাত পাইয়া রাগ ও দ্বেষ বাড়িয়া চলে। তাহার ইন্দ্রিয় অশ্বগুলিকে আরও বাহিরে দ্রুত পরিচালিত করে অভিলষিত বস্তুলাভের আশায়। মনের বিকারে, ইন্দ্রিয়ের বিকারে সে সত্তার নিবিড় সংস্পর্শ হইতে দূরে সরিয়া পড়ে। মুমুক্ষু সাধক একবার সত্তার সন্ধান পাইলে তাহার ইন্দ্রিয়বর্গ দুষ্ট অশ্বের ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়ায় না। সে নিবিড়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখে ঐ সত্তাকে।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়ানি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥

এই সত্তায় যতই গভীরভাবে অবস্থিতির সৌভাগ্য লাভ ঘটে ততই সাধক নিজেকে শুদ্ধ ও পবিত্র মনে করেন। তাঁহার তনু মন প্রাণ ও বুদ্ধি ভাগবতী তনু মন প্রাণ ও বুদ্ধি হয়। এইরূপ শুদ্ধ তনু মন প্রাণ ও বুদ্ধি লাভ হইলেই তপস্বী দেখিতে পান তাঁহার তনু মন প্রাণকে নিয়া সেই বিরাট্ বিভু এক আনন্দের খেলা খেলিতেছেন। তাঁহার নিপুণ হাতে এই তনু মন ও প্রাণে ঝঙ্কার দিতেছেন। ব্রহ্মময়ী তাঁহার আপন হাতে তপস্বীর ক্ষুদ্র জীবন-বীণাটি হাতে নিয়া সুর-যোজনা করিতেছেন। এই সত্তাকেই আমি এখানে ব্রহ্মময়ী বলিতেছি। এই সত্তাকেই এই ব্রহ্মময়ীকেই দেখিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলিয়াছিলেন—

"যা কুন্দেন্দু তুষারহারধবলা
যা শ্বেত পদ্মাসনা।
যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিত ভুজা
যা শুভ্র বস্ত্রাবৃতা।"

যিনি কুন্দফুলের ন্যায়, চন্দ্রের ন্যায় এবং তুষার রাশির ন্যায় শুভ্র নির্ম্মল, যিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ম্মল বসন পরিহিতা, যিনি নির্ম্মল আসনে উপবিষ্টা, যাঁহার হাতে শ্রেষ্ঠ বীণা রহিয়াছে তিনিই সেই ব্রহ্মময়ী।

"যা ব্রহ্মাচ্যুত শঙ্কর প্রভৃতিভি
দ্দেবৈ সদা বন্দিতা
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী
নিঃশেষ জাড্যাপহা।"

ব্রহ্মা, অচ্যুত, শঙ্কর ও সমস্ত দেবগণ কর্ত্তৃক যিনি অর্চ্চিতা, পুজিতা সেই ভগবতী আমাকে পরিত্রাণ করুন সমস্ত জড়তা হইতে, বৈচিত্র্য হইতে; যাঁহাতে কোন জড়ত্ব নাই, কোনই তামসিকতা নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সমস্ত দেবতাবৃন্দও এই সত্তার বুকে বিধৃত। শুধু জীব সকলই বিধৃত নহে, শুধু বিশ্ব চরাচরই বিধৃত নহে, বিধৃত রহিয়াছে ব্রহ্মা, অচ্যুত, শঙ্কর ও সমস্ত দেবতাবৃন্দ এই বিরাট সত্তাতে। অথচ এই সত্তা শুভ্র, নির্ম্মল, চন্দ্র হইতেও নির্ম্মল, বরফরাশি অপেক্ষাও নির্ম্মল। সেই নির্ম্মল জননী তাঁহার শ্রেষ্ঠ বীণা সকল—বরপুত্রগণকে, সাধকগণকে আপন হাতে ধরিয়া রাখিয়াছেন। আপন সুরে সুর মিলাইতেছেন ঐ রম্য বীণায়—'বাজে, বাজে রম্য বীণা বাজে'।

সকলেরই জীবন-বীণায় অহরহ সঙ্গীত হইতেছে, কিন্তু যে সাধক দেখিতে পান তাঁহার জীবনবীণাকে এক নিপুণ শিল্পী তাঁহার আপন সুরে মিলাইয়া লইবার জন্য সুর সাধনা করিতেছেন তখন কতই না তাঁহার আনন্দ হয়। একদিন যে জগৎসঙ্গীত অত্যন্ত বিষবৎ বোধ হইতেছিল সেই সঙ্গীত বিরাট শিল্পীর কণ্ঠে অতি মধুর বোধ হইতে থাকে। সাধক আত্মহারা হইয়া সেই নিপুণ শিল্পীকে মিনতি করিয়া জানান—ওগো যন্ত্রী! এ যন্ত্রটীকে তোমার আপন সুরে মিলাইয়া লও। 'সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষ জাড্যাপহা' এতটুকু মলিনতা থাকিতে দিও না, এতটুকুও জড়তা থাকিতে দিও না। সমস্ত তমকে ক্ষালন কর, সমস্ত মলিনতাকে বিধৌত কর। সমস্ত জড়ত্বকে তোমার চিন্ময় স্পর্শে চিন্ময় করিয়া লও। তোমার পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরীসুর একতানে বাজিয়া উঠুক আমার জীবনের এই রম্য বীণায়। বাজিয়া উঠুক তন্ত্রীতে, বাজিয়া উঠুক হৃদ্‌পিণ্ডে, বাজিয়া উঠুক হাড়ে, মাংসে, মজ্জায়। বাজিয়া উঠুক প্রতি রক্তবিন্দুতে, বাজিয়া উঠুক মনের ছন্দে ছন্দে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাজিয়া উঠুক প্রাণের প্রতি স্পন্দনে স্পন্দনে। বাজিয়া উঠুক প্রতি শ্বাসে প্রশ্বাসে। বলিয়া উঠুক কণ্ঠ আমার উচ্চৈঃস্বরে আরও উচ্চৈঃস্বরে—'যৎ করোমি জগন্মাত স্তদেব তব পুজনম্"। সকাল হইতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হইতে আবার সকাল পর্য্যন্ত আমার জীবনের রম্য বীণায় তোমারই সুর বাজিতে থাকুক, তবেই ত বলিতে পারিব—শয়নে করি তোমায় প্রণাম, নিদ্রায় করি তোমারই ধ্যান, আহারে দিই তোমাতে আহুতি, ভ্রমণে করি তোমাকে প্রদক্ষিণ। এমনি ভাবে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে, এমনি ভাবে প্রণতি জানাইতে জানাইতে আরও ক্ষীণ হইবে এই জীবত্বটুকু। জীব ক্ষীণ হইবে, জীবত্বের অহমিকা নিঃশেষে বিলুপ্ত হইবে তখনই ত সার্থক হইবে তোমার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া ঐ মন্ত্র উচ্চারণ—'সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষ জাড্যাপহা'।

তখনই প্রণত হইয়া যুক্ত করে বলিব—

সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে ॥

॥ ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ ॥

আমি থাকি গৃহহীনের ঘরে

(১৩৬৬ সাল)

'গৃহ হীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে '

মানুষের দুইটি গৃহ, একটি বাহিরে অপরটি অন্তরে। মাকে দেখা যায়, পাওয়া যায় এই অন্তরের গৃহে। এই বিশ্বে যিনি রিক্ত হইয়াছেন, নিঃসঙ্গ হইয়াছেন, একা হইয়াছেন তিনিই অন্তরের গৃহের সন্ধান পাইয়াছেন। বাহিরের লৌকিক দৃষ্টিতে যাঁহার গৃহ নাই, পরিজন নাই, বান্ধব বলিতেও কেহ নাই, মন হইতে যিনি সকলকে ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন তিনিই ত যথার্থ গৃহী। অন্তরের নিভৃত স্থানে আমাদের প্রত্যেকেরই একটী শান্তিপূর্ণ গৃহ রহিয়াছে। যতদিন আমরা এই গৃহের সন্ধান না পাই ততদিন বাহিরের গৃহকে আশ্রয় বলিয়া ভাবি। তাহাকে নানা উপকরণ দিয়া সাজাই। বাহিরের গৃহ নির্ম্মাণ করিতে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাকে উপকরণ দিয়া সাজাইতে কতই না পরিশ্রম করিতে হয়। সত্য ও আদর্শ পথ ত্যাগ করিয়া উপকরণ সংগ্রহে অনেকেই দিবারাত্র ব্যস্ত থাকি। ভাবি ঐ গৃহের মধ্যে ঐ উপকরণের মধ্যেই শান্তি পাইব। জীবনের দীর্ঘদিন এই ব্যর্থ আয়োজনে ক্ষয় হয়। শেষে একদিন বলিতে বাধ্য হই—

"শেষে দেখি হায় ভেঙ্গে সব যায়,
ধূলো হয়ে যায় ধূলাতে।
কে রহে তখন মুছাতে নয়ন
ডেকে ডেকে মরি কাহারে।"

সংসারী চতুর লোক শেষে চোখের জলে ভাসে। যাহারা চতুর নহে, যাহারা সংসারকে সমস্ত চিন্তা ও শক্তি দেয় না, সংসারের প্রতি কার্য্যের মধ্যে এক একবার অন্তরের নিভৃত নিকেতনে ঘুরিয়া আসিবার অভ্যাস রাখে তাহারাই পরিণামে জয়ী হয়। অতি চতুরের পরিণাম চিরদিনই ভয়াবহ। এই ভয়াবহ চিত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হয় না। ইহার বিষময় সুস্পষ্ট ছবি আমাদের সম্মুখে অহরহ রহিয়াছে। তাই ধীমানগণ চতুর না হইয়া বাহিরের সঙ্গে অন্তরের সংযোগ সাধন করিয়া চলেন। বাহিরকে প্রবল করিয়া অন্তরকে তিনি বঞ্চনা করেন না, অন্তরকে নীরস ও শুষ্ক হইতে দেন না, আবার অন্তরকে উজ্জ্বল ও সরস করিতে যাইয়া বাহিরের কর্ম্মকুণ্ঠা পরায়ণও হন না। অন্তরের নিভৃত নিকেতনে যিনি একবার প্রেমময়ের সন্ধান পাইয়াছেন, বাহিরের উপকরণ তাঁহার নিকট তুচ্ছ বোধ হইলেও বাহিরের বিশ্বকে তিনি ধিক্কার দেন না। সেই সাধক দেখিতে পান অন্তরে যিনি প্রেমের নিধি বাহিরে তিনিই বিশ্বরূপে রূপায়িত। অন্তরের গৃহটী এতদিন চিনে নাই বলিয়া অন্তরের নিধিকেও এতদিন তথায় দেখে নাই। প্রেমময়কে দেখে নাই বলিয়া তাঁহার সৃষ্টিকেও, তাঁহার লীলাকেও চিনিতে পারে নাই। অন্তরে যেদিন অন্তরের নিধি দেখা দেন সেই দিনই দিব্য দৃষ্টি লাভ হয়, দ্বিজত্ব লাভ হয়। পক্ষীশাবক যেমন প্রথম ডিমের মধ্যে জন্মায় আবার মুক্ত আকাশে জন্মায় সেইরূপ মানুষও একবার তাহার মনোময় কোষের মধ্যে জন্মায় আবার অনন্ত বিশ্বচেতনার মধ্যে জন্মায়। অন্তর বাহির বলিয়া যে দুইটি প্রকাণ্ড ভেদের প্রাচীর রহিয়াছে তাহা দূর হইয়া যায়। বাহির হইয়া যায় ছোট, অন্তর হইয়া যায় বিশাল। বাহিরের বিশ্ব ও দৃশ্য হইয়া যায় অন্তরেরই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিবিম্ব। বাহির অন্তরেরই ছায়ামাত্র। তাই ত বাহিরের গৃহহারা অন্তরে তাঁহার যথার্থ গৃহকে পান। বাহির ক্ষীণ হয় অন্তর দীপ্তিশীল হয়। বাহির ধীরে ধীরে লুপ্ত হইতে থাকে, অন্তর ধীরে ধীরে ভূমার সঙ্গে যুক্ত হইতে থাকে। বাহিরের গৃহহারা অন্তরের গৃহে সেই পরশমণিকে লাভ করে।

অন্তরের এই গুপ্ত ক্ষুধা নিয়াই মানুষ জগতে ছুটাছুটি করিতেছে। পশুর ন্যায় আহার নিদ্রা ও মৈথুনে মানুষ তুষ্ট হইতে পারে না। বাহিরের অন্নবস্ত্র প্রভৃতি উপকরণের আদৌ প্রয়োজন নাই এ কথা আমি বলিতেছি না, কিন্তু তাহাই জীবনের সর্ব্বস্ব নহে ইহাই বলিতেছি। রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, রূপবতী স্ত্রী, গুণবান পুত্র, অনুগত ভৃত্য তাহার পার্থিব অভাব দূর করিলেও অন্তরের দারুন ক্ষুধাকে তাহারা দূর করিতে পারে না। সেই অন্তরের ক্ষুধার্ত্ত বৈরাগী অহরহই আর্ত্তনাদ করিয়া বলিয়া থাকে, চাই আরও চাই, Light more light—অন্তরের সেই ভিক্ষুক, সেই বৈরাগী, সেই উদাসী আর্ত্তনাদ করিয়া বলে—দাও, আরও দাও। প্রকৃতির সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে পাইয়াও তাহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। কুবেরের ধনভাণ্ডারকে সে তুচ্ছ বোধ করে। মদন ও রতিকে পদদলিত করে। সে বলে—আমি যাহা চাই তাহা এই ঘর বাড়ী, স্ত্রী পুত্র, বন্ধু বান্ধব, চেয়ার টেবিল, ঘটী বাটীর মধ্যে নাই।

সেই ক্ষুধার দীপ্ত অনল যাহার হৃদয়ে জ্বলিয়াছে গৃহ তাহাকে বাঁধিতে পারে নাই। সেই গৃহহীন ভিখারীর দলকে, সেই গৃহহীন রাজরাজেশ্বরগণকে মা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়া থাকেন—

"গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।"

মোক্ষদ্বার কপাট-পাটনকরী মা অন্নপূর্ণা তাহারই গৃহে তাহারই অন্তর-রাজ্যে আসন পাতিয়া বসেন। সেই তপস্বীকে শুধু স্থূল অন্নই দান করেন না, তাহার পঞ্চকোষের পঞ্চবিধ অন্নও দান করেন, তাহার যোগক্ষেম বহন করেন। তাহার দেহের ক্ষুধায় দেন প্রভূত অন্ন, প্রাণের ক্ষুধায় অমিত শক্তি, মনের ক্ষুধায় ভদ্র দৃশ্য ও চিন্তা। বিজ্ঞানের ক্ষুধায় প্রজ্ঞার আলো, আর আনন্দময় কোষের ক্ষুধায় অমৃতসিন্ধু ঢালিয়া দেন।

মানুষ যতদিন অন্তররাজ্যের সন্ধান না পায়, অন্তরের গৃহে প্রবেশ করিতে না পারে ততদিনই বাহিরে ভিখারীর ন্যায় ছুটিয়া বেড়ায়, তাহারা পশুর ন্যায় দেহকেই সর্ব্বস্ব মনে করে, দেহের সুখ পুষ্টিবিধানই একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে। ইহারাই শূদ্র, ইহারাই নিকৃষ্ট মানব। কিন্তু দেহের পুষ্টিবিধান করিতে যাইয়া যখন দেখিতে পায়—প্রচুর ভোগের অন্ন তাহার সম্মুখে থাকিলেও রোগযন্ত্রণায় বিকল হইয়া সেই ভোগ্য বস্তুকে পরিপাক করিতে সমর্থ হইতেছে না, তখন ভাবে অন্নই সর্ব্বস্ব নহে, দেহই সর্ব্বস্ব নহে, প্রাণই সর্ব্বস্ব। ভাবে প্রাণের পুষ্টিবিধান না করিতে পারিলে ভোগ্য বস্তুকে ভোগ করা যায় না। তখন প্রাণ, অপান, সমান প্রভৃতি বায়ুকে সংযত ও পরিপুষ্ট করিতে চেষ্টা করে। অথবা পুষ্টিকর ঔষধপত্র ব্যবহার করিয়া সতেজ হইতে যত্নবান হয়। কেহ বা প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা প্রভৃতি মন্ত্র বলিয়া ভোগ্য বস্তু সকল নিবেদন করে। আবার কেহ কেহ মন্ত্র পড়িয়া উক্ত প্রক্রিয়ায় সাধনা করে।

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতিরুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ॥

কিন্তু এই প্রাণ ও অপান বায়ুর গতি কিছু রোধ করিতে পারিলেও, ইহাকে নিয়মিত করিতে পারিলেও মনের চঞ্চলতা দূর হয় না। আবার প্রশ্ন করে—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥

দেহ বেশ পুষ্ট, স্বাস্থ্যও ভাল, ভোগের উপকরণেরও অভাব নাই, পরিপাকেরও সামর্থ্য আছে, কিন্তু কোন্ অজ্ঞাত স্থান হইতে সুখ দুঃখের তরঙ্গ আসিয়া, মান অপমানের ঝড় আসিয়া মনকে উড়াইয়া নিয়া যায়, বিক্ষিপ্ত করে, আহত করে। সুখ দুঃখের নানা তরঙ্গাঘাতে বিমূঢ় হইয়া উর্দ্ধ লোকের দিকে তাকায়, চোখের জলে ভাসিতে থাকে। যথার্থ মানবজীবনের সূচনা এইখান হইতে আরম্ভ হয়। গুরুশক্তি আসিয়া তাহাকে উদ্বুদ্ধ করে, চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেয়। চঞ্চল মনকে অভ্যাস যোগের সাহায্যে বুদ্ধিতে নিবিষ্ট করে, শুভেচ্ছা ও বিচারণার দ্বারা ইহাকে পবিত্র করে। সেই তপস্বী তখন দেহকে আর সর্ব্বস্ব ভাবে না, ইন্দ্রিয়ের সুখের জন্য লালায়িত হয় না। এক নূতন অনুরাগের বশে দিব্য রাজ্যের দিকে তাকায়। যে দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া জগতে এতদিন বিচরণ করিয়াছিল সেই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন ঘটে। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের সাহায্যে প্রমত্ত মাতঙ্গবৎ মন কিছুটা বশে আসে, শান্ত হয়।

মন শান্ত হইলেই জীবনে যাহা পাওয়ার বস্তু তাহা লাভ হইল একথা বলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলে না। সুষুপ্তিকালে, মূৰ্চ্ছিত অবস্থায় মনের নিরোধ হয়, কিন্তু জীবন তাহাতে চরিতার্থ হয় না। আবার বিজ্ঞানময় মহেশ্বরকে—গুরুকে প্রণিপাত করিয়া প্রশ্ন করে—কৈ? আমার সেই শান্তিধাম কৈ? যাহাদ্বারা চরাচর বিশ্ব পরিব্যাপ্ত, আমার সেই অন্তরের দেবতা কৈ? কৈ? আমার সেই গৃহের আলো কৈ? যে আমার প্রতীক্ষায় চিরদিন বসিয়া রহিয়াছে আমার সেই শান্তিদাতা বান্ধব কৈ? এস নীলকণ্ঠ! আমার জীবনের সকল হলাহল গ্রহণ কর, আমাকে দিব্য রাজ্যের সন্ধান দাও। আমি এনেছি আহরণ করিয়া আমার বহু জন্মের সঞ্চিত কর্ম্মরাশি সেই প্রেমময়ের প্রেম সমুদ্রে বিসর্জ্জন দিব বলিয়া, সেই জ্ঞানময়ের জ্ঞানাগ্নিতে আহুতি দিব বলিয়া, 'প্রিয়ায় প্রিয়তমায় প্রাণায় পরমাত্মনে স্বাহা' বলিয়া আমি আহুতি দিব, আমি সমর্পণ করিব। আহুতি দিব এই দেহ, আহুতি দিব এই গেহ, আহুতি দিব এই প্রিয়জন, এই প্রিয় বস্তু সকল। যাহারা এতদিন আমাকে অমৃতধাম হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল, আমি তাহাদিগকেই আহুতি দিব এই ভূমার প্রেম সিন্ধুতে। আমি আমার সকল বিত্ত হারাইয়া শুধু তাঁহারই অমৃতময় ভাণ্ডার হইতে অমৃতধারা পান করিয়া এই চিত্ত ভরিব।

মন যখন বিজ্ঞান ভিক্ষুর সন্ধান পায়, গুরুর সন্ধান পায়, বুদ্ধি তত্ত্বের সন্ধান পায় এবং সেই বুদ্ধিতে প্রতিফলিত চিন্ময় বিভুর প্রতিবিম্ব দেখিতে পায় তখন উল্লাসে নৃত্য করিয়া বলে—

'প্রিয়ায় প্রিয়তমায় প্রাণায় পরমাত্মনে স্বাহা' 'অনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা'। অনৃত হইতে মৃত্যুময় সংসার হইতে আমি সত্যে উপনীত হইব। ঐ যে সত্যের ধ্বজা পতাকা দেখিতে পাইতেছি।

যে মনের দৃষ্টি ছিল বাহিরে, বিশ্বের নাম ও রূপে, সেই মন ক্ষীণ হইলে সন্ধান পাওয়া যায় অন্তর রাজ্যের। তখনই সাধকের কানে কানে আসিয়া এক দৈববাণী বাজিতে থাকে—'গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে'। সকল দুয়ার হইতে ঘুরিয়া সেই ক্ষীণমন তপস্বী, বুদ্ধের ন্যায় ক্ষীণ দেহ ও মন নিয়া বিজ্ঞানের বলে বলবান হইয়া মোক্ষদ্বারে আসিয়া সমুপস্থিত হয়। ঐ দ্বারে দাঁড়াইয়া করুণ কণ্ঠে গাহিতে থাকে—

"সকল দুয়ার হইতে ফিরিয়া
তোমারই দুয়ারে এসেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলের প্রেমে বিমুখ হইয়া—
(আজ) তোমাকেই ভাল বেসেছি।
আরও বলে—
ওগো, খুলে দাও আঁখি
প্রাণ ভরে দেখি
তুমি প্রাণ, আমি প্রাণী।

আখিঁর বাঁধন খুলিলে, হৃদয়ের কপাট উন্মুক্ত হইলে সাধক বলিতে থাকে এস গৃহহারা জননি, এই গৃহহীনের ঘরে। সকল স্থানে পাইব বলিয়া তুমিও যে মা গৃহহারা। সকল নামে ডাকিব বলিয়া তুমিও যে মা নামহারা। তাই ত তুমি এমন রিক্ত পুত্রকে খোঁজ যাহার গৃহ নাই, যাহার নামের পরিচয় নাই। নাম হারাইলে, গোত্র হারাইলে, পুত্র তোমার গোত্রে গোত্রান্তর হইলে, তুমি তাহার হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠিত হও। পুত্র যখন গোত্র হারাইয়া তোমার দিকে বাহু বাড়ায় তখন তুমিও তোমার সিংহাসনের আসন হইতে নামিয়া পুত্রকে বক্ষে চাপিয়া ধর। তুমি তোমার নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ হইতে অশেষ গুণময়ী ব্রহ্মস্বরূপে নামিয়া আস। তুমি নামিয়া না আসিলে, তুমি পুত্র বলিয়া হাত না বাড়াইলে ব্রহ্মাচ্যুত-শঙ্করও তোমার দেখা পান না।

এস, এস, পুত্রবৎসলা জননি! এই আর্ত্ত দীন পুত্রদের হৃদয় মন্দিরে আরও একটু নামিয়া এস। তোমার হৃদয় আমার হৃদয় হোক্। তোমার চক্ষু আমার চক্ষুতে মিলিত হোক। শুধু দিব্য চক্ষু চাহি না। শুধু দিব্য দৃষ্টি চাহি না। চাহি তোমাকে। জীবনের সকল বিত্ত হারাইয়া চাহি শুধু তোমাকে। তুমি ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী। তোমার দিব্য গর্ভে এই শিশু পুত্রকে আবার গ্রহণ কর। যে লীলা নাটকের অভিনয় আরম্ভ করিয়াছ, এই তিক্ত অভিনয়ের সমাপ্তি ঘটাইয়া তোমার বক্ষে মিলাইয়া লও। এতদিন অন্নরূপে তোমার বিশ্বভুবনকে সম্ভোগ করিয়াছি, এইবার তুমি আমাকে তোমার অন্নরূপে গ্রহণ কর। আমিও ঋষির সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে পারিব।—

অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদোঽহমন্নাদোঽহমন্নাদঃ। অহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃৎ। আমি অন্ন, আমি অন্ন, আমি অন্ন। আমি অন্নভোক্তা, আমি অন্নভোক্তা, আমি অন্নভোক্তা। আমি অন্ন ও অন্নভোক্তার মিলন ঘটক, আমি মিলন ঘটক, আমি মিলন ঘটক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মময়ী তোমাতে মিলিত হইয়া তোমার ব্রহ্মস্বরূপে অবগাহন করিব, আমি আমাকে তোমার মধ্যে হারাইব। তুমি আবার আমার ব্যথিত জীব-বোধকে গ্রহণ করিয়া, সেই জৈব রথে আরোহণ করিয়া তোমার বিশ্বভুবনে নামিয়া আসিবে। এই রথকে অবলম্বন করিয়া এই ইন্দ্রিয়বর্গরূপ ঘোড়াকে সুসংযত করিয়া তুমি সারথি হইয়া এই রথকে পরিচালিত করিবে। তুমি আমার বিশ্বখেলার সহচর হইবে। আমিও তোমার বিশ্বলীলার সহযাত্রী হইয়া থাকিব। শতশত নামে তোমায় ডাকিব। শতশত মন্দিরে তোমার প্রতিষ্ঠা দিব। তোমাকে গড়িব। আমার আমিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তোমার ভোগ নৈবেদ্য সাজাইব। আমার বক্ষ নিংড়াইয়া তোমার পূজা বাসরে তোমারই যে স্নেহের দুলালগণকে অভিষিক্ত করিবে, তাহাদিগকেই আবার অর্ঘ্যরূপে ধরিয়া তোমারই দিব্য রাতুল চরণে ঢালিয়া দিব।

অরূপ তোমাকে রূপ দিব, নির্গুণ তোমাকে অশেষ গুণে বিভূষিত করিব, বাক্যাতীত তোমাকে বাকে বাকে মন্ত্রে মন্ত্রে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিব। ভাবাতীত তোমাকে ভাবের বন্যায় ভাসাইয়া দিব, তাই ত তোমার মূর্ত্তি গড়িয়াছি, তাই ত তোমার আবাহন মন্ত্র গাহিতেছি। তাই ত তোমার অঙ্গস্পর্শ করিয়া বলিতেছি—'প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ', তাই ত তোমার রাতুল চরণ ধরিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছি—'স্থাং স্থীং স্থিরা ভব'। ভক্তবৎসলা, পুত্রবৎসলা জননি! তুমি পুত্রদের করুণ ক্রন্দনে তাই এই দুর্দ্দিনে আমার এই মন্দিরে আসিয়াছ। ঐ মৃন্ময় মূর্ত্তিতে চিন্ময়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তুমি আশীর্ব্বাদ করিবে, তুমি বর-প্রদান করিবে, তুমি বক্ষে তুলিয়া লইবে, কণ্ঠে চাপিয়া ধরিবে, আর আমি ভূলুণ্ঠিত হইয়া বার বার প্রণত হইয়া বলিব—

অন্নপূর্ণে নমস্তুভ্যং নমস্তে জগদম্বিকে।
তচ্চারু চরণে ভক্তিং দেহি দীন দয়াময়ি।
মোক্ষদ্বার-কপাট-পাটনকরী কাশীপুরাধিশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥
আগতশ্চরণে মাতো গৃহাণ কুসুমাঞ্জলিং।
অজ্ঞানান্ধসুতে মাতঃ কৃপয়া দেহি দর্শনম্॥

ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুপূর্ণিমা তিথিতে শিষ্যের কর্ত্তব্য

(১৩৬৬ সাল)

যাহারা গুরুবাদ স্বীকার করে, তাহাদের কর্ত্তব্য হইল গুরু স্থুল-দেহে বর্ত্তমান থাকিলে এই পুণ্য-তিথিতে তাঁহার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া—তাঁহাকে অর্চ্চনা করা, তাঁহার প্রসাদ ও চরণামৃত গ্রহণ করা। ইহা পরম ভাগ্যের কথা। ভাগ্যদোষে দূরদেশ হইতে অর্থাভাবে যাহারা সন্নিধানে উপস্থিত হইতে পারিবে না তাহারা নিজ গৃহে বসিয়াই গুরুর প্রতিচিত্র অবলম্বন করিয়া পূজা-অর্চ্চনা করিবে, ভোগ দিবে ও প্রসাদ গ্রহণ করিবে। অসুস্থ দেহের জন্য যাহারা এই পুণ্যতিথিতে শ্রীগুরুর সান্নিধ্যে উপস্থিত হইতে পারিবে না, তাহারা নিজ শয্যায় বসিয়াই সেইদিনে যথাসম্ভব শুচিভাবে জপ ও ধ্যান করিবে। এমন কি শয্যাশায়ী থাকিলেও মনে মনে জপ করিবে। যেখানে একই গুরুর কতিপয় শিষ্য বসবাস করিবার সংযোগ ঘটিয়াছে, তাহারা নিজ গুরু ভাইদের কোন গৃহে সমবেত হইয়া গুরুর প্রতিচিত্র বসাইয়া যথাসম্ভব পত্রে, পুষ্পে সেই প্রতিচিত্রকে সাজাইয়া, পূজা-অর্চ্চনা করিবে, ভোগ দিবে। ভোগ—অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি দিতে হইলে সামাজিক বিধান মানিয়াই তাহা রন্ধনাদি করাইবে। ভোগ-নিবেদন এবং পূজা গুরুভাইদের মধ্যে যিনি তপস্যায় অগ্রগণ্য তিনিই করিবেন। ভোগ-নিবেদন হইয়া গেলে প্রসাদের আর জাতিবিচার না করাই উচিত। যেস্থলে অন্ন, ব্যঞ্জনাদি ভোগ দিবার সুযোগ সুবিধা হইবে না তথায় ফল এবং মিষ্টান্নাদি ভোগ দিতে চেষ্টা করিবে। যে দরিদ্র সন্তানের ফল, মিষ্টিও অর্পণ করিবার ক্ষমতা নাই, সে বনের ফুলে ও চোখের জলেই অর্চ্চনা করিবে। তাহাতেই শ্রীগুরু তৃপ্ত হইবেন।

যাহাদের গুরু দেহত্যাগ করিয়া দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন তাহারা গুরুর প্রতিচিত্র নিয়া অর্চ্চনা করিলে সেই প্রতিচিত্রের মধ্য হইতেই এই পুণ্য-তিথিতে প্রেরণা ও শক্তি পাইবে। যাহারা গুরুর ন্যায়ই অন্য কোন মহাপুরুষকে শ্রদ্ধা করিতে সমর্থ অর্থাৎ অন্য মহাপুরুষের মধ্যে নিজের গুরুকেই দেখিতে সমর্থ, তাহারা সেই মহাপুরুষের সান্নিধ্যে যাইয়া তাঁহার দেহকে অবলম্বন করিয়াই পূজা, অর্চ্চনাদি করিতে পার। তাঁহার নিকট হইতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তি ও আশীর্ব্বাদ পাইবে সন্দেহ নাই। সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি থাকিলে শক্তি ও আশীর্ব্বাদ লাভ করা যায় না। যাহাদের সমন্বয় দৃষ্টি আসিয়াছে অর্থাৎ বাহ্যদৃষ্টিতে আধারের ভেদ হইলেও গুরুকে অভেদ দৃষ্টিতে দেখিবার চক্ষুলাভ করিয়াছ, তাহারা একটি বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়াও গুরুজ্ঞানে তাহার অর্চ্চনা করিলে গুরুর আশীর্ব্বাদ ও শক্তি লাভ করিতে পারিবে। গুরুর প্রতি কোন কারণে কাহারও অশ্রদ্ধা আসিয়া থাকিলে তাহার কর্ত্তব্য হইল চোখের জলে এই পুণ্য-তিথিতে সেই অশ্রদ্ধার মলিনতাকে ধুইয়া ফেলা।

পুনঃ পুনঃ যাহারা গুরু পরিবর্ত্তন করে তাহারা দুর্ভাগ্যবান সন্দেহ নাই। অবশ্য ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধক, ব্রহ্মযুক্ত গুরুর সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত মধুলুব্ধ ভ্রমরের ন্যায় পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে অর্থাৎ গুরু হইতে অন্য গুরুর নিকট গমন করিবে এইরূপ শাস্ত্রে নির্দ্দেশ রহিয়াছে। পাঠশালার পড়া শেষ করিয়া যেমন বিদ্যার্থী উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য, উচ্চস্কুলে, কলেজে ও ইউনিভারসিটীতে যাইয়া থাকে সেইরূপ মুমুক্ষু সাধক, ব্রহ্মবিদ্, বহ্মবিদ্বরিয়ান ও ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ গুরুর নিকট কৃপাপ্রার্থী হইতে পারিবে। ইহা অন্য কথা। কিন্তু যাহারা গুরুর দোষ দেখিয়া তাঁহার নিন্দা ও সমালোচনা করিয়া অন্য গুরুর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহারাই দুর্ভাগ্যবান। এই কথাই আমি বলিতেছি। সেই দুর্ভাগ্যবানেরা দোষ দর্শনের চক্ষু মুদ্রিত না করিলে এবং সমালোচনার জিহ্বা সংযত না করিলে আত্মজ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না। কারণ গুরু একই। অতএব আধারের দোষগুণ থাকিলেই ইহা গুরুরই দোষ এরূপ মনে করিয়া তাঁহার দোষ দর্শন করিয়া, সমালোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া মৌনভাবে একান্তে আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত।

ভাবের উচ্ছ্বাসে না বুঝিয়া অজ্ঞাতকুলশীল কোন ব্যক্তির চাটুবাক্যে অথবা অন্য লোকের প্ররোচনায় মুগ্ধ হইয়া কাহাকেও গুরুত্বে বরণ করিলে সেই গুরুকে নীরবে অন্তর হইতে বিসর্জ্জন দিয়া কিছুদিন সংযত থাকিয়া বিচারপূর্ব্বক অন্য গুরু গ্রহণ করিতে পার। কিন্তু মনে রাখিও তাহাকে অন্তর হইতে বিসর্জ্জন করিবারই তোমার ক্ষমতা আছে, সমালোচনার দ্বারা নিজের চিত্তকে ও বিশ্বকে কলুষিত করিবার অধিকার তোমার নাই এবং পুনঃ পুনঃ এইরূপ ভুল হওয়া উচিত নহে।

শাস্ত্রের নির্দ্দেশ হইল গুরুর সান্নিধ্যে শিষ্য—শ্রদ্ধাশীল শিষ্য—সমিধপাণি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া দীর্ঘদিন অবস্থান পুর্ব্বক সেবা করিবে। ইহাতে শিষ্য গুরুকে চিনিবার ও বুঝিবার সুযোগ পায়। গুরুও শিষ্যকে দেখিয়া লইবার সুযোগ পান। ঋষিযুগে এই ব্যবস্থাই ছিল। আরুণি ও শ্বেতকেতুর উপাখ্যান যাহারা জান তাহারাই এই বিষয়ে সুবিদিত আছ। বর্ত্তমান যুগেও জানা যায় বৈষ্ণব সাধু নরোত্তমঠাকুর মহাশয় প্রায় দ্বাদশ বৎসর গুরুর সান্নিধ্যে থাকিয়া তবে দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন। এমন কি ভগবান মহাপ্রভু সম্বন্ধেও এইরূপ উল্লেখ আছে—তাঁহার গুরু কেশব-ভারতী পূর্ব্ব-পরিচিত হইলেও তাঁহাকে বহু পরীক্ষা করিয়া তবে সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান-কালে শিষ্যের সংখ্যা বাড়াইয়া "বহু লোকের গুরু" এই সুখ্যাতি অর্জ্জন করিবার জন্য কেহ কেহ অপাত্রে অস্থানে মন্ত্রদান করিয়া যেমন নিজের সম্প্রদায়ের অকল্যাণ করিতেছেন, তেমনি ধর্ম্ম-জগতেরও অকল্যাণই সাধন করিতেছেন। আহারের বিচার নাই, চরিত্রের বিচার নাই, নীতি-দুর্নীতির বিচার নাই, দ্বিপদবিশিষ্ট একটা জীব পাইলেই কিছু দক্ষিণার লোভে এবং দলপুষ্টির আকাঙ্ক্ষায় মন্ত্র দিয়া থাকেন। দেখা যায় সেই লোকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠানের অপযশ ও অকল্যাণই হইয়া থাকে।

মুমুক্ষু কোন সাধক হুজুগে মাতিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিও না। যাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিবে কিছুদিন তাঁহার সান্নিধ্যে থাকিয়া তাঁহাকে ভালভাবে দেখিয়া শুনিয়া তবেই গুরুত্বে বরণ করিও। ইহাতে যত বিলম্বই হউক ধৈর্য্যের সহিত তজ্জন্য প্রতীক্ষা করিতেই হইবে। ধৈর্য্যহীন হইয়া হুজুগে মাতিয়া এই পথে অগ্রসর হইলে পদে পদে অনুতপ্তই হইবে। মুমুক্ষু সাধকের কৌলিক গুরুর নিকট হইতেই মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে এইরূপ কোন শাস্ত্রে নির্দ্দেশ নাই। তাহারা ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট হইতেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে ও কৃপালাভ করিবে। শুধু মন্ত্রগ্রহণের দ্বারাই সাধনা জগতে উন্নতিলাভ করা যায় না। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে অন্তরের যোগ সাধিত না হইলে দুর্ব্বল শিষ্যের পক্ষে সাধনায় অগ্রসর হওয়া কঠিন। শিষ্য অকপট হইবে, শ্রদ্ধাশীল হইবে, গুরুর নিকট অন্তর ঢালিয়া দিবে। শিষ্য শিশুর ন্যায় সরল হইবে, বিনীত হইবে, তবেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর কৃপা লাভ করিতে পারিবে।

হিন্দুর কুলবধূর যেমন একই স্বামী থাকে এবং সে তাহার জীবনের ভাল মন্দ সেই স্বামীর নিকট অর্পণ করিয়াই তাহার জীবন-যাত্রার সহচর হয়, সেইরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুমুক্ষু সাধকও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর প্রতি একান্ত অনুগত হইয়া তাঁহার ব্রহ্মধামে পৌঁছিবার সহচর হইবে। তবেই আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিবে, তবেই কল্যাণ হইবে।

যিনি যত বড় তপস্বীই হউন, একদল পরশ্রীকাতর লোক তাঁহার সমালোচনা করিবেই। অনুগত শিষ্য, সেই পাপিষ্ঠের মুখে গুরুর সমালোচনা শুনিবে না। হয় প্রতিবাদ করিয়া তাহার পাপ জিহ্বাকে সংযত করিবে, নতুবা নিষ্ঠিবন ত্যাগ করিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিবে। মনে রাখিও, 'ন গুরোরধিকং, ন গুরোরধিকং।' এমন কি স্বীয় পিতামাতাও যদি গুরুর নিন্দা করে তাহা হইলে তাহাও শুনিবে না।

সাধনা জগতে আর এক অসুবিধা হইল গুরু ও ইষ্ট নিয়া। অনেকের ধারণা, গুরু হইলেন মন্ত্রদাতা এবং পথ প্রদর্শক মাত্র ; সেই মন্ত্রের আশ্রয়ে, কোন ইষ্টকে অবলম্বন করিয়া তপস্যা করিতে হইবে। কাহারও ইষ্ট—কৃষ্ণ, কাহারও ইষ্ট—কালী, দুর্গা বা শিব হয়, কাহারও বা আধুনিক কোন মহাপুরুষও ইষ্ট হইয়া থাকে। এই গুরু ও ইষ্টের সমন্বয় করিতে যাইয়া শিষ্যগণ বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়ে। যাহা হউক সে অন্য কথা। এই বিষয়ে আমরা অন্যত্র আলোচনা করিব। এখানে শুধু এই কথাই বলিতে চাই, এই গুরুপূর্ণিমা তিথিতে স্বীয় গুরুরই অর্চ্চনা করিবে। ইষ্ট যদি পৃথক থাকে, তাহা হইলে সেই ইষ্টকে গুরুর পূজা করিয়া পরে অর্ঘ ও পুষ্পাঞ্জলি দিবে।

মূল কথা হইল, এই পুণ্য তিথিতে শ্রদ্ধাবান হইয়া দেহধারী গুরুর সান্নিধ্যে বসিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিবার জন্য সচেষ্ট হইবে। গুরুর দেহ বর্ত্তমান না থাকিলে কি ভাবে চলিবে পূর্ব্বেই এ সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব এই পুণ্য তিথিতে শিষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য হইল যথাশক্তি পাদ্য-অর্ঘ্য লইয়া গুরুর পূজা ও অর্চ্চনা করা। ইহাতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের দ্বার উন্মুক্ত হয়, জীবনের পাপ দূরীভূত হয়, সংস্কার শুদ্ধ হয়। গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ব্রহ্মভাবে অবগাহন করিবার জন্য দেহ, মন পবিত্র হয়।

মনে রাখিও তুমি গুরুর বেশী প্রিয়পাত্র ইহা দেখাইবার জন্য সকলকে ঠেলিয়া পিছনে রাখিয়া বহুলোকের অসুবিধা সৃষ্টি করিয়া কাছে যাইয়া বসিবার জন্য চেষ্টা করা অন্যায়। যথাসময় আসিতে না পারিলে যে যেখানে স্থান পাইবে সেস্থানে বসিয়াই অর্চ্চনা করিলে অধিকতর লাভবান হইবে। তবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবশ্য ইহা কর্ত্তব্য—যাহারা তপস্যায় পুর্ব্বগামী তাহাদিগকে সসম্মানে সামনে রাখিতে চেষ্টা করিবে। ইহাতে নিজেদেরই কল্যাণ হইবে। গুরুকে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ লাভান্তে নাতিদূরে সরিয়া দাঁড়াইবে, অন্য ভ্রাতা ও ভগিনীদের প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ লাভের সুযোগ দানের জন্য। অন্য সকলকে সুযোগ দান করিলে তাহাদের শুভেচ্ছায় সুযোগদানকারীর অধিকতর কল্যাণ হয়।

অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কেহ গুরুকে কোন বস্তু প্রদান করিও না। অন্তর চাহিলে অতি তুচ্ছ বস্তুও অর্পণ করিও। বস্তুর মুল্য দিয়া অন্তরের পরীক্ষা হয় না। তবে সামর্থ্য থাকিতেও কৃপণের ন্যায় তুচ্ছ বস্তু প্রদান করা উচিত নয়। ধনীর মূল্যবান উপচার দেখিয়া দরিদ্র শিষ্য কখনও সঙ্কুচিত হইও না। অন্তরের শ্রদ্ধাই প্রধান উপচার। চোখের জলই প্রধান উপচার। 'প্রণতিই' প্রধান উপচার। অহংকার শূন্য হওয়াই প্রধান উপচার। অহংকার ত্যাগ কর, প্রণত হও। আরও প্রণত হও। তবেই কল্যাণ হইবে।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

বুদ্ধমতবাদের সংক্ষিপ্ত কথা ও সত্যপ্রতিষ্ঠা

(১৩৬৬ সাল)

ভগবান বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—মানুষের দুঃখের কারণ—জন্ম, জন্মের কারণ—কর্ম্ম, কর্ম্মের কারণ—বাসনা, বাসনার উৎপত্তি হয় রূপ, রস, শব্দ. গন্ধ প্রভৃতি হইতে।

কমনীয় রূপ, সুমধুর রস, মধুর সঙ্গীত এবং সুমিষ্ট গন্ধ ভোগ করিতে করিতেই মানুষের চিত্তে রূপ, রস ভোগের তৃষ্ণা বাড়িয়া চলে। তৃষ্ণার নিবৃত্তি ভোগের দ্বারা হয় না। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—রূপ-রসের বাস্তব সত্তা কিছু নাই। একজন যে বস্তু সুন্দর দেখে অন্যজন সেই বস্তুকেই কুৎসিত দেখে। নিজ নিজ স্ত্রী, পুত্র প্রত্যেকের নিকটই প্রিয়, কিন্তু অন্য ব্যক্তির নিকট প্রিয় নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতএব সৌন্দর্য্য বা প্রিয়ত্ব বস্তুর মধ্যে মাখান নাই, অথচ মানুষ ভ্রান্ত হইয়া সুখের সন্ধানে বস্তুর পিছনেই ছুটিয়া যায়। সুখ পায় না। দুঃখই বরং বেশী পায়। এই তৃষ্ণার নিবৃত্তি না হইলে পুনঃ পুনঃ জন্মধারণ করিতেই হইবে এবং দুঃখও পাইতে হইবে।

অতএব ভ্রান্ত হইয়া উপকরণবন্ত হওয়ার জন্য যে চেষ্টা করিতেছ তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও। সুখের লালসায় রূপ-রসের পিছনে যে ছুটিতেছ তাহা হইতে নিরস্ত হও। তৃষ্ণা ত্যাগ কর।

দৃষ্টিকে শুদ্ধ কর, চিন্তাকে শুদ্ধ কর, কর্ম্মকে শুদ্ধ কর, আচরণকে শুদ্ধ কর। ভদ্র দৃশ্য দেখিবে, ভদ্র কথা শুনিবে ও বলিবে। এইরূপে তোমার চিন্তা ও কর্ম্ম শুদ্ধ হইলে অশুভ যাহা তাহা দূর হইবে; চিত্ত প্রশান্ত হইবে। শুদ্ধ কর্ম্ম করিবে স্বর্গাদি লাভের জন্য নহে, কোন প্রতিদান পাওয়ার জন্যও নহে, শুধু আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার জন্য শুদ্ধ কর্ম্ম করিবে।

কোন ধনী মহিলা বুদ্ধদেবকে তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যগণ সহ মহিলার বাগান বাড়ীতে অবস্থান করিয়া চাতুর্ম্মাস্য পালন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তুমি কি প্রতিদানের প্রত্যাশায় ভিক্ষুগণকে আশ্রয় ও ভিক্ষা দিতে চাহিতেছ? যশস্বী হইবে অথবা স্বর্গাদি লাভ করিবে এইরূপ প্রত্যাশা আছে কি? মহিলা প্রত্যুত্তরে জানাইয়াছিলেন —দেব! ভিক্ষুগণ আমার নিকট হইতে আমার বিপুল ধনের ও সম্পত্তির কিয়দংশ ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিলে আমি এই শুদ্ধ কর্ম্মের দ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভ করিব। প্রতিদান পাওয়ার কোন আশা আমার নাই। প্রতিদানের প্রত্যাশা থাকিলে দুঃখ পাইতে হয়। ভগবান বুদ্ধদেব তথায় অবস্থান করিয়া চাতুর্ম্মাস্য পালন করিয়াছিলেন।

বৈদিক যুগে ঋষিগণও প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।" হে দেবগণ আমরা কর্ণের দ্বারা সতত যেন মঙ্গলজনক শব্দই শ্রবণ করি এবং চক্ষু দ্বারা কেবল যেন ভাল রূপই দর্শন করি।

শুভ কি? যিনি মঙ্গলময়, যিনি কল্যাণময়, যাঁহার ধ্বংস হয় না, তিনিই শুভ। সেই মঙ্গলময়কে, বিশ্বের দৃশ্যে দৃশ্যে, রূপে রূপে, গন্ধে, শব্দে, স্পর্শে দেখিতে হইবে। ঋষিগণ আরও প্রার্থনা করিলেন—"যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।" হে বিভু! তোমার কল্যাণতম রূপ দেখিতে চাই। এই নাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপের আবরণে তোমার কল্যাণতম রূপকে ঢাকিয়া রাখিয়াছ, দিব্যদৃষ্টি দাও, তোমার সেই কল্যাণতম রূপ দেখিব। গীতায় ও চণ্ডীতে এই একই বাক্য প্রতিধ্বনিত হইয়াছে—তোমার মায়াময় আবরণ উন্মোচন কর, তোমাকে দেখিব, তোমাকে লাভ করিব। "সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ, ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ।" এই প্রার্থনা চণ্ডীতত্ত্বে অবগাহন করিতে যাইয়া ঋষি পুনঃ পুনঃ করিয়াছিলেন। ঋষি এই কথাও শুনিয়াছিলেন—নাম ও রূপের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে একমাত্র আমিই রহিয়াছি। নানারূপকে না দেখিয়া, নামরূপে মুগ্ধ না হইয়া—আমাকে দেখ। তবেই নামরূপ অন্তর্হিত হইবে, আমাকে পাইবে।

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া, মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥" আমার কঠোর মায়াপাশ হইতে অর্থাৎ প্রলুব্ধকর জগৎ হইতে বিমুক্ত হওয়ার পথ প্রতি নামে, রূপে আমাকে দর্শন করিতে করিতে পাইবে। আমাকে দেখ, আমাতে মনকে নিবিষ্ট কর। "অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ।" "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি।" এই বিশ্বভুবন রূপে আর কেহ নাই, আর কিছু নাই, শুধু আমিই রহিয়াছি। ভক্ত ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোসি ভগবন্ ময়া।" আমি কিরূপে তোমার চিন্তা করিব, কিরূপে তোমার ভজনা করিব, সেই কথা আমাকে বলিয়া দাও। তার উত্তরে ভগবান বিভূতিযোগের কথা বলিয়াছেন এবং বিভূতিযোগের শেষাংশে বলিয়াছেন—আমারই একাংশে জগৎ অবস্থিত। জগৎ আমারই লীলাবিলাস।

সমস্ত নামরূপে ভগবানকে দেখিতে অভ্যাস করিলে দৃষ্টি শুদ্ধ হয়, কর্ম্ম শুদ্ধ হয়, নূতন বাসনার উৎপত্তি হয় না। বাসনার উৎপত্তি না হইলে জন্ম হয় না। মোক্ষলাভ ঘটে।

অতএব দেখা যায় বুদ্ধবাদের সঙ্গে হিন্দুর কর্ম্মকাণ্ডাদির ও মূর্ত্তি উপাসনাদির বিরোধ থাকিলেও তত্ত্বদৃষ্টিতে সত্য সত্যই কোন বিরোধ নাই। তবে বুদ্ধদেব বস্তুর মধ্যে কিরূপে শুদ্ধ দৃষ্টি আসিবে তাহা বিচারের দ্বারা পুনঃ পুনঃ নির্ণয় করিয়া লইতে বলিয়াছেন। নির্ভরতার কোন কথা তথায় নাই। দুর্ব্বল সাধক নির্ভর না করিয়া নিজেকে বড়ই অসহায় বোধ করে। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত ঋষিগণ—ভগবানে নির্ভর করিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধনার পথই দেখাইয়াছেন। নামরূপের অন্তরালে আমাকে দেখ, বর্ণে গন্ধে আমাকে দেখ। "মদ্ যাজী মাং নমস্কুরু।" আমার পূজা কর, আমাকে প্রণাম কর, তবেই আমি তোমাকে সমস্ত অশুভ হইতে, সমস্ত দুঃখ সন্তাপ হইতে পরিত্রাণ করিব। শান্তি পাইবে, মোক্ষলাভ হইবে। ইহাই সত্যস্বরূপ ভগবানকে লাভ করিবার অব্যর্থ পথ।

তোমরা এই পথে অগ্রসর হ'ও। কল্যাণ হইবে, শান্তি পাইবে।

'নারায়ণি নমোঽস্তু তে'

(১৩৬৬ সাল)

যিনি ভগবান বিষ্ণুকে ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন, আবার অসুরভয়ে ভীত চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার কাতর প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়া যিনি ভগবান বিষ্ণুকে ঘুমঘোর হইতে ব্যুত্থিত করিয়া মধুকৈটভ বধে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, সেই মহামায়াকে—সেই দুর্গাকে—আমার মাকে তোমরা দেখিবে কি? দেবরাজ ইন্দ্র মহিষাসুর কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলে ক্ষুব্ধ সমস্ত দেবতার তেজ হইতে ত্রিভুবন আলোকিত করিয়া যে মাতৃমূর্ত্তি আবির্ভূতা হইয়া মহিষাসুরকে সবংশে নিধন করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তোমরা সেই মহিষাসুরনাশিনী বরাভয়দায়িনী দুর্গাকে—আমার মাকে দেখিবে কি? তোমরা দেখিবে কি গৌরী দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়া যে দেবী, যে ঈশ্বরী দুর্দ্দান্ত দৈত্য শুম্ভ নিশুম্ভকে নিধন করিয়া দেবতাদের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া বলিয়াছিলেন—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদা অবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥

তোমরা আমার সেই মাকে—রিপুকুলনাশিনী, অসুরমর্দ্দিনী, কৈবল্যদায়িনী দুর্গাকে দেখিবে কি? পুত্র, কলত্র কর্ত্তৃক বিতাড়িত ও পরিত্যক্ত রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি গুরু মেধসের নিকট দীক্ষিত হইয়া দীর্ঘকাল নদীপুলিনে অবস্থান করিয়া নিরন্তর তপস্যা দ্বারা, অভীপ্সিত রাজ্য ও মোক্ষলাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছিলেন যে মোক্ষদায়িনীর আশীর্ব্বাদে ও বরে তোমরা সেই অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সদায়িনী আমার মাকে দুর্গাকে—সর্ব্বসন্তাপনাশিনীকে দেখিবে কি ?

যাঁহার ধ্যানে বসিলে ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা বিদূরিত হয়, মন সমাহিত হয়, প্রাণ জাগিয়া উঠে,—আমার সেই চিরজাগ্রতা চিন্ময়ী মাকে তোমরা দেখিবে কি ? তোমরা দেখিবে কি অফুরন্ত বৈভবে—ধনে, ধান্যে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে যিনি শ্রীমন্ত করিয়া রাখেন অথচ মোহপাশে মুগ্ধ করেন না, সেই মহালক্ষ্মী স্বরূপিনী বৈভবদায়িনী আমার মাকে,—দুর্গাকে ? তোমরা দেখিবে কি অদ্বৈতস্বরূপিনী সেই ব্রহ্মময়ীকে, যিনি জীবত্বের অহংকে বিমর্দ্দিত করিতে করিতে মোক্ষ প্রদান করেন ও স্মিতহাস্যে বলেন—'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা' আমি বহুরূপে সাজি, আমিই জীবত্বের অহং প্রদান করি, আমি বহুত্বের মোহে মুগ্ধ করি, আবার আমিই বহুত্বকে একত্বে সংহরণ করি, —সেই মহা সরস্বতীস্বরূপিনী মোক্ষদাকে—বরদাকে ? 'ভয় নাই, 'ভয় নাই' আমার অঙ্কে আসিলে বিলুপ্ত হইবে না, বরং জন্ম মৃত্যুর করালগ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাইবে, পুত্রদের কানে কানে এই অভয়মন্ত্র যিনি প্রদান করেন সেই অভয়াকে সচ্চিদানন্দময়ীকে তোমরা দেখিবে কি ? উঠিবে কি তাঁহার অভয় অঙ্কে, ধরিবে কি তাঁহার কণ্ঠ জড়াইয়া দুর্গা বলিয়া, মা বলিয়া, পরিত্রাণ-পরায়ণা বলিয়া ?

লক্ষ্মীস্বরূপিণী-জনকনন্দিনী-হরণকারী দুর্ম্মদ দশাননকে নিধন করিবার কালে ভগবান রামচন্দ্র যে পরাশক্তিকে অকালে বোধন করিয়া দুর্গা বলিয়া, মা বলিয়া, স্বীয় কমললোচন উৎপাটন করিয়া অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, সেই দনুজদলনী, ভক্তবৎসলা আমার মাকে—দুর্গাকে তোমরা দেখিবে কি ? প্রজাপতি দক্ষের গৃহে জন্মধারণ করিয়া, ধন ও যৌবনে উন্মত্ত, গর্ব্বিত পিতার গর্ব্ব চূর্ণ করিবার জন্য যিনি মদনভস্মকারী শিবের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই শিবানীকে,—গৌরীকে দেখিবে কি ? যিনি ভয়ানাং ভয়ং ভৈরবকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন দশমহাবিদ্যার বৈচিত্র্যরূপ দেখাইয়া, তোমরা সেই শিবানীকে—বগলাকে—কমলাকে দেখিবে কি ? পতিনিন্দা শুনিয়া পতিনিষ্ঠা ও সতীত্বের গৌরবরশ্মিকে আরও সমুজ্জ্বল করিবার জন্য যিনি পিতৃগৃহে দেহত্যাগ করিয়া দক্ষযজ্ঞ পণ্ডের হেতু হইয়াছিলেন সেই সতীকে—আমার দুর্গাকে দেখিবে কি ? যুগে যুগে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসে, বর্ষে বর্ষে যে পূজিতা হয়, পলে পলে যে যোগযুক্ত ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূতা হয়, আমার সেই উমাকে, যোগিনীকে—যোগমাতাকে তোমরা দেখিবে কি? যিনি বৈকুণ্ঠেও থাকেন না, কৈলাসেও থাকেন না, যিনি থাকেন ভক্তদের হৃদয়ে হৃদয়ে, তোমরা সেই ভক্তবৎসলা আমার নারায়ণীকে—দুর্গাকে দেখিবে কি?

দাক্ষিণাত্যের পুণ্যতীর্থে কন্যাকুমারিকায় যে রাজনন্দিনী শিবকণ্ঠে বরমাল্য প্রদানের প্রত্যাশায় বরণডালা সাজাইয়া প্রতীক্ষায় সারানিশি পথ চাহিয়া চাহিয়া জাগিয়াছিলেন—প্রহর গুণিতেছিলেন সেই চিরকুমারী কন্যাকে, আমার স্নেহের দুলালীকে তোমরা দেখিবে কি? উত্তরাখণ্ডে ক্ষণে যিনি হিমালয় দুহিতা হইয়া নবদুর্গারূপে অভিনয় করেন, আবার পরক্ষণে যিনি সুদূর দাক্ষিণাত্যে রাজনন্দিনী মীনাক্ষীদেবী নাম ধারণ করিয়া ভক্তগণের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন আমার সেই দিব্য অক্ষিদায়িনী দুর্গাকে—আমার মাকে দেখিবে কি? যে যোগমায়া কংসাদি অসুরকুলকে সংহার করিবার সহায়ক হইয়া গোকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও মথুরায় কংসের কারাগারে আনীত হইয়াছিলেন নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে বাঁচাইবার জন্য, সেই যোগেশ্বরীকে যোগমায়াকে তোমরা দেখিবে কি? শ্রদ্ধাভক্তি লাভের জন্য যমুনাপুলিনে কাত্যায়নীরূপে ব্রজবাসিনীগণ যে ঈশ্বরীকে অর্চনা করিয়াছিলেন সেই কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায়িনী আত্মজ্ঞানদায়িনী কাত্যায়নীকে—দুর্গাকে তোমরা দেখিবে কি? মাতৃপ্রেমে আত্মহারা রামপ্রসাদের দুহিতা হইয়া যিনি তাঁহার বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছিলেন সেই দুলালীকে তোমরা আবার দেখিবে কি? দক্ষিণেশ্বরে পাষাণমূর্ত্তির অন্তরাল হইতে যিনি চিন্ময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া ভক্ত রামকৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলিতেন, অভয় প্রদান করিতেন, দিব্যপথের সন্ধান বলিয়া দিতেন, সেই ভক্তবৎসলা জননীকে তোমরা দেখিবে কি? ব্রহ্মর্ষি সত্যদেবের সাধন-সমরে—হৃদয় ক্ষেত্রে যিনি রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইলেও পরিণামে তত্ত্বমালা বিভূষিতা হইয়া আত্মজ্ঞান—ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন, তোমরা সেই ব্রহ্মস্বরূপিণীকে—বিমলাকে—আমার জননীকে দেখিবে কি?

'হ্রীং' বলিলে যে বিরাট সত্তা অন্তর ও বাহির পরিপূর্ণ করিয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, 'শ্রীং' বলিলে দৃশ্যাদৃশ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে যে চিন্ময়ী হইয়া আবির্ভূত হয়—জড়ত্ব প্রতীতি বিনষ্ট করিয়া দেয়, সেই সৎ ও চিন্ময়ী জননীকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমরা এবার দেখিবে কি? দেখিবে কি পত্রে পুষ্পে, স্থাবরে জঙ্গমে, প্রস্রবণে পর্ব্বতে যে প্রচ্ছন্ন হইয়া আত্মগোপন করিয়া জড়ত্বের ধাঁধায় বিশ্ববাসীকে বিমোহিত করিয়া রাখে সেই মহামোহরূপিণী আমার ঘোরা জননীকে? একবার 'মা' বলিয়া ডাকিলে, 'হ্রীং', 'শ্রীং' মন্ত্রে আবাহন করিলে যে অন্তর ও বাহির পরিব্যাপ্ত করিয়া, আলোকিত করিয়া অভয় অঙ্কে তুলিয়া লয়, আমার সেই বিরাট্ চিন্ময়ী রাণীকে তোমরা দেখিবে কি? 'হ্রীং' বলিলে যে রোমাঞ্চিত করিয়া দেহকে কম্পিত করিয়া রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে নাচিয়া উঠে, হৃদয় গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিশ্বচরাচরে সত্তারূপে ফুটিয়া উঠে আমার সেই সৎস্বরূপিণী জননীকে দেখিবে কি? হ্রীং বলিলে যে ঈশ্বরী হৃদয় গুহা হইতে হৃদয় কমলে আবির্ভূত হয়, চঞ্চল ইন্দ্রিয় কুলকে সুশান্ত করে, অস্থির চিত্তকে সমাহিত করে আমার সেই দুর্গাকে তোমরা দেখিয়া প্রণত হইবে কি? আমি 'হ্রীং' বলিতে বলিতে মৃন্ময়ীর চতুর্দ্দিকে যে চিন্ময় সত্তা উদ্ভাসিত হইয়া মাতা পুত্রের মধ্যে এক দিব্য যোগসূত্র রচনা করে আমার সেই ধৃতিরূপা ধুরন্ধরা মাকে দেখিয়া তোমরা প্রণাম করিবে কি? 'হ্রীং' 'হ্রীং' বলিতে বলিতে অন্তরের রিপুকুলকে দমন করিয়া দৃশ্যে দৃশ্যে যে চিন্ময়ী অপূর্ব্ব স্নেহমাখা ভাব নিয়া অন্তর হইতে বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া ফুটিয়া উঠেন, মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ীরূপে আবির্ভূতা হন, বিশ্বকে—দৃশ্যকে শ্রীমণ্ডিত করেন, জড়ত্ব-প্রতীতি বিমোচন করিয়া দেন, আমার সেই মহালক্ষ্মীকে দেখিয়া তোমরা প্রণত হইবে কি? 'হ্রীং' বলিলে হৃদয়কমলে—অনাহতে, ললাটে, সহস্রারে যিনি চিন্ময়ী হইয়া ফুটিয়া উঠেন এবং দিব্য-হৃদয়, দিব্য-চক্ষু, দিব্য-প্রতিভা প্রদান করেন আমার সেই 'ভা'রূপিণী জননীকে তোমরা বরণ করিবে কি? যিনি আসিলে মায়ার বাঁধন ছিন্ন হয়, দিব্য প্রেমের ফাঁসী পরাইয়া দেন, সেই প্রেমময়ীকে—হ্লাদিনীকে তোমাদের ঐ বুকখানায় একটু স্থান দিবে কি? বুকে বুকে যিনি স্বীয় ভাবের বন্যা প্রবাহিত করেন, সকল অভাব ঘুচাইয়া দেন, আনন্দে প্রেমে আত্মহারা করেন, সেই প্রেমময়ীকে তোমরা বক্ষে তুলিয়া লইবে কি? যিনি অন্তরে জাগিলে, হৃদয়ে বসিলে ক্ষুদ্র হৃদয় বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে, বিভেদ ঘুচাইয়া দেয়, আমার সেই বিরাট্ চিন্ময়ী জননীকে তোমাদের ক্ষুদ্র বুকের এক প্রান্তে স্থান দিবে কি? যাঁহার দিব্য চিন্ময়রূপ দেখিলে রূপের লালসা মিটিয়া যায়, যাঁহার প্রেমে ও রসে অন্তর অভিষিক্ত হইলে ভোগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্পৃহা নিবৃত্ত হয়, আমার সেই শান্তিস্বরূপিনী জননীকে তোমাদের ক্ষুধার্ত্ত ও তাপিত জীবনে বরণ করিয়া লইবে কি ? আমি মা বলিলে যাঁহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে, আমি ক্ষণকাল আদর না করিলে যাঁহার মুখ অভিমানিনী কন্যার ন্যায় বিমর্ষ হয়, আমার সেই মাকে—সেই দুহিতাকে তোমরা বরণ করিয়া লইবে কি ? যে আমার অন্তরে আসিলে তোমরা শ্রদ্ধায় আনত হও, আমার পূজা ক্ষেত্রে বসিলে তোমরা ভোগ নৈবেদ্য সাজাও, আমার সেই জননীকে তোমরা সত্যই এবার দিব্যচক্ষু নিয়া দেখিবে কি ? বসাইবে কি তোমাদের দিব্য হৃদয়-সিংহাসনে ? অর্চ্চনা করিবে কি দিব্য পুষ্পে, পত্রে, চন্দনে, অর্ঘ্যে। 'হ্রীং' 'হ্রীং' 'হ্রীং' বলিয়া শিহরিয়া উঠিবে কি ঐ জননীর কোমল স্পর্শে তাঁহাকে বক্ষে চাপিয়া হৃদয়ে বসাইয়া ? শ্রীং শ্রীং শ্রীং বলিতে বলিতে স্থাবরে জঙ্গমে আমার চিন্ময়ী দুর্গাকে দেখিয়া—"যদ্ যদ্ হি দৃশ্যং খলু সৈব দুর্গা" বলিতে বলিতে আচণ্ডালকে দুর্গাজ্ঞানে প্রণাম করিবে কি ? ভাসিবে কি প্রেমের অশ্রুনীরে, ভাসাইবে কি প্রেমের সিন্ধুতে। আবার সমস্ত ভেদকে বিলুপ্ত করিয়া বহুকে একে মিশাইয়া ক্রীং ক্রীং ক্রীং বলিতে বলিতে ডুবিয়া যাইবে কি ভেদাতীত, ভাবাতীত ঐ ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মস্বরূপে ?

ঐ আনমনা হইয়া, বিমর্ষ হইয়া, বিষাদগ্রস্ত হইয়া দিগ্‌ভ্রান্তের ন্যায় এখনও কি ভাবিতেছ ? এস বৎস ! এস স্নেহের পুত্র ও কন্যাগণ ! আজ এই দিব্য তিথিতে, দিব্য ধামে, দিব্য পূজাক্ষেত্রে দিব্য দৃষ্টি নিয়া আমার চিন্ময়ী মাকে দেখিবে। দেখিবে—অতি নিকটে দেখিবে। পাইবে—অতি নিকটে পাইবে। নাও, বরণডালা হাতে নাও, ঐ বিল্ববৃক্ষমূলে গুরুশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া দেবীর বোধন কর। গুরুকে—শিবকে অর্চ্চনা না করিলে শিবানীকেও জাগাইতে পারিবে না, ব্যুত্থিত হইতে পারিবে না। ঘুম ঘোরে আচ্ছন্ন তুমি, শিবহীন যজ্ঞে মাকে অর্চ্চনা করিতে যাইয়া তাই পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হইয়াছ। মঙ্গলময় শিবের—গুরুর চরণধূলি অঙ্গে মাখিলে দিব্যতনু, ভাগবতীতনু লাভ করিবে। বামপন্থীদের, বামাচারীদের ষড়রিপুর বাণ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বামে গুরুর আসন স্থাপন কর। দক্ষিণে কর্ম্মফলহরণকারী মূষিকবাহনে সমাসীন সিদ্ধিদাতা গণেশকে বসাইয়া লও। এই দক্ষিণায়নে যখন সকল দেবতাগণ ঘুমায় তখন গুরুপূর্ণিমা তিথি হইতে মোহমুগ্ধ পুত্রকন্যাদিগকে উদ্‌বোধিত করিবার জন্য গুরু জাগেন। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় মোহাচ্ছন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় যখন জীবের হৃদয়, সেই মোহগহ্বর হইতে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য গুরু জাগেন এই দক্ষিণায়নে। আশ্রয়দাতা পরিত্রাতা ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মতুল্য শ্রীগুরুর রাতুল চরণে যাহারা প্রণত হইতে পারিয়াছ, যাহারা তাঁহার চরণধূলি শিরে, বক্ষে, কপালে, কপোলে মাখিতে পারিয়াছ তাহারাই ত দিব্যতনু লাভ করিতে পারিয়াছ। তনু শুদ্ধ হইলে, মন শুদ্ধ হইলে দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শনে একত্ব প্রতীতি জাগিয়া উঠিবে। তবেই বিল্ববৃক্ষমূলে আমার দেবীর, আমার ঈশ্বরীর, আমার দুর্গার বোধন হইবে। ত্রিপত্র সমন্বিত ঐ বিল্ববৃক্ষ ত্রিপুটি জ্ঞানেরই প্রতীক। তাই শিবের হাতে, গুরুর হাতে নিত্যই ত্রিশূল দেখিতে পাও। দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শনে যখন একত্ব প্রতীতি জাগিয়া উঠিবে, এক যোগসূত্রকে দেখিতে পাইবে তখনই ঐ বিল্ববৃক্ষ রোপণ করা, ঐ বেদী রচনা করা সার্থক হইবে। গুরুর পদধূলি অঙ্গে মাখিলে দৃশ্য কি, দ্রষ্টা কে, দর্শন শক্তি কি, এবং কিরূপে দ্রষ্টা, দৃশ্য দর্শনে ব্রহ্মময়ীর অর্চ্চনা করিবে তাহা গুরু কানে কানে বলিয়া দেন। কানের মন্ত্র হৃদয়ে প্রবেশ করিবে, হৃদয় নাচিয়া উঠিবে, তুমি দিব্য তনু, দিব্য হৃদয়, দিব্য চক্ষু ও দিব্য মন লাভ করিবে। গুরুশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রণত হইয়া তুমি বলিবে—

> "চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যাঃ গুরুর্যুবা।
> গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ॥
> ওঁ নমঃ প্রণবার্থায় শুদ্ধজ্ঞানৈকমূর্ত্তয়ে।
> নির্ম্মলায় প্রশান্তায় দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ॥

অস্ফুট মন্ত্রে, অস্ফুট বীজে গুরুশক্তিতে দীক্ষিত হয়, উদ্বুদ্ধ হয়, সংসার তাপে বিদগ্ধ বৃদ্ধ ঐ শিষ্য। উদ্বোধিত না হইলে বোধন হইবে না, দেবতা না হইলে এই দেবীকে জাগাইতে পারিবে না। শিবহীন যজ্ঞে দেবী আসিবেন না।

গুরুর চরণধূলি অঙ্গে মাখ, গুরুর স্নেহময় দৃষ্টিতে অভিস্নাত হও, অভিষিক্ত হও, গুরুর প্রসন্নতা লাভ কর। তবেই তোমার বিল্ববৃক্ষমূলে ঐ বেদী রচনা সার্থক হইবে, তবেই তোমার নবপত্রিকা আনয়ন সাফল্যমণ্ডিত হইবে, তবেই তুমি মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ীকে দেখিতে পাইবে। তবেই তুমি—

'অজ্ঞানান্ধ সুতে মাতঃ কৃপয়া দেহি দর্শনম্।' বলিলে আমার দেবী আসিয়া—আমার মা আসিয়া ঐ মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ী হইয়া তোমাকেও দেখা দিবেন। তুমিও আমার ন্যায় মায়ের হাসিমুখ দেখিয়া হাসিবে, মায়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করুণামাখা দিব্য লোচন দেখিয়া তুমি প্রেমাশ্রুতে ভাসিবে। মায়ের দিব্য ভুজজালে আবদ্ধ হইয়া মায়ের চিন্ময় বক্ষে সংলগ্ন হইবে।

চিতিরূপেন যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

বলিতে বলিতে ক্ষণে বেদীতে, ক্ষণে বিল্ববৃক্ষমূলে, ক্ষণে ঘটে, ক্ষণে চিন্ময়ীর চরণতলে ভাবোন্মত্ত হইয়া, 'মা' 'মা' বলিয়া দুর্গা, দুর্গা বলিয়া লুণ্ঠিত হইবে। মাতৃভাবে বিহ্বল হইয়া মায়ের স্পর্শ পুলকে আত্মহারা হইয়া চিন্ময়ী মায়ের বিরাট বক্ষে চিন্ময় পুত্র তুমি, মৃত্যুঞ্জয় পুত্র তুমি, 'মা 'মা' এই মহামন্ত্র উদাত্তকণ্ঠে উচ্চারণ করিতে করিতে আকাশ বাতাসকে প্রকম্পিত করিবে। 'জয় মা' বলিয়া কাঁদিবে, 'জয় মা' বলিয়া হাসিবে, 'জয় মা' বলিয়া ঐ চিন্ময়ীর পদচুম্বন করিবে। 'জয় মা' বলিয়া ঐ আমার অভয়া বরদা মায়ের হাত ধরিয়া—

দুর্গোত্তারিণি দুর্গে ত্বং সর্ব্বাশুভবিনাশিনি।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষায় নিত্যং মে বরদা ভব।
নিত্যং মে বরদা ভব।

বলিতে বলিতে বাঞ্ছিত বর লাভ করিয়া ধন্য হইবে, চরিতার্থ হইবে।

ষষ্ঠীতে বোধন ও অধিবাস করিয়া সপ্তমী তিথিতে প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে। একবার বাহির হইতে অন্তরে আবার অন্তর হইতে বাহিরে প্রচ্ছর্দ্দন ও বিধারণ দ্বারা দেবীকে চিন্ময় করিয়া ফুটাইয়া তুলিবে। প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রভাবে দেখিবে মায়ের বিরাট্ প্রাণে তুমি, আবার তোমার বিরাট্ হৃদয়কমলে মা। তুমি ব্রহ্মভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে, আর আত্মহারা হইয়া গীতার সুরে সুর মিলাইয়া বলিবে—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥

আমা হইতে স্বতন্ত্র অন্য কোন বস্তু নাই। সূত্রে মণিগণের ন্যায় আমাতেই সমস্ত গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। জৈবভাব ক্ষীণ হইলে মাতৃভাব জাগিয়া উঠিলে তুমি বিরাট হইবে, মহান হইবে। তাই মায়ের বিশাল বুকে তোমাকে দেখিবে আবার তোমার বিশাল বুকে মাকে দেখিবে। প্রাণময় তুমি, প্রাণময় বিশ্ব, প্রাণময়ী ঐ চিন্ময়ী দেবী। 'দুর্গা স্বরূপাদপরং ন কিঞ্চিৎ'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাষ্টমীতে ভূমাস্বরূপিণী, ব্রহ্মস্বরূপিণী আমার এই ঈশ্বরীকে প্রাণের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বসাইয়া মঙ্গলঘটে স্নান করাইবে, পাদ্য দিবে, অর্ঘ্য দিবে, ফুল চন্দন, ধূপ দীপ, নৈবেদ্য দিবে। ক্ষণে বিরাট্ চিন্ময়ীর সঙ্গে জীবত্বকে ডুবাইয়া দিয়া তুমি চিন্ময় হইবে, ক্ষণে ব্যুত্থিত হইয়া অভেদে ভেদ রচনা করিয়া অরূপে রূপ সৃষ্টি করিয়া মায়ের অর্চ্চনা করিবে, পূজা করিবে। অভেদের যে সন্ধান পাইয়াছে, সেই ত পূজা করিবার অধিকারী হইয়াছে। তোমরাও ব্রহ্মনিষ্ঠ সন্তান আমার, সত্যপ্রতিষ্ঠার প্রভাবে বিরাট্ সত্তার সন্ধান পাইয়াছ, বিশ্বের প্রতি রূপে রূপে প্রাণ প্রতিষ্ঠার অনুশীলন করিয়া মহাপ্রাণের সন্ধান পাইয়াছ, মায়ের মধুময় হাস্যে প্রাণভুলান হাস্য দেখিয়াছ, তাই রূপ হইতে অরূপে কিরূপে প্রবেশ করিতে হয় আবার অরূপের মধ্যে কিরূপে চিন্ময় রূপকে ফুটাইয়া তুলিতে হয় তাহা তোমারা জানিয়াছ। সেই তপস্যা প্রভাবে আজ এই মহাষ্টমী তিথিতে আরও গভীরভাবে ডুবিয়া যাও ঐ ঈশ্বরীর, ঐ চিন্ময়ীর চিন্ময় বক্ষে।

সন্ধিপূজায় সন্ধিস্থাপন কর, বর ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। তুমি মৃত্যুঞ্জয় হইবে। জন্মমৃত্যুর প্রবাহ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। ব্রহ্মময়ীকে পাইয়া তোমার জীবনযুদ্ধের অবসান এবার ঘটিলে, আর সংসার রণক্ষেত্রে আবর্ত্তন হইবে না।

এই সন্ধি স্থাপন করিবে—মিলিত হইবে—একান্তভাবে মিলিত হইবে আমার ঈশ্বরীর সঙ্গে, মায়ের সঙ্গে। বহুদিন এই রণক্ষেত্রে, কর্ম্মক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া শ্রান্ত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়াছ তুমি। তাই ঈশ্বরীর সঙ্গে সন্ধি করিবে, জীবনযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটাইবার জন্য প্রার্থনা করিবে।

মহানবমী তিথিতে শান্ত সমাহিত হইয়া জৈব অহং-বোধের যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তাহাকে জ্ঞান অসিতে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া, খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া জ্ঞানাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। অহংরূপী পশুর বলি ও পূর্ণাহুতি না হইলে পূজার পরিসমাপ্তি হয় না। বনের পশু নহে, মনের পশু, কাম ক্রোধও নহে, এসকল পশুকে বহুদিন বলি দিয়াছি। এবার যে অহংকে আশ্রয় করিয়া পশুবৃত্তি সকল দাঁড়ায় সেই পশুরাজ অহংকে জীবকে আহুতি দিতে হইবে। চিন্ময়ীর বুকে ডুবিয়া ডুবিয়া বারবার ফিরিয়া আসে যে অহং, চিন্ময়ীকে দেখিয়াও, পাইয়াও একান্তভাবে তাহাকে মানিতে চাহে না যে অহং, সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অহংকে এই মহানবমী তিথিতে জ্ঞানখড়্গে বলি দিতে হইবে, ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি দিতে হইবে। ব্রহ্মময়ীর স্পর্শ বিদ্যুৎ নিমেষবৎ অনেকেই হয়ত অনুভব করে, কিন্তু ব্রাহ্মীস্থিতি হয় কৈ? ক্ষুদ্র অহং বিরাট চিন্ময়ীর বুকে একান্তভাবে নিমজ্জিত হইতে চাহে কৈ? কিছু ঋদ্ধি ও সিদ্ধি নিয়া পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া আসে এই অহং, বিশ্বে প্রচার করিতে চাহে—আমি ঈশ্বর, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান। এই অহং-বৈরী মরিয়াও মরে না। তাই পুনঃ পুনঃ এই পশুকে এই মহাপশুকে মায়ের এই মহাযজ্ঞে বলি দিতে হয়, নিবেদন করিতে হয়। তোমরাও আমার মাকে তোমাদের অহংরূপী মহাপশুটী বলি দিবে কি?

যাহারা শ্রেয়ঃ লাভ করিতে চাহ তাহাদিগকে এই অহংকে, এই মহাপশুকে বলি দিতেই হইবে। এতদিন যে অহঙ্কারকে তপস্যা করিতে আসিয়াও ঋদ্ধি, সিদ্ধিদ্বারা বিভূষিত করিয়াছ, জ্ঞানী সাজিয়া তর্কে বহুজনকে পরাজিত করিয়া তর্জ্জনী হেলাইতে হেলাইতে নিজেকে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছ, ভক্ত সাজিয়া, কৌপীন পরিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া নিজেকে ভক্তপ্রধান মনে করিয়াছ, বাক্‌পটুতায় ও কর্ম্মকুশলতায় লোককে চমৎকৃত করিয়া নিজেকে নিষ্কাম কর্ম্মযোগী মনে করিয়াছ, তোমার সেই অহংরূপী মহাপশুকে 'ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা' বলিতে বলিতে এই ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি দিতে হইবে। কর্ম্মযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ ও ভক্তিযজ্ঞের পরিসমাপ্তি ঘটাইতে হইবে ব্রহ্মময়ীর এই ব্রহ্মযজ্ঞে। পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—"যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ"। সেই পশুকে বনে পাইবে না, মনে পাইবে না। যে বনে ও মনে পশুকে খুঁজিয়া বেড়ায় সেই মহাপশুকে পশুরাজকে ব্রহ্মযজ্ঞে আহুতি দিতে হইবে ইহাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। তীব্র সম্বেগসম্পন্ন একান্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ না হইলে এই যজ্ঞের হোতা হওয়া যায় না। তোমারা আজ এই ব্রহ্মযজ্ঞে আহুতি দিবে কি?

এস ব্রহ্মময়ি! আমার এই ব্রহ্মযজ্ঞে তুমি প্রকটিত হও। জীবত্বকে বেষ্টন করিয়া, অহংকে বিমর্দ্দিত করিয়া তুমি এই ব্রহ্মযজ্ঞে পরম কল্যাণদায়িনীরূপে, কৈবল্যদায়িনীরূপে প্রকটিত হও। জৈববোধের প্রতি যেটুকু তৃষ্ণা আছে তাহাকে আর প্রশ্রয় দিওনা, তুমি যেমন করিয়া মহিষাসুরকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়াছিলে, যেমন করিয়া শুম্ভ-নিশুম্ভকে বিমর্দ্দিত করিয়াছিলে, তেমনি করিয়া, ওগো তেমনি করিয়া আমার এই অহংরূপী মহিষাসুরকে সংহার কর, চূর্ণ-বিচূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর। তোমার জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ কর, তোমার প্রেমসিন্ধুতে নিমজ্জিত কর। ধর, অসি ধর, ঊর্দ্ধে—আরও ঊর্দ্ধে এই অহং এর শির যতদূর সমুন্নত হইয়াছে, তত ঊর্দ্ধে, তত ঊর্দ্ধে তোমার এই তীক্ষ্ণ অসি উত্তোলন কর। নিম্নে—আরও নিম্নে যেথায় এই অহংএর মূল শিকড় রসাতল পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে তত নিম্নে, তত নিম্নে তোমার তীক্ষ্ণ অসিকে সঞ্চালিত কর। এই অহংকে খণ্ড বিখণ্ড কর। এই অহং তোমার মহাযজ্ঞের সমিধ হোক্, এই অহং এর মেদ মাংস অস্থি তোমার মহাযজ্ঞের হবি হোক্। এই অহংএর ইন্দ্রিয়বর্গ, মন, প্রাণ ও বুদ্ধি তোমার মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতির উপকরণ হোক্। ব্রহ্মময়ী তোমাতে, আনন্দময়ী তোমাতে সম্যক বিলীন হইতে হইতে ব্রহ্মানন্দে আত্মহারা হইয়া ক্ষীণকণ্ঠে শুধু একটী মন্ত্র উচ্চারিত হোক্—

প্রসাদং কুরু মে দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে—
শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
ওঁ শান্তিঃ॥

আবার বাজাও পাঞ্চজন্য

(১৯৬৬ সালের গীতাজয়ন্তী উপলক্ষ্যে)

হে হৃষীকেশ! হে অন্তর দেবতা! হে জীবনের অচ্যুত সারথি! তুমি আবার বাজাও পাঞ্চজন্য। ধর্ম্মক্ষেত্রে, কুরুক্ষেত্রে একদিন পার্থের সারথি হইয়া যেমন করিয়া বাজাইয়াছিলে তোমার পাঞ্চজন্য ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্য, ঠিক তেমনি করিয়া আবার বাজাও এই দলিত স্খলিত দিগ্‌ভ্রান্ত ভারতবাসীর হৃদয়ে হৃদয়ে তোমার এই মঙ্গল শঙ্খ। দিগ্‌ভ্রান্ত রাষ্ট্রনেতাগণ, দিগ্‌ভ্রান্ত সমাজপতিগণ, দিগ্‌ভ্রান্ত ধর্ম্মনেতাগণ, দিগ্‌ভ্রান্ত শিক্ষাদাতাগণ, দিগ্‌ভ্রান্ত ছাত্রকুল, দিগ্‌ভ্রান্ত পুত্র কলত্র ও বন্ধুবান্ধব। উচ্ছৃঙ্খল তাহাদের চিত্তবৃত্তি, বিক্ষিপ্ত তাহাদের মন, চঞ্চল তাহাদের ইন্দ্রিয়বর্গ, প্রবল তাহাদের রিপুকুল—কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা। দিকে দিকে মানব দেহধারী পিশাচকুল মৃত্যু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে মৃত্যুতে, দুঃখ হইতে গভীরতর দুঃখে প্রবেশ করিতেছে, সুখ ও শান্তি হারাইয়াছে। তাই বলি—হে হৃষীকেশ! ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়—সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতিশীলদের বিনাশের জন্য আবার বাজাও তোমার মঙ্গল শঙ্খ। ভাবিয়াছিলাম—ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে আবার সে তাহার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু চতুর্দ্দিকে বিপরীত দৃশ্যই দেখিতেছি, আর্ত্তনাদ শুনিতেছি। মানুষের হৃদয় হইতে, জীবন হইতে শান্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। পিশাচ সেই সিংহাসন অধিকার করিয়াছে। ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্য তুমি কুরুকুলকে নির্বংশ করিয়াছিলে, ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্য তুমি পাপিষ্ঠ স্বীয় যদুবংশকে নির্ম্মূল হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ইন্ধন দিয়াছিলে। কর্ত্তব্যের অনুরোধে, ধর্ম্মসংস্থাপনের প্রেরণায় তুমি বাঁশী ফেলিয়া সুদর্শন ধারণ করিয়াছিলে। মঙ্গলশঙ্খ বাজাইয়া পুণ্যাত্মাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলে—'সম্ভবামি যুগে যুগে'।

আজ এই পুণ্যতিথিতে আবার আমরা তোমাকে আহ্বান করিতেছি। আবার তোমার দিব্য চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া মিনতি জানাইতেছি—বাজাও তোমার মঙ্গলশঙ্খ। হৃদয়ে হৃদয়ে যে রণাঙ্গন রচিত হইয়াছে, সেই অঙ্গনে দাঁড়াইয়া বাজাও তোমার মঙ্গলশঙ্খ। বিচূর্ণ কর—অতি নির্ম্মমভাবে বিচূর্ণ কর যত বিভেদ, যত পিশাচের তাণ্ডব লীলা। জাগিয়া উঠ তুমি—হে রুদ্র! হে সুদর্শনধারী, হে বিপ্লবী, বিদ্রোহী! অন্তরে অন্তরে জাগিয়া উঠ তুমি। ছিঃ! একি তোমার জগৎখেলা? বিশ্ব যদি তোমার লীলার ভূমি হয়, ভারত যদি তোমার লীলার প্রাঙ্গণ হয়, তবে শুধু এখানে আজ হিংস্র শার্দ্দূল ও ভীরু শৃগালের দল কেন? মানুষের ছদ্মবেশে মানবতাবিবর্জ্জিত পশ্বাচারসমন্বিত মানবদেহধারী এ পশুকুল কেন? তবে ধিক্—তোমার এ বিশ্ব রচনাকে ধিক্। তোমার লীলাকে ধিক্—তোমার খেলাকে ধিক্।

আজ বড় ব্যথা বাজে মরমে। পিতা পুত্রকে বিশ্বাস করিতে পারে না, গুরু শিষ্যকে বিশ্বাস করিতে পারে না। স্বামী স্ত্রীকে বিশ্বাস করিতে পারে না, বন্ধু বন্ধুকে বিশ্বাস করিতে পারে না। এই পৈশাচিক ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া কোন্ মুখে বলিব—এ তোমারই লীলাভূমি, তোমারই খেলার প্রাঙ্গণ। তুমি যে দেবতা, তুমি যে পরম পুরুষ। তুমি যে বিশ্বের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে, তোমার একাংশে বিশ্ব স্থিত। তবে এত মলিনতা, হিংসা, দ্বেষ ও পরশ্রী-কাতরতা এখানে কেন? তুমি হৃদয়ে দেবতা আর বাহিরে দানব? তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তরে শুদ্ধ নিষ্কল পুরুষ আর বাহিরে মসীলিপ্ত জঘন্য দৈত্য ? ইহাই কি সত্য ? তুমি গীতার অধ্যায়ে অধ্যায়ে ঘোষণা করিয়াছ—এ কর্ম্মক্ষেত্র, এ বিশ্ব তোমারই লীলাভূমি। অনিত্য ও দুঃখপূর্ণ এই বিশ্ব হইলেও তুমি এই বিশ্বের রচয়িতা, পাতা, ধাতা, বিধাতা। তুমি বিশ্বকে রচনা করিয়াছ, বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছ। অনন্তরূপে সাজিয়া আবার রূপে রূপে গ্রন্থি বাঁধিয়া মালা রচনা করিয়াছ। অন্তরে তুমি দ্রষ্টা, বাহিরে তুমি দৃশ্য। অন্তরে তুমি গুণাতীত, বাহিরে তুমি গুণসমন্বিত। দৃশ্যে দৃশ্যে, ভূতে ভূতে, স্থাবরে জঙ্গমে, ওষধিতে বনস্পতিতে তুমিই রূপায়িত। বিশ্বে তুমি রহিয়াছ, বিশ্বকে তুমি রচনা করিয়াছ, আবার বিশ্বে তুমি অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছ। আর মানুষের মধ্যে তুমি প্রবেশ কর নাই ? মানুষকে কি তুমি রচনা কর নাই ? তবে এই নরকুল, হিংস্র শ্বাপদকুল অপেক্ষাও আজ এত ভয়াবহ কেন ? তবে কি মানুষের জন্যই তুমি তোমার অন্তরের সকল বিষকে ঢালিয়া দিয়া এই বিশ্বকে নরকে পরিণত করিতে চাহিয়াছ ? একি তোমার চাতুরী ? ইহাকেই কি বলে—মায়াবস্ত্রে কায়া ঢাকা ? ছিঃ ছিঃ তুমি বিশ্বপিতা, ত্বমেব মাতা, এ চাতুরী তোমার শোভা পায় না।

হে রুদ্র ! হে ঈশান, বাজাও তোমার মঙ্গল শঙ্খ। বাজাও ডমরু। সঞ্চালিত কর তোমার সুদর্শন, উৎক্ষেপ কর তোমার ত্রিশূল। হৃদয়ে হৃদয়ে বাজাও মঙ্গল শঙ্খ। দিকে দিকে নিক্ষেপ কর তোমার ঐ তীক্ষ্ণ সুদর্শন, ছিন্ন করিয়া নূতন রূপে সৃষ্টি কর ঐ কঙ্কাল হইতে হৃদয়বান নরকুল। দানবের ছদ্মবেশে যাহারা মানবতাকে নিষ্পেষিত করিয়া এই সুন্দর বিশ্বকে নরকে পরিণত করিতেছে, বিচূর্ণ কর, হে সুদর্শনধারী ! তুমি বিচূর্ণ কর ঐ কলির সহচরগণকে। বাজাও মঙ্গল শঙ্খ, বাজাও ডমরু।

ঈশান তুমি, বিভু তুমি, সত্য, শিব ও সুন্দর তুমি। তুমি অধিষ্ঠিত হও, প্রতিষ্ঠিত হও হৃদয়ে হৃদয়ে ঐ ভক্তদের, ঐ দেবতাদের, ঐ নরদেহধারী যথার্থ নর ও নারীর হৃদয় মন্দিরে। হে বিষ্ণু, হে সর্ব্বব্যাপক বিভু ! দুর্ব্বল অসহায় আর্ত্তভক্তদিগকে তোমারই বিশ্বে পাঠাইয়া আর নিষ্পেষিত করিও না। হে দিব্যপুরুষ ! তোমার দিব্যরূপ নিয়া আর্ত্তভক্তদের, আর্ত্তপুত্রদের হৃদয়বেদীতে আবার তোমার ঐ পাঞ্চজন্য হাতে লইয়া আবির্ভূত হও। "আবির্ভূয় পরং ব্রহ্ম।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই অনাহত ধ্বনি, সেই দেবদুর্লভ সঙ্গীত, সেই তোমার অমৃতময় আহ্বান ভক্তদের হৃদয়ে হৃদয়ে, ব্যথিতদের কর্ণে কর্ণে প্রতিধ্বনিত হোক্। তোমার দিব্যরূপ ভক্তদের নয়নে নয়নে উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক্। মধুময় হোক্ এই বাতাস, মধুময় হোক্ এই আকাশ। আকাশে ধ্বনিত হোক্ তোমার ঐ মঙ্গল শঙ্খ। বাতাস বহিয়া বেড়াক্ তোমার ঐ মঙ্গলশঙ্খের অমৃতময় নির্ভীকবাণী। দৃশ্যে দৃশ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক্ তোমার দিব্য কান্তি। শুধু তুমি হৃদয়ের গুপ্তধন হইয়াই থাকিবে না, শুধু তুমি কবি ও ভাবুকের ভাবসীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে না। তুমি তোমার মোহিনীরূপকে দূরে ঠেলিয়া দিব্যরূপে আসিয়া দাঁড়াইবে এই বিশ্বের দৃশ্যে দৃশ্যে। পত্রে, পুষ্পে, জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে তোমার মধুময় স্পর্শ অনুভব করিয়া আত্মহারা হইব। পুলকিত হইব। দিকে দিকে শয়নে, স্বপনে, গমনে, উপবেশনে তোমার মঙ্গল শঙ্খ শুনিব। আসিবে—তুমি আসিবে, বাজাবে—তুমি বাজাবে, ঐ পাঞ্চজন্য আবার বাজিবে। ঐ গীতার অমৃতময় বাণী বলিবে। আবার তুমি তেমনি হাসিতে হাসিতে ঘোষণা করিবে—

"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

ভীত হইও না। অনুশোচনা করিওনা। আমি আবার মঙ্গলশঙ্খ বাজাইব। আমি পরিত্রাণ করিব। মুষ্টিমেয় তোমাদের এই আর্ত্তনাদে আমি সিংহাসনচ্যুত হইয়া আবার তোমাদের মধ্যে, আবার তোমাদের অন্তরে ও বাহিরে দিব্যরূপে আসিয়া আবির্ভূত হইব। তাই ত তোমরা আকুল হইয়া গাহিতেছ—"আবির্ভূয় পরং ব্রহ্ম কুরু মাং মুক্ত বন্ধনম্।" আর আমিও আমার মঙ্গলশঙ্খ বাজইতে বাজাইতে—"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" বলিতে বলিতে ঐ আসিতেছি, ঐ আসিতেছি—পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা অন্নপূর্ণার সাধনা

(১৩৬৬ সাল)

মা অন্নপূর্ণাকে দেখিয়াছিলেন ভারতের ঋষিগণ তাঁহাদের স্বচ্ছ দিব্য চক্ষুতে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, ধনে, ধান্যে, পুষ্পে, ওষধিতে, বনস্পতিতে। দেখিয়াছিলেন অন্তরের নিভৃত নিকুঞ্জবনে। তাঁহারা বলিতেন—এই চক্ষু মেলিয়াই যাহারা মাকে দেখিতে পায় না তাহাদের সহস্র চক্ষু হইলেও মাকে দেখিবে না। ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসত্যদেবও বলিতেন—মাকে অনুসন্ধান করিও না, মাকে দেখ। ক্ষুধায় যিনি অন্ন, পিপাসায় যিনি জল, শ্বাসে প্রশ্বাসে যিনি বায়ু, প্রাণস্পন্দনে যিনি তেজ, গমনাগমনে যিনি আকাশ তাঁহাকে মা বলিয়া দেখ, মা বলিয়া আদর কর।

"ন চেদ্ ইহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ"

এই জন্মেই যদি তাঁহাকে না পাও, এই চক্ষুতেই যদি তাঁহাকে দেখিতে না পাও তবে ব্যর্থ হইল তোমার জীবন ধারণ। মাকে যতদিন না দেখিবে, মাকে যতদিন 'মা' বলিয়া না ডাকিবে ততদিনই জন্মিয়া মরিবে, মরিয়া জন্মিবে। আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনে নিষ্পেষিত হইবে। মাকে কোথায় দেখিবে? তাহারও উত্তর দিয়াছেন ঐ ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ—

"ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাৎ লোকাৎ অমৃতা ভবন্তি।"

এই বিশ্বচরাচরকে মায়েরই রূপ বলিয়া দেখ—"বিশ্বরূপে বিশ্বমাতা" জড় প্রকৃতি বলিয়া না দেখিয়া—জড় প্রকৃতি বলিয়া ভোগ না করিয়া ভূতে ভূতে প্রতি ভূতে মাকে দেখ—মাকে চয়ন কর, অমৃতত্ব লাভ করিবে।

ভক্ত অর্জ্জুন তাহার বান্ধব ও গুরু শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—'কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া'। আমি কিরূপে তোমায় ভাবিব, আমি কিরূপে তোমাকে দেখিব, আমি কিরূপে যোগযুক্ত হইয়া স্থিতপ্রজ্ঞ হইব। হে ভগবন্! হে গুরো! তুমি স্পষ্ট করিয়া আমাকে তাহা বল। উত্তরে ভগবান বলিয়াছিলেন—'অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ'। আমিই সমস্ত বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু। আমাতে বিশ্বের উৎপত্তি, আমাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বের স্থিতি, আবার আমাতেই বিশ্বের পরিণতি। 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি' এই বিশ্বচরাচর রূপে বাসুদেবই—আমিই—ব্রহ্মই রহিয়াছি।

"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।"

আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও ফলদাতা।

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু।
পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ—

আমিই জলে রস, চন্দ্র সূর্য্যে জ্যোতি, বেদের ওঁকারধ্বনি, আকাশে শব্দ আর মনুষ্যমধ্যে সিংহবিক্রমরূপে আমি বিরাজিত। অগ্নিতে আমি দীপ্তি, ক্ষিতিতে আমি গন্ধ, তপস্বীদের আমিই তপঃশক্তি।

হে অর্জ্জুন! দূরে খুঁজিবার—দূরে দেখিবার চক্ষু বন্ধ কর। তোমাকে বেষ্টন করিয়া বহুরূপে যাহারা রহিয়াছে তাহার মধ্যে আমাকে দেখ। এই উন্মুক্ত আকাশে আমিই বিশ্বসাজে রূপায়িত হইয়াছি, আবার আমিই তোমার দহরাকাশে গুণাতীত হইয়া অবস্থান করিতেছি। আমাকে অম্বরে দেখ, দহরে দেখ। আমি মাতা, আমি ধাতা, আমি বিধাতা। আবার আমিই আমার এক অংশে এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি।

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতো জগৎ"।

যাহারা মা বলিয়া দেখিতে চাও, তাহারা আমাকে মাতৃরূপেই পাইবে। আমি অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা, আমি দুঃখহারিণী দনুজদলনী দুর্গা, আমি বিদ্যাদাত্রী সরস্বতী, আমিই ধনদাত্রী লক্ষ্মী আবার আমিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। আমাকে তোমরা অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে দেখিতে চাহিলে আমিও অন্নদায়িনী, তাপনাশিনী, ক্ষুধাতৃষ্ণাবারিণী অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে দেখা দিই, ধরা দিই। বিশ্বরূপে রূপায়িত হইয়াও আমি মাতৃঘনমূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হই। আমি জড়ঘন। আমিই চিদ্‌বিলাসিনী, আবার আমিই ভক্তের আরাধ্যা জননী—প্রেমঘন বিগ্রহস্বরূপিণী। তোমরা বিশ্বরূপে আমাকে দেখ, ভূতে ভূতে আমাকে চয়ন কর, মা বল, প্রণাম কর। শ্রদ্ধায় আনত হও, দেখিবে আমি তোমাদের নিকটে—অতি নিকটে। দেখিবে এই জড়ত্বের অবগুণ্ঠন ঠেলিয়া আমি চিন্ময়ী মা হইয়া দাঁড়াই। দেখিতে পাও না—ক্ষুধায় যখন আর্ত্তনাদ কর, এক মুষ্টি অন্নরূপে আমি কিরূপে তোমাদের বাঁচাই? দেখিতে পাও না—তৃষ্ণায় যখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাতর হও তখন বিগলিত করুণামূর্ত্তিতে আমি কিরূপে তৃষ্ণা নিবারণ করি? দেখিতে পাও না—আমি সঞ্জীবনী তাপরূপে কিরূপে তোমার ঐ জড়দেহকে স্পন্দিত করি, তাপ দান করি? দেখিতে পাওনা—শ্বাসে প্রশ্বাসে আমি বাহির হইতে অন্তরে আবার অন্তর হইতে বাহিরে গমনাগমন করিয়া বায়ুরূপে কিভাবে তোমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছি? আমার বিস্ফারিত বক্ষে, এই আকাশমূর্ত্তিতে বিচরণ করিতেছ, কিন্তু কৈ একদিনও ত আমাকে মা বলিয়া ডাকিলে না? এত স্নেহঘন মূর্ত্তিতে তোমার সাথে সাথে আমি রহিয়াছি তবুও আমাকে দেখিলে না? তবু আমাকে চিনিলে না? হায় বৎস! হায় পুত্র! আমি মাতৃস্নেহে ঘন হইয়া তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি, প্রসব করিয়াছি, বক্ষে ধারণ করিয়াছি, স্তনামৃত দিয়া প্রতিপালন করিতেছি, কিন্তু আমাকে দেখিলে না, আমাকে মা বলিলে না। আমাকে প্রকৃতি বলিলে, জড় বলিলে,—বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আমাকে বিশ্লেষণ করিতে বসিলে। অনু, পরমাণু, তড়িৎ কত নাম দিয়াই না আমাকে বিশ্লেষণ করিলে। তোমরা আমাকে মা বলিয়া দেখ না, প্রকৃতি বলিয়া দেখ। তাই প্রকৃতির যাহা কর্ম্ম—মৃত্যু হইতে মৃত্যু, সেই মূর্ত্তিতেই আমাকে পাইতে বসিয়াছ। আমি: মারণাস্ত্ররূপে মৃত্যুবাণরূপে তোমাদের সংহারিণী শক্তিরূপে সৃষ্ট হইতেছি। প্রকৃতি মৃত্যু দেয়, মা অমৃত দেয়।

আমার ধ্যানমগ্ন তপস্বী পুত্রগণ আমাকে মা বলিয়া ধ্যান করিতে করিতে অনুভব করিয়া গাহিয়াছিল—"তৎসৃষ্ট্বা, তদেবানুপ্রাবিশৎ"। সেই রসস্বরূপ আমি—ব্রহ্ম আমি—মা আমি, জগৎ রচনা করিয়া—বহুরূপ ধারণ করিয়া আবার তাহাতে প্রাণরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছি। তাহারা রসস্বরূপিনী, আনন্দস্বরূপিনী আমাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, আমার অঙ্কে আরোহণ করিয়া, আনন্দে আত্মহারা হইয়া গাহিয়াছিল—

'কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ'।

হৃদয় গুহাতে—দহর আকাশে আমার নিত্য বিদ্যমানতা অবলোকন করিয়াই আমার তপস্বী পুত্রগণ এই শ্লোক গাহিয়া থাকে—কেই বা অপান ক্রিয়া করিত, কেই বা প্রাণকে ক্রিয়াশীল রাখিত যদি না এই রসময়ী জননী হৃদয় গুহায় অবস্থান করিতেন। তাহারা দেখিয়াছিল আমাকে মা বলিয়া, আত্মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া, পরমেশ্বরী বলিয়া। তাই তাহারা ইহলোকে অভ্যুদয় লাভ করিয়াছিল, অভয় হইয়াছিল, লোকান্তরেও তাহারা আমার দিব্যধামই লাভ করিয়াছিল—

'যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।'

আজ তোমাদের পূজাক্ষেত্রে আমি আসিয়াছি চৈতন্যঘন মাতৃমূর্ত্তিতে। তোমরা ভূতে ভূতে চয়ন করিয়া অন্তরে যে দিব্য অনুভূতি সঞ্চয় করিয়াছ তাহারই মূর্ত্তছবি আমার এই প্রেমঘন মূর্ত্তি। বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করিয়া মারণাস্ত্র প্রস্তুত করে। আর তোমরা, আমার তপস্বী পুত্র তোমরা আমাকে মা বলিয়া পাতা, ধাতা ও বিধাতা বলিয়া দিব্যরূপে পরিণত করিয়া, প্রেমঘন মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রেমাশ্রুসিক্ত অর্ঘ্যদান কর, বিশ্বের শান্তি ও কল্যাণের জন্য। আমি মৃত্যু, আমি অমৃত। প্রকৃতি বলিয়া যত দেখিবে, যত বিশ্লেষণ করিবে, যত সম্ভোগ করিতে চাহিবে, আমি মৃত্যু হইতে গভীর মৃত্যুতে নিক্ষেপ করিব। 'ততো যান্ত্যধমাং গতিম্'। আবার আমাকেই মা বলিয়া দেখিলে—আমি তোমার যোগক্ষেম বহন করি। আমিই তোমার অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের একমাত্র আকর হই। 'প্রেত্যাস্মাৎ লোকাৎ অমৃতা ভবন্তি'। তুমি সমস্ত বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া আমার অমৃতময় বক্ষে প্রবেশ কর।

তোমরা প্রাজ্ঞ, তোমরা বিজ্ঞ। তোমাদের সৃষ্টি ও সভ্যতা উপনিষদের ও বেদান্তের তথা গীতা, চণ্ডী ও পুরাণের নিগূঢ় মুল তত্ত্বকে নিয়া। প্রজ্ঞাই তোমাদের সম্পদ, প্রজ্ঞাই তোমাদের আশ্রয়, প্রজ্ঞাই তোমাদের অভয়, অমৃত। এই প্রজ্ঞাভূমিতে দাঁড়াইয়া যতদিন এই ভারতের একজন সন্তানও আমাকে মা বলিয়া ডাকিবে, আমাকে মা বলিয়া দেখিবে, আমাকে মা বলিয়া ভূতে ভূতে চয়ন করিবে; আবার প্রেমাশ্রুতে ভাসিয়া ভাসিয়া এমন মাতৃঘন মূর্ত্তিতে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবে ততদিন তোমাদের ধ্বংস নাই, মৃত্যু নাই। ধ্বংস হয় তাহাদেরই যাহারা নিজের বংশ পরিচয় দিতে পারে না। শুধু ভোগে ডুবিয়া যায়, শুধু তামসিক ভোগে আত্মচেতনাকে হারায়, তাহারাই মরে। 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি।' তারাই শোক করে, তারাই ধ্বংস হয়, যাহারা প্রকৃতির উপাসক। আর তোমরা—আমার স্নেহের পুত্র তোমরা—যাহারা আমাকে মা বলিয়া ডাক, তাহারা নন্দিত হও, পূজিত হও, আনন্দিত হও। তোমরা গোত্রের পরিচয় দিয়া বিশ্বের বুকে চিরস্থায়ী হও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ সেই নন্দিত পুত্রগণ বন্দনা করিতে সমবেত হইয়াছ আমার দিব্যমূর্ত্তি ফুটাইয়া এই পুণ্য ভূমিতে। আমিও আসিয়াছি। আসিয়াছি মা হইয়া, দেবী হইয়া, অন্নদায়িনী স্নেহঘন জননী হইয়া। দেখ বৎস! আমি শুধু তোমাদের স্থূল দেহেরই অন্নপ্রদায়িনী নহি, আমি তোমাদের সূক্ষ্ম ও কারণ দেহেরও অন্নদায়িনী। আমি তোমাদের পঞ্চকোষাবৃত বদ্ধ জীবচেতনারও অন্নদায়িনী। আমিই তোমাদের অন্নময় কোষের যেমন অন্নপ্রদান করি, তেমনি প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষেরও পুষ্টিবিধান করি। মনের শুভাশুভ ইচ্ছারূপে, সংকল্প ও বিকল্পরূপে আমিই তোমাদের মনের খাদ্য প্রদান করি। প্রাণময় কোষের অন্নদান করি—ইন্দ্রিয়ের দ্বারপথে বিভিন্ন রূপে, রসে, গন্ধে তোমাদের প্রাণের কেন্দ্রস্থলে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রস আস্বাদন করাইয়া। আবার আমিই প্রজ্ঞারূপে, ধীরূপে, ইচ্ছা, দ্বেষ ও সুখ দুঃখের তরঙ্গ হইতে উর্দ্ধে তুলিয়া লই। আমার দিব্যধামে প্রবেশ করিবার সোপান রচনা করিয়া, এইরূপে তোমাদের প্রজ্ঞার উন্মেষ করিয়া আমার শান্ত সুশীতল বক্ষে একদিন তুলিয়া লই।

উন্মার্গ পথ ত্যাগ করিয়া ভারতের যাহা কৃষ্টি, ভারতের যাহা শিক্ষা তাহাকে হৃদয় দিয়া গ্রহণ কর—

'দেবো পিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমাদিতব্যম্'

মাতৃদেবো ভব,
পিতৃদেবো ভব,
আচার্য্যদেবো ভব,
অতিথির্দেবো ভব।

দেবকার্য্যে ও পিতৃকার্য্যে ভ্রান্ত হইও না। মাতৃদেব হও, পিতৃদেব হও, আচার্য্যদেব হও, অতিথিদেব হও! পিতামাতাকে যে শ্রদ্ধা করিতে জানে না, আচার্য্যকে যে শ্রদ্ধা করে না, অতিথির যে সেবা করে না তাহারাই নিন্দিত কার্য্য করে। তোমরা কৃষ্টির দোহাই দিয়া দেশ-বিদেশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিতেছ কিন্তু তোমরা নিজেরাই তোমাদের যথার্থ কৃষ্টি কি তাহা অনেকেই জান না। জানিয়াও তাহার আচরণ কর না। ভারতের মহামানবের পদতলে—আমার বরপুত্রদের পদতলে সংযত হইয়া উপবেশন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর, সংযত হইয়া তাহাদের বাক্য শুন—সংযত হইয়া তাহা আচরণ কর। তবে ত জগতের সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে পারিবে।

তোমাদের কৃষ্টির ও সভ্যতার অন্ন আমিই দান করিয়া থাকি। প্রজ্ঞা আমি, ধী আমি। তাই বলি বৎস! আমি শুধু স্থূল অন্নদাত্রী নহি, আমি শুধু তোমাদের কল্পিত শিবের ঘরণী নহি, আমি ঈশ্বরী, আমি ব্রহ্মস্বরূপিনী।

বর্ত্তমান কালেও আমার বরপুত্র, তোমাদের পরমগুরু ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসত্যদেব গাহিয়াছিলেন—"আবির্ভূয় পরং ব্রহ্ম কুরু মাং মুক্তবন্ধনম্"। তোমরাও তাঁহার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আজ আমাকে দিব্যমন্ত্রে আহ্বান করিতেছ। তাই আমিও মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ী হইয়া আবির্ভূত হইয়াছি। তোমাদিগকে স্ত্রী দিব, তোমাদিগকে ধন দিব, পুত্র দিব, আয়ু দিব, বল দিব, প্রজা দিব, পশু দিব, বস্থ দিব।

তোমরা মা বলিয়া আমার অর্চ্চনা করিতে শিখিয়াছ, তোমরা মা বলিয়া অশ্রুসিক্ত অর্ঘ্য আমাকে দিতে জানিয়াছ। তোমরা মা বলিয়া তোমাদের উপার্জ্জিত ধন আমার পূজায় অকৃপণ হস্তে প্রদান করিতে সাহসী হইয়াছ। তাই আমিও মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ী হইয়া আজ অধিষ্ঠিত হইলাম তোমাদের পূজাক্ষেত্রে; বর দিব, অভয় দিব। শিশুপুত্রগণ—'বুভুক্ষানলতপ্তানাং পুত্রাণাং হর দুর্গতিম্' বলিয়া অন্ন চাহিলে তাহা আমি দিব। বরপুত্রগণ, মুমুক্ষু পুত্রগণ—'জ্ঞানবৈরাগ্য সিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি মে পার্ব্বতি' বলিয়া অর্চ্চনা করিলে আমি তাহাও দিব। তোমরা প্রণত হইয়া যে আত্মভোলা মন্ত্রটি পুনঃ পুনঃ পাঠ কর তাহাতে আমি সত্যই বিচলিত হই। আবার সেই মন্ত্রটি একবার সমবেতকণ্ঠে তোমরা বলিবে বলিয়া আমি উৎকর্ণ হইয়া পথপানে চাহিয়া থাকি। তোমরা বল ত বৎস—

অন্নপূর্ণে নমস্তুভ্যং নমস্তে জগদম্বিকে।
তচ্চারু চরণে ভক্তিং দেহি দীনদয়াময়ি॥
আগতশ্চরণে মাতো গৃহাণ কুসুমাঞ্জলিম্।
অজ্ঞানান্ধ সুতে মাতঃ কৃপয়া দেহি দর্শনম্
কৃপয়া দেহি দর্শনম্।
ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগোবিন্দের মহিমা

জমিদার পাল মহাশয়দের বাড়ীতে বহুদিন যাবৎ রাধাগোবিন্দ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। বর্ত্তমানে যিনি জমিদার, তিনি যুবক। ওকালতি পাশ করিয়া বেশ দু-পয়সা রোজগার করিতেছেন ও প্রতিষ্ঠাও লাভ করিয়াছেন, তাই অহঙ্কার খুব বাড়িয়াছে। গ্রীষ্ম ও পুজার ছুটিতে সহর হইতে উকিলসাহেব তাঁহার গ্রামের বাড়ীতে আসিতেন। একদিন গ্রীষ্মের ছুটীতে উকিলসাহেব তাঁহার বাড়ীর বৈঠকখানায় বসিয়া বন্ধুদের সহিত গল্প করিতেছেন এমন সময় গোবিন্দজীর পূজারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হুজুরের কাছে গিয়া জানাইল—বাবু! গোবিন্দের সেবা ঠিক হইতেছে না। বাজারের যাহা নিকৃষ্ট জিনিস কলা, ফল-মূল প্রভৃতি তাহাই গোবিন্দের জন্য আসে। অথচ বাবুদের বাড়ীতে বাজারের যাহা সেরা জিনিস তাহাই আসিয়া থাকে। হুজুর! গোবিন্দের সেবা-পূজার দিকে একটু দৃষ্টি দিলে ভাল হয়। এই অল্প কথাতেই গর্ব্বিত উকিলসাহেব ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইলেন। পুরোহিতকে লক্ষ্য করিয়া তিনি কর্কশ ভাষায় বলিলেন—ব্যাটা, গোবিন্দ তোমাদের কলা-মূলা খাওয়ার জন্য ওখানে বসিয়া নাই। গোবিন্দের নাম করিয়া তোমরা কতগুলি অপগণ্ড প্রতিপালিত হইতেছ। গোবিন্দের দোহাই দিয়া আমার সংসারে যে ভাল জিনিষ আসে তাহাতে ভাগ বসাইবার লোভ জন্মিয়াছে তোমার। ওসব ন্যাকামী কথায় আমি ভুলিবার পাত্র নহি। যাহা পাইতেছ তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক।

পুরোহিত মহাশয় আবার করজোড়ে বলিলেন—হুজুর! পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহকে উপেক্ষা করিবেন না। তাঁহার সেবা পূজায় অযত্ন করিবেন না। আমি লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কোন কথা বলিতেছি না। যাহাতে গোবিন্দের যথার্থ সেবা হয় তজ্জন্যই কথা বলিতেছি। আমার কথা শুনিলে আপনার ও আপনার সন্তান-সন্ততির কল্যাণই হইবে। বন্ধুদের সামনে একটা সাধারণ পুরোহিতের এইরূপ লম্বা লম্বা কথা শুনিয়া হুজুরের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি ক্রুদ্ধ মহিষের মত একলাফে আসিয়া পুরোহিতের গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত বসাইয়া দিলেন। ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন ব্যাটা, আমার ছেলে পেলের কল্যাণ কামনার দোহাই দিয়া ঐ ভাল জিনিস খাওয়ার দুর্বুদ্ধি ত্যাগ কর। নতুবা আমার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃদ্ধ পুরোহিত সত্য সত্যই গোবিন্দের ভক্ত ছিলেন। অন্তর দিয়াই গোবিন্দের সেবা-পূজা করিতেন। তিনি লোভী ছিলেন না, সংযত ও চরিত্রবান ছিলেন। অপমানিত হইয়া তিনি গোবিন্দকে শেষবারের মত প্রণাম করিয়া জানাইলেন—হে গোবিন্দ! হে অন্তর্য্যামি! হে বিশ্বপতি! আমি সত্য সত্যই একদিনও যদি অন্তর দিয়া ডাকিয়া থাকি, এবং তোমার পূজায় ইহারা উপেক্ষা করিতেছে দেখিয়া ইহাদের কল্যানার্থেই হিতোপদেশ দিয়া থাকি, তাহা হইলে তুমি ইহার সুবিচার করিও। আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।

ব্রাহ্মণ মন্দির ছাড়িয়া, এমন কি নিজের গ্রাম ও দেশ ছাড়িয়া অন্তরের আবেগে অশ্রুসিক্ত নয়নে বাহির হইয়া গেলেন। ইহা ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। এই ব্রাহ্মণকে আর দীর্ঘদিন খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, শেষে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল তিনি বৃন্দাবনবাসী হইয়াছেন। বৃন্দাবনে বসিয়া সাধন ভজন করিতেছেন।

এদিকে কয়েকদিনের মধ্যেই উকিলসাহেব সামান্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে ব্যাধি প্রবল হইল। যৌবনের ঢল ঢল গর্বিত দেহে বাতব্যাধি আক্রমণ করিল। সমস্ত দেহ অবশ হইয়া গেল। তখন পরিবারস্থ সকলের মনে পড়িল ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে প্রহার করিবার ফলেই বুঝি এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। উকিলসাহেবের মা তখনও জীবিত। তিনি ব্রাহ্মণকে খুঁজিয়া আনিবার জন্য চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইলেন। ব্রাহ্মণ নিরুদ্দেশ, বৃদ্ধ মহিলা পুত্রের জন্য গোবিন্দের মন্দিরে দণ্ডী কাটিতে লাগিলেন। মানত করিতে লাগিলেন—বহু প্রকারের সেবা-পূজা করিতে লাগিলেন। গুণবান পুত্রের সাময়িক ঔদ্ধত্যের জন্য বার বার গোবিন্দের পাদপদ্মে ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। পুত্র বাতব্যাধিতে একেবারে শয্যাগত, সর্ব্ব অঙ্গ অবশ। উঠিয়া বসিবারও ক্ষমতা নাই। হাত, পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে থাকে, দেখিতে দেখিতে আঙ্গুলগুলি সব বাঁকা হইয়া গিয়াছে। উদ্ধত উকিলসাহেব শয্যাশায়ী হইয়া চোখের জলে ভাসিতে লাগিল। দীর্ঘদিন রোগ যন্ত্রণায় ভুগিবার পর গোবিন্দের কৃপা হইল। স্বপ্নে গোবিন্দ আদেশ করিলেন তোমার ডান হাত অবশই থাকিবে, ভক্তের অপমান আমি সহ্য করিতে পারি না। তবে তোমার ও তোমার মায়ের এবং পরিবারবর্গের অনুশোচনা দেখিয়া আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তর বিগলিত হইয়াছে। তুমি বাঁ হাতে লেখাপড়া করিতে পারিবে, বাঁ চক্ষুতে ভাল দেখিতে পাইবে অর্থাৎ তোমার শরীরের বাঁ দিকের অর্দ্ধাঙ্গ সম্পূর্ণ কর্ম্মক্ষম হইবে কিন্তু ডানদিক পূর্ব্বের ন্যায় সবল হইবে না। বিশেষতঃ ডান হাত যাহা দ্বারা আমার ভক্তকে প্রহার করিয়াছিলে তাহা সম্পূর্ণ ভাল হইবে না। বলা বাহুল্য তিনি আজন্ম এইরূপ বিকলাঙ্গই ছিলেন।

আমার ছেলে বয়সে যখন আমি স্কুলে পড়ি তখন ট্রেনে একই কামরায় তাঁহার সঙ্গে কিছুদূর যাওয়ার সুযোগ ঘটিয়াছিল। তিনি তখন বৃদ্ধ। ডান হাত তখনও অবশ, মুখের ডান দিকটা তখনও বাঁকা, ডান চক্ষুতেও অনেকটা কম দেখেন এবং ডান পাও অবশ না হইলেও বাতাক্রান্ত। তিনি লেখাপড়ার কাজ বাঁ হাতে করেন। তাঁহার নিজমুখেও এই কাহিনী আমি শুনিয়াছিলাম। ঈশ্বরে বিশ্বাস না করিলে এবং উদ্ধত হইলে জীবনে কি বিষময় পরিণাম ঘটে তিনি তাঁহার বিকলাঙ্গ দেখাইয়া এই কথা আমাদিগকে বুঝাইতেছিলেন। সর্ব্বশেষ তিনি বলিলেন—তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসবান হও, জীবনে বড় হইতে পারিবে, সুখী হইবে।

আমিও তোমাদিগকে বলিব—শূন্য হস্তে কোন দেবালয়ে বা তীর্থে যাইও না। কোন মহাপুরুষের নিকটেও নহে। কোন নিকৃষ্ট জিনিস দেবালয়ে, পিতৃকর্ম্মে বা গুরুস্থানে দিও না। তাহা হইলে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে, জন্মান্তরেও ঐরূপ উত্তম জিনিসের অধিকারী হইবে।

ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ ॥

"গুরুঃ সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম"

গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে—১৩৬৭ সাল

মানব জীবনে আছে তিনটী গ্রন্থি। মনের গ্রন্থি, প্রাণের গ্রন্থি, জ্ঞানের গ্রন্থি। সৃষ্টি করিবার বাসনা, ভোগ করিবার বাসনা, ত্যাগের বাসনা। মন চায় সৃষ্টি করিতে, প্রাণ চায় সম্ভোগ করিতে, জ্ঞান চায় বৈরাগ্যবান হইতে। সাধারণ মানুষ মনের গ্রন্থিতেই নিবদ্ধ। সে সৃষ্টির পর সৃষ্টি করে, কর্ম্মের পর কর্ম্ম করে। 'নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ' কর্ম্ম না করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেহই ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। ভোগ করিবার অবকাশও তাহার নাই, ভোগ করিতেও জানে না। সুখের লালসায় সে বাহিরেই ছুটিয়া বেড়ায়। 'পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্'। বিবেক যাহাদের মোহাচ্ছন্ন, হৃদয় যাহাদের শুষ্ক, মন তাহাদেরই প্রবল হইতে প্রবলতর। ইতর জীবজন্তুর ন্যায় অধিকাংশ মানুষই মনের দাস। মনের তাড়নায় সে সুখের সন্ধানে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়। অন্তরাত্মাকে চিনে না। শান্তিলাভের পথ জানে না। জানিবার স্পৃহাও তাহাদের হয় না। হায়! কি হতভাগ্য সেই মানুষ।

যখন দেখিতে পাই কয়লার খনিতে গভীর গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিয়া সহস্র সহস্র লোক নিজের জীবন তথায় বিপন্ন জানিয়াও অতি মূঢ়ের ন্যায় কাজ করিতেছে তখন আশ্চর্য্যান্বিত হই। যখন দেখিতে পাই লোহার কারখানায় তপ্ত গলিত লোহার কাছে দাঁড়াইয়া অর্দ্ধদগ্ধ হইতে হইতে উদরান্নের জন্য মানুষ বিমূঢ়ের ন্যায় কাজ করিতেছে তখন সত্যই আশ্চর্য্যান্বিত হই। যখন দেখিতে পাই স্ত্রী পুত্রের মোহে পড়িয়া কামান্ধ মানুষ তস্কর হইতেছে, দস্যু হইতেছে তখন তাহাদের পরিণাম ভাবিয়া সত্যই আশ্চর্য্যান্বিত হই। যখন দেখিতে পাই প্রচুর অর্থ থাকা সত্ত্বেও আরও অর্থের লালসায় কোন কোন ধনী পুঙ্গব বহু মিথ্যা দলিল দস্তাবেজ তৈয়ার করিয়া আরও অর্থ লুণ্ঠন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, ফলে বন্দী হইয়া কেহ কেহ কারাবরণও করিতেছে তখন এই নরপশুদিগকে দেখিয়া সত্যই আশ্চর্য্যান্বিত হই। যখন দেখিতে পাই মানুষ খাদ্যের সঙ্গে অখাদ্য মিশাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে; অন্নদান না করিয়া অন্নে বিষ মিশাইতেছে তখন সত্যই আশ্চর্য্যান্বিত হই। যখন দেখিতে পাই রাষ্ট্রের কর্ণধার হইয়াও এবং বহু সম্মানে সম্মানিত হইয়াও ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য গোপনে উৎকোচ গ্রহণ করে এবং তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন যোগ্য লোকদিগকে পদদলিত করিয়া অসৎ প্রকৃতির লোককে সাগ্রহে নিজের পক্ষে টানিয়া লয় তখন সত্যই আশ্চর্য্যান্বিত হই। বহু মানুষ হিংস্র জন্তু অপেক্ষাও হিংস্র। পিশাচ অপেক্ষাও পৈশাচিক ভাবাপন্ন। এই মনের তাড়নাতেই সহস্র সহস্র, কোটি কোটি লোক হিংস্র হয়, পশুর অধম হয়, পিশাচ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হয়। মনের তাড়নাতেই কামান্ধ হয়, লোভী হয়, দস্যু হয়, তস্কর হয়। মনের তাড়নায় অবশ হইয়া কুকাজ করে, মিথ্যা বলে, উৎকোচ গ্রহণ করে। বিবেকহীন মানুষ, হৃদয়হীন মানুষ, লক্ষ্যহারা, পথহারা, লক্ষ্যহীন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই মানুষ একটা গরুর গাড়ীর গরু অপেক্ষা, একটা ঘোড়ার গাড়ীর ঘোড়া অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

কিন্তু মানবজীবনের ইহাই পরিণতি নহে, মানুষ যে অমৃতের পুত্র। বিধাতার মঙ্গল আশীর্ব্বাদের জয়টীকা তাহার ললাটে রহিয়াছে। মনের পিঞ্জরকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া সে কেশরীর ন্যায় একদিন তাহার অমৃতধামে পৌঁছিতে প্রয়াসী হইবেই।

মনের দৃঢ় শৃঙ্খলে নিবদ্ধ মানুষ পাগ্‌লা ঘোড়ার মত এই বিশ্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত, ক্লান্ত হয়। জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর নিষ্পেষণে, অপমান, লাঞ্ছনার কষাঘাতে অশ্রুসিক্ত হয়। শেষে একদিন সে আর্ত্তনাদ করিয়া বলিয়া উঠে— 'নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ'। তাহার সুপ্ত প্রাণ, শুষ্ক বিবেক তখন জাগিয়া উঠে, সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। অন্তর হইতে একজন সাড়া দিয়া বলে—আগে চল, আগে চল, দুঃখ রবে না। আরও সাম্‌নে, আরও উর্দ্ধে তোমাকে যাইতে হইবে। তুমি যে পথে চলিয়াছ, হে মন! তাহা চিরদিনই কণ্টাকাকীর্ণ। উর্দ্ধে চল, আরও উর্দ্ধে চল।

এই মনের দেবতা ব্রহ্মা—প্রজাপতি। প্রাণের দেবতা বিষ্ণু, আর বৈরাগ্যের দেবতা ঐ রুদ্র। প্রাণ যদি না জাগে, মন দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পশুরও অধম হয়, লাঞ্ছিত হয়। বৈরাগ্য যদি না জাগে ভোগে লিপ্ত প্রাণ কলুষিত হয়, মোহগ্রস্ত হয়। মন গঠন করিতে জানে, কিন্তু সম্ভোগ করিতে জানে না। প্রাণ সম্ভোগ করিতে জানে কিন্তু ত্যাগ করিতে জানে না। যে ত্যাগ করিতে জানে না সে কখনও শান্তি পায় না। 'ত্যাগাৎ শান্তিঃ অনন্তরম্'। শান্তিকে লাভ করা যায়, অমৃতকে লাভ করা যায় একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই। রুদ্র ত্যাগের দেবতা, চিরসন্ন্যাসী ভিখারী। এই রুদ্রই পৌঁছাইয়া দেন মৃত্যুর পরপারে অমৃতময় ধামে, যেখান হইতে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না।

এই রুদ্র যখন গুরুরূপে—জ্ঞানদাতা গুরুরূপে আবির্ভূত হন তখনই মন শঙ্কিত হয়, প্রাণ সচেতন হয়, সৃষ্টিতে বিতৃষ্ণা জন্মে, ভোগে ঘৃণা জন্মে। এই রুদ্র অন্তরে জাগিলেই মানুষ দ্বিজ হয়। রুদ্র আসেন গুরুরূপে। রুদ্র অন্তরে জাগেন বৈরাগ্যের ঝোলা ও দণ্ড হাতে লইয়া। তাই দেখিতে পাও ভারতের দ্বিজগণ উপনয়ন কালে—দ্বিজত্ব প্রাপ্তির কালে ভিখারীর সাজে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সজ্জিত হয়। 'ভিক্ষাং দেহি' বলিয়া ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লয়। রুদ্র গুরুরূপে ঐ মানবকে উদ্বুদ্ধ করেন। মনের গ্রন্থি, প্রাণের গ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হওয়ার পথ দেখাইয়া দেন। রুদ্রের রুদ্র মন্ত্রে মানবক আহুতি প্রদান করে—'অনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে মানবক দিব্যদৃষ্টি লাভ করে, তাহার পশুত্ব ঘুচে, পৈশাচিক প্রবৃত্তি দূর হয়। তাই দ্বিজগণ ভারতের অগ্রদূত।

বৈরাগ্যবান শিষ্য—রুদ্রমন্ত্রে দীক্ষিত শিষ্য, অনৃত হইতে সত্যের পথে যাত্রী শিষ্য দিব্যনেত্রে দেখিতে পায় তাহার উন্মত্ত মনকে ও ভোগলোলুপ প্রাণকে। সেই জাগ্রত মানবক তখন মনের দাস নহে, মন হয় তাহার দাস। সেই মানবকের প্রাণ তখন ভোগে সম্মোহিত হইয়া থাকে না। ভোগ তাহাকে স্পর্শ করিতে সাহসী হয় না। যে মন সৃষ্টির উন্মাদনায় দূর হইতে দূরান্তরে, আবর্ত্ত হইতে আরও আবর্ত্তে নিক্ষেপ করিতেছিল, সেই মন তখন রচনা করে দিব্যপথের সোপানাবলী। যে প্রাণ সম্ভোগে বিমূঢ় হইয়াছিল সেই প্রাণ প্রতি ভোগ্য বস্তুকে জ্ঞানাগ্নিতে আহুতি দিয়া বলে—"ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা।" ব্রহ্মাগ্নিতে, জ্ঞানাগ্নিতে আহুতি দিতে দিতে বলে 'অনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা'। অনৃতকে আহুতি দিব, মৃত্যুকে আহুতি দিব, মৃত্যুর বাঁধনে যে বেঁধেছিল সেই ভোগ্যবস্তুকে আহুতি দিব। হে রুদ্র, হে চিরবৈরাগী রুদ্র, হে গুরু, তুমি জলে উঠ, আরও জলে উঠ। তোমার তাপে দগ্ধ হোক্ জন্ম জন্মান্তরের যত লালসা, বাসনা, কামনা। মানবক—মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ মানবক—রুদ্রমন্ত্রে দীক্ষিত মানবক সঞ্জীবিত হইয়া—গুরুদত্ত মন্ত্রে সঞ্জীবিত হইয়া করযোড়ে তখন গাহিতে থাকে—

গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণু, গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ভাগ্যবান জীবের অন্তরে বহু জন্মের পরে এই জ্ঞানদাতা গুরু জাগিয়া উঠেন। অন্তরে গুরু না জাগিলে, মানবকের অন্তরে বসিয়া গুরু আকর্ষণ না করিলে দিব্যচক্ষু লাভ হয় না। অন্তরের গুরুই বাহিরে শ্রোত্রিয় ব্রহ্মজ্ঞ গুরুরূপে দেহধারী মানবের রূপ ধরিয়া আবির্ভূত হন। তিনি বাহির হইতে অন্তরে, অনৃত হইতে সত্যে, মৃত্যু হইতে অমৃতে প্রবেশ করিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পথ দেখাইয়া দেন। শুধু পথই দেখাইয়া দেন না, তাহাকে চলিবার শক্তি দেন, পাথেয় দেন।

"গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্ন সংশয়াঃ"

সেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরু বহু মন্ত্র দেন না, বহু কথা বলেন না। শিষ্যের অন্তরের সঙ্গে অন্তরকে সংযুক্ত করিয়া তাহাকে প্রবুদ্ধ করিয়া তিনি দেন দিব্য মন্ত্র, তিনি দেন দিব্য দীক্ষা। শিষ্যের অনন্ত জন্মের পাপরাশি, শিষ্যের অনন্ত জন্মের মলিনতা তিনি নীলকণ্ঠ হইয়া গ্রহণ করেন। গুরু তাঁহার দিব্য শক্তির প্রভাবে শিষ্যকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরেন। শিষ্যও তাহার অন্তর উন্মুক্ত করিয়া গুরুর দিব্যদৃষ্টির সঙ্গে তাহার জৈব দৃষ্টিকে হারায়। গুরুর দিব্য চেতনার সঙ্গে জীবচেতনাকে হারায়। চকিতে চপলার ন্যায় চমকিয়া উঠে অন্তরের সুপ্ত চেতনা। শিষ্য উদ্বুদ্ধ হয়, শিষ্য প্রবুদ্ধ হয়।

তোমরা লাভ করিয়াছ কি সেই শিষ্যত্ব? অথবা আসিয়াছ কি লাভ করিতে সেই দিব্যচক্ষু ও দিব্যজীবন? সেই ব্রহ্মানন্দের দিকে—সেই অমৃতের দিকে অপ্রমত্ত হইয়া ক্ষিপ্ত শরের ন্যায় ধাবিত হইতে পারিবে কি? তোমরা যাহারা দীক্ষা পাইয়াও পাও নাই, মন্ত্র পাইয়াও সম্বুদ্ধ হও নাই তাহারা এই পুণ্যতিথিতে উদ্বুদ্ধ হও। ডমরু বাজাইয়া, ত্রিশূল দুলাইয়া ঐ রুদ্র গুরু আজ দিকে দিকে ভৈরবের ন্যায় নাচিতেছেন। উদ্বুদ্ধ করিবেন, ত্রিপুটী জ্ঞান দান করিবেন। আজ ছলনা ছাড়। ঐ যে বিষয় বাসনার মালা পরিয়া আসিয়াছ তাহাকে ছিন্ন করিয়া ফেল, দেহকে ভুল, ইন্দ্রিয়কে নির্য্যাতিত কর, মনকে প্রক্ষালিত কর। ডমরুর ধ্বনি শুনিবে, অনাহত ধ্বনি বাজিবে। ত্রিশূলের আঘাতে আঘাতে জীব চেতনা হইতে ব্রহ্মচেতনায় সম্বোধিত হইবে। ভূতে ভূতে, স্থাবরে জঙ্গমে, দিকে দিকে অরণ্যে প্রান্তরে, গিরিতে অর্ণবে সেই এককে দেখিয়া, এককে প্রণাম করিয়া মনের কবল হইতে, প্রাণের গ্রন্থি হইতে চিরতরে বিমুক্ত হইবে। 'একং নিত্যং বিমলমচলং বলিতে বলিতে প্রণত হইবে—আবার প্রণত হইবে। নিজেকে হারাইবে, গুরুসত্তায় জীবসত্তাকে উৎসর্গ করিবে। তবেই তোমাদের গুরু পূর্ণিমার উৎসব করা সার্থক হইবে।

প্রতি বৎসর তাই ত এই উৎসবের দিনটীর প্রতীক্ষায় থাক। যাহা জানিয়াও জানিতে পারিতেছ না, যাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছ না, পুনঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুনঃ তাহা জানিতে ও বুঝিতে সমাগত হইতেছ। যাহা বুঝিলে আর কিছু বুঝিবার বাকী থাকে না, যাহা জানিলে আর জানিবার অবশেষ থাকে না, তাহাকে বুঝিতে পারিতেছ না, তাহাকে জানিতে পারিতেছ না। তাই অন্তরে বড় ব্যথা তোমাদের। ভয় নাই সঙ্কল্প কর। সঙ্কল্প কর—আবার সঙ্কল্প কর। আবার নতজানু হইয়া বল—ব্রহ্মগুরুং বদামি, ব্রহ্মগুরুং স্মরামি, ব্রহ্মগুরুং ভজামি। সেই ব্রহ্মগুরুর ঈক্ষণে, সেই ব্রহ্মগুরুর আশীর্ব্বাদে তোমার গ্রন্থি ছিন্ন হইবে। তুমি পূর্ব্বে যে কর্ম্ম মোহগ্রস্ত হইয়া নাম, যশ ও প্রতিষ্ঠালাভের জন্য করিতেছিলে সেই কর্ম্মই ব্রহ্মযুক্ত হইয়া, অসঙ্গ হইয়া আত্মশুদ্ধির জন্য করিতে পারিবে। 'সঙ্গং ত্যক্ত্বা আত্মশুদ্ধয়ে', তুমি যোগী হইবে, তুমি যোগযুক্ত হইবে। তুমি তোমার ইষ্টকে—পরম ব্রহ্মকে অন্তরে ও বাহিরে দেখিবে। তখন তুমি আত্মহারা হইয়া গাহিতে পারিবে—

মৎ প্রাণঃ শ্রীগুরোঃ প্রাণো মদ্দেহো গুরু মন্দিরম্।
পূর্ণমন্তর্বহির্যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

তোমার যোগক্ষেম সেই পরমপিতাই তখন বহন করিবেন। উদরান্নের জন্য ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইবে না। উদরান্নের জন্য ঐ কয়লার খাদে, ঐ ইস্পাতের কারখানায়, ঐ অফিসের গোলামখানায় তুমি আর নিষ্পেষিত হইবে না। যোগিগণের যোগক্ষেম সেই ব্রহ্মগুরুই বহন করেন। কিন্তু মনে রাখিও যতদিন যোগযুক্ত হইতে না পারিতেছ ততদিন মনের ছলনায় যদি কর্ত্তব্যকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অলস হও, কর্ম্ম বিমুখ হও তাহা হইলে তোমাকে আরও অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। যোগযুক্ত হওয়া ও কর্ম্মের ভয়ে কর্ম্মকে ত্যাগ করা এক কথা নহে। মিথ্যাচারী হইও না। সন্ন্যাসী কখনও ভিখারী হয় না। ঐ যে দেখিতেছ ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে হইয়া গান গাহিতে গাহিতে জন কল্যাণের নামে সন্ন্যাসীর দল ভিক্ষা মাগিতেছে তাহারা যোগযুক্ত নহে। শুধু পোষাকের পরিবর্ত্তন করিয়াছে, অন্তরের পরিবর্ত্তন হয় নাই। তবে ভরসা এই যদি কামনা বিবর্জ্জিত হইয়া ঐরূপে জন সেবা করিতে পারে একদিন হয়ত তাহাদের কেহ কেহ যোগযুক্ত হইতে সক্ষম হইবে।

যে গুরু বিভূতি দেখাইয়া অর্থাৎ ভেল্কি দেখাইয়া শিষ্যের মন আকর্ষণ করেন, তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু নহেন। যে শিষ্য শুধু সংসারের তাড়ানাতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুর সান্নিধ্যে যাইয়া সাংসারিক অভাব দূর করিতে প্রয়াসী হয়, অন্তরে ভগবানকে স্থান দিতে চাহে না, সে যথার্থ শিষ্য নহে। যে গুরু উপঢৌকন পাইয়া হৃষ্ট হন, প্রতিদানে শিষ্যকে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের কথা শুনান না সে গুরু ব্রহ্মনিষ্ঠ নহেন। যে শিষ্য উপঢৌকন দিয়া গুরুর মন ভুলাইতে চাহে এবং প্রতিদানে সংসারক্ষেত্রে ও ব্যবসায়ে অধিক লাভবান হইতে চাহে সে ত গুরুর সঙ্গে চাতুরী করিতেছে। যে শিষ্য গুরুর সঙ্গে অন্তরের সংযোগ স্থাপন না করিয়া শুধু তাঁহার যোগ বিভূতির প্রভাবে বিভিন্ন দায় হইতে মুক্ত হইয়া ইহ সংসারেই আরও সুখে থাকিতে চাহে, জানিও সে শিষ্য যথার্থ শিষ্য নহে।

মুমুক্ষু না হইলে, আর্ত্ত না হইলে ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুকে চিনিতে পারা যায় না। তাই বলি—আগে নিজেকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখ তোমার সাংসারিক ক্ষুধা মিটিয়াছে কি না? তোমার কাম, ক্রোধ ও লোভ কিছুটা প্রশমিত হইয়াছে কি না? তবে ব্রহ্মবিদ্ গুরুকে জানিতে পারিবে। অন্তরে বৈরাগ্য না জাগিলে সেই বৈরাগী রুদ্রকে চিনিতে পারিবে না। ততদিন তুমি যেমন চতুর শিষ্য তেমনি অজ্ঞ চতুর গুরু তোমার ভাগ্যে মিলিবে।

আজ এই পুণ্য তিথিতে তোমার কলুষিত বক্ষে, তোমার সংসার তাপে বিদগ্ধ অন্তরের এক প্রান্তে প্রথমে গুরুকে বসাও। ঐ দগ্ধ অন্তরে বসাইয়া তপ্ত চোখের জলের অর্ঘ্য তাঁহার পাদপদ্মে দাও। উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার দৈববাণী শুন। তবেই তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে চিনিতে পারিবে। ব্রহ্মবিদ্ গুরুর আশ্রয় পাইয়া জীবন ধন্য হইবে। তুমি তখন গাহিতে পারিবে—

ধ্যানমূলং গুরোর্ম্মূর্ত্তি পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥

অহঙ্কারের অচল পাথরকে অশ্রুজলে ভাসাইয়া দাও। ঐ নিবিড় আঁধারে বসিয়া অশ্রুনীরে ভাসিতে থাক। তবেই তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পারিবে। অন্তর্য্যামী ব্রহ্মগুরু গুরুমূর্ত্তিতে আসিয়া তোমাকে কৃপা করিবেন, উদ্ধার করিবেন। তুমিও প্রণত হইয়া বলিবে—

গুরুঃ সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম।
তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

আজ তোমার কর্ম্মলিপ্ত মনের, তোমার তমসাচ্ছন্ন মনের এক প্রান্তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে একটু স্থান দাও। আহারে, চিন্তায়, চরিত্রে একটু সংযত হও। পশুর স্বভাব ত্যাগ কর। যাহা আহার করিলে জিহ্বা ও উপস্থ চঞ্চল হয়, বিকারগ্রস্ত হয় সেই আহার্য্য কিছুটা ত্যাগ কর। যাহা দেখিলে, স্পর্শ করিলে চক্ষু ও ত্বক্ চঞ্চল হয়, কামান্ধ হয় তাহাকে একটু ত্যাগ কর। যে কথা বলিলে জিহ্বার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরও মলিন হয় সেই কুৎসিৎ বাক্য কিছু ত্যাগ কর। এমনই করিয়া ত্যাগের সাধনা কর। এমনি করিয়া রুদ্রকে একটু অন্তরে স্থান দাও। দেহকে শুদ্ধ কর, ইন্দ্রিয়বর্গকে শুদ্ধ কর, মনকে শুদ্ধ কর, বিবেকের বাণী শুনিতে পাইবে।

যাহারা সঙ্কল্প কর নাই, যাহারা এখনও শুদ্ধ হওয়ার সঙ্কল্প কর নাই তাহারা এই পুণ্যতিথিতে আজ সঙ্কল্পবদ্ধ হও। যাহারা সঙ্কল্প করিতে যাইয়া পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছ, পথে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াও পদস্খলিত হইয়াছ তাহারাও আবার এই পুণ্যতিথিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হও। সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়া বল—অতিবাদী হইব না, মিথ্যাবাদী হইব না, স্বেচ্ছায় চিত্তকে কলুষিত করিব না। কলুষিত দৃশ্য দেখিব না, কলুষিত বাক্য বলিব না। প্রার্থনা কর—ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ, ভদ্রং পশ্যেম অক্ষভির্যযত্রাঃ।' হে গুরো! তুমি আমাকে রক্ষা কর। হে বৃহস্পতি, হে ইন্দ্র, হে বিষ্ণু, তোমরা আমাকে পদে পদে রক্ষা কর। স্বস্তি দাও, শান্তি দাও, উর্দ্ধে চলিবার সামর্থ্য দাও।

ওঁ পুনাতু নঃ পুষণ্। পুনন্তু পিতরঃ।
পুণ্যা নো ভবন্তু দেবাঃ। অগ্নে নঃ পুনাতু।
পুনাতু বায়ো। নমস্তস্মৈ পরমাত্মনে।
নমস্তভ্যং পুরুষায়। নমো মহ্যং যজমান মূর্ত্তয়ে॥
ত্বমেব প্রত্যক্ষং তত্ত্বমসি। ত্বমেব প্রত্যক্ষং প্রাণোঽসি।
ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি।
ত্বং মাং পুনাতু। তদ্বক্তারম্ পুনাতু।
পুনাতু মাম্। পুনাতু বক্তারম্॥
ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি দুর্গা বলে ডাকি যাঁকে

(১৩৬৭ সাল)

হ্রীং হ্রীং বলিতে বলিতে যে অন্তরে আবির্ভূত হয় বিরাট সত্তারূপে তাহাকে আমি ডাকি মা দুর্গা বলিয়া। হ্রীং হ্রীং বলিতে বলিতে অন্তর ও বাহির আলোকিত করিয়া যে চিন্ময় সত্তা আমাকে বেষ্টন করে, আলিঙ্গন করে তাহাকে ডাকি আমি মা দুর্গা বলিয়া। হ্রীং হ্রীং বলিতে বলিতে আমার জীবত্বকে নিমজ্জিত করিয়া লয় যাহার আনন্দময় বিরাট সত্তায় ঐ তাহাকে ডাকি আমি মা দুর্গা বলিয়া। হ্রীং হ্রীং বলিতে বলিতে মৃন্ময়ীর মধ্যেও যে চিন্ময়ীরূপে আবির্ভূত হয় তাহাকে ডাকি আমি মা দুর্গা বলিয়া। হ্রীং হ্রীং বলিতে বলিতে চক্ষুর দৃষ্টিকে বাহির বিশ্ব হইতে যে অন্তরে আকর্ষণ করিয়া লয় এবং জড়ত্ব দৃষ্টি ঘুচাইয়া দিব্য চক্ষু দান করে, সম্মুখে চিন্ময়ীরূপে আসিয়া দাঁড়ায় তাহাকে ডাকি আমি মা দুর্গা বলিয়া। হ্রীং হ্রীং বলিতে বলিতে বাহিরের শব্দ তরঙ্গ যাহার প্রসাদে রুদ্ধ হইয়া অন্তরে বাজিয়া উঠে মধুময় অনাহত ধ্বনিরূপে তাহাকে ডাকি আমি মা দুর্গা বলিয়া। হ্রীং হ্রীং বলিতে বলিতে বায়ুর অমৃতময় স্পর্শে সর্ব্ব অঙ্গ শিহরিয়া উঠে, আর অঙ্গে অঙ্গে দিব্য স্পর্শ অনুভব করি যাহার আবির্ভাবে আমি তাহাকে ডাকি মা দুর্গা বলিয়া। হ্রীং হ্রীং বলিতে বলিতে দিব্য গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হয় যাহার অঙ্গ সৌরভে তাহাকে ডাকি আমি মা দুর্গা বলিয়া। হ্রীং হ্রীং বলিতে বলিতে এক আনন্দময় রসে অভিষিক্ত হয় আমার দেহ মন প্রাণ যাহার পবিত্র ঈক্ষণে তাহাকে ডাকি আমি মা দুর্গা বলিয়া। হ্রীং, শ্রীং, ক্রীং, বলিতে বলিতে যে আমাকে আসিয়া বক্ষে তুলিয়া লয়, যে চিন্ময়ী হইয়া আমার জড়ত্ব প্রতীতি ও ভেদ প্রতীতি দূর করিয়া দেয়, যে আমাকে বিবশ করিয়া তাহার প্রেম সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া লয় ঐ তাহাকে আমি ডাকি মা দুর্গা বলিয়া। তোমরা আমার সেই দুর্গাকে—যাকে দেখিবে কি ?

ওঁ হ্রীং বলিলে যাহার হাসি দেখিতে পাই ফুলের হাসিতে,—ওঁ হ্রীং বলিলে যাহার চিন্ময়রূপ দেখিতে পাই ফলে, পল্লবে, লতায়, বৃক্ষে, ওঁ হ্রীং বলিলে যাহার দিব্য কান্তি ফুটিয়া উঠে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, অনলে ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনিলে তাহাকে ডাকি আমি মা দুর্গা বলিয়া। তোমরা আমার সেই দুর্গাকে দেখিবে কি?

বর্ষান্তে যে আসে আমার পূজার বেদীতে দিব্যরূপ ধারণ করিয়া, তৃষিত সন্তান তোমাদিগকে স্তনামৃতধারা পান করাইতে ও মাতৃপ্রেমে আত্মহারা করিতে ঐ তাহাকে বলি আমি মা দুর্গা।

বর্ষ ব্যাপিয়া সুখ দুঃখের মান অপমানের নানা তরঙ্গ আকারে যে তোমাদিগকে বেষ্টন করিয়া থাকে ঐ তাহাকে বলি আমি মা দুর্গা। বিষয়ের তৃষ্ণায় তোমাদের মন ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যে প্রবেশ করিয়া তোমাদিগকে কুলালচক্রবৎ ঘুরায় তাহাকে বলি আমি মা দুর্গা। সুকৃতিবানের গৃহে যিনি লক্ষ্মী, দুষ্কৃতিশীলের গৃহে যিনি অলক্ষ্মী, পুণ্যবানদের অন্তরে যিনি ভক্তি, সাধ্বীদের ভূষণরূপে যিনি লজ্জা, ঐ তাহাকে বলি আমি মা দুর্গা। দুষ্কার্য্য করিলে যে দুঃখ দেয়, পুণ্যকার্য্যে যে পূত করে, প্রণতজনকে যে কোলে তুলিয়া লয়, গর্ব্বিতের গর্ব্ব যে চূর্ণ করে ঐ তাহাকে বলি আমি মা দুর্গা। ঊর্দ্ধে যাহার মূল, অধোদেশে যাহার শাখা, ঊর্দ্ধে যে এক ও নিত্য, অধোদেশে যে বহু ও অনিত্য ঐ তাহাকে বলি আমি মা দুর্গা। প্রকৃতির রাজ্যে যে কঠোর বিধির শাসনে বিশ্ববাসীকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে আর অন্তর রাজ্যে যে নিত্য মুক্ত আনন্দের নিকেতন রচনা করিয়াছে ঐ তাহাকে বলি আমি মা দুর্গা। মনের রাজ্যে, ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে যে জড় আকারে প্রতিফলিত হয়, আবার বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে অন্তররাজ্যে যাহাকে পাই চিন্ময়ীরূপে সেই তাহাকে বলি আমি মা দুর্গা। রূপের বাহ্য আকর্ষণে প্রলুব্ধ হইলে যাহাকে হারাই জড়ত্বের সংজ্ঞায়, আবার অন্তরের শুদ্ধ দৃষ্টিতে যাহাকে পাই দেবীরূপে চিন্ময়ীরূপে ঐ তাহাকে বলি আমি মা দুর্গা। তোমরা সেই দুর্গাকে এবার দেখিবে কি?

হ্রীং বলিলে, দুর্গা বলিলে যে আমার হৃদয় কমলে অধিষ্ঠিত হয়, প্রতিষ্ঠিত হয়, স্থির ও শান্ত হইয়া দাঁড়ায়; যে আমার প্রদত্ত পাদ্য, অর্ঘ্য হাসিমুখে গ্রহণ করে ঐ তাহাকে বলি আমি ঈশানী, ভবানী, শঙ্করী, দনুজদলনী দুর্গা। হ্রীং বলিলে যে আমার মনকে স্তব্ধ করিয়া ইন্দ্রিয়বর্গকে নিরুদ্ধ করিয়া এক বিরাট চিন্ময় অমৃত-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া রাখে, ঐ তাহাকে বলি আমি শিবানী, বিশ্বেশ্বরী, বিশ্বমাতা, কৈবল্যদায়িনী, অভয়া দুর্গা। হ্রীং বলিলে যে আমাকে এই ভৌতিক জগৎ হইতে—ভূতাকাশ হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতৃলোক, গন্ধর্ব্বলোক, দেবলোক হইতেও উজ্জ্বলতর এক অমৃতময় আকর্ষণ করিয়া তুলিয়া লয় আর মধুময় বক্ষে চাপিয়া ধরে, প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করে ঐ তাহাকে বলি আমি গৌরী, উমা, তারা, রমা, মোক্ষ-প্রদায়িনী দুর্গা। হ্রীং বলিলে বাহিরের তৃষ্ণার নিবৃত্তি ঘটে ও অন্তর বাহির দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে—যাহার রূপ বিবর্জ্জিত সৌম্যরূপে, ঐ সুন্দরীকে, ঐ হ্লাদিনীকে ঐ অমৃতময়ীকে আমি ডাকি মা বলিয়া, দুর্গা বলিয়া। যে আমার অন্তররাজ্যে একা, শুধু একা, যে আমার বিজ্ঞানময় কোষে এক হইয়াও আনন্দের উচ্ছ্বাসে স্বগতভেদময় হইয়া বহু হইয়া দাঁড়ায়, আবার যে আমার মনোময় ক্ষেত্রে অসংখ্য আকারে আকারিত হয় ও বহুর লালসায় মোহমুগ্ধ করে, সত্য হইতে অনৃতের দিকে ঠেলিয়া দেয় ঐ তাহাকে বলি আমি মহামায়া, মহামোহা, মহেশ্বরী, দুর্গা। মনোময় ও অন্নময় কোষে যে বহু হইয়া নিজেকে নিজে আচ্ছাদিত করে, চেতন হইয়াও জড়রূপে প্রতিভাত হয়, নিজেকে হারাইয়া আবার নিজেকেই খুঁজিয়া বেড়ায় ঐ তাহাকে বলি আমি ভীমা ভৈরবী, উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, রুদ্রা ও রুদ্রচণ্ডা। অন্তর রাজ্যে যে শুদ্ধ, নির্ম্মল ও নির্লিপ্ত আবার বাহ্য জগতে আসিয়া সে যখন হয় পাপিনী—তাপিনী, দিক্‌ভ্রান্ত পথহারা ঐ তাহাকেই ঘোর তমসাচ্ছন্ন গভীর অমানিশায় বসিয়া শোকাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে "ত্রাহি মাং রক্ষ মাং" বলিয়া চতুর্দ্দিকে আশ্রয়ের প্রত্যাশায় তাকাই, ঐ ডাকিনীকে, শাকিনীকে, খড়্গিনীকে, শূলিনীকে, দুর্গা বলিয়া দেখিব ভাবিয়া। তামসিক অন্তরে যে প্রবৃত্তিরূপে জাগে, কামনারূপে বিপথে ভাসাইয়া নিয়া চলে, আর কামনা চরিতার্থ করিবার জন্য মনুষ্যরূপ দান করিয়াও পশুর অধম করে ঐ তাহাকে বলি আমি মহাসুরী, অপরা বিদ্যারূপিণী দুঃখদায়িনী দুর্গা। যে ভুলায়, যে আকর্ষণ করিয়া লয় ঐ কীট পতঙ্গেরও যোনিতে ঐ তাহাকে সেই ভয়ঙ্করীকে প্রণত হইয়া বার বার বলি—'ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তি হেতুঃ'। যে খেলিতে আসিয়া এই বিশ্বসংসারে ভুলাইয়া আনিয়া চোখ বাঁধিয়া দেয়, দিক্‌ভ্রান্ত করিয়া দেয়, মোহমুগ্ধ করিয়া দেয়, ঐ তাহাকে প্রণত হইয়া বলি—"ত্বং বৈ প্রসন্না মম মুক্তি হেতুঃ"। যে মা বলিতে দেয় না, দুর্গা বলিতে দেয় না, হ্রীং বলিতে দেয় না, যে অনিত্যকে নিত্য বলিয়া সেই অনিত্যের মধ্যে ভুলাইয়া রাখে, যে অশুচিতে শুচিজ্ঞান জন্মাইয়া মুগ্ধ করিয়া রাখে, যে বন্ধনের মধ্যে মুক্ত বলিয়া বিভ্রান্ত করে, ঐ মহামায়াকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি প্রণত হইয়া বলি দুর্গা, দুর্গা, মা, মা.। তোমরা আমার সেই দুর্গাকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবে কি?

দুঃখে, দৈন্যে, রোগে, শোকে, কামে, ক্রোধে, লোভে, মোহে আচ্ছাদিত হইলেও যে অন্তরে লুকাইয়া বসিয়া থাকে, দুর্দিনে, দুর্বিপাকে ফেলিয়া নিষ্ঠুরার ন্যায় চলিয়া যায় না ঐ স্নেহময়ীকে আমি অর্চ্চনা করি মা দুর্গা বলিয়া। পুত্রস্নেহে জীবত্বের অহঙ্কারকে প্রবল করিয়া নিজেকে অন্তরের এক প্রান্তে ভীতি বিহ্বালার ন্যায় যে লুকাইয়া রাখে তাহাকে ডাকিয়া আনি আমি এই প্রাঙ্গনে, অহঙ্কারের উচ্চ শির ধূলায় লুণ্ঠিত করিয়া প্রেমের বন্যায় ভাসাইয়া দিতে। যে সর্ব্বস্ব দিয়াও দানের অহঙ্কার করে না, অকৃতজ্ঞ হইলেও পরিত্যাগ করে না—বহুদিন, বহুবর্ষ একবার মা বলিয়া না ডাকিলেও অভিমান করে না ঐ তাহাকে অর্চ্চনা করি আমি দুর্গা বলিয়া। একবার হ্রীং বলিলে, দুর্গা বলিলেই যে স্মিতহাস্যে বক্ষে তুলিয়া লয়, ব্যথিত অন্তরে হাত বুলাইয়া দেয় ঐ তাহাকে অর্চ্চনা করি আমি দুর্গা বলিয়া। হারাইয়াও যাহাকে হারাই নাই, পাইয়াও যাহাকে আরও পাইতে আকাঙ্ক্ষা জাগে, যাহার ঈক্ষণে, পরশে, সোহাগে, চুম্বনে হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠে এবং বিশ্বের সকল সম্পদকে তুচ্ছ বোধ করি ঐ তাহাকে অর্চ্চনা করি আমি দুর্গা বলিয়া। তাহার অমৃতময় আহ্বানে ছুটিয়া যাই ভূতাকাশ হইতে চিত্তাকাশে, চিত্তাকাশ হইতে দহর আকাশে। দহরে পাই যাহাকে অখণ্ড আকারে, হ্লাদিনীরূপে, অমৃতময়ীরূপে তাহাকে অর্চ্চনা করি আমি দুর্গা বলিয়া।

যে আমার সঙ্গে খেলিবে বলিয়া, লীলা করিবে বলিয়া তাহার নিগু্র্ণস্বরূপ হইতে, দহর হইতে আমাকে নামাইয়া আনিয়াছে এই ভৌতিক জগতে; আমাকে বদ্ধ করিয়াছে এই দেহরূপ আয়তনে, মুগ্ধ করিয়াছে রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে ঐ তাহাকে আমি চয়ন করিতে করিতে, ভূতে ভূতে তাহাকে চয়ন করিতে করিতে, দেহে, মনে, প্রাণে তাহাকে চয়ন করিতে করিতে, তাহার সঙ্গে খেলিতে খেলিতে আমি তাহাকে প্রতিষ্ঠা দিব আমার অন্তর নিংড়াইয়া, হৃদয় উজাড় করিয়া এই বেদীতে কৈবল্যদায়িনী দুর্গা বলিয়া। দুর্গা খেলিতে খেলিতে আমায় নামাইয়া আনিয়াছে দহরাকাশ হইতে ভূতাকাশে, আমি খেলিতে খেলিতে আমার দুর্গাকে প্রতিষ্ঠা দিব ভূতাকাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে দহরাকাশে, একীভূত হইব তাহারই সঙ্গে, গভীর ধ্যান ও সমাধিতে মগ্ন হইব ; তাহার প্রেমে নিজেকে হারাইব, তাহাকে পাইব, তাই এই খেলার আয়োজন, তাই এই পূজার আয়োজন। দুর্গা করিয়াছে আমার সঙ্গে লীলার অভিনয়, আমি করি দুর্গার সঙ্গে পূজার অভিনয়।

আমি চিত্তাকাশে বিরাট্ আত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া, দেবতা হইয়া ঐ দেবীকে আমার চিত্তাকাশে বসাইয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিব। আমার প্রাণ তাহাকে ঢালিয়া দিব, তাহার প্রাণে আমার প্রাণ মিশাইয়া সঞ্জীবিত হইব। দহরে দহরে বিদ্যুৎ চমকিবে। দহরে দহরে প্রেমের বন্যা বহিবে। তিষ্ঠ, তিষ্ঠ বলিয়া তাহাকে গভীর প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিব, তিষ্ঠ, তিষ্ঠ বলিয়া তাহার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইব। তিষ্ঠ, তিষ্ঠ বলিয়া তাহার দৃষ্টিতে দৃষ্টি হারাইব। তিষ্ঠ, তিষ্ঠ বলিয়া তাহার শিরে, কপালে কপোলে ওষ্ঠাধরে চুম্বন দিব। ভুজজালে তাহাকে বেষ্টন করিব। আর আমার মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত তাহাকে ছোঁয়াইব। তাহার সহস্রারে আমার বাসনার সহস্র শিখা চিরতরে বিসর্জ্জন দিব। চরণে লুটাইব, পাদ্য, অর্ঘ্য ঢালিয়া দিব, পুষ্প দিব স্তরে স্তরে, বিল্বপত্র দিব রাশি রাশি, দূর্ব্বা দিব, অক্ষত দিব, চন্দন, ধূপ, দীপ দিয়া তাহাকে অর্চ্চনা করিব। অর্চ্চনা করিব, আর অর্চ্চিত হইব। সে যে আমার, আমি তাহাকে অর্চ্চনা করিলে অমিই অর্চ্চিত হই। তাহাকে পাদ্য, অর্ঘ্য, ধূপ নিঃশেষে ঢালিয়া দিলে আমি রিক্ততার মাঝে পূর্ণ হই। দিয়াছিল যাহা, পেয়েছিলাম যাহা, নিয়াছিলাম যাহা সবই রিক্ত করিয়া তাহাকে ঢালিয়া দিলে আমি আমার মধ্যে পূর্ণতার আস্বাদন পাই। বহু পাইয়াই কাঙ্গাল হইয়াছি। এই বহুকে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিলেই আমি পূর্ণ, আমি পূর্ণ, আমি পূর্ণ।

আজ ঢালিবে কি তোমরা তোমাদের ঐ দীনতা, হীনতা, ক্লীবতা, নিঃস্বতা ? ঢালিবে কি তোমরা রোগ, শোক, দৈন্য, দুঃখ, সন্তাপ ? ঢালিবে কি তোমরা অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ অভিনিবেশ ? ঢালিবে কি তোমরা অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য, অধর্ম্ম ও অজ্ঞান ? দিবে কি নিঃশেষে তোমাদের ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য আমার এই কৈবল্যদায়িনীকে—এই অভয়াকে ?

'আগতশ্চরণে মাতঃ গৃহাণ হৃদয়াঞ্জলিম্' বলিয়া আমার এই চিন্ময়ীকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবার হৃদয় অর্ঘ্য উজাড় করিয়া ঢালিয়া দাও। 'দুর্গে দুর্গে মহাভাগে' বলিয়া এই দুর্গতিহরার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়। ষষ্ঠীতে 'দুর্গা দুর্গা' বলিয়া উদ্বোধিত হও। সপ্তমীর মহাপূজায় 'দুর্গা দুর্গা' বলিয়া তাহার মহাপ্রাণে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কর। মহাষ্টমীর মহাপূজায় নিজের অন্তর ও বাহিরকে উজাড় করিয়া তাহার পাদপদ্মে নিজেকে ঢালিয়া দাও। সন্ধিপূজায় তাহার সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হোক্। জীব ও পরমে অভেদজ্ঞান সঞ্চিত হোক্। মহানবমীতে অন্তরের পশুবৃত্তি যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাকে বলি দাও—জ্ঞানখড়্গে বলি দাও। তবেই আমার মাকে চিনিতে পারিবে, বুঝিতে পারিবে, তাহার মধ্যে নিজেকে হারাইতে পারিবে।

প্রসীদ ভগবত্যম্ব ! প্রসীদ পুত্র বৎসলে !
প্রসাদং কুরু মে দেবি, দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে ॥

বলিয়া প্রণত হও, আবার প্রণত হও, আবার প্রণত হও।

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি, বিশ্বার্ত্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্য বাসিনামীড্যে পুত্রাণাং বরদা ভব ॥
পুত্রাণাং বরদা ভব ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ ॥

মন্দিরের প্রয়োজন

(১৩৬৭ সাল)

বর্ত্তমান শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকে আসিয়া প্রশ্ন করেন—মন্দিরের কি প্রয়োজন? হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ প্রভৃতি করিলে লোকের যথেষ্ট উপকার হয়। মন্দির দ্বারা মানুষের কি উপকার হয়?

তাহাদিগকে ধীরভাবে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। হাসপাতাল দৈহিক ব্যাধি আরোগ্য হওয়ার ক্ষেত্র, মন্দির মানসিক ব্যাধি দূর হওয়ার ক্ষেত্র। মানুষের যেমন দেহ আছে, ইন্দ্রিয় আছে, সেইরূপ তাহার মনও আছে। শরীর অসুস্থ হইলে তোমরা হাসপাতালে যাও, কিন্তু মন অসুস্থ হইলে হাসপাতাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমাদের কোন প্রতিকার করিতে পারে কি? যখন তোমরা পুত্রশোক পাও অথবা কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বিয়োগে মর্ম্মপীড়া অনুভব কর, কাহারও দুর্বাক্যে বা দুর্ব্যবহারে বিদ্ধ হও তখন হাসপাতাল তোমাদের এই মানসিক ব্যথা দূর করিয়া দিতে পারে না। সেই দুর্দ্দিনে মন্দিরে, তীর্থস্থানে বা কোন মহাপুরুষের কাছে যাইয়া তোমরা সান্ত্বনা লাভ কর। অবশ্য আধুনিক কালে মন্দিরেও পাণ্ডা পুরোহিতের উৎপাত বাড়িয়াছে, তবুও বহু লোক তথায় যাইয়া মানসিক শান্তি লাভ করে সন্দেহ নাই। এই যে তোমরা মন্দিরে আসিয়াছ তাহা কি শুধু চিড়িয়াখানার ন্যায় একটা দৃশ্য দেখিবার জন্যই আসিয়াছ? পরীক্ষায় পাশ করিবার জন্য, চাকুরী পাওয়ার জন্য, স্ত্রীর বা পুত্রের জটিল ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভের জন্য অনেকেই মন্দিরে প্রার্থনা করিতে আস, তজ্জন্য হাসপাতালে যাও না, বা কোন স্কুল কলেজেও যাও না। বয়স যত বেশী হইবে, জীবনে তিক্ত অভিজ্ঞতা তত বেশী হইবে। দুঃখের স্মৃতিও জীবনে স্তূপীকৃত হইবে। সেই দুঃখ জানাইয়া মন হাল্‌কা করিবার স্থান এই মন্দির। মন্দিরের দেবতা সকলের সঙ্গে কথা বলে না, মৌনই থাকে। সেই মৌন দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছিলেন—

"ওগো মৌন, না যদি কও, নাই কহিলে কথা,
বক্ষ ভরি' বইব আমি তোমার নীরবতা।"

দেবতাকে দেখিলে, দেবতার রূপ চিন্তা করিলে অন্তরের পশুভাব দূর হয়, মন শুদ্ধ হয়। অশুদ্ধ মন, অপবিত্র মন শয়তানের লীলাক্ষেত্র, শুদ্ধ মনই স্বর্গ। স্বর্গে সুখ আছে ইহা তোমরা সকলেই জান। শুদ্ধ মনে সেই স্বর্গীয় সুখ অনুভব করা যায়। মন্দিরে দেবতা দর্শন করিলে মনে স্বর্গীয় ভাব আসে। যাহারা গভীরভাবে ঈশ্বরচিন্তা করে তাহারা অধিকাংশ সময়েই স্বর্গীয় সুখ অনুভব করে। বাহ্য দৃষ্টিতে সেই অন্তরের সুখ কমই ধরা পড়ে। সুখী ব্যক্তির প্রসন্ন মুখমণ্ডল দেখিয়া তাহার অন্তরের ভাব কিছুটা বুঝিতে পারা যায়। যে সুখ সে পায় তাহা অনুভব করিয়া আশ্বস্ত হয়। অন্তরের জ্বালা জুড়ায় বলিয়াই ব্যথিত মানব এখনও মন্দিরে গীর্জ্জায় ও মস্‌জিদে ছুটিয়া যায়।

ভারতবাসীর সংস্কৃতি ও অধ্যাত্ম শিক্ষার কেন্দ্রস্থল হইল এই মন্দিরগুলি। মন্দির শুধু তাহার সৌধের মাথাই উঁচু করিয়া থাকে না জাতিকে শিক্ষা

১৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেয়, সংস্কৃতি ও উচ্চ শিক্ষা দ্বারা তাহার শির উন্নত রাখিবার জন্য। যে জাতির সংস্কৃতি নাই, যে জাতির সামনে উচ্চ আদর্শ নাই, সে জাতি মানবগোষ্ঠীর নিকট বন্য জন্তুর তুল্য। মন্দিরের মধ্যে রহিয়াছে জীবনের উচ্চতম আদর্শের ইঙ্গিত। স্থাপত্যের দিক দিয়াও প্রাচীন মন্দির জাতির গৌরবস্বরূপ। শিল্পীদের শিল্পের ও কলার বহু নিদর্শন পাওয়া যায় ভারতের মন্দির গুলিতে। ভুবনেশ্বরের পুরীর বা কোণাকের মন্দিরে আমরা শিল্পের ও কলার বহু নিদর্শন পাই। আরও অগ্রসর হইয়া দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলিতে গেলে মুগ্ধ হইতে হয়, চমৎকৃত হইতে হয়, গৌরবান্বিত হইতে হয় তথাকার স্থাপত্যবিদ্যার নিদর্শন দেখিয়া। আবুরোডে দিলোবারা মন্দির দেখিলে আগ্রার তাজমহলকে তুচ্ছ বোধ হয়। একদিকে তোমরা যেমন মনের উচ্চতর খাদ্য এই মন্দির হইতে আহরণ করিতে পার তেমনি শিল্প-বিদ্যাও অর্জ্জন করিতে পার এই মন্দিরগুলির কারুকার্য্য দেখিয়া। পার্থিব ও অপার্থিব উভয়বিধ শিক্ষার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতই রহিয়াছে মন্দিরে মন্দিরে।

অতএব কথা হইল—তোমাদের দৈহিক পীড়ার জন্য যেমন হাসপাতালের প্রয়োজন, তোমাদের সাংসারিক জ্ঞান লাভের জন্য যেমন স্কুল কলেজের প্রয়োজন, তেমনই মানসিক শান্তিলাভের জন্য মন্দিরের প্রয়োজন। পশুর মন্দিরের প্রয়োজন নাই, কারণ তাহার অন্তরের সুখ দুঃখের বোধ কম, তাহার কোন সংস্কৃতিও নাই। মানুষগুলি যদি ধীরে ধীরে তাহার অন্তরের দেবত্ব হারাইয়া পশুতে পরিণত হয় তাহা হইলে মানুষেরও আর মন্দিরের প্রয়োজন হইবে না। তখন আহার, নিদ্রা, মৈথুন নিয়াই মানুষ সন্তুষ্ট থাকিবে। কিন্তু ভগবান সকল মানুষকেই পশুতে পরিণত করিবার জন্য সৃষ্টি করেন নাই। তাই মানুষ শুধু তাহার মানসিক দুঃখ দূর করিবার জন্যই নহে, আরও অধিকতর দিব্যজীবন লাভের জন্য মন্দিরে ও গীর্জ্জায় আসিবে। মানুষ যে ঈশ্বরের অংশ, বিরাটের অংশ—সেই ভূমার অংশ। তাহার অন্তরের নিভৃত কক্ষে বসিয়া একজন অহরহই বলিতেছে—"নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্।" অল্প লইয়া যতদিন মানুষ থাকিবে ততদিনই দুঃখ পাইবে। যাহা অহরহই হারায় তাহাকে যতদিন মানুষ আগ্‌লাইয়া রাখিবে, ততদিনই পুনঃ পুনঃ হারাইবে ও দুঃখ পাইবে। যাহা হারায় না, যেখানে গেলে দুঃখ থাকে না তাহার সন্ধান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুগে যুগে মানুষ এই মন্দিরেই পাইয়াছে, ঋষিদের পদপ্রান্তেই পাইয়াছে, আজও পাইবে। মানুষ দিব্যজীবন ও শান্তি পাইবে এই মন্দিরের ছায়াতলে বসিয়া। ওঁ শান্তিঃ।

ভবসমুদ্র ও দ্বীপ

(১৩৬৭ সাল)

চতুর্দ্দিকে অব্যক্ত সমুদ্র, মাঝে মাঝে একটী একটী দ্বীপ। তোমরা প্রত্যেকেই এইরূপ এক একটী দ্বীপে বাস করিতেছ। এই যে অসংখ্য জনসমুদ্র তাহাদের সুখদুঃখের কত কথা নিয়া চলিতেছে ইহাদের সঙ্গে তোমাদের কোনই সংযোগ নাই। তুমি তোমারই সুখ দুঃখ নিয়া, ভালমন্দ নিয়া একা শুধু এই বিশ্বে অবস্থান ও বিচরণ করিতেছ। তোমার অতি নিকটে যে লোকটি বসিয়া রহিয়াছে তাহার অন্তরের মধ্যে কি চিন্তাস্রোত চলিতেছে তাহাও তুমি জান না। একটা অব্যক্ত সমুদ্র, একটা পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা তোমার ও তাহার মধ্যে রহিয়াছে। প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের মনোময় জগতে এইরূপ ব্যবধান চিরদিনই থাকে। বাহিরের জগতে এই ব্যবধান আরও অধিক। বাহির বিশ্বে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের কিছুই যোগ নাই বলা চলে। এখানেও প্রত্যেকে প্রত্যেকের স্বার্থ নিয়া এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপার নিয়া এক একটী দ্বীপে বসিয়া রহিয়াছে। ভাবিয়া দেখ পিতার স্বার্থের সঙ্গে পুত্রের স্বার্থের কত বিভেদ। মাতার স্বার্থের সঙ্গে পুত্রের স্বার্থের ও প্রকৃতির কত বিভেদ। স্বামীর স্বার্থের সঙ্গে স্ত্রীর স্বার্থের ও প্রকৃতির বহু অংশেই মিল হয় না। প্রত্যেকেই যেন এক একটী স্বতন্ত্র দ্বীপে বসিয়া রহিয়াছে। অথবা প্রত্যেকে এক একটী স্বতন্ত্র নৌকায় আরোহণ করিয়া অব্যক্তরূপ ভব সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বাহির হইতে প্রত্যেকের স্বার্থ সম্বন্ধ ও প্রকৃতি স্বতন্ত্র। মনোময় জগতেও কাহার কি চিন্তাস্রোত চলিতেছে ইহা কেহ জানে না। আশ্চর্য্য এই ভব সমুদ্র, আশ্চর্য্য এই মানবগোষ্ঠী, আশ্চর্য্য এই বিশ্ব চরাচর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অব্যক্ত হইতে প্রতিনিয়তই তোমাদের অন্তরে কত ভাবের ও বাক্যের প্রবাহ আসিতেছে। এক এক সময় সেই প্রবাহ এত প্রবল বেগে আসে যে তুমি যাহা বলিতে চাহ না, তাহা তুমি বলিয়া ফেল, তুমি যাহা করিতে চাহ না তাহা তুমি করিয়া ফেল। প্রবাহ তোমাকে অবশ করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়। বাহ্য জগতেও তুমি কত পরাধীন। যাহা সুখের জন্য করিলে, দেখিবে কিছু দিন পর তাহাতে বিষফল ফলিয়াছে, যাহাকে আপন ভাবিলে সে পর হইল। যাহার জন্য তুমি বহু ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিলে সেই তোমাকে স্বার্থপর বলিয়া গালি দিল। যতই মিলনের চেষ্টা কর কাহারও সঙ্গে মিল হইতেছে না। মিলনের দানা না বাঁধিতে বাঁধিতেই তাহাতে প্রকাণ্ড ফাটল ধরে। বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত এইরূপে মিলিতে যাইয়া কতই না ব্যর্থকাম হইতেছ। অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে তখন অনেকেই বল—

"যাদেরে চাহিয়া তোমারে ভুলিনু,
তারা ত চাহে না আমারে

*　　*　　*　　*

শেষে দেখি হায় ভেঙ্গে সব যায়
ধূলা হয়ে যায় ধূলাতে
কে রহে তখন মুছাতে নয়ন,
ডেকে ডেকে মরি কাহারে।

রূপের সঙ্গে রূপের, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার, চিন্তার সঙ্গে চিন্তার কোথাও মিল নাই, অথচ মানুষ তোমরা এখানেই মিলনের চেষ্টা করিতেছ। কত দহরম মহরম করিয়া, কত খানাপিনা করিয়া, কত নাচগানের আসর করিয়া, করমর্দ্দন ও আলিঙ্গন করিয়া, অট্টহাসি হাসিয়া কতই না মিলনের চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু এ সব ব্যর্থ-প্রয়াসমাত্র। কি রাষ্ট্রে, কি সমাজে, কি সাংসারিক জীবনে তোমরা এইরূপ মিলনের চেষ্টা করিয়া পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ মনোরথই হইতেছ। কেন ব্যর্থ মনোরথ হইতেছ তাহা তোমরা জান না। তোমরা যে প্রত্যেকে এক একটি দ্বীপে বসিয়া রহিয়াছ। অহঙ্কারের দ্বীপ। আর তোমাদের চতুর্দ্দিকে অব্যক্তের সমুদ্র। আশ্চর্য্য তুমি! আশ্চর্য্য তোমার চতুর্দ্দিকস্থ এই অব্যক্তের সমুদ্র।

বার বার এই সমুদ্রের মধ্যে তুমি এক একটি দ্বীপে আসিয়া এক একবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্মগ্রহণ করিতেছ আবার অব্যক্তের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছ। কোথায় যাও, মৃত্যুর পরে কোথায় অবস্থান কর, কিরূপে আবার আসিয়া একটি অহং এর দ্বীপে তুমি জন্মগ্রহণ কর তাহা তুমি জান না। তুমি মৃত্যুর অধীন, তুমি জন্মের অধীন, তুমি আবর্ত্তন বিবর্ত্তনের অধীন। বিরাট অব্যক্ত সমুদ্রে ক্ষুদ্র একটি দ্বীপে বসিয়া তুমি কতই না স্পর্দ্ধা কর। এত অজ্ঞান অন্ধকারে তুমি সমাচ্ছন্ন যে নিজের অবস্থা নিজে একেবার ভাবিতেও অবকাশ পাও না। অব্যক্ত হইতে কত তরঙ্গ উঠে, আঘাতে আঘাতে কতবার ডুবিয়া যাও, কতবার ভাসিয়া উঠ তবু অন্তরে প্রশ্ন জাগে না এ তরঙ্গ মালার শেষ কোথায় ইহা জানিবার জন্য।

তুমি যে একা—সম্পূর্ণ একা। তুমি যে নিঃস্ব—সম্পূর্ণ নিঃস্ব। তুমি যে অসহায়, অনাথ, দুর্ব্বল। ছিঃ! তবু তোমার এত অহঙ্কার? কতদিন এমনি করিয়া একটি ক্ষুদ্র তরণীতে অসহায় হইয়া ভাসিয়া বেড়াইবে। একবারও কি তোমার মনে প্রশ্ন জাগিবে না—কেন এই বিশ্বে আসিয়াছ? কেন অসহায় হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছ? কেন কাম, ক্রোধ, মোহের পঙ্কিল জলে অবগাহন করিতেছ? কেন ইচ্ছার অভিঘাতে শতশত বার ব্যর্থ মনোরথ হইতেছ? কেন রোগে, শোকে, দুঃখে, দৈন্যে তাপদগ্ধ হইতেছ? তুমি চিরদিনই কি পথিক হইয়াই থাকিবে? এই পথের কি শেষ নাই? গন্তব্য-স্থল বলিয়া কি কিছু নাই? একবার স্থিরভাবে নিজেকে নিজে প্রশ্ন কর। ঐ অংহ এর ক্ষুদ্র রাজ্যটুকুই কি এই বিরাট বিশ্বের মধ্যে তোমার একমাত্র বিচরণ ভূমি? তবে তুমি অমৃতের পুত্র কিরূপে? ভ্রূণ যেমন মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বের সংস্পর্শে আসে না, পক্ষী-শিশু যেমন ডিমের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও বিশ্বে জন্মগ্রহণ করে না, সেইরূপ অহং এর ক্ষুদ্র দ্বীপে তুমি শুধু তোমার স্বার্থকে নিয়া যতক্ষণ বসবাস করিবে ততক্ষণ এই বিশ্বের রহস্য এবং এই অব্যক্ত সমুদ্রের রহস্য জানিতে পারিবে না। তাই রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন—

ডুব দে রে মন কালী ব'লে,
রত্নাকরের অগাধ জলে ;
রত্নাকর নয় শূন্য কখন
দু'চার ডুবে ধন না মেলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ অব্যক্ত সমুদ্রে ডুব দিতে হইবে। বিশ্ব হইতে চিত্তে, চিত্ত হইতে চিৎ সমুদ্রে ডুবিতে হইবে।

কবিগুরু গাহিয়াছিলেন—

একা আমি অহঙ্কারের উচ্চ অচলে,
পাষাণ আসন ধূলায় লুটাও
ভাঙ্গ সবলে।
কি লয়ে বা গর্ব্ব করি, ব্যর্থ জীবনে
ভরা গৃহে শূন্য আমি তোমা বিহনে।

ঐ অহঙ্কারের দ্বীপটী, অচল আয়তনটী না ভাঙ্গিয়া দিলে জীবনের হাহাকার ঘুচে না। পথের পরিসমাপ্তি ঘটে না। অহং এর গণ্ডী ভাঙ্গিয়া সেই অতলে ডুবিতে হইবে, তবে তাঁহার সন্ধান পাওয়া যাইবে, যাঁহার সঙ্গে যথার্থ মিলন ঘটে।

বিশ্ব প্রকৃতি সপ্তরথীর ন্যায় ঘিরিয়া রাখিয়াছে, অসহায় শিশু অভিমন্যুর ন্যায় এই অহংকে, এই দ্বীপকে। চতুর্দ্দিক হইতে পথ রুদ্ধ। শুধু মৃত্যুর পর মৃত্যু আসে এই চক্রব্যূহের মধ্যে, ব্যূহ ভেদ করিবার কৌশল জানা নাই। সুভদ্রার ন্যায় বিশ্ব প্রকৃতি তমোগুণে আচ্ছন্ন, সুপ্তিতে অচেতন। তাই চক্র-ব্যূহ ভেদ করিবার কৌশল জানা নাই।

"বাঁচিয়া বাঁচিয়া মরি নিতি নিতি
আমারে লহ গো বাঁচায়ে"

একদিন এমনই ভাবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে অমৃতের পুত্র তাহার চক্রব্যূহ হইতে। তখনই শুনিতে পায় শ্রীগুরুর অমোঘ বাণী—পূর্ব্বাচার্যগণের কম্বুকণ্ঠের ধ্বনি, ঋষিগণের পুত বেদ মন্ত্র। "এস মাতৃক্রোড়স্থ মাতৃহারা শিশু।" "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" শুন—ভীতিবিহ্বল অমৃতের পুত্র! মৃত্যু হইতে পরিত্রাণের পথ আমি জানিয়াছি।

"পেয়েছি আমার শেষ,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগরে সকল দেশ।"

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি তাঁহাকে জানিয়াছি, আমি তাঁহাকে পাইয়াছি। আমি আমার ক্ষুদ্র জীবত্ব হইতে অব্যক্তের সমুদ্রকে পাড়ি দিয়া আমার গন্তব্য স্থানে পৌছিয়াছি। তোমরাও আমার ন্যায় অমৃতের সন্তান। চেয়ে দেখ, ঐ অব্যক্ত সমুদ্রের তলদেশে—বিরাট্ দহরাকাশে এক জ্যোতির্ম্ময় রাজ্য—এক আনন্দময় রাজ্য অবস্থিত রহিয়াছে।

"জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।"

তাহা শুধু একটি অসার রাজ্য নহে, প্রাণবন্ত, আনন্দময় দিব্যভূমি। তাই সে রাজ্যকে মায়ের দিব্য অঙ্গ বলিয়া, পরম পুরুষের দিব্যবপু বলিয়া সিদ্ধ তপস্বিগণ বর্ণনা করিয়াছেন। "জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ" তাই ঋষিগণ তাঁহাকে আদিত্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল বলিয়াছেন। অব্যক্ত সমুদ্রের—অজ্ঞানা সমুদ্রের পরপারে বলিয়া, অন্ধকারের পরপারে ঐ রাজ্য অবস্থিত বলিয়া দর্শী ঋষিগণ ঘোষণা করিয়াছেন—'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'।

ওগো! যুগযুগান্তর ঐ ক্ষুদ্র দ্বীপে বসিয়া, ঐ ক্ষুদ্র ভেলায় আরোহণ করিয়া আরও কি তোমার ঘুরিয়া বেড়াইতে প্রবৃত্তি হয়? ক্ষান্ত হও পথিক, অন্তরের নিভৃত নিকেতনে দৃষ্টি ফিরাও। দেখিবে তথায়—"জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্যাধিষ্ঠিতম্।" সেই, 'জ্যেতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ' তোমারই নিত্যস্বরূপ, তুমি যে সেই অমৃতময়েরই কলা। দ্বীপে দ্বীপে আর ঘুরিও না। ভেলায় ভেলায় আর বেলা নষ্ট করিও না। ওরে পথিক, ওরে নাবিক, পাড়ি দাও, পাড়ি দাও। যিনি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, তিনি যে তোমার হৃদয়েও অধিষ্ঠিত। তুমি যে 'জ্যেতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ'। তুমি নিত্যমুক্ত, তুমি তাঁহাকে জান, তবেই তোমাকে জানিবে। তুমি তাঁহাকে প্রণাম কর, তুমি তাঁহাকে ভজনা কর। তুমি তাঁহাতে আহুতি প্রদান কর। তুমি তাঁহাতে প্রবিষ্ট হও। ঐ অহঙ্কারের দীপটীকে পরম জ্যোতিস্বরূপে পূর্ণাহুতি দাও, ভেলাটী ভাবসমুদ্রে ডুবাইয়া দাও। তুমি তাঁহাকে প্রণাম কর। ক্ষুদ্র তুমি, দ্বীপ তুমি, সেই মহান তাঁহাকে, তোমার অন্তরস্থিত বিভুকে প্রণাম করিতে করিতে তাঁহাতে বিলীন হইয়া যাও। আবর্ত্তন বিবর্ত্তনের হাত হইতে চিরতরে পরিত্রাণ পাইবে। মিলিবে—মিলিবে, চির শান্তিময়ের বক্ষে চিরতরে মিলিবে।

ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋষি রবীন্দ্রনাথের ভিতর ও বাহির

(১৩৭৩ সাল)

বৈঠকখানা ও শয়নকক্ষ যাঁহার পৃথক থাকে তিনি সুখী। কোলাহলময় বৈঠকখানা হইতে কর্মক্লান্ত দেহ ও মন নিয়া নিভৃত শয়নকক্ষে তিনি সুখে বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন। কিন্তু বৈঠকখানা ও শয়নকক্ষ যাঁহার একই কোলাহলময় স্থানে তাঁহার সন্তপ্ত মন এবং কর্মক্লান্ত দেহ দিনে দিনে অবসন্ন ও অসুস্থ হইয়া পড়ে। যে মানুষ তাহার জীবনের ভিতর ও বাহিরকে বিভাগ করিতে পারে নাই, শুধু বাহির বিশ্বে ছুটিয়া বেড়াইতেছে সে শান্তি পায় না। বাহির বিশ্ব কোলাহলে পরিপুর্ণ। মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ বিশ্বের নানা তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ, চঞ্চল। বাহির বিশ্ব ভিন্ন মানুষের মধ্যে রহিয়াছে আর একটা দিক, যেখানে শান্তি ও আনন্দ বিরাজিত, তাহা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই রহিয়াছে। শান্তি দূরে নহে আনন্দ দূরে নহে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই দুইটা দিক আছে। একটা তাহার স্বভাবের দিক অর্থাৎ প্রকৃতির দিক আর একটা আত্মার দিক—অন্তরের দিক। প্রকৃতির দিকে মানুষ নানাপ্রকার সংস্কারে বদ্ধ—ইচ্ছা-দ্বেষ, সুখ-দুঃখের নানা তরঙ্গে চঞ্চল। কিন্তু আত্মার দিকে মানুষ শান্ত-বিমুক্ত-বিরাট। সাধারণ মানুষ ও সাধকের মধ্যে এইখানেই ব্যবধান। সাধারণ মানুষ তাহার আত্মার দিকে যেখানে নিত্যশান্তি বিরাজিত তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। সেই অন্তররাজ্য নিকটে থাকিয়াও তাহার নিকট অতি দূরে। সাধক প্রকৃতির বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া ইচ্ছাদ্বেষ ও সুখ-দুঃখের তরঙ্গকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার অন্তরের শান্তির রাজ্যে প্রবেশ করিতে জানেন, তাই তাঁহাকে যোগী বলা হয়। আত্মার সঙ্গে যোগ রাখিয়া যিনি বাহির বিশ্বেও চলিতে পারেন তিনিই যোগী। যোগিগণও কর্ম করেন কিন্তু 'সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে'—নির্লিপ্ত হইয়া আরও আত্মশুদ্ধির জন্য। অন্তরের রসে, অন্তরের শান্তিবারিতে একবার অবগাহন করিতে পারিলে, বাহির বিশ্ব আর তাহাকে বশ করিতে পারে না। প্রকৃতির বশে—স্বভাবের বশে ছিন্ন মেঘের ন্যায় তখন সেই সাধক আর বিনষ্ট হন না। বারবার মৃত্যুকে বরণ করেন না।

কবি রবীন্দ্রনাথ, ঋষি রবীন্দ্রনাথ, মহামানব রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির বন্ধন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে, স্বভাবের চক্রব্যূহ হইতে বিমুক্ত হইয়া অন্তরের শান্তিধামে প্রবেশ করিবার কৌশল জানিতেন। শুধু প্রবেশ নহে—তথায় অবস্থান করিবার কৌশলও জানিতেন। বীর অভিমন্যু চক্রব্যূহে প্রবেশ করিতে জানিতেন কিন্তু তাহাকে ভেদ করিয়া নিষ্ক্রামণের পথ জানিতেন না। তাই তো সপ্তরথী তাহাকে অন্যায় যুদ্ধে হত্যা করিয়াছিল। মানুষ এই সংসাররূপ চক্রব্যূহে প্রবেশ করিয়া নিষ্ক্রামণের উপায় জানে না বলিয়াই বারবার প্রকৃতির—জন্ম-মৃত্যুর কশাঘাত সহ্য করিতেছে। রবীন্দ্রনাথ ব্যূহ ভেদ করিবার কৌশল জানিতেন। আর্য্য ঋষিদের ন্যায়, তপস্বীদের ন্যায়, ব্রহ্মজ্ঞ সাধকদের ন্যায় তিনি প্রকৃতির ব্যূহ ছিন্ন করিয়া তাঁহার অন্তর রাজ্যে প্রবেশ করিতেন। অন্তরের পবিত্র রসে স্নান করিয়া, অন্তরের অমৃত পান করিয়া তিনি দিব্য-জীবন লাভ করিয়াছিলেন। সেই রসে অভিষিক্ত বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয় নিয়া তিনি যখন আবার প্রকৃতির জগতে অবতরণ করিতেন তখন তাঁহার নিকট এই বিশ্ব মধুময় বোধ হইত। বিশ্ব কখনও মধুময় নহে, ইহা অনিত্য ও দুঃখপূর্ণ, কিন্তু অন্তর রাজ্যে প্রবেশ করিয়া তথাকার মধু আকণ্ঠ পান করিয়া যিনি এই বিশ্বে নামিয়া আসেন তাঁহার চক্ষুতে তখন বিশ্ব মধুময় বোধ হয়। রবীন্দ্রনাথ অন্তরের রস-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া বিশ্বে আসিয়া তাই বলিয়াছেন—

এই লভিনু সঙ্গ তব
সুন্দর হে সুন্দর

অন্তরে যে সুন্দরের স্পর্শ পাইয়াছিলেন, বাহির বিশ্বে আসিয়াও সেই সুন্দরকে দেখিলেন। আর্য্য ঋষিগণও সেই সুন্দরের স্পর্শ পাইয়া উদাত্তকণ্ঠে গাহিতেন—'বিলোকয়তু চক্ষুর্নঃ সত্যং ব্রহ্ম মধুময়ম্'। ওরে চক্ষু, চেয়ে দেখ এই বিশ্বের সঙ্গে মধুময় ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া রহিয়াছেন। ইক্ষুদণ্ডে যেমন ইক্ষুরস নিহিত থাকে সেইরূপ এই বিশ্বের অণুপরমাণুর সঙ্গে প্রেমময় রসময় মিশিয়া রহিয়াছেন। তাইতো ঋষিগণ গাহিয়াছিলেন—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে

আনন্দ হইতেই এই বিশ্ব ভুবনের উৎপত্তি হইয়াছে। অন্তরের আনন্দ রসে যাঁহারা একবার অভিষিক্ত হন তাঁহারা বিশ্বভুবনের মধ্যে অবতরণ করিয়াও সর্বত্র সকল বস্তুর মধ্যে সেই আনন্দময়কে দেখিতে পান। "যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি"। সর্বত্র সকল বস্তুর মধ্যে সেই প্রেমময়ই শুধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিরবিদ্যমান ইহা অনুভব করিতে থাকেন। তাঁহাকে অনুভব করেন—অগ্নিতে জলে ওষধিতে বনস্পতিতে। প্রকৃতিবাদীদের নিকট যেমন প্রকৃতি প্রবল, তাহারা ব্রহ্মকে দেখে না, আনন্দময়কে দেখে না; সেইরূপ আত্মদর্শীদের নিকট ব্রহ্মই পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকেন। ক্ষণে ক্ষণে বিশ্ব বিলুপ্ত হয় তাঁহাদের দৃষ্টিতে কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে থাকিয়াও তাঁহারা ব্রহ্মের মধ্যে বিহার করেন। ক্রান্তদর্শী আত্মদর্শী রবীন্দ্রনাথ এই ব্রহ্মে বিহার করিতেন। প্রকৃতি ব্রহ্মেরই লীলাবিলাস মাত্র ইহাই অনুভব করিতেন। নিভৃত শয়নকক্ষে সুখনিদ্রার পর মানুষ যেমন তাহার কোলাহলময় বৈঠকখানায় প্রভাতে প্রবেশ করিয়াও অন্তরের সুখ স্মৃতিকে হারায় না, সেইরূপ ব্রহ্মরসে যাঁহারা অবগাহন করেন তাঁহারা বিশ্বে আসিয়াও অন্তরের শান্তিকে সহসা হারান না। রবীন্দ্রনাথ প্রভাতের সূর্যোদয়ের সঙ্গে দেখিতেন তাঁহার অন্তরদেবতাকে। তাই তিনি গাহিতেন—

সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে,
অরুণ-বরণ পারিজাত লয়ে হাতে।

প্রতিদিন এই সূর্য্যকে সাধারণ মানুষ দেখে, রবীন্দ্রনাথও আবাল্য দেখিয়া আসিয়াছেন কিন্তু আজ সেই সূর্য্য তাঁহার নিকট কত পবিত্র কত মধুর সেই প্রেমময়ের স্পর্শে। অন্যকার সূর্য্য পূর্বাকাশে উদয় হইলেও তাঁহার অন্তর আকাশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। অদ্যকার সূর্য্য শুধু আকাশেই উঠে নাই আকাশের সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে রবীন্দ্রনাথের অন্তর। যিনি দূর হইতেও দূরে, নিকট হইতেও নিকটে তিনিই আজ ধরা দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের অন্তররাজ্যে 'তদ্দূরে তদ্বন্তিকে তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ'। এই ঈশাকেই এই বিভুকেই আত্মলিপ্সুগণ যুগযুগ ধরিয়া দর্শন করেন। দূরে-নিকটে-অন্তরে-বাহিরে। শুধু নিজের অন্তরে ও বাহিরেই নহে, এই বিশ্বভুবনের অন্তরে ও বাহিরেও। শুধু নিজের সীমাবদ্ধ দূর ও নিকটে নয়—এই বিশ্বের দেশ ও কাল অতিক্রম করিয়া তিনিই বিদ্যমান ইহা অনুভব করেন। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিতেন—

'পুরাণ আবাস ছেড়ে যাই যবে
মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতির রাজ্যে নূতন নূতন তরঙ্গ আসে, দৃশ্য আসে কিন্তু অন্তররাজ্য পরিপূর্ণ করিয়া এক চির পুরাতন অথচ চির নবীন অনাদি কাল হইতে বিদ্যমান রহিয়াছেন। শরীরের বহুবার মৃত্যু হইয়াছে। ইন্দ্রিয়বর্গ বহুবার নূতন নূতন জগতের দৃশ্য সকল দেখিয়াছে, মন বহু নূতন নূতন কল্পনার রথে আরোহণ করিয়াছে কিন্তু অন্তরের দেবতা চিরবিদ্যমান রহিয়াছেন বহু আবর্তন বিবর্তনের মধ্যেও। মন যেখানেই ছুটিয়া যায় দেখে সেই পুরাতন বিভূ সেখানে রহিয়াছেন।

একলা তুমি সমস্ত তা'র
বিশ্বভুবন ময়
এমন করে মুখোমুখি

সামনে তোমার থাকা
কেবলমাত্র তোমাতে প্রাণ
পূর্ণ করে রাখা।

মুখোমুখি হইয়া তাঁহাকে বক্ষে চাপিয়া তাঁহাকে চোখের মণিতে বসাইয়া রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বে বিচরণ করিয়াছেন। সমস্ত বিশ্বভুবনে তিনি তাঁহার পিতাকে—সত্য-শিব-সুন্দরকে দেখিতেন। পিতানোঽসি—হে পরমপিতা! এই যে তুমি রহিয়াছ। আমার প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া তুমি রহিয়াছ। আর্য্য ঋষিগণও নদীতে অবগাহন করিতে যাইয়া সেই জলকে স্নেহশীলা জননীরূপে দেখিতেন। জলকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন—স্নেহশীলা জননী যেমন শিশুপুত্রের মলিন গাত্র ধুইয়া দেয় তুমি জননী সেইরূপ তোমার শীতল স্পর্শে দেহমনের শ্রান্তি দূর করিয়া দাও। দাও পাপরাশি বিধৌত করিয়া। তাঁহারা কূপের জলে, পুষ্করিণীর জলে, নদী ও সাগরের জলে স্নেহশীলা জননীকেই দেখিয়াছেন। দেখিয়াছেন গঙ্গা ও যমুনাকে তাঁহার বিগলিত করুণারূপে। তাইতো মা-গঙ্গাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন—

সদ্যঃপাতকসংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখবিনাশিনী
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমাগতিঃ ॥

শুধু পাতকহন্ত্রী নহেন সুখদা মোক্ষদা এই গঙ্গা। যে জলে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোক অবগাহন করে সেই জলেই তাঁহারা দিব্যচক্ষুতে দেখিতেন প্রেমময়কে, যিনি সুখদাতা, যিনি কৈবল্যদাতা। অন্তরের গ্রন্থি না খুলিলে, অন্তরের কপাট উন্মুক্ত না হইলে এ দিব্য দর্শন হয় না। ইহা আর্য দর্শন, শুধু কবির ভাবুকতা নহে। হোমবহ্নিতে আহুতি দিতে যাইতে ঋষিগণ উদাত্তকণ্ঠে বলিয়াছেন :—'অয়মেব সঃ যোঽয়মাত্মা ইদং ব্রহ্ম ইদং অমৃতমিদং সর্ব্বং স্বাহা'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদয়ের কপাট উন্মুক্ত করিয়া এমনিভাবে অবতরণ করিতেন সেই ভুমা সেই চিরসুন্দর ঋষিবৃন্দের অন্তরে—চোখের মণিতে। প্রতিদিন যে অগ্নিকে দেখিয়া আসিয়াছেন আজ অন্তরের দ্বার খুলিয়া যাওয়ায় সেই অগ্নির মধ্যে দেখিলেন চিন্ময়কে, দেখিলেন আত্মাকে। তাইতো গাহিলেন—অয়মেব সঃ যোঽয়মাত্মা। এই আত্মা অন্যের আত্মা নহে, আগন্তুক কোন আত্মা নহে, আমারই আত্মা। তাই শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছিলেন—অহমগ্নিরহং হুতম্ - আমিই অগ্নি আমিই আহুতি। ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম—ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মই আহুতি দিতেছেন। আহুতি দিতেছেন ব্রহ্মরূপ অর্পণের দ্বারা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে। সীমাবদ্ধ জীববোধের মাঝে অসীমের অবতরণ। রবীন্দ্রনাথও এই অসীমের ছোঁয়ায় পুলকিত হইয়া গাহিতেন—

সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
কত বর্ণে, কত গন্ধে
কত গানে, কত ছন্দে
অরূপ, তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর।

প্রকৃতি সীমাবদ্ধ, স্বভাব সীমাবদ্ধ, জীববোধ সীমাবদ্ধ কিন্তু অসীম তাহাতে অবতরণ করিলে, তাঁহার দিব্য সিংহাসন হইতে জীববোধে নামিয়া আসিলে বর্ণে-গন্ধে-গানে-ছন্দে তাঁহার অপরূপ রূপই দেখা যায়। আমাদের অন্তরের দেবতা প্রেমময় বিভু তাঁহার সিংহাসনে শুধু বসিয়া রহিয়াছেন এমন নয়, তিনি অবতরণ করেন তিনি নামিয়া আসেন। আমাদের স্বভাব স্বচ্ছ হইলে, নির্মল হইলে তিনি প্রতিবিম্বিত হন আমাদের প্রতিবোধের স্তরে স্তরে। তাঁহার সঙ্গে এই লীলা সত্যিই মধুর। বিশ্বভুবনে একা ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেদিন তাঁর দেখা পাওয়া যায়, যেদিন তাঁর প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হওয়া যায় সেইদিনই জীবন ধন্য হয়, কৃতকৃত্য হয়। আমাদের জন্য তিনি নীচে বহু নীচে অবতরণ করেন। তাইতো কবি (রজনী সেনও) গাহিয়াছিলেন—

ও পথে যেওনা ফিরে এসো বলে কানে কানে কত কয়েছ
তবু চলে গেছি, ফিরায়ে আনিতে পিছু পিছু ছুটে গিয়েছ।

হে পরিত্রাতা! হে মহান! তুমি শুধু ক্ষণে ক্ষণে আমাদের এই জীবকোষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবতরণই কর না, আমাদের পরিত্রাণের জন্য পিছনে পিছনে ছুটিয়া যাও। তুমি যে করুণাময়। তুমি শুধু চিন্ময় ও শাশ্বত সুন্দর নহ, তুমি অপার করুণাসিন্ধু। রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনে তাঁহার অবতরণ দেখিয়া মুগ্ধকণ্ঠে গাহিয়াছেন—

তাই, তোমার আনন্দ আমার 'পর—
তুমি, তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা।
মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে,
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।

নিজের ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন সেই বিরাট ইচ্ছাময়ের কাছে, নিজের সমস্ত ক্ষুদ্রবাসনাকে আহুতি দিয়াছিলেন সেই জ্যোতির্ময়ের দিব্য জ্যোতিতে। সেই জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ—যখন অন্তরে জ্বলিয়া উঠে তখন সঞ্চিত সকল পাপরাশিকে শুষ্ক ইন্ধনের ন্যায় ভস্মীভূত করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার হৃদয়কে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিবার আকুতি পুনঃপুনঃ জানাইয়াছেন তাঁহার প্রেমনিধিকে—

যা আছে আমার সবই যদি দিই
সঁপিয়া তোমায়—
নাহি তাহে ক্ষয় সবই জেগে রয়
তব মহা মহিমায়।

তিনি যে মহতো মহীয়ান, তিনি অনন্ত গুণ ও মহিমায় মহিমান্বিত। তাইতো বৈষ্ণব সাধকগণ তাঁহাকে নির্গুণ বলিতে যাইয়া নির্বিশেষ গুণসম্পন্ন বলিয়াছেন। যাঁহার গুণের সীমা করা যায় না তিনিই নির্বিশেষ গুণসম্পন্ন—তিনিই নির্গুণ।

রবীন্দ্রনাথের জীবনেও বিচিত্ররূপে সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই তরঙ্গায়িত হইত। তাইতো তিনি সেই ইচ্ছাময়ের কাছে পুনঃপুনঃ মরিতে চাহিয়াছিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মরে গিয়ে বাঁচব আমি তবে,
আমার মাঝে তোমার লীলা হবে।
সব সাধনা যাবে আমার থেমে
মিলে গিয়ে তোমার প্রেমরসে।
দুঃখ শোকের বিচিত্র জীবনে,
তুমি ছাড়া আর কিছুই না-রবে।

যে প্রকৃতির জগতে—স্বভাবের জগতে শুধু দুঃখশোকের তরঙ্গ রহিয়াছে সেখানেও অবতরণ করেন প্রেমময়। অবতরণ করেন আরও দুঃখশোকের তরঙ্গে দোল দিবার জন্য নহে, তাঁহার প্রেমের দোলায় দোল দিতে দিতে দুঃখশোক নিঃশেষে মিশিয়া যাইবে তাঁহার প্রেমরসে। "তুমি ছাড়া আর কিছু না-রবে।

মানুষের জীবনে প্রথম থাকে স্বভাবেরই, প্রকৃতিরই প্রাধান্য। সেই স্বভাব শুদ্ধ হইলে, নিষ্কলঙ্ক হইলে, শান্ত হইলে অন্তররাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার হয়। অন্তরের বিভু তখন অবতরণ করেন স্বভাবের মাঝে, প্রকৃতির মাঝে। তখনই বর্ণে-গন্ধে-গানে-ছন্দে তাঁহাকে পাওয়া যায়। অনন্তরূপের মাঝে অরূপকে পাওয়া যায়, দুঃখশোকের মাঝে অমৃতময়কে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাই জীবনের পরাকাষ্ঠা অবস্থা নহে। পরোকাষ্ঠা অবস্থা হইল—'তুমি ছাড়া আর কিছু না-রবে।' তাইতো রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বভুবনের মাঝে তাঁহাকে পাইয়াও ইহাকে চরম প্রাপ্তি মনে করিতে পারেন নাই। তিনি কাঁদিয়াছিলেন ও অশ্রুসিক্তকণ্ঠে গাহিয়াছিলেন—

ছিন্ন কর ছিন্ন কর—
আর বিলম্ব নয়

আমাকে ছিন্ন করে লও—বিলম্ব আর সহ্য হয় না প্রভো—

ধূলায় পাছে ঝরে পড়ি
এই লাগে মোর ভয়।

তুমি তোমার সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া আমার এই ধূলার জগতে আসিয়াছ বলিয়াই এই পার্থিব ধূলিও মধুময়—মনে হইতেছে। কিন্তু তুমি তোমার সিংহাসনে আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিলে এই ধূলায় আমি যদি ঝরিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়ি তবে ত তোমাকে পূর্ণরূপে পাওয়া হোল না নাথ! তাই ব্যাকুলকণ্ঠে বারবার গাহিয়াছেন—

ছিন্ন করে লও হে মোরে—
আর বিলম্ব নয়।

রামকৃষ্ণদেব বলিতেন—'যে রসগোল্লা একবার খায় তার চিটে গুড় আর ভাল লাগে না।' সেই প্রেমময়ের রস যিনি একবার আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহার প্রেম সাগরে অবগাহন করিয়াছেন তিনি আর প্রকৃতির রাজ্যে, স্বভাবের রাজ্যে পুনঃপুনঃ ফিরিয়া আসিতে চাহেন না। প্রারব্ধের বশে আসিলেও আর থাকিতে চাহেন না। আর্য্য ঋষিদের অন্তরে আত্মজ্ঞান লাভের যে আকূতি জাগিয়াছিল ঋষি রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে প্রবেশ করিলেও দেখিতে পাই সেই আকুতির মূর্চ্ছনা।

রবীন্দ্রনাথের নাটক পড়িয়াছ, রবীন্দ্রনাথের গল্প পড়িয়াছ, রবীন্দ্রনাথের নাচগান আয়ত্ব করিয়াছ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অন্তরে যে প্রেমময়ের স্পর্শ পাইয়া দিব্য রবীন্দ্রনাথ হইয়াছিলেন তাঁহার সেই অন্তররাজ্যে তোমরা প্রবেশ করিলে কৈ? অপূর্ণ রবীন্দ্রনাথকে পাইয়া তোমাদের উৎসব ব্যর্থ হইতেছে। যদি রবীন্দ্রনাথকে পূর্ণভাবে পাইতে চাহ, তাঁহার অন্তররাজ্যে প্রবেশ কর। তথায় পাইবে শুধু রবীন্দ্রনাথকেই নহে, পাইবে ভারতের মহামানবগণকে, ভারতের কৃষ্টিকে, ভারতের সাধনা ও সিদ্ধিকে। প্রাচীন ভারত হইতে নব্যভারত পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সোপান রচনা করিয়া গিয়াছেন। তোমরা সোপানের নিম্নতলায় বসিয়াই রবীন্দ্রনাথকে বুঝিয়াছ মনে করিলে শুধু ভুলই করিবে না রবীন্দ্রনাথকে অপমান করিবে। রবীন্দ্রনাথ যেমন ভাবে তাঁহার প্রেমময়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন তোমরাও সেইরূপ পবিত্রতা ও শ্রদ্ধা নিয়া রবীন্দ্র নাথের ভিতরে প্রবেশ কর, তাঁহার অন্তরে প্রবেশ কর, দেখিবে কত সুন্দর, কত জ্যোতির্ম্ময়, কত বিরাট, কত মহান এই কবি, এই ঋষি, এই মহামানব।

ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

বিঃ দ্রঃ পাঠকদিগের বিশেষ অনুরোধে এই প্রবন্ধটি দেওয়া হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবসংঘ মঠ হইতে প্রকাশিত ধর্ম্ম পুস্তক

শ্রীশ্রীবাবা নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী রচিত

हिन्दी

१.	मन्त्र और पूजा रहस्य	२.००
२.	प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा	२.००
३.	सत्य का पथ वा 'मैं कौन' हूं—का अनुसन्धान	१.२५
४.	हैमवती दर्शन	२.००
५.	दश महाविद्या कौन ?	०.५०
६.	नव दुर्गा कौन ?	०.५०
७.	साधना के गृह में (प्रथम खण्ड)	३.५०

English

1.	WAY To TRUTH Or QUEST OF THE SELF	1.00
2.	Worship of Varat Mata & why I celebrate it	0.25
3.	Message Encouragement	0.10

বাংলা

১।	মন্ত্র ও পূজা রহস্য	০.৫০
২।	প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা	১.০০
৩।	সত্যের পথ বা আমির সন্ধান	১.০০
৪।	হৈমবতী দর্শন	১.০০
৫।	দশ মহাবিদ্যা কে ?	০.৭৫
৬।	নবদুর্গা কে ?	০.৫০
৭।	সাধনার গৃহে [প্রথম খণ্ড]	৩.৫০, ৪.২৫
৮।	ব্রহ্মর্ষি সত্যদেব	
৯।	ভারত মাতা	
১০।	পাথেয়—	৪.০০, ৫.০০
১১।	শ্রীগুরুলাভ ও দাক্ষিনাত্যের তীর্থদর্শন—শ্রী বাসন্তী দেবী	৪.০০ ৫.০০
১২।	শ্রীশিবসন্ধানম (হিন্দী)—শ্রী শান্তি দেবী বাজাজ	

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi